বিল্‌স প্রেস ক্লিপিংস

বর্ষ-২৯ সংখ্যা- ০৯ সেপ্টেম্বর - ২০২৬



Day labourers gather at dawn waiting for work that offers a daily wage of Tk 700 to 800 in Dhaka's Khilgaon area on Friday.

BILS

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

বাড়ি-৮/এ/ক (পঞ্চম তলা) রাজ্জাক ভিলা, রোড-১৩(নতুন) 'ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯

ই-মেইল: bils@citech.net, www.bilsbd.org

সূচী	পৃষ্ঠা
শোভন কাজ	০৩ - ৬০
শ্রম বাজার	৬১ - ৭৪
কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা	৭৫ - ৯৫
কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন	৯৬ - ১১০
আন্দোলন ও ধর্মঘট	১১১ - ১১৯
সংবাদপত্রে বিল্‌স	১২০ -১২৪

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
১৭ ভাদ্র ১৪৩৩, ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬

জাহাজভাঙা শিল্প : বাংলাদেশের বিশ্বসেরা হওয়ার সম্ভাবনা

মোস্তফা কামাল



বিশ্বের জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বাজার আগামী বছরগুলোতে আরো বড় হতে পারে। আগামী এক দশকে প্রায় ১৬ হাজার জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য বাজারে আসতে পারে। এটি বাংলাদেশের জন্য বড় অর্থনৈতিক সুযোগ

জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের কাজটি বাংলাদেশে পরিচিত জাহাজভাঙা শিল্প নামে। পুরোনো জাহাজ থেকে পাওয়া লোহা দেশের ইস্পাত ও রি-রোলিং শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল। জাহাজ ভাঙা শিল্পকে শুধু পুরোনো জাহাজ পুনর্ব্যবহারের খাত হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। এটি দেশের ব্লু ইকোনমি, ইস্পাত শিল্প, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং পুনর্ব্যবহারভিত্তিক অর্থনীতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি। সঠিক নীতি, আধুনিক প্রযুক্তি এবং আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ নিশ্চিত করা গেলে আগামী দশকগুলোতে এই শিল্প বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম শক্তিশালী খাতে পরিণত হতে পারে।

এ শিল্প দেশের অর্থনীতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লুকিয়ে আছে বিপুলসংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান ও জীবিকার পথ। বিষয়টি কিছুটা আনকমন। অনেকেরই জানার বাইরে। এর গোমর জানেন কেবল খাতটির সংশ্লিষ্টরা। তারাই বোঝেন, যা দেশের ভারী শিল্প ও কর্মসংস্থানে কত ভূমিকা রাখছে এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিশ্বের জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বাজার আগামী বছরগুলোতে আরো বড় হতে পারে। আগামী এক দশকে প্রায় ১৬ হাজার জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য বাজারে আসতে পারে। এটি বাংলাদেশের জন্য বড় অর্থনৈতিক সুযোগ। কিন্তু ভারত, তুরস্কসহ অন্যান্য দেশও একই বাজারে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করছে। এ বাস্তবতায় ভবিষ্যতের প্রতিযোগিতা শুধু কে কম খরচে বেশি জাহাজ ভাঙতে পারে, তা নিয়ে হবে না। প্রতিযোগিতা হবে—কে নিরাপদ, পরিবেশসম্মত ও আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্যভাবে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করতে পারে।

সক্ষম-সামর্থ্যবান দেশগুলোর কাছে নিরাপদ ও পরিবেশসম্মত জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ এখন আর ভবিষ্যতের কোনো লক্ষ্য নয়; এটি আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রক কাঠামোর অংশ। বাংলাদেশ এই পরিবর্তনের বাইরে নেই। বরং বিশ্বের অন্যতম প্রধান জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের দায়িত্ব বেশি। আবার বিশ্ব বাস্তবতার নিরিখে এদিকে বিদেশিদের নজরও বেশি। মোটকথা বলটা বাংলাদেশের কোর্টে। এ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য বলছে, বিশ্বের কয়েকটি দেশ মুখিয়ে আছে বাংলাদেশের দিকে। কেউ প্রকাশ্যে, কেউ অপেক্ষমাণ। এ খাতে বিনিয়োগে আগ্রহ জানিয়ে দরখাস্ত জানিয়েছে ডেনমার্কের শিপিং ও লজিস্টিকস প্রতিষ্ঠান মায়েরস্ক লাইন। যাদের রয়েছে বিশ্ব জুড়ে বিপুলসংখ্যক বড় বড় অসংখ্য জাহাজ। তাদের ব্যবহৃত পুরোনো জাহাজের পুনর্ব্যবহারের পাশাপাশি নতুন জাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় কেন্দ্র হয়ে ওঠার আভাস মিলছে। দু-তিন দিন আগে বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদিরের বাসভবনে তারা এ নিয়ে বৈঠক করেছেন। সেখানে অন্যদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত ক্রিশ্চিয়ান ব্রিক্স মোলার এবং এপি মোলার সিংগাপুর পিটিই লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রেনে পিল পেডারসেন। বৈঠকে ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত জানান, মায়েরস্ক লাইন বাংলাদেশে জাহাজ নির্মাণশিল্পে সরাসরি বিনিয়োগ করতে চায়।

এ খাতে আন্তর্জাতিক মানের বড় বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা গেলে দেশের শিল্পায়নের পাশাপাশি ব্লু-ইকোনমির সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর সুযোগ আরো বাড়বে। একই সঙ্গে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রযুক্তি ও দক্ষতা স্থানান্তর এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পের বিকাশে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। দেশের ইস্পাতশিল্পের কাঁচামালের বড় একটি অংশ আসে এ শিল্প থেকে। একই সঙ্গে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আমদানি ব্যয় হ্রাস, শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ এবং দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখার ক্ষেত্রে সীতাকুণ্ডের শিপ রিসাইক্লিং ইয়ার্ডগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ শিল্পের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে দুর্ঘটনা, অগ্নিকাণ্ড, বিষাক্ত গ্যাসে শ্রমিকের মৃত্যু এবং কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ মাঝেমধ্যে সন্তানাকে ধাক্কায় ফেলে, থমকে দেয়। একসময় আন্তর্জাতিক মহলে সীতাকুণ্ডের শিপব্রেকিং ইয়ার্ডগুলোকে মূলত পরিবেশ ও শ্রমিক নিরাপত্তার ঝুঁকির সঙ্গে দেখা হতো। কিন্তু গত এক দশকে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সেই চিত্র অনেকটাই বদলে গেছে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করে গ্রিন ইয়ার্ড প্রতিষ্ঠা, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপদ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে কিছু প্রতিষ্ঠান প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এসব উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ইতিবাচক স্বীকৃতি অর্জনের সুযোগ পেয়েছে। ভবিষ্যতের জাহাজভাঙা শিল্প শুধু শ্রমিকের শক্তি ও প্রচলিত পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে টিকে থাকতে পারবে না। তাদের বিনিয়োগ ও উদ্যোগের ফলে কিছু ইয়ার্ডে উন্নত প্রযুক্তি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, প্রশিক্ষিত শ্রমিক, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশবান্ধব রিসাইক্লিং ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে এ শিল্পের জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের এমন উদ্যোগ শুধু তাদের নিজস্ব ব্যবসার সুনাম বাড়ায়নি; বরং পুরো বাংলাদেশের জাহাজ রিসাইক্লিং শিল্পের ভাবমূর্তিতেও হাতবাচক প্রভাব ফেলেছে।

কিছু প্রতিষ্ঠানের অর্জিত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও অভিজ্ঞতাকে অন্য ইয়ার্ডগুলোর জন্য মডেল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। সরকার, শিল্পমালিকদের সংগঠন এবং সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো চাইলে উন্নত ইয়ার্ডগুলোর 'বেস্ট প্র্যাকটিস' অনুসরণ করে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে থাকা ইয়ার্ডগুলোর জন্য একটি বাধ্যতামূলক উন্নয়ন কাঠামো তৈরি করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে প্রতিটি ইয়ার্ডে নিয়মিত গ্যাস পরীক্ষা, গ্যাস-ফ্রি সার্টিফিকেশন, বদ্ধ স্থানে কাজের অনুমতি, প্রশিক্ষিত নিরাপত্তা কর্মকর্তা, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, জরুরি উদ্ধার পরিকল্পনা এবং দ্রুত চিকিৎসাসেবার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। গত ১০ বছরে যারা গ্রিন ইয়ার্ড প্রতিষ্ঠা ও আন্তর্জাতিক মান অর্জনে উদ্যোগ নিয়েছেন, তারা ইতিমধ্যে তার বাস্তব উদাহরণ তৈরি করেছেন। এখন সেই পরিবর্তনকে পুরো শিল্পে ছড়িয়ে দেওয়ার সময়। জাহাজভাঙা শিল্পের মালিকদের প্রতিও একটি স্পষ্ট বার্তা থাকা দরকার, নিরাপত্তা কোনো অতিরিক্ত ব্যয় নয়; এটি বিনিয়োগ। শ্রমিক নিরাপদ থাকলে উৎপাদনও নিরাপদ থাকে, প্রতিষ্ঠানের সুনাম বাড়ে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বাড়ে। সীতাকুণ্ডের জাহাজ ভাঙা শিল্পের সামনে তাই এখন একটিই পথ—যারা পরিবর্তন এনেছেন, তাদের অভিজ্ঞতা অনুসরণ করে সবাইকে নিরাপদ, সবুজ ও আধুনিক জাহাজ রিসাইক্লিংয়ের পথে এগিয়ে যেতে হবে।



পরিবেশবান্ধব ইয়ার্ড গড়ে তোলার উদ্যোগ অবশ্যই ইতিবাচক। কিন্তু একটি ইয়ার্ডের ভেতরে উন্নত ব্যবস্থাপনা থাকলেই সমস্যার সমাধান হবে না। বিপজ্জনক বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও নিরাপদ নিষ্পত্তির জন্য জাতীয় পর্যায়ে পর্যাপ্ত অবকাঠামো তৈরি করতে হবে। গ্রিন শিপ রিসাইক্লিং মানে শুধু সবুজ অবকাঠামো নয়; এটি একটি সম্পূর্ণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা। বাংলাদেশের সামনে এখন দুটি পথ। একটি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকারী দেশ হিসেবেই থাকা। অন্যটি হলো নিরাপদ, পরিবেশসম্মত ও শ্রমিকবান্ধব জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের একটি আন্তর্জাতিক উদাহরণ হয়ে ওঠা। দ্বিতীয় পথটি কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। বিশেষ করে পুরোনো অবকাঠামো এবং ৭০ শতাংশ ভাঙা ও পুনর্ব্যবহার করা হয় দক্ষিণ এশিয়ায়, যার মধ্যে জাহাজ ভাঙা শিল্পে বিশ্বসেরা বাংলাদেশ। এ খাত থেকে প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য বৈদেশিক মুদ্রা ও রাজস্ব অর্জিত হয়, যা দেশের লোহা ও ইস্পাত শিল্পের কাঁচামালের বড় চাহিদা পূরণ করে। জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ শিল্পকে আন্তর্জাতিক সরবরাহ ব্যবস্থায় যুক্ত করার ফলে দেশে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

আন্তর্জাতিক গবেষণার তথ্য বলছে, বিশ্বের পুরোনো জাহাজ পুনর্ব্যবহার কার্যক্রমের ৪৫ শতাংশেরও বেশি বর্তমানে বাংলাদেশে হয়। ফলে একক দেশ হিসেবে বৈশ্বিক শিপব্রেকিং শিল্পে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। দক্ষিণ এশিয়ার বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান মিলে বিশ্বের প্রায় ৭০ শতাংশ জাহাজ পুনর্ব্যবহার করলেও এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অংশীদার বাংলাদেশ। বিশ্বের ২২/২৩টি দেশে পুরোনো জাহাজ ভাঙা হয়। এসব দেশের মধ্যে কয়েক বছর ধরে শীর্ষ স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বা শিপ রিসাইক্লিং শিল্পে বর্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়েই আকর্ষণীয় নজর। পাকিস্তান জমানায় সেই ১৯৬৫ সালে যাত্রা শুরু করা শিল্পটি বর্তমানে ইস্পাত, নির্মাণ, প্রকৌশল ও পুনর্ব্যবহার অর্থনীতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। প্রতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অবসরে যাওয়া শত শত জাহাজ বাংলাদেশের উপকূলে আসে। এসব জাহাজ ভেঙে পাওয়া ইস্পাত, লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম ও অন্যান্য ধাতব উপাদান দেশের শিল্পকারখানার কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর ফলে একদিকে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে, অন্যদিকে দেশীয় শিল্পের উৎপাদন ব্যয়ও কমছে।

সরকারি সহায়তা, সহজ অর্থায়ন এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অবকাঠামো গড়ে তোলা গেলে এ শিল্পের আয় বর্তমানের তুলনায় কয়েক গুণ বাড়ানো সম্ভব। একই সঙ্গে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানে আরো বড় অবদান নিশ্চিত করা যায়।

● লেখক : সাংবাদিক-কলামিস্ট



রাজধানীতে গতকাল 'জাস্ট ট্রানজিশন ইন বাংলাদেশ : ইকোনমিক সিকিউরিটি অ্যান্ড ট্রানজিশন সাপোর্ট ফর ইয়াং পিপল' শীর্ষক গবেষণা ফল প্রকাশ অনুষ্ঠান

ছবি : সানেম

সানেম ও অ্যাকশনএইডের যৌথ গবেষণা

জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় তরুণদের মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা ২১.৭% কম

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসকারী তরুণদের মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান পাওয়ার সম্ভাবনা অন্য এলাকার তুলনায় ২১ দশমিক ৭ শতাংশ কম। কর্মসংস্থানের ধরন, লিঙ্গ ও বয়সের মতো বিষয় বিবেচনায় নেয়ার পরও এ প্রভাব পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। একই সঙ্গে খাতভেদে তরুণদের কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা ও সহায়তার চাহিদায় বড় পার্থক্য রয়েছে। ফলে জলবায়ু ও অর্থনৈতিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে সবার জন্য একই ধরনের নীতির পরিবর্তে খাতভিত্তিক সহায়তার সুপারিশ করেছে অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ ও সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম)।

'জাস্ট ট্রানজিশন ইন বাংলাদেশ : ইকোনমিক সিকিউরিটি অ্যান্ড ট্রানজিশন সাপোর্ট ফর ইয়াং পিপল' শীর্ষক গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে। রাজধানীতে গতকাল এক অনুষ্ঠানে এ গবেষণার ফল প্রকাশ করা হয়। গবেষণাটি ৬২৫ তরুণ শ্রমিকের ওপর পরিচালিত। নয়টি জেলার কৃষি, তৈরি পোশাক (আরএমজি), নির্মাণ ও পরিবহন খাতের শ্রমিকরা এতে অংশ নেন। জরিপের উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৭ শতাংশ কৃষি খাতের, ২৭ শতাংশ পরিবহন ও নির্মাণ এবং ২৫ শতাংশ আরএমজি খাতের। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫৯ দশমিক ৯ শতাংশ পুরুষ ও ৪০ দশমিক ১ শতাংশ নারী।



সানেমের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর জুবায়ের হোসেন বলেন, 'এ রূপান্তরের ঝুঁকিতে তরুণরা তুলনামূলকভাবে বেশি থাকলেও বাংলাদেশকে আরো টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতির দিকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে তারাই সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। এ কারণেই তরুণদের কেন্দ্র করে এ তথ্যভিত্তিক গবেষণাটি করেছি।'

গবেষণায় কর্মসংস্থান নির্ধারণে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) চারটি সূচক ব্যবহার করা হয়েছে। পরিবহন খাতকে ভিত্তি ধরে দেখা যায়, শুধু খাত বিবেচনায় কৃষিতে মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা ১৫ শতাংশ, নির্মাণে ২০ দশমিক ১ এবং আরএমজিতে ৭৩ দশমিক ২ শতাংশ। তবে বয়স, আয়, জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ জেলা ও জরিপের ধরনসহ অন্যান্য বিষয় যুক্ত করলে এ ব্যবধান কমে যথাক্রমে ৮ দশমিক ১; ১০ দশমিক ২ ও ৫৫ দশমিক ৫ শতাংশ হয়। অর্থাৎ অন্য খাতের তুলনায় আরএমজিতে মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থানের সুবিধা থাকলেও এ সুবিধা পুরোপুরি ভালো কর্মপরিবেশের কারণে নয়, বরং লিখিত চুক্তি ও তুলনামূলক কম ঝুঁকিপূর্ণ কর্মপরিবেশের মতো বিষয় এতে ভূমিকা রাখছে।

তরুণদের কর্মসংস্থানের নিরাপত্তাহীনতার আরেকটি বড় কারণ অনানুষ্ঠানিকতা। ১৫-৩৫ বছর বয়সী শ্রমিকদের ২৭ দশমিক ১৫ শতাংশ প্রাথমিক পর্যায়ের অনানুষ্ঠানিক কাজে নিয়োজিত। তাদের লিখিত চাকরির চুক্তি বা সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নেই। বিপরীতে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর মাত্র ১ দশমিক ৪৬ শতাংশ আনুষ্ঠানিক কারিগরি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে। ফলে চাকরি হারানো বা কর্মক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন এলে পুনরায় কর্মসংস্থানের প্রস্তুতিও সীমিত।

গবেষণার তথ্যানুযায়ী, তরুণরা অনুদান বা নতুন ব্যবসার মূলধনের চেয়ে নগদ সহায়তা, দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও চাকরি খুঁজে দেয়ার সহযোগিতাকে বেশি প্রয়োজনীয় মনে করছেন। নির্মাণ খাতের শ্রমিকদের কাছে নগদ সহায়তা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আরএমজি ও পরিবহন খাতের শ্রমিকরা চাকরি খুঁজে দেয়ার সহায়তাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কৃষি খাতের তরুণরা নগদ সহায়তা ও প্রশিক্ষণ দুটিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন।

প্রাতিষ্ঠানিক আস্থার ক্ষেত্রেও খাতভেদে ভিন্নতা পাওয়া গেছে। কৃষি খাতের শ্রমিকদের আস্থা মূলত সরকারের ওপর। আরএমজি ও নির্মাণ খাতের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে নিয়োগদাতারা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর পরিবহন খাতে ইউনিয়ন ও শ্রমিক সংগঠনের ওপর আস্থা বেশি। ফলে তরুণদের কাছে সহায়তার বার্তা পৌঁছানোর ক্ষেত্রেও খাতভেদে ভিন্ন কৌশল প্রয়োজন বলে গবেষণায় বলা হয়েছে।

সানেমের গবেষণায় বলা হয়েছে, তরুণরা জলবায়ু ও অর্থনৈতিক রূপান্তরের ঝুঁকিতে সবচেয়ে বেশি থাকলেও একই সঙ্গে তারাই ভবিষ্যতের সবুজ অর্থনীতি গড়ে তোলার প্রধান শক্তি। তাই তাদের জন্য নীতিনির্ধারণ না করে নীতি প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় তাদের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই কার্যকর জাস্ট ট্রানজিশনের অন্যতম শর্ত। দেশের অর্থনীতির কাঠামোর কারণে এ রূপান্তরের গুরুত্বও বড়। গবেষণাপত্র অনুযায়ী, দেশের ৩০ শতাংশের বেশি মানুষ ১৫-৩৫ বছর বয়সী। তৈরি পোশাক খাতে প্রায় ৪৫ লাখ কর্মসংস্থান রয়েছে এবং এটি দেশের রফতানির ৮৫ শতাংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। জাতীয় গ্রিডের ৯২ শতাংশ এখনো জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভর। অন্যদিকে কর্মশক্তির ৪৫ শতাংশ কৃষিতে নিয়োজিত, যে খাতটি ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততা ও অনিয়মিত মৌসুমি বৃষ্টির মতো জলবায়ু ঝুঁকিতে রয়েছে।

সানেমের নির্বাহী পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ড. সেলিম রায়হান বলেন, 'জাস্ট ট্রানজিশন এখন বৈশ্বিক ও জাতীয় উভয় পর্যায়েই একটি অগ্রাধিকার। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো এবং জলবায়ু ঝুঁকিপ্রবণ খাতগুলোর ওপর ব্যাপক নির্ভরতার কারণে এ আলোচনায় বাংলাদেশের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

সীতাকুণ্ডে ১০ শ্রমিকের মৃত্যু

নিরাপত্তায় ত্রুটি, মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ফেরদৌস স্টিল শিপ রিসাইক্লিং ইন্ডাস্ট্রিজের ইয়ার্ডে জাহাজ কাটার সময় বিষাক্ত গ্যাসে ১০ শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় গুরুতর ঘাটতি ও অবহেলা পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের গঠিত তদন্ত কমিটি। ওই ঘটনায় দ্য শিপ ব্রেকিং অ্যান্ড রিসাইক্লিং রুলস-২০১১ অনুযায়ী, ইয়ার্ড মালিকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাগ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে।

গতকাল সোমবার শিল্প মন্ত্রণালয়ে তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে একটি সংবাদ সম্মেলন করেন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। এ সময় শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব আব্দুন নাসের খান, তদন্ত কমিটির সদস্য এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

শিল্পমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, 'কেউ দোষী হলে তার শাস্তি হবে নিয়মিত বিচারিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। প্রচলিত আইনে যে শাস্তির বিধান রয়েছে, সেটাই হবে।'

গত ১৪ আগস্ট সীতাকুণ্ডের ওই ইয়ার্ডে 'এমটি রাসি' নামে একটি স্ক্র্যাপ জাহাজের ব্যালাস্ট ট্যাংক ছিদ্র করার সময় বিষাক্ত হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস নির্গত হয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে ঘটনাস্থলেই ৯ জন এবং একজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মারা যান। এ ঘটনায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব একেএম বেনজামিন রিয়াজীকে আহ্বায়ক করে ১১ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করেন শিল্পমন্ত্রী।

দুর্ঘটনার বিষয়ে তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক বেনজামিন রিয়াজী জানান, ফেরদৌস স্টিল রিসাইক্লিং ইন্ডাস্ট্রিজের দুর্ঘটনায় চরম নিরাপত্তা গাফিলতির চিত্র উঠে এসেছে। যেখানে ঝুঁকিপূর্ণ ট্যাংক ছিদ্র করার সময় শ্রমিকদের গ্যাস মাস্ক বা এসসিবিএ ব্যবহার না করা, ছুটির দিনে সেফটি ম্যানেজার, অ্যাম্বুলেন্স ও উদ্ধারকারী দল না থাকা এবং প্রকৃত শ্রমিকদের হাজিরা তালিকায় অসামঞ্জস্য পাওয়া গেছে, যা প্রতিষ্ঠানের দুর্বল নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার প্রমাণ হিসেবে সামনে এসেছে। এর সঙ্গে মেয়াদোত্তীর্ণ পরিবেশ ছাড়পত্র ও সিসিটিভির অনুপস্থিতিও পরিস্থিতিকে আরও উদ্বেগজনক করে তুলেছে।

তদন্তে 'দ্য শিপ ব্রেকিং অ্যান্ড রিসাইক্লিং রুলস ২০১১'-এর একাধিক বিধি লঙ্ঘন এবং ইয়ার্ডের সেফটি টিমের পেশাগত অবহেলা প্রমাণিত হয়েছে। ফলে শুধু দায়ীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নয়, ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা ঠেকাতে নিরাপত্তা বিধি কঠোরভাবে বাস্তবায়ন এবং নিয়মিত তদারকি নিশ্চিত করার বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন না হলে একই ধরনের দুর্ঘটনা পুনরায় ঘটার ঝুঁকি থেকেই যাবে।

বুয়েট অধ্যাপক ও তদন্ত কমিটির সদস্য ইয়াসির আরাফাত খান বলেন, দুর্ঘটনাস্থলে অক্সিজেনের ঘাটতিপূর্ণ পরিবেশে পানিতে থাকা সালফেটের সঙ্গে অণুজীবীয় বিক্রিয়ার ফলে বিষাক্ত হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস তৈরি হয়েছিল। পাত্র বা ট্যাংক থেকে পানি নিষ্কাশন কিংবা কাটার সময় ওই গ্যাস হঠাৎ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। এর ঘনমাত্রা ১০০ পিপিএমের বেশি হলে তা জীবন ও স্বাস্থ্যের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, যা দুর্ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণ বলে মনে করেন তিনি।

ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে ডি-ব্লাস্টিং বা পানি নিষ্কাশনের আগে সম্ভাব্য ঝুঁকি সঠিকভাবে নিরূপণ এবং বাতাস ও পানিতে বিষাক্ত পদার্থের উপস্থিতি পরীক্ষা করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পর কাজ শুরুর সুপারিশ করেন তিনি।

শোভন কাজ

THE FINANCIAL EXPRESS September 2, 2026

Ensuring safe, transparent recruitment of Malaysia-bound workers

The news that Malaysia is going to recruit some 200,000 Bangladeshi workers over the next six months is most welcome. As could be learnt, the state minister for local government, rural development and cooperatives recently told the press that the recruitment would begin in phases from the end of September and be completed within six months. It is further gratifying to know that another 10,000 workers are expected to get the opportunity to go to Malaysia free of migration cost. Given that Malaysia already hosts around 0.80 million documented Bangladeshi workers, reopening its labour market on such a scale would give a fresh boost to Bangladesh's manpower export and remittance earning. Clearly, Prime Minister Tarique Rahman's visit to Malaysia last June has led to a better understanding between Dhaka and Kuala Lumpur on labour recruitment. The two governments also agreed to review the existing arrangement and work towards a more credible and transparent recruitment framework. There is obviously reason to be optimistic about the latest development. However, one cannot also be oblivious of the fact that the Bangladesh-Malaysia labour corridor had often been dogged by syndicates, excessive recruitment costs, corruption, fake job orders and other forms of workers' exploitation. During the recruitment process between 2022 and 2024, Bangladeshi jobseekers would have to pay many times more than the officially fixed migration cost. Worse still, some workers, after reaching Malaysia with valid papers, would find that the promised jobs did not exist. There were also reports of withholding of passports, non-payment of wages to workers and their abuse and ill-treatment. At one stage, the Malaysian government set May 31, 2024 as a hard deadline for entry of foreign workers and subsequently froze fresh recruitment from Bangladesh.

The government must make sure that this fresh opening of Malaysia's labour market is free from the past practice of cheating, suffering and exploitation of Bangladeshi workers

Thousands of workers with clearances, visas or travel preparations were unable to reach Malaysia before the deadline, leaving many families in severe financial distress.

It is precisely for this reason that this latest announcement on the job opportunity of Bangladeshi workers in Malaysia should lead to recruitment with utmost transparency. Increasing the number of agencies or introducing a digital platform will not by itself guarantee fair recruitment if the system remains open to manipulation. The lesson of the past is that unscrupulous recruiters at home, fake Malaysian employers and corrupt officials can together turn overseas employment into a trap for unsuspecting jobseekers. So, before a worker is allowed to pay money, undergo medical tests or purchase an air ticket, the authenticity of the employer, actual job vacancy, wage, workplace and accommodation should be independently verified. The recruitment cost should also be clearly fixed, publicly announced and made digitally traceable so middlemen cannot charge whatever amount they please. Most importantly, responsibilities of recruiting agencies, employers and government authorities of both countries should be clearly defined and an effective grievance mechanism should be in place for cheated workers. Bangladesh cannot afford to measure success simply by the number of workers sent abroad or the amount of remittance they send home. What matters equally is whether those workers migrate safely at reasonable cost, get jobs and wages promised and are treated with dignity in the host country. In fact, the overseas workers who support the economy with their hard-earned foreign currency should not be left at the mercy of recruiting syndicates and fraudulent employers. The government should therefore maintain close supervision over recruitment from selection at home to placement at the workplace in Malaysia, while the Bangladesh mission there should receive complaints and intervene promptly in cases of abuse, wage denial or joblessness. In fine, the government must make sure that this fresh opening of Malaysia's labour market is free from the past practice of cheating, suffering and exploitation of Bangladeshi workers.

সময়ের আলো

বৃহস্পতিবার। ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

শ্রম অধিকার রক্ষায় আইএলও ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের মতবিনিময়

● নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশে শ্রম অধিকার, শিল্প খাতে শান্তি ও স্থিতিশীলতা এবং শ্রম-সম্পর্কিত বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতা জোরদারের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের মধ্যে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের পক্ষ থেকে উপস্থাপনায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের দৈনন্দিন কার্যক্রম, শিল্পাঞ্চলে শ্রম-সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়, শ্রমিক ও শিল্প খাতের সুরক্ষা, শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও সমাধানে পুলিশের ভূমিকা এবং শিল্প খাতে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে শিল্পাঞ্চল পুলিশের কার্যক্রম তুলে ধরা হয়।

আলোচনায় আইএলওর শ্রম অধিকার, সামাজিক সংলাপ, কর্মক্ষেত্রে ন্যায়সংগত পরিবেশ এবং শোভন কর্মসংস্থানের লক্ষ্য ও বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের দায়িত্ব ও কার্যক্রমের মধ্যে পারস্পরিক মিলের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। উভয় পক্ষই শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা, শিল্প খাতে স্থিতিশীলতা এবং শ্রম-সম্পর্কিত বিষয়ে কার্যকর সহযোগিতার সুযোগ নিয়ে আলোচনা করেন।

উভয় পক্ষ ভবিষ্যতে দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতা ও সমন্বয় জোরদার করার বিষয়ে সম্মত হয়। আলোচনাটি পারস্পরিক বোঝাপড়া ও ভবিষ্যৎ সহযোগিতার ভিত্তি তৈরিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচনা হিসেবে বিবেচিত হয়। আইএলও এবং বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ ভবিষ্যতে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে শ্রম অধিকার, শিল্প শান্তি ও স্থিতিশীলতা এবং শ্রম-সম্পর্কিত বিষয়ে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে।

০৫

NEWAGE
EDNESDAY, SEPTEMBER 2, 2026, BHADRA 1

Repeated hawker evictions hit low-income people in Dhaka

Prattayee Chakma
Dhaka

DAY labourer Abdur Rahim does not afford to shop at regular stores for his family of four.

With his income barely covering his family expenses, he looks for clothes, footwear and other household necessities at roadside stalls, where haggling is the norm allowing customers to take the prices, which are usually lower than that at the regular shops, further down.

'From hawkers we can buy things within our budget. If they are removed, we have to spend more at regular shops,' he said.

'We go to hawkers simply because the prices there are within our reach. When they are gone, we don't afford other options,' said house help Salma Khatun.

Rahim and Salma's experience is shared by thousands of low-income residents who depend on Dhaka's informal markets amid the rising cost of living.

However, repeated eviction drives against roadside hawkers in the capital city are not only threatening the livelihoods of thousands of vendors, but also putting additional stress on low-income consumers.

Against the backdrop, experts call for effective alternative employment along with poverty-reduction and social protection measures as solutions.

Experts invariably refer to the inflation while discussing the ever shrinking buying capacity of the ordinary people—overall inflation stood at 8.32 per cent in July, a bit lower from 9.16 per cent in June, although prices keep rising still.

Dhaka University economics professor Muhammad Shahadat Hossain Siddiquee said, 'Inflation has been creating stress for long, while unemployment is rising amid industry closures and low private investment.'

Under the circumstances, the informal hawker economy acts as a lifeline for thousands of low-income city residents, he observes.

Since April, the Dhaka Metropolitan Police and the two city corporations conducted several drives against unlawful occupation of footpaths and roads.

However, vendors keep coming back to some cleared locations shortly after eviction.

'If I don't sell, I don't earn,' said a footwear vendor in Gulistan. He has been working on the street for years.

'I cannot afford to rent a shop, and I don't have another job,' he also said.

Another vendor named Sumon, a clothes seller, said that he entered the trade after failing to find stable employment.

Experts for alternative employment, poverty-reduction, social protection measures

'This is not my dream job, but I have to simply support my family,' he said.

A t-shirt vendor, also in Gulistan area, said that after the eviction, he took loans to run family.

'What can I do if I am not listed in the city corporation's list of rehabilitated hawkers?' he asked, saying he returned to the street after eviction in a desperate need to provide for his family.

Their vulnerability is reflected across the country's employment scenario.

The Labour Force Survey 2024 of the Bangladesh Bureau of Statistics put the country's total labour force at 6.91 crore of which an overwhelming 5.80 crore (84 per cent) are engaged in informal employment that vitally constitutes hawker's job, along with many other occupations.

The survey puts Dhaka city's unemployed people at about 6.87 lakh.

There is no formal list of hawkers, but the Bangladesh Hawkers' Federation estimates the number at over two lakh in the city.

Stressing that eviction alone was no solution, Institute for Planning and Development executive director and urban planner Adil Mohammad Khan underscored alternative employment, poverty-reduction measures and social protection alongside action against the syndicates controlling parts of the illegal footpath trade.

The Dhaka North and South City Corporations have launched a hawker-management programme involving designated vending zones and relocation of selected vendors.

DSCC public relations officer Md Rasel Rahman said that they were committed to both ensuring pedestrians' right to move freely and protecting hawkers' livelihoods.

DNCC public relations officer Md Zakir Hossen, declined to comment, citing lack of authority to comment on the issue.

Its administrator Md Safiqul Islam Khan could not be reached for comments over phone.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন



Dhaka South City Corporation conducts an eviction drive in the Bakshibazar-Chankharpul area in Dhaka as part of its ongoing anti-encroachment campaign on Tuesday. New Age photo

Only registered hawkers to be allowed in city: DSCC

Staff Correspondent
Dhaka

It conducts eviction drive for cleanliness, revenue, mosquito control

ONLY registered hawkers will be allowed to do business in Dhaka city in the future, while occupying roads and footpaths will not be permitted, Dhaka South City Corporation administrator Md Abdus Salam said on Tuesday.

'Only those who receive registration, a number and a van number from us will be allowed to do business,' he said while speaking to journalists during an eviction drive conducted by the DSCC in the Bakshibazar-Chankharpul area.

The DSCC would continue such drives and enforce the newly announced hawker management policy as part of its ongoing anti-encroachment campaign, said the city corporation administrator.

The announcement comes as residents and commuters continue to complain that roadside shops return soon after eviction drives, undermining efforts to keep roads and footpaths free from encroachment.

The eviction operation was scheduled to begin at 10:00am but had not started by 11:30am, nearly one and a half hours after the scheduled time.

Meanwhile, many vendors were seen removing their goods after noticing city corporation employees and journalists in the area.

Residents alleged that such drives provided only temporary relief, as footpaths were often reoccupied within hours or days after officials left.

The administrator said action would also be taken against illegal businesses operating on footbridges, passenger shelters and roads in the New Market area.

'We have repeatedly said that we will not allow hawkers on roads. The main road in front of New Market will be cleared,' he says, adding that the city corporation is considering alternative arrangements for hawkers at designated locations.

He also announced that a holiday market for hawkers would be set up in Motijheel from 4:00pm on Fridays and Saturdays.

The eviction drive was part of DSCC activities related to cleanliness, revenue collection and mosquito control.

Similar eviction drives were carried out over the past 24 hours in Chattogram, Gazipur and Feni by different authorities to remove illegal occupations from public spaces.

সমকাল | বৃহস্পতিবার | ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬

পোশাক খাতে পরিবেশবান্ধব জ্বালানির ব্যবহার জরুরি

■ সমকাল প্রতিবেদক

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে পরিচ্ছন্ন জ্বালানির সম্প্রসারণ শুধু পরিবেশগত দায়িত্ব নয়, বাণিজ্যিক সক্ষমতা বাড়ানোরও বড় সুযোগ। এ খাতের সক্ষমতা ধরে রাখতে পরিবেশবান্ধব জ্বালানির ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি। নির্ভরযোগ্য নবায়নযোগ্য জ্বালানির সহজলভ্যতা কারখানার কার্বন নিঃসরণ এবং উৎপাদন ব্যয় কমাতে সহায়তা করবে, যা আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলোর চাহিদা পূরণ করে বাংলাদেশকে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ পোশাক সরবরাহকারী দেশ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে নির্ভরযোগ্য, সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব জ্বালানির ব্যবহার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এইচএসবিসি বাংলাদেশ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সুইডিশ দূতাবাস ও অ্যাপারেল ইমপ্যাক্ট ইনস্টিটিউটের (এআইআই) যৌথ আয়োজনে 'পরিবর্তনশীল জ্বালানি প্রেক্ষাপটে পোশাক খাতে কার্বনমুক্তকরণের অগ্রযাত্রা' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা এমন মত দেন।

এইচএসবিসি বাংলাদেশ জানায়, গতকাল বুধবার ঢাকায় এ আলোচনার আয়োজন করা হয়। এখানে সরকারের মন্ত্রণালয়, বৈশ্বিক পোশাক ব্র্যান্ড, প্রস্তুতকারক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী, শিল্প সংগঠনের প্রতিনিধিসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীজন অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত ও হেড অব ডেলিগেশন মাইকেল মিলার, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের জাতিসংঘ উইং প্রধান ও সরকারের অতিরিক্ত সচিব, এ কে এম সোহেল, সুইডিশ দূতাবাসের চার্জ দি অ্যাফেয়ার্স ওলে লুনদিন, এইচএসবিসি বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মাহবুব উর রহমান, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মো. সারওয়ার হোসাইন, বিজিএমইএর সহসভাপতি বিদিয়া অমৃত খান, এআইআইর ক্রিস্টিনা এলিন্ডার লিলহাস, এইচঅ্যান্ডএম গ্রুপের কিম হেলস্ট্রম, এটিটিআইর অলিভিয়া উইন্ডহাম স্টুয়ার্ট প্রমুখ।

অ্যাপারেল ইমপ্যাক্ট ইনস্টিটিউটের ক্রিস্টিনা এলিন্ডার লিলহাস জানান, তাদের গবেষণায় দেখা গেছে, ২০৩০ সালের মধ্যে পোশাক খাতে ৫০ শতাংশ কার্বন নিঃসরণ কমানোর বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রায় ৬.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ প্রয়োজন।

এইচএসবিসি হোল্ডিংসের গ্লোবাল সাসটেইনেবিলিটির গ্লোবাল হেড অব ক্লিন পাওয়ার সিস্টেমস র‍্যান্ডলফ ব্রেজার এবং এইচএসবিসির এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের সাসটেইনেবিলিটি ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক প্রধান জাস্টিন উ ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে বাংলাদেশের পরিচ্ছন্ন জ্বালানির সম্ভাবনা নিয়ে তাদের মতামত উপস্থাপন করেন।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার বলেন, 'ইউরোপীয় বাজার ও বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইন যেহেতু সীমিত কার্বন ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তাই বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের সক্ষমতা ধরে রাখতে পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি। উৎপাদন শক্তির সঙ্গে পরিবেশবান্ধব প্রক্রিয়ার সমন্বয় ঘটিয়ে টেকসই সোর্সিংয়ের শীর্ষস্থান অর্জনের এই সুযোগ বাংলাদেশকে পূর্ণাঙ্গভাবে কাজে লাগাতে হবে।

এইচএসবিসি বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মাহবুব উর রহমান বলেন, পোশাক খাতে বাংলাদেশের বৈশ্বিক নেতৃত্ব সুদৃঢ় হওয়ার সঙ্গে জ্বালানি রূপান্তরের বাণিজ্যিকায়ন এখন সময়ের দাবি। সহায়ক নীতি, উন্নয়নশীল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী অর্থায়নের মাধ্যমে বেসরকারি মূলধন আকৃষ্ট করাই হবে ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ ও প্রতিযোগিতার মূল চালিকাশক্তি।

কালের কণ্ঠ
বৃহস্পতিবার। ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬

রাষ্ট্রপতিকে জানালেন বিজিএমইএর নেতারা

জ্বালানিসংকটে পোশাক উৎপাদন অর্ধেকে নেমেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

তীব্র জ্বালানিসংকট, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি ও রপ্তানি আদেশ কমে যাওয়ায় চাপে রয়েছে দেশের তৈরি পোশাক খাত। পর্যাপ্ত গ্যাসের অভাবে দেশের বেশির ভাগ পোশাক কারখানা সক্ষমতার অর্ধেকেরও কম উৎপাদন করছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) নেতারা। একই সঙ্গে গত তিন বছরে উচ্চ উৎপাদন ব্যয় ও অর্ডার সংকটে প্রায় ৪০০ পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে বলেও তাঁরা জানিয়েছেন। পাশাপাশি কর্মসংস্থান নিয়েও তৈরি হয়েছে উদ্বেগ।

গতকাল বুধবার বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল আলমগীরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে

■ গত তিন বছরে উচ্চ উৎপাদন ব্যয় ও অর্ডার সংকটে প্রায় ৪০০ পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে

এসব তথ্য তুলে ধরে বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খানের নেতৃত্বে সংগঠনটির পরিচালনা পর্ষদের একটি প্রতিনিধিদল। এ সময় তৈরি পোশাক খাতের বর্তমান সংকট, রপ্তানি পরিস্থিতি, বিনিয়োগ এবং শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়েও আলোচনা হয়।

জ্বালানিসংকটে পোশাক

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিজিএমইএ নেতারা বলেন, জ্বালানিসংকটের কারণে উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় রপ্তানি আদেশ হাতছাড়া হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে। পাশাপাশি জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি, ব্যাংকঋণের উচ্চ সুদহার ও মজুরি সমন্বয়ের কারণে গত তিন বছরে পোশাক উৎপাদনের ব্যয় বেড়েছে প্রায় ৪০ শতাংশ। সংগঠনটির তথ্যানুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি ১.৬৪ শতাংশ কমেছে। চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়েও রপ্তানি কমেছে ১.৯২ শতাংশ। অন্যদিকে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি কমে যাওয়ায় নতুন বিনিয়োগও স্থবির হয়ে পড়েছে।

বিজিএমইএ নেতারা রাষ্ট্রপতিকে জানান, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে শিল্পের সক্ষমতা ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। তৈরি পোশাক খাতের সংকট কাটিয়ে শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে রাষ্ট্রপতির কাছে বেশ কিছু সুপারিশ তুলে ধরেন বিজিএমইএ নেতারা।

গ্যাসসংকট মোকাবেলায় দ্রুত দুটি নতুন ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (এফএসআরইউ) স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। পাশাপাশি দীর্ঘ মেয়াদে জ্বালানি মূল্যের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা এবং এলএনজি আমদানির পর্যায়ে শুল্ক-কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব দেওয়া হয়। ক্ষুদ্র ও মাঝারি কারখানায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্যাস সংযোগ এবং সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারে স্বল্প সুদের বিশেষ ঋণ দেওয়ারও সুপারিশ করা হয়েছে।

অবকাঠামো ও পণ্য পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে দ্রুত বাস্তবায়ন, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অস্থায়ীভাবে অতিরিক্ত কার্গো শেড নির্মাণ এবং বে-টার্মিনাল ও মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরের কাজ দ্রুত শেষ করে চালুর দাবি জানানো হয়। ব্যাংকিং খাতে চলতি মূলধন ও বাণিজ্য ঋণের সুদের হার কমানো, পোশাক খাতের জন্য বিশেষ 'পোস্ট-শিপমেন্ট ফাইন্যান্সিং' ব্যবস্থা চালু এবং জিটিএফ ও টিডিএফ তহবিলে অর্থ বরাদ্দ বাড়ানোর প্রস্তাবও দিয়েছে বিজিএমইএ।

ব্যবসা সহজ করার ক্ষেত্রে কাস্টমস বন্ড অডিট প্রক্রিয়া সহজ ও প্রাতিষ্ঠানিক করার পাশাপাশি পোশাকশিল্পের কাঁচামাল দ্রুত আমদানির স্বার্থে বেনাপোল হুলবন্দর দিয়ে সুতা আমদানির প্রক্রিয়া পুনরায় চালুর দাবি জানানো হয়। এলডিসি উত্তরণের পর বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির বাজার ধরে রাখতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে দ্রুত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) করার উদ্যোগ জোরদারের সুপারিশ করা হয়েছে। একই সঙ্গে অন্যান্য প্রধান বাণিজ্য অংশীদারের সঙ্গে এফটিএ, পিটিএ ও ইপিএ করার জন্য কূটনৈতিক উদ্যোগ বাড়ানোর কথাও বলা হয়। এ ছাড়া গাজীপুরে পোশাক শ্রমিকদের জন্য আধুনিক হাসপাতাল ও কল্যাণকেন্দ্র নির্মাণে দ্রুত জমি বরাদ্দ এবং ঝুট ব্যবসাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সময়োপযোগী নীতিমালা প্রণয়নের দাবি জানানো হয়েছে। বিজিএমইএ নেতাদের বক্তব্য সহানুভূতির সঙ্গে শোনেন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি তৈরি পোশাক শিল্পকে জাতীয় অর্থনীতির অন্যতম প্রধান 'মেরুদণ্ড' হিসেবে উল্লেখ করেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, 'সাময়িক প্রতিকূলতা কাটিয়ে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের শীর্ষ অবস্থান ধরে রাখা অত্যন্ত জরুরি।' শিল্পের টেকসই বিকাশ ও সুরক্ষায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় নীতিগত সহযোগিতা দ্রুত দেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি।

বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বাস্তবতায় এলডিসি উত্তরণ বিলম্বিত করা, বন্ধ ও নিষ্ক্রিয় পোশাক কারখানা পুনরায় চালুর জন্য ২০ হাজার কোটি টাকার বিশেষ অর্থায়ন, নন-বন্ডেড কারখানায় বন্ডেড কাঁচামাল সংগ্রহ ও সরাসরি রপ্তানির সুযোগ এবং কাস্টমস প্রক্রিয়া সহজ করার মতো সরকারি উদ্যোগের জন্য কৃতজ্ঞতা জানান।

এই সাক্ষাতে উপস্থিত ছিলেন বিজিএমইএর সিনিয়র সহসভাপতি ইনামুল হক খান, সহসভাপতি মো. রেজোয়ান সেলিম, সহসভাপতি (অর্থ) মিজানুর রহমান, সহসভাপতি বিদিয়া অমৃত খান, সহসভাপতি মো. শিহাব উদ্দোজা চৌধুরী, সহসভাপতি মোহাম্মদ রফিক চৌধুরীসহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা।

বণিক বার্তা
বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ৩, ২০২৬

জাহাজ ভাঙা শিল্পে ২২ বছরে ২৭৯ শ্রমিকের মৃত্যু

৭১ শতাংশই লোহার আঘাত, অগ্নিকাণ্ড-বিস্ফোরণ ও উঁচু থেকে পড়ে

দেবব্রত রায় ■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

গ্রিন শিপইয়ার্ডে রূপান্তরের পরও কমছে না চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার জাহাজ ভাঙা শিল্পে শ্রমিকের প্রাণহানি। বরং আন্তর্জাতিক মানের নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতার মধ্যেই ঘটছে একের পর এক দুর্ঘটনা। গত প্রায় ২২ বছরে এখানকার ইয়ার্ডগুলোতে প্রাণ হারিয়েছেন ২৭৯ শ্রমিক। এর মধ্যে ১৯৮ জনই মারা গেছেন ভারী লোহা-স্টিলের আঘাত, আগুন-বিস্ফোরণ ও উঁচু স্থান থেকে পড়ে, যা মোট মৃত্যুর প্রায় ৭১ শতাংশ।

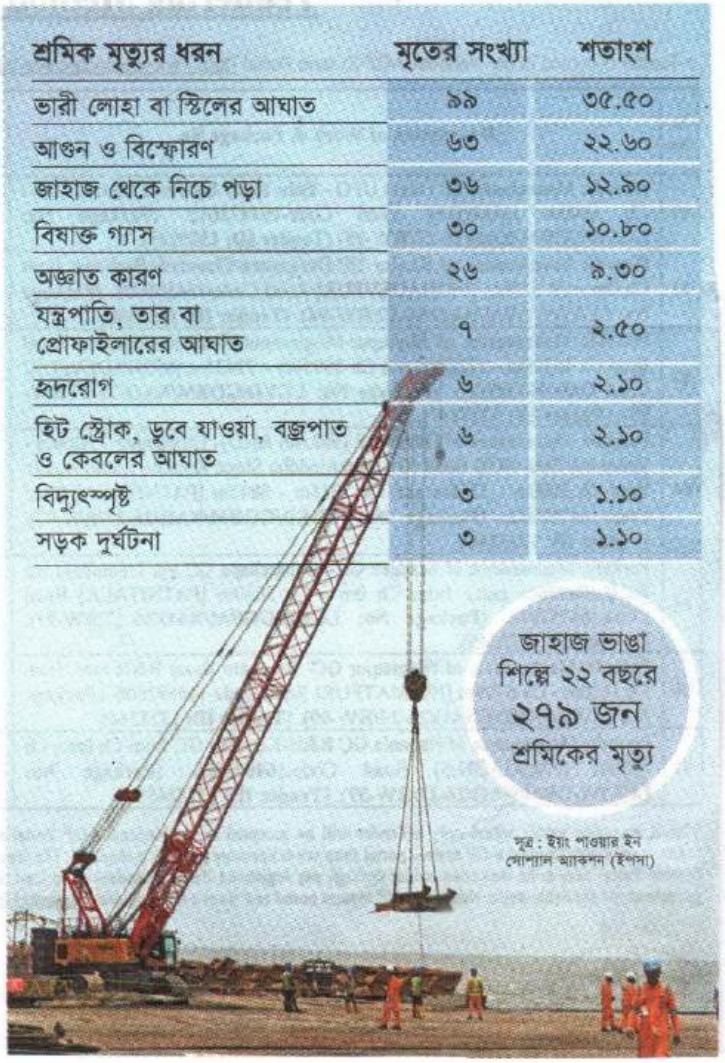
সর্বশেষ গত ১৪ আগস্ট ফেরদৌস স্টিল শিপ রিসাইক্লিং ইন্ডাস্ট্রিজের ইয়ার্ডে (গ্রিন শিপইয়ার্ড) বিষাক্ত গ্যাসের বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে ১০ শ্রমিকের। এর আগে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে আরেক গ্রিন ইয়ার্ডে গ্যাস বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারান সাত শ্রমিক।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল অ্যাকশনের (ইপসা) ২০০৫ থেকে চলতি বছরের আগস্ট পর্যন্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, জাহাজ ভাঙা ইয়ার্ডগুলোতে সবচেয়ে বেশি ৯৯ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে ভারী লোহা বা স্টিলের আঘাতে। আগুন ও বিস্ফোরণে মারা গেছেন ৬৩ জন, জাহাজ থেকে নিচে পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন ৩৬ জন এবং বিষাক্ত গ্যাসে ৩০ জন। একই সময়ে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১ হাজার ৫৪০ শ্রমিক। আন্তর্জাতিক হংকং কনভেনশনের আওতায় ২০২৫ সালের ২৬ জুন থেকে গ্রিন ইয়ার্ড ছাড়া দেশে স্ক্র্যাপ জাহাজ আমদানির সুযোগ না থাকলেও দুর্ঘটনার এ চিত্র বলছে কাগজে-কলমে গ্রিন ইয়ার্ডের স্বীকৃতি মিললেও শ্রমিকের কর্মপরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বড় ঘাটতি এখনো রয়ে গেছে।

এদিকে আহতদের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ওই ২২ বছরে সীতাকুণ্ডের ইয়ার্ডগুলোতে মোট ১ হাজার ৫৪০ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। এর মধ্যে ২০০৫ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ১০ বছরে আহত হন ১ হাজার ৩৯ জন এবং পরবর্তী ১২ বছরে (চলতি বছরের আগস্ট পর্যন্ত) আহত হয়েছেন ৫০১ জন। সংস্থাটির ২০০৫-পরবর্তী ১০ বছরের হতাহতের কারণ রেকর্ডভুক্ত করা হয়নি। ২০১৫ সাল থেকে আহত ৫০১ জনের মধ্যে ১৮৫ জনের আহতের রেকর্ড থাকলেও বাকি ৩১৬ জনের তথ্য সংগ্রহ করতে পারেনি সংস্থাটি।

এই আহত ১৮৫ জনের মধ্যে সর্বোচ্চ ৬৫ জন অগ্নিকাণ্ড ও গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ হয়েছেন, উঁচু স্থান থেকে নিচে

শ্রমিক মৃত্যুর ধরন	মৃতের সংখ্যা	শতাংশ
ভারী লোহা বা স্টিলের আঘাত	৯৯	৩৫.৫০
আগুন ও বিস্ফোরণ	৬৩	২২.৬০
জাহাজ থেকে নিচে পড়া	৩৬	১২.৯০
বিষাক্ত গ্যাস	৩০	১০.৮০
অজ্ঞাত কারণ	২৬	৯.৩০
যন্ত্রপাতি, তার বা প্রোফাইলারের আঘাত	৭	২.৫০
হৃদরোগ	৬	২.১০
হিট স্ট্রোক, ডুবে যাওয়া, বজ্রপাত ও কেবলের আঘাত	৬	২.১০
বিদ্যুৎস্পৃষ্ট	৩	১.১০
সড়ক দুর্ঘটনা	৩	১.১০



P T O

সময়ের আলো
শনিবার। ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬

শ্রমিকদের অভুক্ত রেখে উৎপাদনশীলতা বাড়বে না

● নিজস্ব প্রতিবেদক

শ্রমিকদের অভুক্ত রেখে উৎপাদনশীলতা বাড়বে না। নতুন মজুরি নির্ধারণ পর্যন্ত গার্মেন্টসসহ বেসরকারি খাতের শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে মহার্ঘ ভাতা চালু করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক। শুক্রবার সকালে সেগুনবাগিচায় সংহতি মিলনায়তনে বিপ্লবী শ্রমিক সংহতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় সাইফুল হক এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, এই দুর্মূল্যের বাজারে শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারের জীবন কঠিন হয়ে পড়েছে। জীবনযাত্রার অস্বাভাবিক ব্যয় বৃদ্ধির কারণে শ্রমিকরা মারাত্মক দুর্দশায় নিপতিত হয়েছে। বিদ্যমান মজুরি দিয়ে শ্রমিক পরিবারের মাসের ১৫-২০ দিন চলাই কঠিন। তাই দ্রুত শ্রমিকদের জন্য নতুন ন্যায্য মজুরি নির্ধারণে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি বোর্ড গঠন করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। তিনি শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা না করে ব্যাটারিচালিত রিকশা সম্পর্কে অতি উৎসাহী হয়ে হঠকারী কোনো সিদ্ধান্ত না নিতে সরকার ও সিটি করপোরেশনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। সড়কে বিদ্যমান নৈরাজ্য বন্ধ করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলোচনায় বসতে সরকার ও সিটি করপোরেশনের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, শ্রমজীবীদের মানবিক জীবন নিশ্চিত না হলে শিল্প খাতে প্রত্যাশিত উৎপাদন যেমন বাড়বে না। তেমনি শিল্পাঞ্চলে স্থিতিশীলতাও নিশ্চিত হবে না। স্বল্প সময়ের মধ্যে শিল্পাঞ্চলে গ্যাস-বিদ্যুতের সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতি না ঘটলে নতুন নতুন কারখানা বন্ধ হবে, বেকার হবে হাজার হাজার শ্রমিক। সংগঠনের সভাপতি মীর মোফাজ্জল হোসেন মোশতাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় আরও বক্তব্য রাখেন- বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য আকবর খান, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক ফিরোজ আলী, কেন্দ্রীয় নেতা আবুল কালাম আজাদ, জামাল সিকদার, আইয়ুব আলী, মোহাম্মদ শাহজাহান, হালিম ভূঁইয়া, সুমন মিয়া, নাঈম খান, নুর ইসলাম, আহসান বিল্লাল, আর ইউ হবিব, চুনু সিকদার প্রমুখ।

জাহাজ ভাঙা শিল্পে

শেষ পৃষ্ঠার পর

পড়ে আহত হয়েছেন ৩৪ জন, ভারী লোহা বা স্টিলের পাতের আঘাতে ৩০ জন, বিষাক্ত গ্যাসে জ্ঞান হারিয়েছেন ৭ জন, যানবাহন দুর্ঘটনায় ১ জন এবং অন্যান্য বা অজানা দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৪৮ জন শ্রমিক।

জাহাজ ভাঙা ইয়ার্ডের এসব দুর্ঘটনায় আহতদের কেউ শরীরের বিভিন্ন অংশে গুরুতর আঘাত নিয়ে দীর্ঘদিন চিকিৎসা নিয়েছেন, আবার কেউ স্থায়ীভাবে কর্মক্ষমতা হারানোর ঝুঁকিতে পড়েছেন। কিন্তু আহত শ্রমিকদের কতজন পরবর্তী সময়ে কাজে ফিরতে পেরেছেন, সে বিষয়ে কোনো পূর্ণাঙ্গ পরিসংখ্যান নেই কোনো সরকারি-বেসরকারি সংস্থার কাছে।

ইপসার হেড অব অ্যাডভোকেসি মোহাম্মদ আলী শাহিন বণিক বার্তাকে বলেন, 'জাহাজ ভাঙা শিল্প খাতে গত দুই দশকে হতাহতের বেশির ভাগ ঘটনা অগ্নিকাণ্ড, গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, উপযুক্ত নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়া উঁচুতে কাজ করা এবং প্রয়োজনীয় ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অভাবের কারণে ঘটেছে। এসব দুর্ঘটনার পেছনে ইয়ার্ডগুলোতে শোভন কর্মপরিবেশের অভাব বা শ্রমিকদের কাজে নিরাপত্তার ঘাটতি ছিল সেটা স্পষ্ট। শুধু শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও প্রাণহানি বন্ধ করতে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বাংলাদেশে গ্রিন শিপইয়ার্ডের জন্য হংকং কনভেনশন রেটিফাই করেছে। ২০২৫ সালের ২৬ জুনের পর থেকে হংকং কনভেনশন সার্টিফিকেশন রুলস অনুযায়ী গ্রিন ইয়ার্ড ছাড়া দেশে স্ক্র্যাপ জাহাজ আমদানির সুযোগ নেই। গ্রিন ইয়ার্ডে গত দুই-তিন বছরেই কয়েকটি ঘটনায় প্রায় ২০ জনের বেশি শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।'

তিনি আরো জানান, 'আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ও নথিপত্রে ইয়ার্ডগুলোকে গ্রিন ইয়ার্ড বা নিরাপদ কর্মস্থল হিসেবে তুলে ধরার প্রবণতা বাড়লেও হতাহতের এ ঘটনা অস্বাভাবিক। কার্যকর আন্তর্জাতিক তদারকি এবং মালিক পক্ষের সদিচ্ছা ছাড়া শুধু নীতিমালার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শ্রমিকদের জীবনের ঝুঁকি কমানো সম্ভব নয়।' শ্রমিকের নিরাপদ কর্মপরিবেশ গঠনে ইয়ার্ড মালিক ও সরকারি তদারকি সংস্থাগুলো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করুক এবং যেকোনো দুর্ঘটনায় সঠিক ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া জোরদার করার দাবি জানান তিনি।

শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও পরিবেশ সুরক্ষায় জাহাজ ভাঙা ইয়ার্ডগুলোকে আধুনিক ও নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় আনতে হংকং কনভেনশনের আওতায় গ্রিন ইয়ার্ডে রূপান্তরের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ২০২৫ সালের ২৬ জুন থেকে বাংলাদেশের জাহাজ ভাঙা শিল্পে হংকং কনভেনশনের সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে। এর আওতায় নির্ধারিত শর্ত পূরণকারী গ্রিন ইয়ার্ড ছাড়া স্ক্র্যাপ জাহাজ আমদানির সুযোগ নেই। শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে জাহাজ ভাঙা ইয়ার্ডে সেফটি কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। শ্রমিক আইনের ৭৮(ক) ধারা অনুযায়ী প্রতিটি ইয়ার্ডে মালিক পক্ষের তিনজন ও শ্রমিক পক্ষের তিনজন সদস্য নিয়ে ছয় সদস্যের সেফটি কমিটি গঠন করতে হয়। এই কমিটির মাসে অন্তত একবার সভা করার কথা। এসব সভায় শ্রমিকদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার, কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা ও অন্যান্য সেফটি ইস্যু পর্যালোচনা করার বিধান রয়েছে।

বাংলাদেশ শিপ ব্রেকার্স অ্যান্ড রিসাইক্লার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিএসবিআরএ) সভাপতি মোহাম্মদ মহসিন চৌধুরী বণিক বার্তাকে বলেন, 'ফেরদৌস শিপইয়ার্ডে শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনা খুবই দুঃখজনক। বিগত বছরগুলোতে অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। তবে গ্রিন ইয়ার্ড হওয়ার পরে দুর্ঘটনার সংখ্যা কমেছে। ইয়ার্ডগুলোকে আরো সতর্ক হয়ে আন্তর্জাতিক গাইডলাইন মেনে পুরনো জাহাজ কাটার কাজ করতে হবে। গ্রিন ইয়ার্ডের মূল শর্তই হলো শ্রমিকদের শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা। জাহাজ কাটায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের পাশাপাশি শ্রমিকদের সেফটি পোশাক পরে কাজ করতে হবে। এসব বিষয় মালিকদের নিশ্চিত করতে হবে। আমি নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর মালিক পক্ষকে আইন ও নিয়ম মেনে কাজের বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়েছি।'

তিনি আরো বলেন, 'ফেরদৌস শিপইয়ার্ডের ঘটনার পরে শিল্প মন্ত্রণালয়ে এ খাত পরিচালনার জন্য নতুন গাইডলাইন চেয়েছি। তাছাড়া গ্রিন ইয়ার্ড পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ধাপে মালিক পক্ষ থেকে শ্রমিক পর্যন্ত সবাইকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করার কাজ চলছে। জাহাজ ভাঙা শিল্প খাতে শ্রমিকদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া স্ক্র্যাপ জাহাজ কেনার আগে পরিদর্শন প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন সনদ যাচাই-বাছাই করতে হবে মালিকদের। নয়তো এমন ঘটনা আবার ঘটলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হতে পারে।'

ভুক্তভোগী কয়েকজন শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, শিপইয়ার্ডগুলোতে শ্রমিকদের সুরক্ষায় নামমাত্র ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে দু-একটি ইয়ার্ডে সেফটি কমিটি আছে। এই কমিটি দেখিয়ে সব ইয়ার্ডে সেফটি কমিটি আছে বলে দেখানো হয়। প্রতি মাসে মাসিক যে আলোচনা সভা করার নিয়ম আছে, সেটাও মানা হয় না। শ্রমিকদের ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য যেসব পোশাক দরকার, সেগুলো ব্যবহারের উপযোগী নয় বলে বেশির ভাগ সময়ই শ্রমিকরা তা পরতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। তাছাড়া অনেক ইয়ার্ড মালিক তাদের কাজ ঠিকাদারের মাধ্যমে করিয়ে থাকেন। ঠিকাদারদের তাদের অধীন শ্রমিকদের সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করার কথা থাকলেও তারা করছেন না। অন্যদিকে শ্রমিকদের বেতন স্কেল বাস্তবায়ন করা যায়নি, এমনকি কাজের পরিচয়পত্রও দেয়া হয় না। বিশেষ করে সাব-কন্ট্রাক্টে শ্রমিকদের কাজে নেয়ার হার বাড়ছে।

জাহাজ ভাঙা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফোরামের সদস্য সচিব ফজলুল কবির মিন্টু বণিক বার্তাকে বলেন, 'এ শিল্প আধুনিকায়ন হয়েছে বলা হলেও সেটার বাস্তব প্রতিফলন দেখা নেই। এত বড় ঘটনা ঘটে গেলেও শ্রমিকদের সেভাবে মুখ খুলে কথা বলতে দেখা যায়নি। এমনকি সীতাকুণ্ডের স্থানীয় শ্রমিক ও বাইরে থেকে আসা, বিশেষ করে উত্তর বা দক্ষিণবঙ্গের শ্রমিকদের মধ্যে বিভাজন আছে। এ কারণে শ্রমিকরা মালিকদের জুলুমের বিষয়ে মুখ খুলতে চান না। মালিক পক্ষের ঘটনার কারণ লুকানোর বিষয়টি আমরা খেয়াল করেছি। শ্রমিকদের দাবি আদায় করে দিতে পারিনি, সেজন্য সংগঠন কিংবা আমরা যারা নেতা আছি, তারাও ব্যর্থ।'

তিনি আরো জানান, যারা আহত হচ্ছেন, তাদের নিয়ে কোনো আলোচনা নেই। আহত শ্রমিকরা কাজে ফিরতে পেরেছেন কিনা, সেই বিষয়ে কোনো পরিসংখ্যান নেই। তাদের অনেকের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে, কারো হাত-পা অচল হয়ে গেছে কিংবা দাঁড়িয়ে কাজ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন এমন অনেক শ্রমিক আছেন। এ শ্রমিকদের কেউ খবর নেয় না। অন্য খাতের শ্রমিক এবং জাহাজ ভাঙা খাতের শ্রমিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এক নয়। সে কারণে মালিক পক্ষের দায় এড়ানোর কোনো সুযোগ নেই।

SATURDAY SEPTEMBER 5, 2026
BHADRA 21, 1433 BS
The Daily Star

Treat hazardous jobs as they are

Failure in ensuring worker safety behind recent shipyard deaths

In a labour-intensive country like Bangladesh, we often see instances where lives are treated as expendable. Last month, 10 workers succumbed to toxic gas exposure aboard a scrap ship at a ship recycling yard in Chattogram's Sitakunda. An 11-member committee formed to investigate the incident found several serious lapses that should never have been neglected in a hazardous workplace like a shipyard. While the investigation report is the first step in identifying the reasons behind this avoidable disaster, we would like to stress that the real work—of ensuring no further lives are lost due to such neglect—begins now.

The probe report raises several alarms. It found that the hazardous ship cutting operation was treated as routine work without basic safety oversight, and that the ship's gas-free certification lacked tests for hydrogen sulphide, exposure to which is believed to have caused the workers' deaths. The South Korean company that issued the gas-free certification did so without including any tests for hydrogen sulphide or carbon monoxide. Worse yet, all the tanks were allegedly marked "acceptable" without physical inspection. How a job involving potentially lethal gases could be allowed to proceed without full compliance with basic safety procedures demands answers.

Furthermore, the workers who died were not wearing protective gas masks, despite adequate PPE reportedly being available in the yard's store. The work was also carried out when crucial safety personnel were absent. There were also discrepancies between the workers present on the day and the approved worker list submitted to the Bangladesh Ship Recycling Board (BSRB). This raises troubling labour rights questions about whether the other workers were informally recruited, and if so, whether they were denied the protections, wages, and accountability that formal employment should entail.

Additionally, the fact that the probe found no negligence by government agencies tasked with ensuring ship and worker safety also raises questions. Per the Shipbreaking and Ship Recycling Rules, 2011, the BSRB has responsibilities ranging from ensuring that a ship is safe and free of hazardous and toxic waste to overseeing worker safety and safety equipment. We appreciate the industries minister acknowledging the tragedy as a strong lesson for the government. However, this must be followed by actionable institutional and enforceable steps. Nothing would be more tragic than more lives being lost just because our institutions continue to ignore basic safety compliance in hazardous jobs.

বণিক বার্তা
শুক্রবার, সেপ্টেম্বর ৪, ২০২৬

দেশে বৃহৎ শিল্প উৎপাদন সূচক প্রথমবারের মতো ঋণাত্মক

অর্থনৈতিক রূপান্তর ও কর্মসংস্থানের জন্য উদ্বেগজনক

দেশের তৈরি পোশাক শিল্পের মতো বড় শিল্প খাতে উৎপাদন সূচক প্রথমবারের মতো ঋণাত্মক। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদন জানাচ্ছে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে এ শিল্পের উৎপাদন সূচক ঋণাত্মক দশমিক ৩৮ শতাংশে নেমেছে। অথচ আগের বছরগুলোয় ছিল ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি। মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে ইতিবাচক ৭ শতাংশ থেকে ঋণাত্মক পর্যায়ে চলে আসা শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির গভীর সংকটকেই ইঙ্গিত করে। অবশ্য এ সংকট শুধু একটি কারণের ফল নয়। গ্যাস এবং বিদ্যুতের অনিশ্চিত সরবরাহ, বৈদেশিক মুদ্রার তীব্র সংকট, ব্যাংক ঋণের উচ্চ চাপ, অভ্যন্তরীণ বাজারে দুর্বল চাহিদা ও নীতিগত অনিশ্চয়তা—সবকিছুর যৌথ চাপ মিলে পরিস্থিতি জটিল করে তুলেছে। উদ্যোক্তারা নতুন বিনিয়োগের কথা তো ভাবতেই পারছেন না; বরং বর্তমান উৎপাদন ধরে রাখাই বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছে। সরকার ২০৩০ সাল নাগাদ দেশের অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটিয়ে ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতিতে পৌঁছার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। এছাড়া আরো পাঁচ লাখ কর্মসংস্থান তৈরিরও পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু বড় শিল্প খাতে যদি বিনিয়োগ হ্রাস, উৎপাদন কার্যক্রম ব্যাহত হতে থাকে তাহলে এসব লক্ষ্য পূরণ হবে কিনা এ নিয়ে শঙ্কা বাড়ছে।

গত জুলাইয়ে এলএনজি টার্মিনালে দুর্ঘটনার পর থেকে গ্যাস সংকট সারা দেশেই ভোগান্তি বাড়িয়েছে। দেশের প্রধান শিল্প এলাকা সাভার-ধামরাইয়ে দিনের বড় অংশজুড়ে গ্যাসের চাপ প্রায় শূন্য থাকছে। এ সংকটের কবলে পড়েছে গ্লাস, সিরামিক, বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্প। গ্লাস শিল্পের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি বিশেষভাবে জটিল। গ্লাস ফার্নেস বা চুল্লি একবার বন্ধ করলে তা পুনরায় চালু করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। তাই উদ্যোক্তারা উৎপাদন চালু রাখতে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ ডিজেল ব্যবহার করছেন। এটি বড় আর্থিক চাপ তৈরি করছে, যা দীর্ঘায়িত হলে এ শিল্পই ঝুঁকিতে পড়বে। অন্যদিকে গাজীপুর জেলায় প্রতিদিন গ্যাসের চাহিদা ছিল ৬০০ মিলিয়ন ঘনফুট, কিন্তু বর্তমানে মাত্র ২৬০ মিলিয়ন ঘনফুট সরবরাহ হচ্ছে। এ বিশাল ঘাটতি মেটাতে তৈরি পোশাক শিল্পের ডায়িং, ওয়াশিং ও স্পিনিং কারখানাগুলো ডিজেল জেনারেটরের ওপর নির্ভর করছে। তাতে উৎপাদন কমেছে ৩০-৪০ শতাংশ। বস্ত্র শিল্পের অবস্থা আরো গুরুতর। বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের ১ হাজার ৮৫০টি কারখানার মধ্যে প্রায় ৯০০টিতে গ্যাস না থাকায় উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ। পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা সংকট নতুন জটিলতা যোগ করেছে। ডলারের বিপরীতে টাকার মান ৮৪ থেকে ১২২ টাকায় পৌঁছে গেছে। যারা বৈদেশিক ঋণ নিয়েছেন তাদের ঋণের বোঝা বেড়ে গেছে বিপুল পরিমাণে। ব্যাংক ঋণের সুদ পরিশোধ করতে গিয়ে দেশীয় শিল্প এখন আর্থিক সংকটের খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে। সংকোচনমুখী মুদ্রানীতির মধ্যেও বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি মাত্র ৪ দশমিক ৪৭ শতাংশে সীমাবদ্ধ রয়েছে, অথচ লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮ দশমিক ৫ শতাংশ। অর্থাৎ ঋণ বাস্তবায়নের হার লক্ষ্যের অর্ধেকের সামান্য বেশি। উদ্যোক্তারা এ পরিবেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী নন। ইস্পাত শিল্পের অনেক প্রতিষ্ঠান এখন খেলাপি ঋণের মুখোমুখি হতে চলেছে।

শিল্প সংকটের সবচেয়ে গুরুতর পরিণতি দেখা যাচ্ছে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে। সরকারের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত দেশের আটটি শিল্প এলাকায় ৭৫টি কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়েছে এবং চাকরি হারিয়েছেন ১৭ হাজার ৮৫৬ শ্রমিক। মোট ৩৩৯টি কারখানা এখন সংকটাপন্ন অবস্থায় রয়েছে এবং ১৭টি কারখানা কোনো উৎপাদন করতে পারছেই না। তৈরি পোশাক শিল্পেও গত সাত মাসে ৩৮টি কারখানা বন্ধ হয়েছে এবং অনেক প্রতিষ্ঠান শ্রমিকদের সাময়িক ছুটি বা দীর্ঘমেয়াদি লে-অফ দিচ্ছে। যেখানে অনেকে কাজ হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছেন, এমন অবস্থায় নতুন কর্মসংস্থান গড়ার বিষয়েও উদ্বেগ দেখা দিচ্ছে।

বাংলাদেশের শিল্প খাত এখনো গভীরভাবে আমদানিনির্ভর। কাঁচামাল, জ্বালানি, যন্ত্রপাতি এবং মধ্যবর্তী পণ্য সরবরাহে সামান্যতম বাধাই উৎপাদন ব্যাহত করে। এ কাঠামোগত দুর্বলতা শিল্পকে বাহ্যিক ধাক্কার প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল করে তুলেছে। শিল্প সংকটের আরেকটি কারণ হলো অভ্যন্তরীণ বাজারে দুর্বল চাহিদা। মূল্যস্ফীতির কারণে ভোগ্যপণ্যের বাজারে ক্রয়ক্ষমতা দুর্বল হয়েছে। চাহিদা কম থাকায় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো উৎপাদন সংকুচিত করছে। নীতির অনিশ্চয়তা ও ব্যবসায় পরিবেশে আস্থার সংকটও এ শিল্পের অচলাবস্থা বাড়াচ্ছে। বিনিয়োগ পরিবেশ ঘিরে অনিশ্চয়তা বিনিয়োগ নিরুৎসাহী করে। যখন বৃহত্তর ব্যবসায়িক পরিবেশ নেতিবাচক থাকে, তখন কোনো ব্যক্তিগত প্রণোদনা শিল্প খাতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না।

বর্তমান সংকট অতিক্রম করতে শুধু স্বল্পমেয়াদি ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়, বরং নির্ভরযোগ্য এবং সাশ্রয়ী গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। সরকারকে জরুরি ভিত্তিতে বিকল্প গ্যাস উৎস খুঁজে বের করতে হবে। এরপর বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে স্থিতিশীলতা আনতে হবে। টাকার অত্যধিক অবমূল্যায়ন শিল্পের আমদানীকৃত কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্যের খরচ বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। মুদ্রা বাজারে পূর্বানুমানযোগ্যতা না থাকলে আমদানিকারকরা ক্রয় পরিকল্পনা তৈরি করতে পারেন না। এছাড়া ব্যাংক ঋণপ্রবাহ বৃদ্ধিও জরুরি। উচ্চ সুদের হার বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ ও বিনিয়োগকে নিরুৎসাহী করছে। এক্ষেত্রে সরকারকে সুদহার সহনীয় মাত্রায় নামিয়ে আনাসহ ব্যাংক খাতে আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে।

এখন থেকেই দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি না নিলে আগামী বছরগুলোয় এ পতন আরো গভীর হবে। বিশ্ব বাজারে আমাদের অবস্থান দুর্বল হবে, রফতানি প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ব। সরকার ও ব্যাংক খাত এখনই একটি সমন্বিত কর্মসূচি নিতে পারে, যাতে জ্বালানি, বৈদেশিক মুদ্রা, ঋণপ্রবাহ ও নীতির স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হয়। এ পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নে বিলম্ব মানে শিল্প খাতের আরো অবনয়ন ও বেকারত্ব এবং রফতানি আয়ের হ্রাস। প্রতিটি হারানো মাস, প্রতিটি বন্ধ কারখানা, প্রতিটি চাকরি হারানো শ্রমিক ভবিষ্যতের সুযোগকে আরো সংকুচিত করে দিচ্ছে। এ মুহূর্তে কঠোর সিদ্ধান্ত ও এর জরুরি বাস্তবায়ন ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

SEPTEMBER 2, 2026
BHADRA 18, 1433 BS
The Daily Star

252 women, girls faced violence in August

Says Bangladesh Mahila Parishad

STAFF CORRESPONDENT

A total of 252 women and girls in Bangladesh were subjected to violence last month, with an average of eight victims reported every day, according to media reports.

Of them, 55 were murdered and 54 were raped.

The August figures were compiled from reports published in 15 national dailies and two online news outlets monitored by the Central Legal Aid Subcommittee of Bangladesh Mahila Parishad, said the organisation in a press release issued yesterday.

Girls accounted for 118 of the 252 victims, while 134 were women.

The 55 murder victims included 10 girls and 45 women.

Of the 54 rape victims, 36 were girls and 18 were women. Thirteen, including eight girls, were victims of gang rape. Two, including one girl, were murdered after being raped. Another 14, including 11 girls, were victims of attempted rape.

The release said 30 women and girls, including 24 girls, were subjected to sexual violence.

Of them, 14, including 12 girls, faced sexual harassment, while nine, including eight girls, were victims of stalking or harassment. Seven, including four girls, were subjected to cyber violence.

Women and girls were also subjected to other forms of violence, including attempted murder, burning, suicide, abuse of domestic workers, domestic violence, child marriage and abduction.

WEDNESDAY SEPTEMBER 9, 2026
BHADRA 25, 1433 BS
The Daily Star

CRITIQUING THE PASSAGE OF CRUCIAL BILLS

Why are we weakening our human rights safeguards?



Kamal Ahmed is consulting editor at The Daily Star. He led the Media Reform Commission under the interim government. His X handle is @ahmedka1.

■ KAMAL AHMED

About a year ago, a leading business leader told me a story about another business tycoon and once-powerful adviser to ousted Prime Minister Sheikh Hasina. He is now in prison, facing a number of cases ranging from money laundering to crimes against humanity, and this is the second time he has returned to prison. So, the story goes that when Hasina formed the government in 2009, she asked the said adviser what job he would like to have. To her utter disbelief, he apparently asked for a position that would allow him to oversee prison reform. Since prisons fall under the Ministry of Home Affairs, there was virtually no chance she would agree. She asked him why he wanted responsibility for prisons.

The adviser, I was told, explained that when he was imprisoned during 2007-08, he had been lodged in one of the condemned cells at the Old Dhaka Central Jail. One night, while offering Tahajjud prayer, he went into prostration and felt something cold beneath his forehead. A chilling sensation ran through him. Thinking it was a snake, he cried out at the top of his voice. Prison guards rushed in, switched on the light, and discovered that it was a shrew. He then realised how desperate the need for prison reform was, and pledged that whenever he had the opportunity, he would take initiatives to improve living conditions in prisons.

He did not get the home ministry, but his influence extended across the government. Yet, not much has changed in Dhaka Central Jail, other than its relocation to a new and larger facility with increased security. He has now been back in prison for more than a year and a half. There is no way of knowing whether he ever thought his leader's regime would outlast his lifetime and that he could, therefore, afford to leave prison reform for someone else. Whatever the reason, his story offers a painful reminder that the political cost of failing to utilise an opportunity to protect an individual's rights can be extremely high.

The recent passage of two rights bills—the National Human Rights Commission (NHRC) Bill, 2026 and the Enforced Disappearance Prevention and Redress Bill, 2026—offers another reminder of how easily politicians forget, and are forgotten, regardless of the suffering they may once have endured.

The government claims that the two bills are far stronger than similar laws in any other country in the subcontinent. But the language and provisions introduced in them suggest that they are, in important respects, weaker than the relevant ordinances enacted by the interim administration. When the BNP government scrapped these ordinances, it pledged to replace them with stronger laws. The benchmark, however, was not supposed to be merely regional; the interim government's ordinances were more closely aligned with international standards.



The current government now thinks it alright that if a complaint involves allegations against a law enforcement agency, the investigation will be conducted by another agency or by an inter-agency team. Given the special mandates and superior authority enjoyed by some security agencies, however, this provision appears not only inherently ineffective but also potentially capable of becoming a mechanism for whitewashing abuses.

The scrapped NHRC ordinance largely met the criteria of the Paris Principles—the global minimum standards that national human rights institutions must meet to be considered credible, legitimate, and effective—as endorsed by the United Nations General Assembly in 1993. Under the Paris Principles, such an institution should be able to submit opinions, recommendations, proposals, and reports on human rights matters "through the exercise of its power to hear a matter without higher referral." The repealed ordinance empowered the NHRC to investigate allegations of enforced disappearance. But the newly passed law takes that authority away. Under this law, the government is required to investigate such allegations,

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

with the investigation to be carried out by an official of the rank of sub-inspector.

Recall the harrowing experience of current Home Minister Salahuddin Ahmed, who was once picked up, held for weeks in an Aynaghar (clandestine detention centre), and ultimately renditioned to another country. His family filed a complaint, only for the investigation to be assigned to a police sub-inspector. How can anyone forget the ridicule, disbelief, and outrageous suggestions made by ministers in the previous government when similar allegations of enforced disappearances and secret detentions were raised against it?



VISUAL: ANWAR SOHEL

The current government now thinks it alright that if a complaint involves allegations against a law enforcement agency, the investigation will be conducted by another agency or by an inter-agency team. Given the special mandates and superior authority enjoyed by some security agencies, however, this provision appears not only inherently ineffective but also potentially capable of becoming a mechanism for whitewashing abuses.

We should also recall the statement made on April 9 by Law Minister Md Asaduzzaman during the debate on repealing the National Human Rights Commission Ordinance, 2025—and restoring the National Human Rights Commission Act, 2009—when he described Section 16 of the ordinance as "problematic". The section had laid down special arrest procedures and accountability measures for public officials and members of law enforcement agencies. The only plausible explanation for removing these powers from NHRC is an intention to shield state actors from accountability rather than protect citizens from abuses and violations of their rights. This is a troubling example of how bureaucracy prevails regardless of political transitions.

It is true that the passage of the Enforced Disappearance Prevention and Redress Bill, 2026 fulfils a core requirement of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance by criminalising enforced disappearance as a standalone offence for the first time. But it falls far short of the state's obligation to ensure independent investigations into allegations of the crime. The appointment process for NHRC's chief and members also now risks politicisation. Under the new law, the selection committee will be headed by the Speaker. The repealed ordinance, by contrast, stipulated that the committee would be headed by a judge of the Appellate Division nominated by the Chief Justice.

The bitter experience of a politicised NHRC is instructive here. Its record during the rise of authoritarianism should not be forgotten. Instead of defending people's right to protest and freedom of expression, the NHRC at one point appeared to dance to the tune of the then-ruling Awami League, describing violence arising from political disputes as "terrorist activities" aimed at the state. A review by Ain o Salish Kendra (ASK) of the NHRC's first decade also raised serious questions about its role; it showed how the then NHRC declared the much-disputed and discredited 2018 national election "free, fair and participatory," even as people died in election-related clashes.

We had an opportunity to elevate the status of our NHRC, which previously received a B status in an assessment by the Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) because of its partial compliance with the Paris Principles. The new legislation was an opportunity to correct those shortcomings and build an institution capable of standing independently between the state and citizens. Instead, the changes risk reproducing the very weaknesses that allowed the NHRC to fail when it mattered most.

If the BNP government truly wanted a stronger human rights institution, the question should not have been how much authority could be taken away from NHRC, but how much independence and power could be given to it. On that measure, the outcome of this new legislation is unlikely to deliver the elevation Bangladesh had an opportunity to achieve.

THE FINANCIAL EXPRESS
শোভন কাজ
September 9, 2026

Labour markets in Asia: Challenges and solutions

South East Asia has relatively better socio-economic condition, and hence, the labour market challenges are less acute than in South Asia

writes

Barkat-e-Khuda

Globally, the total labour force is around 3.7 billion people. Asia, with total labour force of around 2.1 billion people, accounts for about three-fifths of the global labour force. East Asia has the largest labour forces (1.13 billion), followed by South Asia (around 650 million), and South East Asia (350 million).

Asian labour markets face several challenges: (i) a massive influx of young people seeking jobs, (ii) varying labour force participation rates (LFPRs), (iii) persistently high informal employment, (iv) high levels of vulnerable employment, (v) high unemployment and underemployment, and (vi) low labour productivity.

First, there is a big number of young people seeking jobs.Young people aged 15-29 years account for one-quarter of the population in Asia and the Pacific. East Asia accounts for around 18 per cent of the total population, Southeast Asia around one-quarter, and South Asia around 28 per cent of the total population. Millions of young people enter the labour market annually, putting enormous pressure on the tech and service sectors. This is especially true in South and Southeast Asia, leading to high youth unemployment and underemployment. There is limited capacity of the economy to create adequate number of jobs in the formal sector. Educational systems often fail to match the requirements of the formal job market, leaving young people under qualified for available roles. Many available jobs are in the informal sector, thereby forcing graduates to take low-paying jobs that do not match their education or training.

Second, the average LFPRs in Asia is around 65 per cent; however, it varies across the region due to economic condition. East Asia, highly industrialised economies, has higher average LFPRs of around 70 per cent, with little variation among the countries in the region. Southeast Asia, with robust manufacturing and agricultural sectors, has average LFPR of around 67 per cent, varying between 64 per cent in the Philippines and around 80 per cent in Cambodia. South Asia has the lowest average LFPR in the region at around 55 per cent, ranging between 38 per cent in Afghanistan and around 58 per cent in Bangladesh and India.

Third, there is persistently high informal employment. Over 70 per cent of the labour force (and considerably higher at over 80 per cent in South Asian countries) are engaged in informal employment, not protected by national labour laws. The persistence of informality is higher among women, and in rural areas. It is often a means of economic survival due to limited number of formal sector jobs, thereby widening economic inequality between formal and informal workers. Workers in the informal sector are more prone to poverty and economic shocks. Further, the high persistence of informality can hinder overall economic development and poverty reduction efforts.

Fourth, there is widespread vulnerable employment, characterised by low-quality jobs without social protection. There are hidden labour vulnerabilities in East Asia like rising temporary work, and high under employment among youth and low-skilled workers. In Southeast Asia, vulnerable employment affects a large portion of the workforce. Vulnerable employment in South Asia affects nearly 70 per cent of the workforce, driven by massive informal sectors, low social protection, and high rates of young people who are not in employment, education, or training (NEET). Due to economic pressure, workers cannot afford to stay unemployed, forcing them into unstable employment.

Fifth, there is high unemployment and under-employment. The overall averages hover around 5 per cent, while the rates vary considerably across the region. East Asian countries have low unemployment rates; however, the rates are high in South and Southeast Asia.

Overall unemployment in East Asia ranges between 3 per cent in Japan and 7 per cent in South Korea. In South East Asia, it ranges between one per cent in Thailand and around 5 per cent in Indonesia. In South Asia, it ranges between 4 per cent in Bhutan, the Maldives and Sri Lanka and 14 per cent in Afghanistan.

Female unemployment in East Asia hovers at around 3 per cent. In South East Asia, it ranges between one percent in Thailand and 4 percent in Malaysia and the Philippines. In South Asia, it ranges between 4 percent in Bhutan and the Maldives and 12 per cent in Nepal and Pakistan.

Youth unemployment in East Asia varies between 3 per cent in South Korea and 16 per cent in China and Singapore. In South East Asia, it varies between 5 per cent in Thailand and 17 per cent in Indonesia. In South Asia, it varies between 10 percent in Bangladesh and 21 percent in Sri Lanka.

Those in the NEET category in East Asia ranges between 8 per cent in Japan and 18 per cent in South Korea. In South East Asia, it ranges between 10 percent in Vietnam and 19 percent in Indonesia. In South Asia, it ranges between 16 per cent in the Maldives and over 40 per cent in Afghanistan and Bangladesh.

More than un-employment, underemployment is a big problem in Asia, where around half a billion workers either have no jobs or are engaged in low-paying, informal jobs. Women disproportionately experience underemployment. Despite rapidly rising education levels, the supply of graduates outpaces the creation of decent jobs. Not surprisingly, therefore, there is high youth unemployment and underemploymentin China and India.

Sixth, labour productivity in Asia varies widely by sub-region and sector. The efficiency in the manufacturing sectorin leading Asian countries is close to global standards, although the broader service sectors (like finance and business) lag behind. Due to limited access to technology and training, the informal sector workers and those in vulnerable employment are less productive compared to those in the formal sector.

Labour productivity in East Asia has historically driven the rapid economic rise in Asia; however, it now faces a slowdown. Recent trends show sluggish gains within leading firms, pressures from trade protectionism, and challenges presented by automation and artificial intelligence. Labour productivity in Southeast Asia varies widely. Singapore leads with high output per worker, while Vietnam, Thailand, Indonesia, and Malaysia experience steady growth driven by global supply chain integration, manufacturing, and digital adoption, although agricultural sectors lag behind. Further, rural and informal jobs show much lower output than modern urban industries. Labour productivity in South Asia remains low compared to global standards, due largely to underemployment in agriculture, low female LFPR, gaps in health and education, and vulnerability to extreme weather.

A high percentage of surplus labour remains trapped in low-productivity agriculture or informal sectors rather than high-value manufacturing or tech. Health issues (like undernourishment) and variable educational quality adversely affect worker efficiency across the region.

POSSIBLE SOLUTIONS: East Asia is significantly ahead of other sub-regions across most critical socio-economic indicators. East Asia holds a predominant lead in structural wealth, human development, tech infrastructure, global electronics, advanced manufacturing and macro-stability. East Asia leads the broader region in the UN Human Development Index (HDI). Southeast Asia generally ranks ahead of South Asia in key human development and economic indicators, such as average per capita income and the HDI.

In Asia, labour market challenges are most acute in South Asia, being the relatively less developed in the region. South East Asia has relatively better socio-economic condition, and hence, the labour market challenges are less acute than in South Asia. East Asia, being the most developed in the region, faces labour market challenges, but to a considerably limited extent.

The socio-economic development is the key to adequately addressing the labour market challenges in Asia. There is need for substantial increase in overall investment, with a strong focus on the private sector, to be able to generate adequate number of decent jobs. There is need for greater investments in human capital (education, including advanced technical education--STEM), and health and nutrition. There is also need for structural reforms to enhancecompetition in the service sector and ease market barriers to boost efficient resource allocation. Foreign direct investment (FDI) and digital connectivity offer pathways for modern sectoral convergence in South Asia. There is need for policies aimed at attracting foreign firms that create stable local job opportunities. Further, streamlining market regulations to enable productive firms scale up and absorb workers smoothly is also necessary.

Former Professor and Chairman, Department of Economics, University of Dhaka, Professor Barkat-e-Khuda, PhD, also held senior positions in leading international organizations, including icddr,b.
barkatek@yahoo.com

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ২৬ ভাদ্র ১৪৩৩
Dhaka : Thursday 10 September 2026

জেলেদের মাছ বিক্রির টাকার সিংহভাগই চলে যায় দাদনের কিস্তিতে

প্রতিনিধি, চরফ্যাশন (ভোলা)

'চার দিন আগে পাঁচজন মাঝি-মাল্লা লইয়া নদীতে নামছিলাম। যে মাছ পাইছি, তা ৬৬ হাজার টাকায় বেচছি। কিন্তু সেই টাকার সিংহভাগই মহাজনের দাদনের কিস্তিতে চলে গেছে। পকেটে যা আছিল, তা দিয়া আবার চাল-ডাল কিনতে দেনা করতে হইছে।'

ভোলার চরফ্যাশনের সামরাজ মৎস্যঘাটে নোঙর করা নৌকায় বসে রোদে শুকানো ইলিশের ছেঁড়া জাল সেলাই করতে করতে কথাগুলো বলছিলেন ৩২ বছর বয়সী জেলে আবদুল। চোখে-মুখে তার রাতজাগা ক্লান্তি আর দেনার দুশ্চিন্তা। মেঘনা ও তেঁতুলিয়ার উত্তাল নদীতে জীবন বাজি রেখে যারা রূপালী ইলিশ তুলে আনেন, উপকূলের সেই হাজার হাজার জেলের জীবন, কীভাবে মহাজনের কাছে বাঁধা পড়েছে—আবদুল যেন তারই এক বাস্তব রূপ।

একই ঘাটে বসে জাল মেরামতের কাজ করা রফিক মাঝি (৪২), ইদ্রিস (৩৭), আব্বাস উদ্দিন (২৩) ও রতন মাঝির (৪৪) কণ্ঠেও ঝরল একই আক্ষেপ। নদী ও সাগরে ট্রলার নামছে, জালের টানে রূপালী ইলিশও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেই মাছ জেলেদের জীবনে কোনো স্বস্তি আনছে না। বছরজুড়ে মহাজন ও আড়তদারদের দাদনের ভারী বোঝা বইতে গিয়ে উপকূলের হাজার হাজার পরিবার জিম্মি হয়ে পড়েছে। মেঘনার পাড়ে বসা এক প্রবীণ জেলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'নদী আর সাগরে ইলিশ মিললেও আমাগো কপালে দেনার খাতা চিরকাল খোলাই থাকে। আমরা সাগরে জীবন বাজি রাইখা মাছ ধরি ঠিকই, কিন্তু মহাজনের দাদনের দাসত্ব থাইকা আমাগো কোনো দিন মুক্তি মেলে না।'

উপজেলা মৎস্য কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, চরফ্যাশন উপজেলায় প্রায় ৯০ হাজার জেলে রয়েছেন। এদের মধ্যে সরকারি নিবন্ধিত ৪৪ হাজার ২৮১ জন এবং অনিবন্ধিত প্রায় ৪৬ হাজার। এছাড়া সমুদ্রগামী নিবন্ধিত ট্রলার রয়েছে ১ হাজার ৩৬৫টি।

তবে এই বিশাল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল চালিকাশক্তি যারা—সেই জেলেদের ভাগ্যের চাকা ঘুরছে না। ট্রলারের জাল কেনা, জ্বালানি ভরা কিংবা প্রজনন নিষেধাজ্ঞার সময়ে সংসার চালানোর নামে মহাজনদের কাছ থেকে নেয়া দাদনই তাদের মূল সংকট হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দাদন নেয়ার একমাত্র শর্ত—আড়তদারের নির্ধারণ করা দামে মাছ বিক্রি করতে হবে এবং আড়তদার কেটে নেবেন নির্ধারিত কমিশন। ফলে দিনশেষে জেলেদের হাতে কেবল পড়ে থাকে পরবর্তী খেপের জন্য আবার নতুন ঋণের সুযোগ। নদীতে আগের তুলনায় ইলিশ মিললেও দেনা শোধের কোনো সুযোগ নেই বলে জানান সামরাজ ঘাটের কাশেম মাঝি (৫৬) ও কবির মাঝি (৪৫)। তারা জানান, দৈনন্দিন ট্রলার চালানোর খরচ আর আড়তদারের কিস্তি মেটানোর পর হাত খালিই থেকে যায়।

জেলেদের এই জীবনযাত্রার বিপরীতে আড়তদারদের মুখে শোনা যায় ভিন্ন কথা। সামরাজ মৎস্যঘাটের আড়তদার হেলাল উদ্দিন টিপু দাবি করেন, সামরাজ ঘাটের ৯৮ জন আড়তদার প্রায় দেড়শ কোটি টাকা দাদন হিসেবে বিনিয়োগ করেছেন। আশানুরূপ মাছ পাওয়া যাচ্ছে না, ফলে তেলের খরচ উঠলেও জেলেরা আড়তদারদের দাদন পরিশোধ করতে পারছে না।

নাম প্রকাশ না করা শর্তে স্থানীয় এক মৎস্যজীবি জানান, আড়তদারদের এই 'মাছ না পাওয়া' ও 'লোকসানের' তথ্য মূলত এক ধরনের কৌশল। একদিকে নদীতে মাছ থাকা সত্ত্বেও ঘাটে কৃত্রিম সংকট দেখিয়ে অতিরিক্ত দাম আদায় করা হচ্ছে, অন্যদিকে প্রশাসনিক তদারকি এড়াতে জেলেদের এই চিরন্তন দারিদ্র্য ও ঋণের চিত্রকে ঢাল বানানোর চেষ্টা করছেন আড়তদারদের একাংশ। মৎস্যঘাটগুলোতে শুধু জেলেদের ওপরই প্রভাব পড়ছে না, সাধারণ ক্রেতাদের ওপরও চলছে মনগড়া নিয়মের প্রভাব।

সরেজমিনে সামরাজ, ঢালচর, রুহুপিয়া, বকসীরঘাট, ঘোষেরহাট, খেজুর গাছিয়া, মাইনউদ্দিন ও নতুন স্লুইসগেটসহ প্রধান মৎস্যঘাটগুলোতে গিয়ে দেখা যায়, নদীর দেড় কেজি ওজনের এক হালি ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ১৩ থেকে ১৫ হাজার টাকায়, এক কেজি ওজনের হালি ৯ থেকে ১১ হাজার টাকা এবং ৫০০ থেকে ৮০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ হালিপ্রতি ৬ থেকে সাড়ে ৮ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ভরা মৌসুমে এসব ঘাটে প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার মাছ লেনদেন হয়।

মাইনউদ্দিন মৎস্যঘাটে ইলিশ কিনতে আসা রফিকুল ইসলাম বলেন, 'ভরা মৌসুমেও এক হালি মাঝারি ইলিশ সাত হাজার টাকায় কিনতে হচ্ছে, যা স্বাভাবিকের চেয়ে দ্বিগুণ। আড়তদাররা নানা অজুহাতে ইচ্ছেমতো দাম হাঁকিয়ে ডাক তোলেন। এর ওপর ইলিশে ৭ শতাংশ এবং অন্যান্য মাছে ১৫ শতাংশ কমিশন আদায় করেন। ক্রেতারা তো দাদন নেননি, তাহলে ক্রেতার কাছ থেকে কেন কমিশন নেয়া হবে? এই অনিয়মের কোনো নিয়ন্ত্রণ কারো হাতে নেই।'

উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংক ঋণের জটিলতা এবং সরকারি সহায়তার পর্যাপ্ততার অভাবে বাধ্য হয়েই জেলেরা অসাধু দাদনদারদের কাছে যাচ্ছেন বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

চরফ্যাশন উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা জয়ন্ত কুমার অপু জানান, বৃষ্টিপাত হওয়ায় ইলিশ মিলছে, তবে বাজারে দাম চড়া। আড়তদারদের কমিশন বাণিজ্যের বিষয়ে তিনি বলেন, 'জেলেদের দাদন দেওয়ার কারণে হয়তো আড়তদাররা তাদের কাছ থেকে কমিশন নেন। তবে সাধারণ ক্রেতাদের কাছ থেকেও কমিশন নেয়ার বিষয়টি জানা ছিল না। এ বিষয়ে মৎস্যঘাটের আড়তদারদের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

বুধবার ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬
২৫ ভাদ্র ১৪৩৩ | যুগান্তর

জ্বালানি সংকটে ব্যয় কমানোর সিদ্ধান্ত

কেয়া গ্রুপের চার প্রতিষ্ঠানে ৬২৭ শ্রমিক ছাঁটাই

যুগান্তর প্রতিবেদন, গাজীপুর ও কাশিমপুর-কোনাবাড়ী প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী জরুন এলাকায় অবস্থিত কেয়া গ্রুপের চার প্রতিষ্ঠান থেকে ৬২৭ জন শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো নিট কম্পোজিট ডিভিশন, স্পিনিং ডিভিশন, কটন ডিভিশন ও কেয়া ইয়ার্ন মিলস লিমিটেড। মঙ্গলবার সকাল থেকেই ফটকে শ্রমিকদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। তাদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। এর আগে সোমবার সন্ধ্যায় কারখানার প্রধান ফটকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর করা ছাঁটাইয়ের নোটিশ সাঁটানো হয়।

নোটিশে বলা হয়েছে, 'ব্যাংকিং জটিলতা, গ্যাস বিল পরিশোধ করতে না পারায় সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকা এবং প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত জনবলের কারণে উৎপাদন ও প্রশাসনিক ব্যয় কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ কারণে বিভিন্ন সেকশন, বিভাগ ও ডিভিশনের কিছু পদ বিলুপ্ত করা হয়েছে। ?শ্রম আইনের ২০ ধারা অনুযায়ী অতিরিক্ত শ্রমিক ও কর্মচারীদের ৮ সেপ্টেম্বর থেকে ছাঁটাই করা হবে। ছাঁটাই হওয়া শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রাইনানুগ পাওনা পরিশোধ করা হবে।'

?কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, 'ভবিষ্যতে কারখানায় নতুন কর্মী নিয়োগের প্রয়োজন হলে শ্রম আইনের ২১ ধারা অনুযায়ী ছাঁটাই হওয়া দক্ষ শ্রমিকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এছাড়া বর্তমানে যেসব শ্রমিকের চাকরি বহাল রয়েছে, তারা লে-অফের (সাময়িক কাজ বন্ধ) আওতায় থাকবেন এবং আইন অনুযায়ী লে-অফের সুবিধা পাবেন। কেয়া গ্রুপের মানবসম্পদ বিভাগের ব্যবস্থাপক সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, শ্রম আইন অনুযায়ী ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকদের পাওনাদি পরিশোধ করা হবে।

গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২ এর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আমজাদ হোসাইন বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কারখানার মূল ফটকে শিল্প পুলিশের পাশাপাশি জিএমপি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। কারখানা কর্তৃপক্ষের নোটিশ অনুযায়ী, ব্যাংকিং জটিলতা ও গ্যাস বিল পরিশোধ করতে না পারায় গত ৬ জুন থেকে কারখানাটি লে-অফে রয়েছে। এরপর কয়েক দফায় লে-অফের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে।

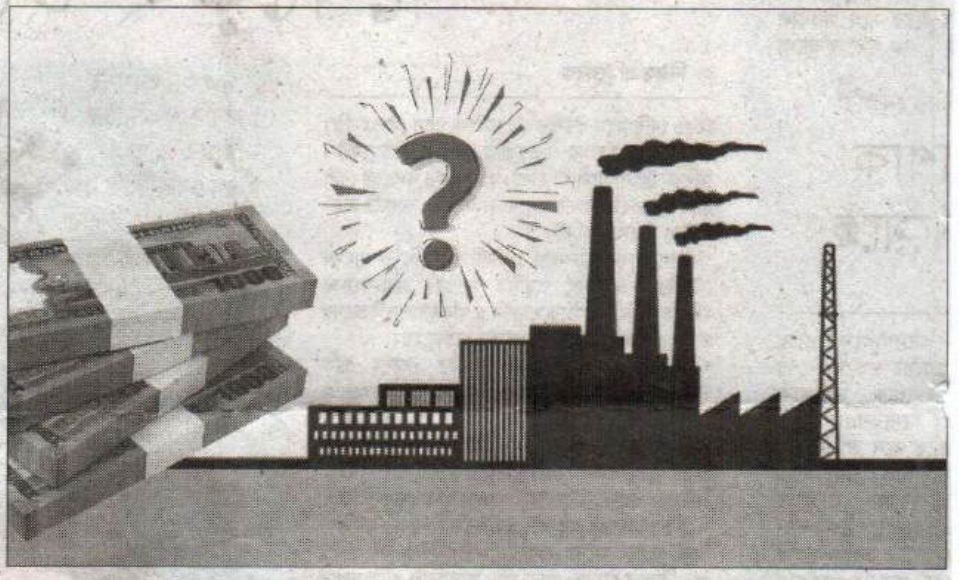
সময়ের আলো বৃহস্পতিবার। ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬

ঋণ দিলেই কি ফিরবে বন্ধ কারখানা?



শোয়েব সাম্য সিদ্দিক

একটি ঋণের ফাইল অনুমোদনের আগে কয়েকটি ধাপ পেরোতে হয়। শাখায় যাচাই, প্রধান কার্যালয়ে ঝুঁকি মূল্যায়ন, এরপর অনুমোদন কমিটির সিদ্ধান্ত। বন্ধ কারখানার জন্য নতুন করে ৪১ হাজার কোটি টাকা বিতরণের ক্ষেত্রে এই ধাপগুলো কতটা দ্রুত ও যথাযথভাবে সম্পন্ন হবে, সেটিই বড় প্রশ্ন। কারণ ঋণ দেওয়া সহজ, কিন্তু সেই অর্থে উৎপাদন শুরু করে ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা তৈরি করা কঠিন। তহবিলটির সাফল্য শেষ পর্যন্ত সেখানেই নির্ভর করবে



একটি ঋণের ফাইল অনুমোদনের আগে কয়েকটি ধাপ পেরোতে হয়। শাখায় যাচাই, প্রধান কার্যালয়ে ঝুঁকি মূল্যায়ন, এরপর অনুমোদন কমিটির সিদ্ধান্ত। বন্ধ কারখানার জন্য নতুন করে ৪১ হাজার কোটি টাকা বিতরণের ক্ষেত্রে এই ধাপগুলো কতটা দ্রুত ও যথাযথভাবে সম্পন্ন হবে, সেটিই বড় প্রশ্ন। কারণ ঋণ দেওয়া সহজ, কিন্তু সেই অর্থে উৎপাদন শুরু করে ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা তৈরি করা কঠিন। তহবিলটির সাফল্য শেষ পর্যন্ত সেখানেই নির্ভর করবে। একসময় দুই হাজারের বেশি কারখানা ছিল, এখন সেই সংখ্যা নেমে এসেছে আটশর ঘরে। এই পতন শুধু শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমার ঘটনা নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে দীর্ঘদিনের নানা সংকট ও অনিশ্চয়তা। কোনো কারখানা বন্ধ হওয়ার পেছনে সাধারণত একটা কারণ থাকে না, একসঙ্গে কয়েকটা কারণ জমা হতে হতে একদিন তালা পড়ে। গ্যাসের চাপ কমে যাওয়া, ক্রেতার কার্যাদেশ বাতিল হওয়া, ব্যাংকের পুরোনো ঋণ শোধ করতে না পারা– এই সবকিছু একসঙ্গে চলে। ফলে নতুন ঋণ পেলেই কারখানাটি টেকসইভাবে ঘুরে দাঁড়াবে, এমন নিশ্চয়তা নেই।

সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক ৬০ হাজার কোটি টাকার এই প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে। এর মধ্যে ৪১ হাজার কোটি টাকা আসছে ১৭টি বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে, বাকি ১৯ হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিজস্ব পুনঃঅর্থায়ন তহবিল থেকে। এই ১৭টি ব্যাংকের মধ্যে সোনালী ব্যাংক একাই ২০ হাজার কোটি টাকা জোগানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যা এই তহবিলের সবচেয়ে বড় একক অবদান। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক হিসেবে সোনালীর শাখা নেটওয়ার্ক আর মূলধন সক্ষমতা তুলনামূলক বড়, তাই এই দায়িত্ব নেওয়াটা স্বাভাবিক একটা জায়গা থেকেই এসেছে বলা যায়। তবে ব্যাংকিং খাতের মানুষ হিসেবে আমার কাছে যেটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, তা হলো এত বড় অঙ্কের দায়িত্ব সামলাতে হলে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের সক্ষমতাও সেই অনুপাতে বাড়ানো দরকার। এত বড় অঙ্কের অর্থায়নে ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি যাচাই ও তদারকি ব্যবস্থাকেও যথেষ্ট শক্তিশালী করতে হবে।

এখন দেখতে হবে, কোন কারখানার আবার উৎপাদনে ফেরার বাস্তব সুযোগ আছে। এ ক্ষেত্রে একটি-দুটি তথ্যের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। শাখার ঋণ কর্মকর্তারা সাধারণত কারখানার সাম্প্রতিক ব্যাংক লেনদেন, ক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ এবং যন্ত্রপাতির অবস্থা দেখে ধারণা করেন। কিন্তু এক বছরের বেশি সময় বন্ধ থাকা কারখানায় এসব সূচকই দুর্বল হয়ে পড়ে। ক্রেতার যোগাযোগ কমে, শ্রমিকরা অন্যত্র চলে যান, যন্ত্রপাতিও নষ্ট হতে থাকে। তাই দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা আর সদ্য বন্ধ হওয়া কারখানার ঝুঁকি এক নয়। ঋণ যাচাইয়ের সময় এই পার্থক্যটি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা জরুরি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, পুরোনো ঋণের কী হবে? এই তহবিলের আলোচনায় এই অংশটা সবচেয়ে কম আসে, অথচ এটাই আসল জটিলতার জায়গা। যেসব কারখানা এর মধ্যেই খেলাপি ঋণের তালিকায় আছে, তাদের নতুন ঋণ দেওয়ার আগে পুরোনো দায় কীভাবে পুনর্গঠন হবে, সেই কাঠামো স্পষ্ট না হলে নতুন টাকাও পুরোনো হিসাবের মধ্যেই আটকে যাবে। একটা কারখানা যদি আগের ঋণের সুদই শোধ করতে না পারে, তা হলে নতুন করে যন্ত্রপাতি সচল করার টাকা কীভাবে সে ফেরত দেবে? পুরোনো ঋণের সমাধান না করে শুধু সুদ কমালে নতুন অর্থেরও বড় অংশ আগের দায় মেটাতেই চলে যেতে পারে। এখানে একটা বাস্তব পথ হতে পারে পুরোনো দায়ের একটা অংশ পুনঃতফসিলিকরণ করে নতুন ঋণের সঙ্গে যুক্ত করা, যাতে কারখানার মাসিক পরিশোধের বোঝা একসঙ্গে দুই দিক থেকে না আসে। পুরোনো দায়ের সঙ্গে নতুন ঋণের হিসাব না মেলালে এই অর্থায়ন থেকে স্থায়ী ফল পাওয়া কঠিন হবে।

গ্যাস আর বিদ্যুতের প্রশ্নটাও এখানে সরাসরি ঋণঝুঁকির প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। একটা কারখানা নতুন ঋণ নিয়ে যন্ত্রপাতি চালু করলেও যদি নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি না পায়, তা হলে উৎপাদন শুরু হবে না, নগদ প্রবাহও তৈরি হবে না। নগদ প্রবাহ ছাড়া ঋণ পরিশোধের সক্ষমতাও থাকে না। এভাবে আজকের নতুন ঋণ কয়েক মাসের মধ্যে আবার খেলাপি ঋণের তালিকায় যোগ হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। জ্বালানি সরবরাহের একটা স্পষ্ট সময়সূচি প্রকাশ না হলে এই ঝুঁকি এড়ানো কঠিন। ব্যাংকের হিসাবেও বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কারখানা যদি নিয়মিত উৎপাদনই করতে না পারে, তা হলে ঋণ পরিশোধের টাকা আসবে কোথা থেকে? এটা না থাকলে যতই কাগজে জামানত রাখা হোক, ঋণের প্রকৃত নিরাপত্তা তৈরি হয় না। আমার মতে, এই তহবিলের আসল পরীক্ষা হবে বিতরণের প্রথম ছয় মাসে। কারণ শুরুতে যদি যাচাই শিথিল হয়ে যায়, সম্পর্কের ভিত্তিতে ঋণ বিতরণ হয়, তা হলে বাকি সময়টাও একই পথে চলবে। উল্টোদিকে শুরুতে যদি যাচাই খুব কঠোর হয়ে যায়, তা হলে প্রকৃত সম্ভাবনাময় কারখানাগুলোও ভয়ে আবেদন করা থেকে পিছিয়ে যেতে পারে। এই দুইয়ের মাঝে একটা ভারসাম্য খুঁজে বের করাই এখন অংশগ্রহণকারী ব্যাংকগুলোর সবচেয়ে বড় কাজ। এই ভারসাম্য ধরে রাখতে নিয়মিত স্বাধীন নিরীক্ষা ও অগ্রগতি প্রকাশের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে বোঝা যাবে, অর্থ পাওয়া কারখানাগুলোর কতগুলো বাস্তবে উৎপাদনে ফিরেছে। এই ধরনের নিয়মিত প্রতিবেদন ছাড়া মাঝপথে সংশোধনের সুযোগ থাকবে না। স্থানীয় উদাহরণ থেকে একটা কথা বলা যায়– আদমজী ইপিজেডে একটা প্রতিষ্ঠান লিড গোল্ড সনদ ধরে রেখে বছরে প্রায় ৯৮ মিলিয়ন ডলারের রফতানি চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়নি, কারণ তারা ক্রেতার সঙ্গে সম্পর্ক আর সনদ দুটোই ধরে রেখেছিল। অর্থাৎ কারখানা চালু রাখার জন্য শুধু যন্ত্রপাতি ও অর্থ থাকলেই হয় না, বাজার এবং ক্রেতার আস্থাও ধরে রাখতে হয়। যে কারখানা এই যোগাযোগ হারিয়েছে, তার জন্য শুধু টাকা যথেষ্ট নয়। তাকে নতুন করে ক্রেতা খুঁজতে হবে, নতুন করে সনদ নবায়ন করতে হবে, নতুন করে বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করতে হবে। এই প্রক্রিয়াটা কোনো ঋণের কিস্তির সঙ্গে মিলিয়ে চলে না, এর নিজস্ব একটা সময়রেখা আছে।

বাইরের প্রতিযোগিতার চাপও কম নয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে বাংলাদেশের পোশাক রফতানি সাম্প্রতিক চাপে পড়েছে। অন্যদিকে ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও ভারতসহ কয়েকটি দেশ দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ বেশি প্রবৃদ্ধি করছে। সময় যত যাবে, হারানো বাজার ফিরে পাওয়া তত কঠিন হবে। তাই তহবিল বিতরণের গতিও গুরুত্বপূর্ণ। ধীরে চললে ঝুঁকি কমবে, কিন্তু বাজার হারানোর আশঙ্কা বাড়বে। আবার দ্রুত ঋণ দিলে বাজার ধরে রাখা সহজ হবে, তবে ঝুঁকিও বাড়বে। তাই ব্যাংকগুলোকে দ্রুত ঋণ দেওয়ার পাশাপাশি ঝুঁকির জায়গাগুলোও এড়িয়ে চলতে হবে।

শেষ কথা হলো, এই তহবিল ঘোষণা নিঃসন্দেহে একটি সাহসী পদক্ষেপ। তবে এর সাফল্য তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে– ঝুঁকি যাচাই, কতটা ঠিকভাবে করা যায়, পুরোনো ঋণ কতটা বাস্তবসম্মতভাবে পুনর্গঠন করা যায় এবং জ্বালানি সরবরাহ কতটা সময়মতো নিশ্চিত করা যায়। এর যেকোনো একটিতে সমস্যা হলে পুরো উদ্যোগই প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে। ৬০ হাজার কোটি টাকার এই উদ্যোগের আসল সাফল্য নির্ভর করবে কতগুলো কারখানা টেকসইভাবে উৎপাদনে ফিরতে পারল, তার ওপর।

● অর্থনৈতিক বিশ্লেষক
মতামত লেখকের নিজস্ব

যুগান্তর | শুক্রবার ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬
২০ ভাদ্র ১৪৩৩

সংসদে বাণিজ্যমন্ত্রী

৩ বছরে বন্ধ ৪ শতাধিক পোশাক কারখানা

সংসদ প্রতিবেদক

বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেছেন, ২০২৩ সালের জুলাই থেকে ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত তিন বছরে ৪০০'র বেশি গার্মেন্টস (পোশাক) কারখানা বন্ধ হয়েছে। বন্ধ কারখানাগুলোর নামের তালিকা সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বৃহস্পতিবার মো. রুহুল আমিনের প্রশ্নের জবাবে জাতীয় সংসদে তিনি এ কথা বলেন। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। কারখানাগুলো বন্ধ হওয়ার পেছনে বেশ কিছু দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কারণ তুলে ধরেন বাণিজ্যমন্ত্রী। এর মধ্যে রয়েছে বিশ্বব্যাপী করোনা পরিস্থিতির বিরূপ প্রভাব, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাত, আমেরিকা-ইরানের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ পরিস্থিতি, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক মন্দা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থ পাচারের কারণে ব্যাংকিং খাতে সৃষ্ট তারল্য সংকট, ইউরোপের সঙ্গে ভারত ও ভিয়েতনামের মুক্তবাণিজ্য চুক্তি। বিদেশি ক্রেতাদের নিজস্ব মনিটরিংয়ের সুবিধার্থে ছোট ও মাঝারি কারখানায় রপ্তানি আদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে অনাগ্রহ।

পোশাক খাতের উন্নয়নে সরকারের পদক্ষেপ সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন, রপ্তানিমুখী দেশীয় বস্ত্র খাতে শুল্ক বন্ড ও ডিউটি ড্র-ব্যাকের পরিবর্তে ১ দশমিক ৫০ শতাংশ বিকল্প নগদ সহায়তা প্রদান। ইউরোপে বস্ত্র খাতের রপ্তানিকারকদের জন্য বিদ্যমান সুবিধার পাশাপাশি অতিরিক্ত শূন্য দশমিক ৫০ শতাংশ বিশেষ সহায়তা। রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাতের (নিট, ওভেন ও সোয়েটার) অন্তর্ভুক্ত সব ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে অতিরিক্ত ৩ শতাংশ সুবিধা প্রদান। তৈরি পোশাক খাতে বিশেষ নগদ সহায়তা হিসাবে শূন্য দশমিক ৩০ শতাংশ প্রণোদনা প্রদান।

দাম সহনীয় রাখতে সমন্বিত বাজার তদারকি চলছে : মো. শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাসের অপর এক প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বিবেচনায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম সহনীয় রাখতে এবং ভেজাল ও নকল পণ্য বাজারজাতকরণ বন্ধে দেশব্যাপী সমন্বিত বাজার তদারকি চলছে। মন্ত্রী এ সময় ভেজাল, নকল ও নিম্নমানের পণ্য বাজারজাতকরণ বন্ধ এবং দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারের নেওয়া নানা উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। মন্ত্রী বলেন, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কার্যক্রমের আওতায় বাজারে ভেজাল প্রতিরোধ, অসাধু ব্যবসা দমন এবং তদারকি কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রতিনিয়ত পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

এআরটি থাকায় মার্কিন বাজারে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছে : সেলিমুজ্জামান মোল্যার এক প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের এগ্রিমেন্ট অন রিসিপ্রোকাল ট্রেড (এআরটি) স্বাক্ষরিত থাকায় বাংলাদেশের পণ্যের ওপর অতিরিক্ত শুল্কের হার ১০% নির্ধারণ করা হয়। ফলে বাংলাদেশ প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় মার্কিন বাজারে রপ্তানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছে।

ভূমিকম্পসহ বড় দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুত ৭০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক : নিলুফার চৌধুরী মনির সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এম ইকবাল হোসেইন বলেন, ভূমিকম্পসহ বড় ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকার এক লাখ স্বেচ্ছাসেবকের একটি প্রশিক্ষিত ভিত্তি গড়ে তুলছে। ইতোমধ্যে ৭০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক প্রস্তুত করা হয়েছে।

ভেজালবিরোধী মোবাইল কোর্ট : মো. রাশেদুল ইসলাম রাশেদের এক প্রশ্নের জবাবে খাদ্যমন্ত্রী আফরোজা খানম বলেন, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার ১৮০ দিনে ৫০০টি ভেজালবিরোধী মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে দুই কোটি ৪০ লাখ ৪৫ হাজার ১০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

চলতি বোরো মৌসুমে ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা : মো. মোস্তাফিজুর রহমান বাবুলের এক প্রশ্নের জবাবে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, চলতি বোরো মৌসুমে পাঁচ লাখ মে.টন ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বর্তমানে দেশে খাদ্য উদ্বৃত্ত রয়েছে : মো. মশিউর রহমান খানের এক প্রশ্নের জবাবে খাদ্য মন্ত্রী বলেন, দেশের সরকারি খাদ্য গুদামসমূহে ২৪ লাখ ৩৭ হাজার ৮০৭ মে.টন খাদ্যশস্যের মজুত রয়েছে। মজুত তথ্য ও নিরাপত্তা মজুত অনুযায়ী বর্তমানে দেশে খাদ্য উদ্বৃত্ত আছে।

ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি আরও বেড়েছে : মো. আব্দুল বাতেনের সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি আগের অর্থবছরের চেয়ে গত ২০২৫-২৬ অর্থবছরে আরও বেড়েছে। বর্তমানে দুদেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ১২ দশমিক ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে বাংলাদেশ ভারতে প্রায় ১ দশমিক ৮৯ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করে এবং বাকি অংশ ভারত থেকে আমদানি করা হয়।

ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে বিশেষ কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত ও চীনের বড় দুটি ঘাটতি রয়েছে। তবে বিষয়টি শুধু দেশভিত্তিক না দেখে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের রপ্তানি সক্ষমতা বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন, আমাদের সামগ্রিকভাবে রপ্তানি বাড়ানো দরকার, এজন্য সক্ষমতাও বাড়ানো দরকার। বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতের আরও কয়েকটি খাতে রপ্তানি সক্ষমতা রয়েছে। তবে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের দিক থেকেও কিছু বাধা রয়েছে। একইভাবে গত দুবছরে বাংলাদেশের দিক থেকেও কিছু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেন, সমন্বিতভাবে আমরা বিভিন্ন চেষ্টা করছি, আগামী দিনে ভারতে যাতে আমাদের রপ্তানি আরও বাড়ানো যায়।

মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর পথ সুগম হবে : বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার পুনরায় উন্মুক্ত করতে সরকার কাজ করছে এবং খুব শিগগিরই দেশটিতে কর্মী পাঠানোর পথ সুগম হবে বলে জানিয়েছেন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। মো. মোস্তাফিজুর রহমান বাবুলের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, মালয়েশিয়া বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য অন্যতম প্রধান শ্রমবাজার। ২০২৪ সালের ৩১ মে থেকে দেশটির শ্রমবাজারে নতুন বাংলাদেশি কর্মী প্রবেশ বন্ধ রয়েছে। তিনি বলেন, মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার পুনরায় উন্মুক্ত করতে সরকার দ্বিপক্ষীয় ও কূটনৈতিক উদ্যোগ নিয়েছে।

সমকাল | বৃহস্পতিবার | ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬

কৃষি ও মৎস্য খাতে ১০ হাজার বাংলাদেশি কর্মী নেবে ওমান

■ বাসস

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ওমান বাংলাদেশ থেকে কৃষি ও মৎস্য খাতে ১০ হাজার কর্মী নিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছে উল্লেখ করে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম বলেছেন, এ বিষয়ে একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ওমান বাংলাদেশ থেকে পাঁচ হাজার কৃষিকর্মী এবং পাঁচ হাজার মৎস্যকর্মীসহ মোট ১০ হাজার কর্মী নিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং এ বিষয়ে একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ওমানের রাজপরিবারের সদস্য আল সাইয়িদ মোহাম্মদ সালিম আলি আল সাইদের সঙ্গে বৈঠকের পর শামা ওবায়েদ এসব কথা বলেন।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, নিয়োগের বিস্তারিত বিষয় নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতে আগামী মাসে ওমান সরকারের প্রতিনিধিরা বাংলাদেশ সফর করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। সফরকালে তারা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা করে বিস্তারিত বিষয় চূড়ান্ত করবেন।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, আগের সরকারের মেয়াদে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যার কারণে বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য এখনও ওমানের ভিসা সীমিত রয়েছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য ওমানের শ্রমবাজারে নিয়মিত প্রবেশাধিকার পুনরুদ্ধারে সরকার মাসকাটের সঙ্গে কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

শামা ওবায়েদ বলেন, 'বাংলাদেশি কর্মীরা যাতে নিয়মিতভাবে ওমান যেতে পারেন, তা নিশ্চিতে কূটনৈতিক উদ্যোগের মাধ্যমে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।'

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার দেশের বৈদেশিক কর্মসংস্থান কৌশলের অংশ হিসেবে কারিগরি শিক্ষা ও দক্ষ অভিবাসনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।

তিনি বলেন, ওমানের অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে অবদান রাখতে সক্ষম আরও দক্ষ কর্মী পাঠানোর লক্ষ্যে ঢাকা দেশটির সরকারের কাছে বিষয়টির অগ্রাধিকার তুলে ধরেছে। মালয়েশিয়ার বিষয়ে শামা ওবায়েদ বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের দেশটি সফরের পর বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য সুযোগ পুনরায় উন্মুক্ত হবে বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আশা করছে। তিনি আরও বলেন, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট মালয়েশীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনার পর সঠিক সময় চূড়ান্ত করা হবে।

বাঁধনের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়

ইতালির ভেনিসে বাংলাদেশি অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধনের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে 'অত্যন্ত নিন্দনীয়' বলে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম।

গতকাল বুধবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, ইতালির ভেনিসে যা ঘটেছে, তা সত্যিই একটি অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা।

শামা ওবায়েদ জানান, ঘটনার পর মিলানে অবস্থিত বাংলাদেশ কনস্যুলেট ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা বাঁধনের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং তাঁকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা দিয়েছেন।

তিনি বলেন, এই ঘটনায় শুরু হওয়া আইনি প্রক্রিয়ার বিষয়ে রাষ্ট্রদূতসহ ইতালিতে অবস্থিত বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশন সব ধরনের সহযোগিতা দিয়েছে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আমাদের কনস্যুলেট সেখানে শুরু হওয়া আইনি প্রক্রিয়ার বিষয়ে পূর্ণ সহযোগিতা দিয়েছে। রাষ্ট্রদূতসহ ইতালিতে আমাদের দূতাবাসও পূর্ণ সহায়তা করেছে।'

তিনি আরও জানান, বাঁধন যতদিন ইতালিতে থাকবেন, ততদিন বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশন তাঁকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে যাবে। প্রতিমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেন, 'আমরা এ ধরনের কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানাই।'

NEWAGE
SATURDAY, SEPTEMBER 5, 2026, BHADRA 21

Hawkers, homeless take over Dhaka city footbridges

Nahiyan Ahmed
Dhaka

MANY of Dhaka's footbridges, built for safe pedestrian movement, have been occupied by hawkers, homeless people, suspected drug addicts and other unauthorised occupants, forcing pedestrians to risk crossing busy roads instead.

Urban planners blamed poor planning, management and oversight, as well as the lack of designated spaces for informal businesses, for the encroachment of footbridges.

Authorities say they carry out eviction drives from time to time, but hawkers and other encroachers often return after the drives, leaving the problem unresolved.

Visits to footbridges at Farmgate, Banani, Mohakhali and Nabisco revealed widespread hawker encroachment, homeless people and beggars occupying the structures, along with poor maintenance and facilities in disrepair.

The situation is particularly evident at Farmgate's four-way footbridge, built by Dhaka North City Corporation at Tk 20 crore.

Opened to pedestrians in October 2023, the 132-foot-long and nearly 18-foot-wide footbridge is now lined with nearly 50 shops selling bags, cosmetics, toys, food and household items.

Hawkers have also occupied stairways and entrances, while homeless people and beggars were seen using parts of the bridge, making pedestrian movement difficult. Many people instead crossed the busy road below, risking their safety.

'Footpaths and footbridges are under the control of hawkers with no comfortable space left for pedestrians,' said Ariful Islam, an employee at a shop in Farmgate. 'It has become so normal that many people no longer even see it as a problem.'

Encroachment was also found on footbridges at Banani, Mohakhali and Banglamotor, although on a smaller scale.

Vendors have also set up shops at bridge entrances and on adjoining footpaths in Banani and Farmgate, narrowing access for pedestrians.

At the Banani footbridge near Sainik Club, escalators on both sides have remained out of service for months. Pedestrians must climb the stairs, often facing congestion during office hours.

Naeem Raihan Khan, executive engineer (civil) of DNCC's Traffic Engineering Circle, said the city corporation currently has 66 footbridges, all of which are in use.

He said DNCC conducts eviction drives through its magistrates to remove hawkers from footbridges, but they often return after being evicted.

Professor Md Musleh Uddin Hasan of the Department of Urban and Regional Planning at BUET said the repeated return of hawkers to footbridges showed that the current approach was failing to deliver a lasting solution.

'Unless authorities created designated spaces for informal businesses and introduced a regulated management system, hawkers would continue returning,' he said.

Musleh Uddin also questioned where the money collected from hawkers ultimately went, saying it ended up in the pockets of extortionists because of the absence of a clear chain of authority.

Regarding the Farmgate footbridge, DNCC's Naeem said it was still under the Dhaka Elevated Expressway authorities and was expected to be handed over to DNCC by the end of September.

He also said DNCC was repairing the escalators at the Banani Sainik Club footbridge, but the work had been delayed after its electricity meter was stolen.

The corporation had applied to the Dhaka Electric Supply Company Limited for a new meter and expected to restore the escalators within one to two weeks, he said.

At Nabisco crossing, the footbridge appeared largely unused despite hundreds of people crossing the road every hour, with only a handful seen using the bridge.

Several pedestrians said the structure was occupied by suspected drug addicts, beggars and homeless people, while others complained that it was located away from their natural walking route.

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
২২ ভাদ্র ১৪৩৩, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬

অজ্ঞান পার্টির নতুন টার্গেট অটোরিকশা চালক

আট মাসে তিন জনকে হত্যা করে গাড়ি লুট, চালকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের তাগিদ

■ পিনাকি দাসগুপ্ত

একটু পরিচয়, এরপর গল্প। সহযাত্রীর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ। কখনো খাবার, কখনো পানীয় দেওয়ার প্রস্তাব। আস্থা তৈরি হলেই সুযোগ বুঝে চেতনানাশক দ্রব্য প্রয়োগ। কিছুক্ষণের মধ্যেই অচেতন যাত্রী। আর সেই সুযোগে টাকা, মোবাইল ফোন ও মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে উধাও চক্রের সদস্যরা। রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন যাত্রাপথে বহুদিন ধরে এভাবেই সক্রিয় অজ্ঞান পার্টি। সর্বশেষ গত এক বছরে তাদের খপ্পরে পড়ে সারা দেশে ৩২ জন মারা যাওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। তবে দীর্ঘদিন ধরে বাস, ট্রেন, টার্মিনাল ও জনাকীর্ণ এলাকায় যাত্রীদের টার্গেট করা হলেও এখন অন্যতম টার্গেটে পরিণত হচ্ছেন অটোরিকশা চালকরা। রাজধানীতে গত আট মাসে তিন জন অটোরিকশা চালককে হত্যা করা হয়েছে। তিনটি ঘটনাতেই অটোরিকশা লুট করা হয়েছে। এই চক্রের সন্ধান পাওয়ার কথা জানিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।

নিরাপত্তাহীন চালকেরা : রাজধানীর ব্যস্ত সড়কে প্রতিদিন হাজারো অটোরিকশাচালক জীবিকার তাগিদে বের হন। যাত্রী বহন করতে গিয়ে কখনো তারা হয়ে উঠছেন অজ্ঞান পার্টি চক্রের টার্গেট। তাদের হামলায় ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী রাজধানীতে অন্তত তিন জন অটোরিকশাচালক নিহত হয়েছেন। তিনটি ঘটনার ধরনও এক নয়। একজনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে, একজনকে অচেতন করার পর হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে এবং আরেকজনের মরদেহ উদ্ধার হয়েছে মাটিচাপা অবস্থায়।

গত ১০ মার্চ রাজধানীর শাহজাহানপুরের শান্তিবাগ ভাঙারি গলি এলাকায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার মালিক সিকান্দার মিয়াকে কয়েক জন ঘিরে ধরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। পরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

২৮ জুন রাত ৯টার দিকে খিলগাঁও থেকে অটোরিকশা নিয়ে বের হওয়ার পর নিখোঁজ হন দিদারুল ইসলাম। পরদিন ভোরে ওয়ারীর নবাবপুর রোড এলাকা থেকে তাকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ২ জুলাই রাতে তার মৃত্যু হয়। পুলিশের তদন্তে উঠে আসে, যাত্রী সেজে অটোরিকশায় উঠে চালককে অচেতন করে অটোরিকশা ছিনতাই করে একটি চক্র। সিসিটিভি বিশ্লেষণের পর কয়েক জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে

অজ্ঞান পার্টির নতুন

১৬ পৃষ্ঠার পর

দিদারুলের ছিনতাই হওয়া অটোরিকশা ও ছিনতাইয়ে ব্যবহৃত একটি সিএনজি উদ্ধার করা হয়। এছাড়া জুলাইয়ে পূর্ব বাড্ডার অটোরিকশাচালক আলিউর রহমান ওরফে আলি নিখোঁজ হন। কয়েক দিন পর উলারটেক এলাকায় একটি পরিত্যক্ত জমি থেকে তার মাটিচাপা মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

দিদারুলের মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতার ব্যক্তিরা অজ্ঞান পার্টির সক্রিয় সদস্য বলে তথ্য পাওয়া গেছে। যাত্রী সেজে রিকশা বা অটোরিকশায় ওঠা, চালকের সঙ্গে সখ্য তৈরি করা এবং সুযোগ বুঝে তাকে অচেতন করে যানবাহন নিয়ে পালিয়ে যাওয়াই তাদের কৌশল বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, রিকশা ও অটোরিকশা চালকদের নিরাপত্তায় নির্দিষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করা, রাতে সিসিটিভি নজরদারি বাড়ানো, সন্দেহজনক যাত্রীদের তথ্য সংরক্ষণ এবং চালকদের জরুরি সহায়তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। পাশাপাশি চুরি বা ছিনতাই হওয়া রিকশা দ্রুত বিক্রি হয়ে যাওয়ার পথ বন্ধ করতে পুরোনো যানবাহনের কেনাবেচাতেও নজরদারি বাড়াতে হবে।

কালের কণ্ঠ
রবিবার। ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬

৫০ লাখ শ্রমিককে পেনশনের আওতায় আনার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দেশের তৈরি পোশাক খাতের প্রায় ৫০ লাখ শ্রমিককে সর্বজনীন পেনশন স্কিমের আওতায় আনার উদ্যোগ জোরদার করতে বিজিএমইএ ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন খাতসংশ্লিষ্ট নেতারা। দীর্ঘ মেয়াদে শ্রমিকদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সর্বজনীন পেনশন একটি কার্যকর সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা হতে পারে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

গতকাল শনিবার রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমইএ কমপ্লেক্সের নুরুল কাদের অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত 'সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিষয়ক আলোচনাসভায়' এ মতামত উঠে আসে।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মো. সুরাতুজ্জামানের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য শেখ কামরুল হাসান। তিনি বলেন, উন্নত দেশের মতো বাংলাদেশেও বার্ধক্যে নাগরিকদের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই সরকার সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালু করেছে। এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামো গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে ড. সুরাতুজ্জামান বলেন, ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সী নাগরিকরা এই স্কিমে অংশ নিতে পারবেন এবং ৬০ বছর বয়স পূর্ণ হলে নিয়মিত পেনশন সুবিধা পাবেন। তিনি জানান, কোনো গ্রাহক পেনশন গ্রহণের বয়সের আগে মারা গেলে মনোনীত ব্যক্তি জমাকৃত অর্থ ও মুনাফা পাবেন। আর্থিক অসুবিধা দেখা দিলে গ্রাহক চাঁদার পরিমাণ সমন্বয়ের সুযোগও পাবেন।

তিনি আরো বলেন, সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) অর্থায়নে প্রায় ১০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি শ্রম আইন ২০২৬-এর সংশোধনী অনুযায়ী ১০০ জনের বেশি শ্রমিক কর্মরত এমন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের পেনশন স্কিমের আওতায় আনার বিধান রয়েছে। এ কারণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে শ্রমিকদের জন্য পেনশন হিসাব খোলার উদ্যোগ নিতে হবে।

পোশাক খাত

> ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সী নাগরিকরা এই স্কিমে অংশ নিতে পারবেন এবং ৬০ বছর বয়স পূর্ণ হলে নিয়মিত পেনশন সুবিধা পাবেন
>
> ড. মো. সুরাতুজ্জামান
> নির্বাহী চেয়ারম্যান, জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পোশাক খাতের সব শ্রমিককে দ্রুত পেনশন ব্যবস্থার আওতায় আনা প্রয়োজন।

তিনি শ্রমিকদের অংশগ্রহণ বাড়াতে প্রথম দুই বছরের জন্য সরকারি প্রণোদনা এবং পোশাক শ্রমিকদের ক্ষেত্রে পেনশন পাওয়ার বয়স ৬০ থেকে কমিয়ে ৫৫ বছর করার প্রস্তাব দেন।

বিজিএমইএর সিনিয়র সহসভাপতি ইনামুল হক খান বলেন, প্রায় ৫০ লাখ শ্রমিককে এই ব্যবস্থার আওতায় আনা এবং ধারাবাহিকভাবে তা পরিচালনা করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তবে এটি সময়োপযোগী ও দূরদর্শী উদ্যোগ।

সহসভাপতি মো. রেজোয়ান সেলিম বলেন, সর্বজনীন পেনশন স্কিমের সম্ভাব্য মুনাফার হার শ্রমিকদের দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ কারণে শ্রমিকদের সম্পৃক্ত করতে বিজিএমইএ সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা নিয়ে কাজ করবে।

আলোচনাসভায় বিভিন্ন পোশাক কারখানার মালিক, কর্মকর্তা, শ্রমিক প্রতিনিধি ও খাতসংশ্লিষ্ট অংশীজনরা অংশ নেন। প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার উত্তর দেন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তারা।

বণিক বার্তা
রোববার, সেপ্টেম্বর ৬, ২০২৬ ■ ভাদ্র ২২, ১৪৩৩

শিল্প-বাণি

আলোচনা সভায় বিজিএমইএ সভাপতি

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে পোশাক শ্রমিকদের বয়সসীমা কমিয়ে ৫৫ করার প্রস্তাব



রাজধানীর বিজিএমইএ কমপ্লেক্সের গতকাল সর্বজনীন পেনশন স্কিমবিষয়ক আলোচনা সভা ছবি : বিজিএমইএ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশের পোশাক খাতের সব শ্রমিককে সর্বজনীন পেনশন স্কিমে দ্রুত অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি তাদের পেনশনের বয়সসীমা ৬০ থেকে কমিয়ে ৫৫ বছর নির্ধারণের প্রস্তাব দিয়েছে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। একই সঙ্গে স্কিমটিকে শ্রমিকদের কাছে আরো আকর্ষণীয় করতে প্রথম দুই বছরের জন্য বিশেষ সরকারি প্রণোদনা দেয়ার দাবি তুলেছে সংগঠনটি।

রাজধানীর বিজিএমইএ কমপ্লেক্সের নুরুল কাদের অডিটোরিয়ামে গতকাল 'সর্বজনীন পেনশন স্কিমবিষয়ক আলোচনা সভা' শীর্ষক অনুষ্ঠানে এ প্রস্তাব দেন সংগঠনের সভাপতি মাহমুদ হাসান খান। সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের (এনপিএ) নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মো. সুরাতুজ্জামান। বিশেষ অতিথি ছিলেন এনপিএ সদস্য শেখ কামরুল হাসান।

সভায় বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, 'পোশাক খাতের সব শ্রমিককে দ্রুত সর্বজনীন পেনশন স্কিমের আওতায় আনতে উদ্যোগ নিতে হবে। এটি সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন এবং বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখবে।'

মাহমুদ হাসান খানের মতে, প্রথম দুই বছরের জন্য বিশেষ সরকারি প্রণোদনা এবং পোশাক শ্রমিকদের পেনশনের বয়সসীমা ৬০-এর পরিবর্তে ৫৫ বছর নির্ধারণ করা হলে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ স্কিমে যুক্ত হতে আরো আগ্রহী হবেন।

সভাপতির বক্তব্যে এনপিএ নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মো. সুরাতুজ্জামান বলেন, 'দেশের মানুষের ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই সরকার সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালু করেছে। এটি বার্ধক্যে নাগরিকদের আর্থিক সুরক্ষার বড় অবলম্বন হয়ে উঠবে। ১৮-৫০ বছর বয়সী নাগরিকরা ব্যাংকের মাধ্যমে এ স্কিমে চাঁদা দিতে পারবেন এবং ৬০ বছর পূর্ণ হলে জমাকৃত অর্থ পেনশন হিসেবে পাবেন। কোনো গ্রাহক ৬০ বছর বয়সের আগে মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি জমাকৃত অর্থ মুনাফাসহ পাবেন। আয়জনিত সমস্যায় নিয়মিত চাঁদা দিতে অসুবিধা হলে চাঁদার পরিমাণ কম-বেশি করার সুযোগও রয়েছে।'

ড. সুরাতুজ্জামান জানান, স্কিমে জমাকৃত অর্থ গ্রাহকদের যথাসময়ে ফেরত দেয়া হবে এবং ষাটোর্ধ্ব বয়সে উন্নত জীবন ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে। এছাড়া পেনশন স্কিমের কার্যক্রম আরো গতিশীল ও শক্তিশালী করতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) অর্থায়নে প্রায় ১০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

এনপিএর নির্বাহী চেয়ারম্যান আরো জানান, বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০২৬-এর সর্বশেষ সংশোধনীতে ১০০ জনের বেশি শ্রমিক রয়েছে এমন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অন্তর্ভুক্তির বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের জন্য হিসাব খোলার উদ্যোগ নিতে হবে।

পোশাক শিল্পের উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের এ স্কিমে সম্পৃক্ত করতে বিজিএমইএকে অগ্রণী ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'প্রতিটি পরিবার থেকে অন্তত একজনকে সর্বজনীন পেনশনের আওতায় আনা প্রয়োজন।'

সভায় স্বাগত বক্তব্যে এনপিএ সদস্য শেখ কামরুল হাসান জানান, দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বৃদ্ধ বয়সে আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই উন্নত দেশের মতো বাংলাদেশেও সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালু করা হয়েছে।

সভায় বিজিএমইএর জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ইনামুল হক খান বলেন, 'তৈরি পোশাক খাতের প্রায় ৫০ লাখ শ্রমিককে এ স্কিমে অন্তর্ভুক্ত করা এবং পরবর্তী সময়ে এর ধারাবাহিক ব্যবস্থাপনা বজায় রাখা কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হবে।' তবে এ উদ্যোগ সময়োপযোগী, যুগান্তকারী ও প্রশংসনীয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

বিজিএমইএর সহসভাপতি মো. রেজোয়ান সেলিম বলেন, 'সর্বজনীন পেনশন স্কিমের আকর্ষণীয় 'রেট অব রিটার্ন' বা মুনাফার হার শ্রমিকদের দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষায় অনন্য ভূমিকা রাখতে পারে। তাই পোশাক খাতের সব শ্রমিককে স্কিমের আওতায় আনতে বিজিএমইএ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করবে।'

সভায় অংশগ্রহণকারীরা স্কিম নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন ও সংশয় তুলে ধরলে এনপিএর নির্বাহী চেয়ারম্যান বিস্তারিত ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাদের আশ্বস্ত করেন। অনুষ্ঠানে বিজিএমইএর সদস্য, পোশাক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক, কর্মকর্তা ও শ্রমিক প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা অংশ নেন।

SUNDAY SEPTEMBER 6, 2026
BHADRA 22, 1433 BS
The Daily Star

The tea industry must turn higher prices into sustainable growth

Md. Rashidul Islam is a tea master and trainer at the Bangladesh Tea Board, currently working as manager-operations at Tea Business (Pusti Brand) of T.K. Group.

■ MD. RASHIDUL ISLAM

Bangladesh's tea industry is passing through a critical phase. Auction prices have strengthened significantly; the hike in the minimum auction, or floor price, last year has added a new dimension; and demand for quality tea remains strong. Yet, beyond these positive developments lies a bigger question: can higher prices be converted into higher productivity, better worker welfare, stronger brands, and sustainable growth? This question becomes pertinent, especially amid the ongoing protests by tea workers for fair wages, while rising production costs, climate-related issues, and uneven productivity across tea-growing regions remain challenging.

To answer this question, it is crucial to understand how the tea industry works.

After tea leaves are plucked and processed in factories, the finished tea is graded and divided into different lots. These lots are presented at organised tea auctions, where tea companies, traders and other buyers compete to purchase them, offering prices influenced by quality, grade, supply, demand, prevailing market conditions, etc.

The auction therefore creates a market-based price signal. When auction prices rise, the cost of raw tea can increase throughout the value chain, eventually affecting processors, packaged-tea companies, traders, and ultimately, consumers.

Recent auction performance illustrates this changing environment. On August 3, 2026, tea produced by 12 estates of the state-owned National Tea Company Ltd achieved an average auction price of Tk 280.59 per kilogramme for 151,560 kilogrammes of tea—Tk 35.59 above the government-set base price of Tk 245 per kilogramme.

For producers, stronger prices can provide much-needed financial breathing space and allow investment in plantation maintenance, replantation, irrigation, and factory operations, but such prices do not necessarily result in higher profit. Labour, fertiliser, energy, irrigation, transportation, factory processing, maintenance, and replanting all add to the production cost. The industry's true health should therefore be judged by profitability after costs, not by auction prices alone.

Meanwhile, a floor price or a minimum auction price protects producers from exceptionally low market prices, which move according to supply and demand. So, the floor-price mechanism provides a degree of stability and reduces the risk of tea being sold at prices unsustainable for producers. It can also provide greater confidence for investment in tea gardens.

However, if production costs continue to rise while productivity remains low, simply maintaining a minimum price will not solve the industry's fundamental problems. The mechanism should therefore be reviewed periodically in light of inflation, labour costs, energy prices, fertiliser costs, and other changes in the cost of production.

Bangladesh produced approximately 94.91 million kilogrammes of tea in 2025, around 2.01 percent higher than 2024. Yet production remained below the record level of more than 102 million kilogrammes achieved in 2023.

The national figure also conceals an important regional shift. While tea cultivation is expanding in northern districts, some traditional tea-producing areas are facing difficulties. In 2025, production declined in Moulvibazar, Chattogram, and Sylhet, largely because of irregular rainfall.

Moulvibazar produced approximately 44.85 million kilogrammes of tea in 2025, compared with around 46.33 million kilogrammes in 2024. Meanwhile, five northern districts produced more than 20 million kilogrammes of processed tea, representing around one-fifth of national production. This changing geographical pattern should encourage the industry to think not only about producing more tea, but also about producing it more efficiently.

However, no discussion about the future of tea can be complete without considering the people who produce it. Tea is one of Bangladesh's most labour-intensive agricultural industries. Thousands of workers depend directly on tea gardens, while many others earn livelihoods through transportation, processing, trading, packaging, and distribution.

In July and August 2026, tea workers in several regions intensified demonstrations demanding a daily wage of Tk 500, along with land ownership rights and other demands. Workers have argued that their existing income is increasingly inadequate amid rising living costs. The industry's response should not be limited to a debate over wages.

A sustainable solution requires that fair wages, higher productivity, and better conditions move together. Better field management, worker training, irrigation, appropriate mechanisation, and improved work practices can help raise productivity while creating room for better wages.

The other aspect of higher auction prices is that they create pressure throughout the tea value chain. Packaged-tea companies face rising costs not only for raw tea but also for packaging, transportation, energy, labour, warehousing, financing, distribution, and marketing, subsequently increasing the price consumers pay, which should remain rational and transparent. The industry needs a balanced value chain where producers receive sufficient returns to maintain their gardens, workers receive fair compensation, businesses remain viable, and consumers receive quality tea at reasonable prices.

For decades, the success of Bangladesh's tea industry has often been measured by total production. That is no longer enough. We must ask harder questions: how much tea is produced per hectare? What is the production cost per kilogramme? How much premium-quality tea is being produced? How productive is each worker? How effectively are water and other resources being managed? How competitive is Bangladeshi tea internationally?

Bangladesh needs to move from a "more production" strategy to a "more productive production" strategy. Replanting old and low-yielding sections, introducing suitable high-yielding and climate-resilient clones, improving irrigation and soil management, strengthening field practices, and adopting appropriate technology can improve long-term competitiveness.

Rising auction prices provide an opportunity for the tea sector, while the floor-price mechanism offers some protection. But climate change, rising labour costs, worker rights, uneven productivity, and international competition remain challenging. Therefore, it is imperative to look beyond the auction price and answer the question: what kind of tea industry do we want Bangladesh to have over the next 20 to 30 years?

A sustainable tea industry must provide fair returns to producers, dignity and decent wages to workers, quality tea at reasonable prices for consumers, and an environment capable of supporting tea production for generations.

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬,

উদ্যোক্তা তৈরি করে কর্মসংস্থান সৃষ্টিই সরকারের মূল লক্ষ্য

নিজস্ব প্রতিবেদক

উদ্যোক্তা তৈরি করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাই বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেছেন, কর্মসংস্থান ব্যাংকের নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। অতিদরিদ্র, প্রান্তিক, সুবিধাবঞ্চিত, পিছিয়ে পড়া ও জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করার মাধ্যমে তাদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে এ ধরনের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

গতকাল সোমবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে কর্মসংস্থান ব্যাংক আয়োজিত কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ক্ষুদ্র ব্যবসা, ক্ষুদ্রঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ তহবিল প্রকল্পের উদ্বোধন ও ঋণের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

অর্থমন্ত্রী বলেন, ৫০ কোটি টাকার এসবিএমএমইএফ প্রকল্পটি একটি পাইলট উদ্যোগ। অতিদরিদ্র, প্রান্তিক, সুবিধাবঞ্চিত, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা ব্যাংকে যেতে ভয় পান তাদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে কর্মসৃজন করে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে প্রকল্পটি পাইলটিং কার্যক্রম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী আরও বলেন, সরকার সৃজনশীল অর্থনীতির ওপরও গুরুত্ব দিচ্ছে। প্রান্তিক পর্যায়ের সৃজনশীল মানুষদের শুধু ঋণ দেওয়াই নয়, তাদের প্রশিক্ষণ, পণ্যের ব্র্যান্ডিং ও বিপণনের মাধ্যমে বাজারের সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

কর্মসংস্থান ব্যাংক-কে এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, সৃজনশীলতা ও প্রতিভাকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করতে হবে। গানসহ বিভিন্ন সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষদেরও প্রমোট করা যেতে পারে। তাদের সৃজনশীলতাকে অর্থনৈতিকভাবে মূল্য সংযোজন করে বাজারজাত করার মাধ্যমে অর্থনীতির মূল স্রোতে নিয়ে আসতে চায় সরকার।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের খেলাপি ঋণ নিয়েও কথা বলেন অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন, ব্যাংকটির শ্রেণিকৃত ঋণের হার ৪.৮৬% থেকে কমিয়ে ১ থেকে ২ শতাংশে নামিয়ে আনতে পারলে আরও ভালো হয় এবং প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতা আরও বাড়ে। একই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, কর্মসংস্থান ব্যাংক ভালো করছে এবং প্রতিষ্ঠানটি মুনাফাও করছে।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী



রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে গতকাল কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ক্ষুদ্র ব্যবসা, ক্ষুদ্রঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ তহবিল প্রকল্পের উদ্বোধন করেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী — সংগৃহীত

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী বিজন কান্তি সরকার বলেন, কর্মসংস্থান ব্যাংক পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করছে। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে এ ব্যাংক থেকে সহযোগিতা অব্যাহত রাখলে তারা সমাজে এগিয়ে যাবে এবং এভাবে বাংলাদেশও এগিয়ে যাবে।

অর্থসচিব ড. মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার বলেন, এসবিএমএমইএফ প্রকল্পটি সফল বাস্তবায়ন হলে এটি বিস্তৃতভাবে সারা দেশেও করা যেতে পারে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কর্মসংস্থান ব্যাংককে নির্বাচন করা হয়েছে মূলত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে ব্যাংকের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, দেশব্যাপী বিস্তৃত শাখা নেটওয়ার্ক এবং এ খাতে অর্জিত সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক বলেন, ক্ষুদ্রঋণের সফল বাস্তবায়নের পাশাপাশি উদ্যোক্তা তৈরি, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বাজারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন—এসব উদ্যোগ শুধু ঋণ বিতরণ ও আদায়ের সাফল্য নয়; বরং টেকসই উদ্যোগ গড়ে তোলা ও নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

এ সময় তিনি ব্যাংকের বিদ্যমান অবকাঠামো ও মাঠপর্যায়ের দক্ষ জনবল কাজে লাগিয়ে প্রকল্পের সুফল দেশের প্রত্যন্ত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সভাপতির বক্তব্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. এএফএম মতিউর রহমান বিশেষ এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কর্মসংস্থান ব্যাংককে নির্বাচিত করায় সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে তাদের আত্মকর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে এ প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ কার্যক্রমকে আরও বিস্তৃত ও কার্যকর করতে ঋণের সুদের হার আরও কমিয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য আর্থিক সহায়তার পরিধি বৃদ্ধি এবং অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়ে তিনি সরকারের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্যে কর্মসংস্থান ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অরুণ কুমার চৌধুরী বলেন, সরকার আগামী ৫ বছরে দেশে এক কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টির যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কর্মসংস্থান ব্যাংক আগামী পাঁচ বছরে কর্মসংস্থান ব্যাংক ৯ লাখ বেকারের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। চলতি অর্থবছরে দেড় লাখ কর্মসৃজন হবে বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, এসবিএমএমইএফ প্রকল্পের ঋণের সুদের হার ৬ শতাংশ এবং ঋণ বিতরণে ৫০ শতাংশ নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

অনুষ্ঠানে কর্মসংস্থান ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, বাংলাদেশ ব্যাংক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, অর্থ মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, দাতা সংস্থা, গণমাধ্যম এবং ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ২৩ ভাদ্র ১৪৩৩
Dhaka : Monday 7 September 2026

জেলেদের জন্য নিরাপদ হোক সুন্দরবন

টানা তিন মাসের নিষেধাজ্ঞা শেষে ১ সেপ্টেম্বর সুন্দরবন জেলে-বাওয়ালি ও পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। মাছ ও কাঁকড়া ধরে জীবিকা নির্বাহ করা উপকূলের হাজারো মানুষের জন্য এটি স্বস্তির খবর হওয়ার কথা। তবে সুন্দরবন খোলার পরও জেলেদের বড় একটি অংশ বনে যেতে আগ্রহী নন। জলদস্যুদের চাঁদাবাজির ভয় তাদের মধ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে।

জেলেদের ভাষ্য অনুযায়ী, জলদস্যুদের চাঁদাবাজির আতঙ্ক এখনো পুরোপুরি কাটেনি। অতীতে ১৫ দিনের জন্য সুন্দরবনে যেতে একটি নৌকার কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত আগাম চাঁদা নিয়ে 'স্লিপ' দেওয়ার অভিযোগ ছিল। মাছ ধরার জন্য যাদের কয়েক দিন বনের ভেতরে থাকতে হয়, তাদের কাছে এই টাকা কম নয়।

তিন মাসের নিষেধাজ্ঞার সময় ধারদেনা করে সংসার চালিয়ে, নৌকা-জাল মেরামত করে যারা নতুন করে বনে ফিরছেন, তাদের জন্য বাড়তি চাঁদা বড় ধরনের আর্থিক চাপ। মাছ কম পাওয়া গেলে সেই চাপ আরও বাড়ে।

দস্যু দমনে বন বিভাগ ও কোস্টগার্ডের যৌথ টহল চলছে। শুধু টহল দেওয়াই যথেষ্ট নয়। দস্যুদের পাশাপাশি চাঁদাবাজদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে হবে। বনের বাইরে তাদের নেটওয়ার্ক ভেঙে দেওয়াও জরুরি। জেলেরা যাতে নির্ভয়ে বনে যেতে পারেন, সে জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় নিয়মিত নিরাপত্তা টহলের ব্যবস্থা করতে হবে। গোয়েন্দা নজরদারি চালাতে হবে। কোনো জেলে বনের ভেতর বিপদে পড়লে দ্রুত সহায়তার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

পাশাপাশি জেলেদের অভিযোগ জানানোর নিরাপদ ও কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে অনুমতিপত্র থাকলেও তারা বনে যেতে আগ্রহী হবেন না।

মঙ্গলবার ॥ ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ॥ ২৪ ভাদ্র ১৪৩৩
বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন

সড়ক শৃঙ্খলা ও শ্রমিকের অধিকার



অ্যাডভোকেট শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস

সড়ক যোগাযোগব্যবস্থা সেই আদিকালেও ছিল জনপ্রিয়, আধুনিককালেও তাতে খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। আধুনিক যুগের এই চরম বিকাশপর্বে মানুষের যোগাযোগের ধরন পাল্টাচ্ছে সর্বত্র। আকাশপথ এখনো সর্বজনীন গণমানুষের গ্রহণযোগ্য যোগাযোগব্যবস্থা হিসেবে গড়ে ওঠেনি। ফলে সড়ক পরিবহনব্যবস্থাই এখন পর্যন্ত যোগাযোগের অন্যতম পথ রয়ে গেছে। সড়ক পরিবহন শুধু যানবাহন আর রাস্তার বিষয় নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশের অর্থনীতি, নাগরিক জীবন, লাখো শ্রমিকের জীবিকা, কোটি মানুষের দৈনন্দিন চলাচল ও দেশের স্বাভাবিক গতি।

বাস, ট্রাক, কার, পণ্যবাহী গাড়ি কিংবা গণপরিবহনের চাকা থেমে গেলে তার প্রভাব পড়ে ঘরের মানুষ থেকে শুরু করে হাটবাজার, শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যে। দীর্ঘদিন শ্রমজীবী মানুষের রাজনীতি ও সড়ক পরিবহনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকায় আমি এই বাস্তবতা গভীরভাবে উপলব্ধি করি।

এই বাস্তবতাকে খুব কাছ থেকে দেখছি দীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে সড়ক পরিবহন শ্রমিকদের সঙ্গে যুক্ত থেকে। সাংগঠনিক পরিচয়ের মধ্য থেকে বুঝতে চেষ্টা করেছি, প্রক্রিয়াটি কীভাবে কাজ করে এবং সেই অনুযায়ী নিজের জায়গা থেকে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করছি। শ্রমিকের সুখ-দুঃখ, কর্মক্ষেত্রের অনিশ্চয়তা, পরিবারের দায়িত্ব এবং পেশাগত ঝুঁকির বাস্তব অভিজ্ঞতা আমার রাজনৈতিক চিন্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

আমার রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হলো শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াই। একজন পরিবহন শ্রমিক কেবল স্টিয়ারিংয়ের পেছনে বসা একজন কর্মী নন। তিনি একটি পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি, একই সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখার অন্যতম অংশীদার। তাই শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা মানে শুধু তাঁদের দাবি পূরণ করা নয়, বরং একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জীবনকে নিরাপদ করা।

স্বভাবতই শ্রমিকের অধিকারের কথা বলতে গিয়ে সাধারণ যাত্রীর নিরাপত্তা উপেক্ষার কোনো সুযোগ নেই। একজন চালকের কর্মঘণ্টা, বিশ্রাম, প্রশিক্ষণ ও কর্মপরিবেশ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমন রাস্তায় তাঁর দায়িত্বশীল আচরণও গুরুত্বের দাবিদার। কারণ একজন পরিবহনশ্রমিকের হাতে যেমন একটি পরিবারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, তেমনই তাঁর দায়িত্বশীলতার ওপর নির্ভর করে অসংখ্য যাত্রীর জীবন।

শ্রমজীবী মানুষের একজন প্রতিনিধি হিসেবে আমি পাঁচ দশক ধরে শ্রমিকের অধিকার, দায়িত্ব এবং কর্তব্যের জায়গাগুলোতে কথা বলার, কাজ করার চেষ্টা করেছি। এমন একটি পরিবহনব্যবস্থার স্বপ্ন দেখি, যেখানে শ্রমিককে তাঁর অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে না। আবার যাত্রীকেও অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার ঝুঁকির মধ্যে ফেলে রাখা হবে না। মালিক, শ্রমিক, চালক, যাত্রী, পুলিশ এবং রাষ্ট্র—প্রত্যেকের দায়িত্বকে একটি সুস্পষ্ট কাঠামোর মধ্যে আনাই আমার প্রত্যাশিত সমাধানের পথ।

দুই. অভিজ্ঞতার নিরিখে বলা যায়, পরিবহন খাতের সমস্যা বহুমাত্রিক। এককভাবে কাউকে দায়ী করার সুযোগ কম। পরিবহন খাতের বিশৃঙ্খলার দায় শুধু শ্রমিকের ওপর চাপিয়ে দেওয়া কোনো সমাধান নয়। একইভাবে শ্রমিকের পরিচয় ব্যবহার করে অনিয়মের দায় এড়িয়ে যাওয়াও সঠিক নয়। এ বিষয়ে আমার রাজনৈতিক অবস্থান হলো, যে যেখানে দায়িত্বে আছেন, তাঁকে সেখানেই দায়িত্বশীল হতে হবে। কারণ সড়কে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রথমে প্রয়োজন ন্যায়সংগত পরিবেশ। শ্রমিক যদি নিরাপদ কর্মপরিবেশ না পান, যাত্রী যদি নিরাপদ যাতায়াতের নিশ্চয়তা না পান, আর পরিবহন মালিক যদি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার বাইরে থাকেন, শুধু আইন প্রয়োগ করে দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন আনা কঠিন।

দীর্ঘ শ্রমিক রাজনীতির অভিজ্ঞতা শিখিয়েছে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা না বলে তাঁদের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, তবে কার্যকর সমাধান তৈরি করা যায় না। তাই রাজনীতিতে মাঠের মানুষের অভিজ্ঞতা ও বাস্তব সমস্যার গুরুত্ব রয়েছে।

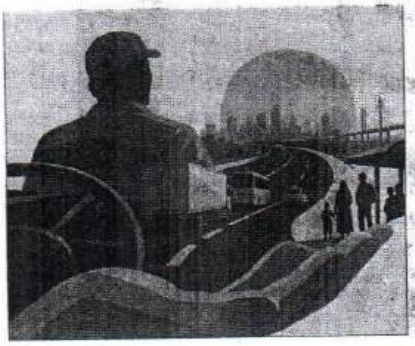
আজকের বাংলাদেশে পরিবহন খাতকে আরও আধুনিক ও জনবান্ধব করার প্রয়োজনীয়তা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। প্রযুক্তির ব্যবহার, দক্ষ চালক তৈরি, কর্মঘণ্টার বাস্তবসম্মত ব্যবস্থাপনা, সড়ক নিরাপত্তা, যাত্রীসেবা এবং আইনপ্রয়োগের ক্ষেত্রে সমন্বিত উদ্যোগ ছাড়া কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সম্ভব নয়।

এ প্রশ্নে আমার অবস্থান পরিষ্কার। শ্রমিককে বাদ দিয়ে নিরাপদ পরিবহন সম্ভব নয়, আবার সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা পাশ কাটিয়ে শ্রমিকের স্বার্থের কথা বলা ইনসাফ নয়। আমার বক্তব্যের মূল জায়গা ভারসাম্য, যেখানে শ্রমিকের মর্যাদা থাকবে এবং যাত্রীর নিরাপত্তাও থাকবে সমান গুরুত্বে।

তিন. রাজনীতিতে আমার যতটুকু অবস্থান, সেখানে আসতে আমি সব সময় মাটি ও মানুষের ভাষা বুঝতে চেষ্টা করেছি। সারা জীবন অধিকারবঞ্চিত মানুষের মুক্তির লড়াই চালিয়ে যাওয়ার রাজনীতি করে আসছি। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে যতটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, সেটিকে আমি শুধু বক্তৃতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাইনি। আমার স্বপ্ন, প্রত্যাশা-পরিবহন খাতকে এমন একটি জায়গায় নেওয়া হবে, যেখানে শ্রমিক তাঁর পেশা নিয়ে গর্ব করতে পারবেন, যাত্রী নিশ্চিন্তে পথে বের হতে পারবেন এবং রাষ্ট্র তার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

আমার বিশ্বাস, রাজনীতির সাফল্য কোনো ব্যক্তির পদ বা পরিচয়ে নয়, মানুষের জীবনে তার প্রভাব কতটা পড়ল, সেটিতেই। আর সেই কারণেই শ্রমিকের অধিকার ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার প্রশ্নকে আমি একই রাজনৈতিক বাস্তবতার দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে দেখি।

পাঁচ দশকের অভিজ্ঞতা থেকে আমার উপলব্ধি শ্রমিককে সম্মান দিয়ে, মানুষের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এবং দায়িত্বশীলতার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করেই একটি শক্তিশালী



সাধারণ যাত্রীর নিরাপত্তা উপেক্ষার কোনো সুযোগ নেই। একজন চালকের কর্মঘণ্টা, বিশ্রাম, প্রশিক্ষণ ও কর্মপরিবেশ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমন রাস্তায় তাঁর দায়িত্বশীল আচরণও গুরুত্বের দাবিদার। কারণ একজন পরিবহনশ্রমিকের হাতে যেমন একটি পরিবারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, তেমনই তাঁর দায়িত্বশীলতার ওপর নির্ভর করে অসংখ্য যাত্রীর জীবন

পরিবহনব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এটাই হতে পারে শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা এবং সাধারণ মানুষের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করার বাস্তব রাজনৈতিক পথ।

সড়কপথের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পারলে দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, আইনশৃঙ্খলার উন্নয়ন, জননিরাপত্তা বৃদ্ধি ও বিনিয়োগকারীদের কাছে দেশের ভাবমূর্তি আরও বৃদ্ধি পাবে। পরিবহন খাতের শ্রমিক-কর্মচারীদের শ্রম-ঘামে দেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ঘটছে। তাঁরা জীবনমৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে পরিবহন খাত সচল রাখলেও নানা নেতিবাচক সমালোচনা প্রতিনিয়ত তাঁদের শুনতে হয়। প্রচারমাধ্যমে সড়ক পরিবহন শ্রমিকদের ইতিবাচক কোনো কিছু তুলে ধরা হয় না। দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠিন ও মানুষের প্রত্যাশিত নিরাপদ, বৈষম্যহীন ও আধুনিক বাংলাদেশ গড়তে পরিবহনশ্রমিকরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে চান। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সুশৃঙ্খল, নিরাপদ একটি সড়ক ও পরিবহনব্যবস্থা গড়ে তুলতে চান বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

চার. সড়কপথে যানবাহন শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সুনির্দিষ্ট কিছু আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা যে কেউ উপলব্ধি করবেন। আইনি ও প্রশাসনিক পদক্ষেপের অন্যতম হচ্ছে যথাযথ প্রশিক্ষণ ও লাইসেন্স। চালক ও শ্রমিকদের জন্য পেশাদার ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ এবং নবায়ন প্রক্রিয়া সহজ ও বাধ্যতামূলক করা। কাজের সময় নির্ধারণ কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট করা এবং অতিরিক্ত ক্লান্তি দূর করতে নিয়মিত বিরতির ব্যবস্থা করা। আইন প্রয়োগ ও চাঁদাবাজি বন্ধ, মহাসড়কে অবৈধ চাঁদাবাজি, যত্রতত্র গাড়ি তল্লাশি ও হয়রানি বন্ধ করা। এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নে সরকারের যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন জরুরি।

নিরাপত্তা : ক্ষতিপূরণ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সড়ক দুর্ঘটনায় আহত, নিহত বা সংঘিসতায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের জন্য আইনিসহায়তা, বিমা ও আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা। কর্মপরিবেশ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, শ্রমিকদের নিয়মিত দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা নিশ্চিত করা। টার্মিনাল ও বিশ্রামাগার, চালক শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত বাস-ট্রাক টার্মিনাল, আধুনিক বিশ্রামাগার ও শৌচাগার নির্মাণ করা।

নিরাপদ যানবাহন, ত্রুটিহীন ও উপযুক্ত ফিটনেসসম্পন্ন যানবাহন পরিচালনা নিশ্চিত করা জরুরি। ১৯৮৩ সালের মোটরযান অধ্যাদেশ, ২০০৬ সালের শ্রম আইন এবং ২০১৮ সালের সড়ক পরিবহন আইন অনুযায়ী নিয়োগপত্র দেওয়ার বিধান রয়েছে। কিন্তু ২০১৮ সালের আইনের দমনমূলক ধারা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হলেও তাঁদের কল্যাণে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় না। সড়ক পরিবহন ও শ্রম আইনসংক্রান্ত বিষয়গুলো আরও বেশি বাস্তবসম্মত ও যুগোপযোগী করার প্রয়োজন রয়েছে।

পাঁচ. সড়কপথে বাস, ট্রাক, ট্যাংক লরি, কাভার্ড ভ্যান, লং ভেহিক্যালসহ দূরপাল্লার ড্রাইভার, কন্ডাক্টর, হেলপারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলোকে কয়েকটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে–

১. নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা; চালকদের দৈনিক একটানা গাড়ি চালানোর সর্বোচ্চ সময় বেঁধে দেওয়া। বাধ্যতামূলক বিশ্রাম; প্রতি ৪-৫ ঘণ্টা গাড়ি চালানোর পর আধা ঘণ্টার বিরতি দেওয়া। বিশ্রামাগার স্থাপন; মহাসড়কের পাশে আধুনিক ও নিরাপদ টার্মিনাল বা বিশ্রামাগার তৈরি করা।

২. নিরাপদ পার্কিং; হাইওয়েতে ছিনতাই বা ডাকাতি রোধে সিসিটিভিযুক্ত নিরাপদ পার্কিং জোন করা। পুলিশি টহল; রাতে এবং নির্জন রাস্তায় হাইওয়ে পুলিশের সার্বক্ষণিক টহল জোরদার করা। চাঁদাবাজি বন্ধ; রাস্তায় অবৈধ টোল আদায় এবং পুলিশি হয়রানি সম্পূর্ণ বন্ধ করা।

৩. পেশাদার প্রশিক্ষণ; চালকদের যানবাহনের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপদ ড্রাইভিংয়ের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া। মাদক পরীক্ষা; ডোপ টেস্টের মাধ্যমে মাদকাসক্ত চালকদের চিহ্নিত করা এবং শাস্তির ব্যবস্থা করা। স্বাস্থ্য পরীক্ষা; চালকদের চোখের দৃষ্টি ও শারীরিক ফিটনেস নিয়মিত পরীক্ষা করা।

৪. ফিটনেস সার্টিফিকেট; বাস, ট্রাকসহ যানবাহনের ব্রেক, লাইট ও টায়ারের ফিটনেস নিয়মিত কঠোরভাবে যাচাই করা।

৫. ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত পণ্য পরিবহন কঠোর হস্তে দমন করা। অতিরিক্ত পণ্য পরিবহন রাস্তাঘাটের ক্ষতি করে। দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ায়।

৬. দুর্ঘটনাকবলিত শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত বিমাসুবিধা ও জরুরি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। দুর্ঘটনায় আহতদের বিনামূল্যে সরকারি চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৭. সড়ক পরিবহনে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে পুলিশি নিরাপত্তা বাড়ানোর বিকল্প নেই। অন্যায়ভাবে সড়ক পরিবহনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এবং দখলদারদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ইতোমধ্যে সড়ক-মহাসড়কে দুর্ঘটনা আগের তুলনায় অনেকটাই হ্রাস পাচ্ছে। যানজট পরিহার, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি বন্ধের জন্য সড়ক-মহাসড়কে এআই ক্যামেরা স্থাপন, দুর্ঘটনায় দ্রুত চিকিৎসার জন্য অ্যাম্বুলেন্স ও মোটরবাইক সার্ভিস, পথিমধ্যে দূরপাল্লার যানবাহন চালকদের বিশ্রামের জন্য বিশ্রামাগার চালু, চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে প্রতিবন্ধকতা হ্রাস, ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ সেন্টার চালুর পরিকল্পনা ও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকার সড়ক পরিবহনব্যবস্থাকে একটি স্বাভাবিক সিস্টেমে নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। এর ফলে শ্রমিক শ্রেণির অধিকার এবং জননিরাপত্তা–দুটিই নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। আমি একজন শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে সারা জীবন শ্রমিকশ্রেণির অধিকারের জন্য লড়াই করেছি। মানুষের নিরাপত্তা, কাঙ্ক্ষিত অধিকার নিশ্চিত করতে পারলেই আমরা একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারব। সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই আমি কাজ করে যাচ্ছি এবং কাজ করতে চাই।

শ্রমিকের অধিকার, সড়ক পরিবহন ও জননিরাপত্তা–বিষয়গুলো মূলত বহুপক্ষীয়। শ্রমিক, মালিক, যাত্রী এবং সরকারের আন্তরিক সদিচ্ছা ও বাস্তবসম্মত, সময়োপযোগী পদক্ষেপই পারে সব সমস্যার সমাধান দিতে। আমরা আজ যে নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি, যে নিরাপদ বাংলাদেশ গড়তে চাই, সেই বাংলাদেশ গড়তে চাইলে শ্রমিক অধিকার, সড়ক পরিবহনব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা অনেক বেশি জরুরি। আশা করি, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে আমরা আগামী দিনে সব সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে একটি নতুন বাংলাদেশ গড়তে সক্ষম হব।

■ লেখক : সংসদ সদস্য, পাবনা-৫ (সদর), প্রধান সমন্বয়কারী
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক শ্রমিক পরিষদ

সমকাল ■ বুধবার। ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬

শিপইয়ার্ড দুর্ঘটনার তদন্ত প্রতিবেদন

সুপারিশ কার্যকর করিতে হইবে

গত মাসের মাঝামাঝিতে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের ফেরদৌস স্টিল শিপ রিসাইক্লিং ইয়ার্ডে ক্ষতিকর গ্যাসের বিষক্রিয়ায় ১০ শ্রমিকের প্রাণহানির ঘটনা তদন্তে বিস্ফোরক অধিদপ্তরের বিরুদ্ধে যে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও গুরুতর গাফিলতির অভিযোগ উঠিয়াছে, উহা গুরুতর। আমরা জানি, ১৪ আগাস্টের ঐ দুর্ঘটনার পর শিল্প মন্ত্রণালয় ও বুয়েটের বিশেষজ্ঞদের লইয়া পৃথক দুইটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। রবিবার প্রকাশিত সমকালের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বোর্ড উভয় কমিটির প্রতিবেদন গ্রহণ করিয়াছে, যেখায় বলা হইয়াছে– নিয়মানুযায়ী, ভাঙার পূর্বে যে কোনো জাহাজের ট্যাঙ্ক পরীক্ষা করিবার দায়িত্ব সরকারি এই সংস্থাটির হইলেও তাহারা পরীক্ষা না করিয়াই সংশ্লিষ্ট মালিককে সনদ প্রদান করিয়াছিল। তদন্ত প্রতিবেদনে শুধু বিস্ফোরক অধিদপ্তরের অবহেলার বিষয় উঠিয়া আসে নাই; জাহাজটির মালিক বা কর্তৃপক্ষের গাফিলতির বিষয়ও দুর্ঘটনার পশ্চাতে প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত। জাহাজ কর্তন করা হইতেছিল পর্যাপ্ত শ্রমিকদের জন্য কোনো নিরাপত্তাব্যবস্থা না রাখিয়াই। এই অবস্থায় উক্ত প্রাণহানিকে নিছক দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বলার কোনো অবকাশ নাই, বরং কাঠমোগত হত্যাকাণ্ডের আরেক নিদর্শন।

উল্লেখ্য, জাহাজভাঙা শিল্পে প্রতিষ্ঠালগ্ন হইতেই এহেন হত্যাকাণ্ড ঘটিয়া চলিয়াছে; এক দশক পূর্বে বিশেষত পরিবেশ অধিকার বিষয়ক কতিপয় সংগঠন এবং সংবাদমাধ্যমের ধারাবাহিক তৎপরতায় উচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপে তথায় কিছু নিয়মনীতির প্রবর্তন করা হইলেও সরকারের তদারকের অভাবে পরিস্থিতি পুনরায় পূর্বের রূপ ধারণ করিয়াছে। এইবারও যদি তদন্ত প্রতিবেদনে বর্ণিত সুপারিশগুলি পূর্বের ন্যায় উপেক্ষা করিয়া যাওয়া হয়, তাহা হইলে দরিদ্র ও অদক্ষ শ্রমজীবীদের জন্য উল্লেকযোগ্য কর্মসংস্থান জোগানদাতা এবং দেশের স্টিল ও রিরোলিং মিলসমূহের প্রধান কাঁচামাল সরবরাহকারী শিল্প অনিরাপদই থাকিয়া যাইবে।

চট্টগ্রামের জাহাজ ভাঙা শিল্পে শুধু বিষাক্ত গ্যাস নিঃসরণেই শ্রমিকের মৃত্যু হইতেছে না; বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডও তথায় প্রাণহানির কারণ। এই সকল কিছুর জন্য দায়ী মালিকপক্ষ এবং সরকারি বিভিন্ন তদারক সংস্থা।

এমন অভিযোগও রহিয়াছে, বিভিন্ন পরিবেশবাদী ও অধিকার সংস্থার অব্যাহত তৎপরতার ফলস্বরূপ সকল ইয়ার্ড ইতোমধ্যে গ্রিন ইয়ার্ডে পরিণত হওয়ার কথা থাকিলেও এই ক্ষেত্রে অগ্রগতি খুবই সামান্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দুই বৎসর পূর্বে সীতাকুণ্ডেরই এসএন করপোরেশন নামক শিপইয়ার্ডে ভয়াবহ বিস্ফোরণে বহু হতাহতের ঘটনা ঘটে, যদিও অন্য একটি ইয়ার্ডের সহিত উক্ত ইয়ার্ডকেও গ্রিন ইয়ার্ডরূপে প্রত্যায়িত করা হইয়াছিল। আমরা চাই, পরীক্ষা ব্যতীত সনদ প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট বিস্ফোরক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদিগের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ও বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক। তৎসহিত শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করিয়া বিপজ্জনক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য শিপব্রেকিং ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষের দায় নির্ধারণ করিয়া উপযুক্ত শাস্তি ও নিহতদের পরিবারকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। প্রতিটি জাহাজের স্ক্র্যাপ কর্তনের পূর্বে গ্যাসমুক্ত সনদ প্রদান প্রক্রিয়া পুনর্মূল্যায়ন এবং স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কোনো সংস্থার মাধ্যমে নিয়মিত নজরদারির ব্যবস্থা করাও জরুরি।

শিপব্রেকিং শিল্পের কর্মপরিবেশ নিরাপদ করিতে আধুনিক সুরক্ষা সামগ্রীর ব্যবহার বাধ্যতামূলক এবং নিয়মিত তদারকি অব্যাহত রাখিতে হইবে। সর্বোপরি, দুই তদন্ত প্রতিবেদনে যে ৪৪টি সুপারিশ করা হইয়াছে; শিপইয়ার্ডের সুরক্ষা ও শ্রমিকের নিরাপত্তায় সেইগুলি আমলে লইবার বিকল্প নাই। তবে সচেতন মহলকেও, বিশেষত পরিবেশকর্মী ও এতদ-সংক্রান্ত বেসরকারি সংস্থাগুলি উক্ত বিষয়ে পূর্বের ন্যায় সোচ্চার না হইলে কোনো পরিবর্তনই সম্ভবপর নহে, ইহাও আমরা মনে করি।

সময়ের আলো সোমবার। ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

মাহদী আমিন

গার্মেন্টসে শতভাগ দেশি কর্মসংস্থান সম্ভব

● নিজস্ব প্রতিবেদক

গার্মেন্টস শিল্পে বিদেশি কর্মকর্তা ছাড়াই শতভাগ দেশি কর্মসংস্থান সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও তার কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন। রোববার বিকালে রাজধানীর বিজয় সরণির নভোথিয়েটারের একটি হলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'ইনোভেশন ইন অ্যাপারেল অ্যান্ড টেক্সটাইল : ড্রাইভিং কম্পিটিটিভনেস অ্যান্ড গ্রোথ' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, গার্মেন্টস শিল্পে এখনও অনেক কারখানা ও বায়িং হাউসে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বিদেশি কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়। অথচ বাংলাদেশের মানুষের সেই মেধা, দক্ষতা ও যোগ্যতা রয়েছে, যা কাজে লাগাতে পারলে পুরো শিল্পই দেশীয় জনশক্তি দিয়ে পরিচালনা করা সম্ভব। মাহদী আমিন বলেন, শুধু দেশের চাহিদা পূরণ নয়, এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা ও কর্মপরিবেশ তৈরি করতে হবে, যাতে বাংলাদেশের মেধাবী ও দক্ষ পেশাজীবীদের উচ্চ পদে নিয়োগ দিতে অন্যান্য দেশ আগ্রহী হয়। তরুণদের কর্মসংস্থান ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। পড়াশোনা শেষে তরুণরা যেন দেশে সম্মানজনক জীবিকা অর্জনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারেও নিজেদের চাহিদা তৈরি করতে পারে, সে লক্ষ্যেই কারিগরি শিক্ষা অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নেওয়া বিভিন্ন নীতিগত সিদ্ধান্ত দেশের পোশাক শিল্পের ভিত্তি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা, শুল্কমুক্ত কাঁচামাল আমদানি এবং নগদ প্রণোদনার মতো নীতি এ খাতের বিকাশে সহায়তা করেছে।

বর্তমান সরকার তৈরি পোশাক খাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, গত সাত মাসে বন্ধ কারখানা পুনরায় চালু করা, উদ্যোক্তাদের কাছে সহজে প্রণোদনা পৌঁছে দেওয়া এবং নতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে শিল্পকে আধুনিকায়নের কাজ চলছে। এ বিষয়ে বিজিএমইএ, বিটিএমএসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা ও মতবিনিময় করা হচ্ছে। তরুণ উদ্ভাবকদের রাষ্ট্রীয় সহায়তার আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, নতুন স্টার্টআপের জন্য প্রাথমিক মূলধন ও তহবিল দেওয়ার বিষয়টি সরকার সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে।

যুগান্তর | সোমবার ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ৩০ ভাদ্র ১৪৩৩

গার্মেন্টে শতভাগ দেশি কর্মসংস্থান সম্ভব

——মাহদী আমিন

যুগান্তর প্রতিবেদন

গার্মেন্ট শিল্পে বিদেশি কর্মকর্তা ছাড়াও শতভাগ দেশি কর্মসংস্থান সম্ভব বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও তার কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন। তিনি বলেছেন, প্রায় অর্ধশতকের পুরোনো এই শিল্পে আজও অনেক কারখানায় বা বায়িং হাউজে ক্ষেত্রবিশেষে বিদেশিদের এনে কাজ করাতে দেখা যায়। অথচ আমরা নিজেরাই যদি পুরোপুরি স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারি, সেই মেধা, দক্ষতা ও যোগ্যতা রয়েছে। তাহলে নিজেরাই পুরো শিল্প পরিচালনা করতে পারব।

রোববার রাজধানীর বিজয় সরণির নভোথিয়েটারে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'ইনোভেশন ইন অ্যাপারেল অ্যান্ড টেক্সটাইল : ড্রাইভিং কম্পিটিটিভনেস অ্যান্ড গ্রোথ' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র বলেন, জনগণের বিপুল সমর্থনে দায়িত্ব পাওয়া একটি সরকারের জায়গা থেকে আমাদের সুস্পষ্ট লক্ষ্য, আমরা একদিকে যেমন টেকসই শিল্প প্রবৃদ্ধি দেখতে চাই, প্রচুর সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে চাই, তেমনি নিশ্চিত করতে চাই তরুণদের বিপুল কর্মসংস্থান। এমন এক কর্মসংস্থান, যেখানে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা শেষ করে দেশের ভেতরে যেমন সম্মানজনক জীবিকা পাবে, তেমনি আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারেও তাদের প্রবল চাহিদা তৈরি হবে। আর সে জন্যই আমরা কারিগরি শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছি। সরকার

THURSDAY SEPTEMBER 10, 2026
BHADRA 26, 1433 BS
The Daily Star

Tea workers deserve fair wages, and BNP is pledge-bound to deliver them



Kallol Mustafa is an engineer and writer who focuses on power, energy, environment, and development economics. He can be reached at kallol_mustafa@yahoo.com.

■ KALLOL MUSTAFA

Tea workers across the country have been staging demonstrations for more than a month making for four demands, including a daily wage of Tk 500. The other three demands are: repeal of the 2023 gazette, which limits the annual wage increase to 5 percent; recognition of the tea communities' land rights; and an immediate election to the Bangladesh Tea Workers Union (BTWU).

The daily wage of tea workers was raised to Tk 196 from Tk 187 after applying the 5 percent increase per the 2023 gazette. That is a Tk 9 increase—a cruel joke for workers trying to feed and support their families. Workers say a five-member family needs Tk 650-700 a day for food alone; more is needed to cover education, healthcare, clothing and housing expenses. So their demand for a daily wage of Tk 500 is not asking for luxury but the minimum needed to eat adequately and return to work the next day.

The daily wage of tea workers was raised to Tk 196 from Tk 187 after applying the 5 percent increase per the 2023 gazette. That is a Tk 9 increase—a cruel joke for workers trying to feed and support their families. Workers say a five-member family needs Tk 650-700 a day for food alone; more is needed to cover education, healthcare, clothing and housing expenses.

Traditionally, tea workers' wages are renegotiated every two years through collective bargaining. After their 2022 movement for a Tk 300 wage, the daily wage was raised by Tk 50: from Tk 120 to Tk 170. But the 2023 gazette replaced collective bargaining with an annual 5 percent increase, amounting to just Tk 8-9. That is why the workers are demanding the Tk 500 daily wage as well as the repeal of the 2023 gazette. It should be noted here that the wage determination period for the tea workers expired last month. Earlier in July, Labour and Employment Minister Ariful Haque Chowdhury had said the government would review and revise the wage structure in August "as part of its commitment to improving their quality of life."

The tea workers are also demanding that the BTWU election, which was last held in 2018, be held immediately. BTWU's long-serving leadership has faced allegations of serving tea garden owners' interests instead of those of the workers. Recently, police arrested Geeta Rani Kanu, a leader of the Tk 500 wage movement, in a case filed by another union leader, raising concerns regarding possible collusion among some union leaders, tea garden owners, and the government to weaken the movement.

Whenever the issue of raising the tea workers' daily wage comes up, tea garden owners argue that the monetary value of various benefits that a tea worker receives besides the daily wage exceeds Tk 500. Let's examine what the tea garden owners consider as part of the workers' wages, and whether those benefits can actually be treated as wages under the country's labour law.

The benefits include rations, housing, medical care, pensions, education for workers' children, welfare programmes such as water supply, mosquito-control spraying, sanitation and the provision of towels, the value of fruits and vegetables grown around workers' settlements, bonuses for additional plucking, and employers' contributions to provident funds.



But under the Bangladesh Labour Act, 2006, except for rations, none of these benefits can be counted as part of the wages. Section 2(45) excludes from the definition of wages the value of housing, lighting, water, medical facilities or other amenities, as well as employers' contributions to retirement or provident funds and payments for work-related expenses.

In effect, tea garden owners are seeking to count essential operating costs such as water, mosquito control and sanitation as workers' wages. This is not only inconsistent with the labour law but unreasonable by any standard.

Because of the particular circumstances of the tea gardens, Section 96 of the Labour Act requires tea garden owners to provide housing for every

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

resident worker and their family. This is a mandatory welfare obligation, not part of a worker's wage.

Moreover, tea workers live on government, not privately owned, land.

Consequently, poverty is far more prevalent in tea gardens than in the rest of the country. Lack of adequate sanitation hygiene and safe drinking water leads to high rates of tuberculosis,



e been staging demonstrations for over a month pressing for four age.

PHOTO: MINTU DESHWARA

Tea garden owners lease these lands from the government at a very low cost: under a land ministry circular on tea garden land, they pay no lease fee and Tk 300 per acre annually as land development tax.

Despite generations of residence, stretching back more than 150 years, tea workers lack formal land rights because historical CS and RS surveys recorded their settlements as khas land. This lack of ownership traps generations in low-wage labour. Workers cannot simply leave these low-paying jobs; doing so means losing ancestral homes that serve as their only address. Because they have no legal rights to the land, families must supply at least one tea garden worker just to retain their housing.

Even including weekly grain rations, basic housing, and limited healthcare, a tea worker's total compensation remains below Bangladesh's minimum wage for other sectors and fails to cover a dignified standard of living.

leprosy, malaria, and cervical cancer among tea workers. Malnutrition is rampant, severely impacting children's health: 45 percent are stunted, 27 percent are wasted, and 47.5 percent are underweight.

Tea bushes are regularly pruned to prevent them from growing beyond a certain height in order to maximise yields. The lives of tea workers are similarly constrained: confined to a small hut in a labour-line settlement, their futures tied to the tea garden. On their meagre wage, some workers begin their with only tea with salt and "chal bhaja"; they cannot afford to drink the tea they produce with milk and sugar. To secure their daily attendance mark ("nirikh"), pluckers must gather 23 kg of leaves, pruners must clear at least 250 bushes, and pesticide sprayers must cover one acre.

Lunch is often just chilli and tea-leaf chutney. Workers endure swollen limbs, scrapes from dense bushes, scorching sun, heavy rain, and scorpion or snake bites. Their children lack adequate education and healthcare.

Meanwhile, British-origin companies, state enterprises, and private corporations lease this government khas land at a cheap rate and receive subsidised fertiliser. Yet, they always find excuses not to pay a dignified wage.

If Sri Lankan tea estate owners can pay a daily wage of 1,750 rupees (roughly Tk 650) and Kerala businesses in India can pay 546 rupees (Tk 710), why can't Bangladeshi owners do the same? The excuse of low productivity is unconvincing. If owners fail to invest in modernisation and upgradation, workers should not bear the cost of that failure.

There is also a political commitment at stake. In its election manifesto, the BNP promised to ensure fair, inflation-indexed wages alongside special programmes to reduce income disparities and balanced development of tea communities. BNP candidates made various promises to tea workers, including pledges to raise their wages. Humayun Kabir, now the state minister for foreign affairs, assured voters that the BNP would support tea workers more strongly than any other party. Khandakar Abdul Muqtadir, minister for industries and commerce, promised that the government would prioritise improving the tea workers' living standards through fair wages, healthcare, education, and vocational training.

Tea workers responded by voting overwhelmingly for BNP candidates, playing a decisive role in several constituencies.

Hence, the BNP-led government should have proactively raised the wages of tea workers. Instead, workers have been protesting for more than a month with no clear sign of government acceptance. Worse, Geeta Rani Kanu, a leader of the Tk 500 wage movement, has been arrested.

The government must honour its electoral commitments. It should accept the workers' four demands—including a Tk 500 daily wage and land rights—and immediately release Geeta Rani Kanu. The tea that millions of Bangladeshis drink every day should not be produced at the cost of keeping the tea workers trapped in abject poverty.

জাহাজ ভাঙা শিল্প আর কতকাল মৃত্যু উপত্যকা থাকবে



চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে জাহাজ ভাঙা শিল্প এলাকার ফেরদৌস স্টিল শিপ রিসাইক্লিং ইন্ডাস্ট্রিজে গত ১৪ আগস্ট হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসের বিষাক্ততায় ১০ শ্রমিকের মৃত্যু ঘটে। এ দুর্ঘটনার পর দেশের গ্রিন শিপইয়ার্ড ও সর্বোপরি জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ শিল্প নিয়ে নতুন করে ভাবার ও পদক্ষেপ নেয়া দরকার। নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে এ সম্ভাবনাময় শিল্প একটি শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়ানোর পর্যায়ে ছিল। কিন্তু ১৪ আগস্টের ঘটনা কেবল জাহাজ ভাঙা শিল্পের গ্রিন শিপইয়ার্ড সম্পর্কে প্রশ্নের সৃষ্টি করল না, আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ন হলো। বিপুল অংকের অর্থ ব্যয় করে প্রতিষ্ঠিত একটি গ্রিন শিপইয়ার্ডের সনদটি কেবল ব্যবসায়িক ছাড়পত্র ও অবকাঠামোগত উন্নয়নকেই নির্দেশ করছে, যেখানে শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত।

বাংলাদেশ ২০২৩ সালের জুনে হংকং কনভেনশনে অনুস্বাক্ষর করেছে এবং এর আলোকে যে শিপইয়ার্ডগুলো গ্রিন ইয়ার্ডে রূপান্তর হয়েছে তার মধ্যে এ ফেরদৌস স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ অন্যতম। জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ শিল্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কনভেশন হচ্ছে এই 'হংকং ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দ্য সেফ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টালি সাউন্ড রিসাইক্লিং অব শিপস', যাকে সংক্ষেপে বলা হয় হংকং কনভেনশন। এর মূল লক্ষ্য ছিল শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং পরিবেশের ক্ষতি কমানো। ২০০৯ সালে গৃহীত এ কনভেনশন ২০২৫ সালের ২৬ জুনে কার্যকর হওয়ার পর শিপ ইয়ার্ডগুলোকে ব্যবসা পরিচালনার স্বার্থে গ্রিন ইয়ার্ডে রূপান্তরের বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়। শ্রমিকের নিরাপত্তা, পরিবেশের সুরক্ষা এবং বিপজ্জনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নির্ধারিত মান অনুসরণ করে যে ইয়ার্ডে জাহাজ ভাঙার ব্যবস্থা করা হয় সেটি গ্রিন ইয়ার্ড স্বীকৃতি পায়। তার আগে এ শিল্পের প্রতিষ্ঠানকে কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সনদ নিতে হয়। দুর্ঘটনার পর ফেরদৌস স্টিল রিসাইক্লিং ইন্ডাস্ট্রিজের তরফে বলা হয়, তাদের কাছে ইন্ডিয়ান রেজিস্টার অব শিপিংয়ের কমপ্লায়েন্স সনদ, গুণগত মানের জন্য ব্যুরো ভেরিটাস সনদ এবং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা ও জাহাজ রিসাইক্লিং ব্যবস্থাপনার জন্য জাপানভিত্তিক ক্লাসএনকের সনদ রয়েছে। এ কারণেই দুর্ঘটনার পর বাংলাদেশ শিপ রিসাইক্লিং বোর্ডের মহাপরিচালক প্রচার মাধ্যমকে বলেছিলেন যথাযথ মূল্যায়নের পরেই ইয়ার্ডটিকে গ্রিন শিপইয়ার্ড হিসেবে অনুমোদন দেয়া হয়েছিল।

দুর্ঘটনার পরই প্রচারিত কিছু ভিডিওতে দেখা যায়, সেখানে শ্রমিকদের নিরাপত্তার ন্যূনতম কোনো ব্যবস্থা ছিল না। প্রাথমিক চিকিৎসারও কোনো ব্যবস্থা ছিল না, কোনো অ্যাম্বুলেন্স ছিল না। এলাকাবাসী গেট ভেঙে ইয়ার্ডে ঢুকে হতাহতদের উদ্ধার করে। দুর্ঘটনার আটদিন পর আরেকটি গুরুতর সংবাদ প্রকাশ পায়। একমাস আগে অন্য একটি ব্যালাস্ট ট্যাংক কাটার সময় একজন কার্টারম্যানসহ আরো তিনজন শ্রমিক গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। ঘটনার ভয়াবহতা বেশি ছিল না বলে সম্ভবত ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ গুরুত্ব দেয়নি। এতেই প্রতীমান হয়, এ ধরনের বিষাক্ত গ্যাসের মধ্যে শ্রমিকরা কাজ করতে অভ্যস্ত বা বাধ্য হন। ঘটনাটি ভালোভাবে বিশ্লেষণ করলে এও নিশ্চিত হওয়া যায় শিপইয়ার্ডের মালিক-পরিচালকরা শ্রমিকদের জীবন ও নিরাপত্তার বিষয়ে মোটেও সচেতন নন।

দুর্ঘটনার পর প্রতিটি দপ্তরের কর্মকর্তারা মিডিয়ার সঙ্গে আলাপকালে দায় এড়ানোর চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। জাহাজ বহির্নোঙরে আসার পর বিস্ফোরক অধিদপ্তর জাহাজ পরিদর্শন করে গ্যাস ও বিস্ফোরক মুক্ত সনদ দেয়। এ দুর্ঘটনার পর বিস্ফোরক পরিদর্শক বলেছেন যে হাইড্রোজেন সালফাইড বেশি পরিমাণে থাকার কারণে শ্রমিকরা মারা গেছে, বিস্ফোরক অধিদপ্তর কাজ করে তেল ও গ্যাসের অগ্নি ঝুঁকিমুক্ত কিনা সে বিষয়ে, জাহাজটিতে থাকা মাত্রাতিরিক্ত বিষাক্ত উপাদান তাদের বিবেচনার বিষয় নয়। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বলেন, শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও মজুরির প্রাপ্যতার বিষয়টি তারা দেখেন। তারাও মৃত্যুর কারণ বিষাক্ত রাসায়নিকের বিষয়টি বিবেচনা করেন না। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা জানান, তারা কেবল পরিবেশ ছাড়পত্র দেন। দূষণসংক্রান্ত বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয় পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে। কিন্তু ফেরদৌস শিপ রিসাইক্লিংয়ের বিষয়টা দূষণ নয়, দুর্ঘটনা। গ্রিন শিপইয়ার্ডকে ছাড়পত্র দেয়া ও তত্ত্বাবধান-তদারকির দায়িত্বে থাকা মূল প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ শিপ রিসাইক্লিং বোর্ডের মহাপরিচালকই স্বীকার করেছেন অনেক ইয়ার্ড পুরোপুরি নিয়ম মানতে ব্যর্থ হচ্ছে, যে কারণে বারবার দুর্ঘটনা ঘটে।

জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ শিল্প নিয়ে হাইকোর্টের ২০০৯ সালে দেয়া এক রায়ে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও পেশাগত স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। নির্দেশনা অনুযায়ী কোনো শ্রমিককে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ছাড়া ইয়ার্ডে নিয়োগ বা কাজ করতে দেয়া যাবে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে সীতাকুণ্ডে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। এছাড়া শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বিভিন্ন সেফটি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটও কাজ করেছে শ্রমিকদের-প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য। প্রশিক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকদের কাজের সময় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) ব্যবহার ও নিরাপদ কাজের নিয়ম শেখানো। তবে সাম্প্রতিক দুর্ঘটনার পর এসব প্রশিক্ষণের মান ও যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। যেসব শ্রমিক প্রশিক্ষণ নেন তাদের ডেটাবেজ তৈরি হয়নি। তাই শিপইয়ার্ডে নিয়োগকৃত শ্রমিক দক্ষ কিনা তা নিশ্চিত করা যায় না। আদালতের আদেশ মেনে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা গেলে কোনো দুর্ঘটনাই ঘটত না।

'সেফ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টালি সাউন্ড রিসাইক্লিং অব শিপস' বা সেন্সরেক নামে একটি প্রকল্পের তিনটি ধাপ বাস্তবায়ন হয়েছে জাতিসংঘের মেরিটাইম বিষয়ক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও) ও বাংলাদেশের শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে। ওই প্রকল্পে বড় অংকের অর্থায়ন করেছে নরওয়ে। হংকং কনভেনশনে যোগদানে প্রস্তুতি, গবেষণা প্রকাশনাসহ বেশকিছু ইতিবাচক কাজ হলেও প্রকল্পের শিরোনাম অনুযায়ী নিরাপদ পরিবেশ তৈরিতে ১০ বছরব্যাপী একটি প্রকল্পে কী কাজ হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। সেন্সরেক আইএমওর ওয়েবসাইটে বাংলাদেশের ১০টি রিসাইক্লিং ইন্ডাস্ট্রিজের ছবি দিয়ে বলা হয়েছে, হংকং কনভেনশন অনুযায়ী সনদপ্রাপ্ত এবং বিশ্বমানের আধুনিকায়ন হয়েছে এখানে। এ ১০টির মধ্যে একটি ছবি দুর্ঘটনাকবলিত ফেরদৌস স্টিল শিপ রিসাইক্লিং ইন্ডাস্ট্রিজ। ১০ জন শ্রমিকের প্রাণহানির পর আইএমওর ওয়েবসাইটে থাকা এ ছবি নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হবে।

জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সির (জাইকা) উদ্যোগে আরেকটি প্রকল্প নেয়া হয়েছে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়ারণ শিল্পের জন্য। এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রথমেই বর্ণনা করা হয়েছে, নিরাপদ ও গ্রিন শিপ রিসাইক্লিং প্রক্রিয়ার কথা। প্রশিক্ষণ, বিপজ্জনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, ওয়ান স্টপ ডিজিটাল সার্ভিস প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি এ প্রকল্পের প্রস্তাবে রয়েছে। বিদেশী প্রকল্পের মাধ্যমে যত কাজই করা হোক না কেন; উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা না গেলে এভাবেই অবহেলা ও বিপজ্জনক পরিবেশে শ্রমিক হতাহত সংখ্যা বাড়তে থাকবে।

জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ শিল্পের মূল দায়িত্ব পালন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ শিপ রিসাইক্লিং বোর্ড। বোর্ডের লক্ষ্য নিরাপদভাবে জাহাজ কাটার দায়িত্ব নিশ্চিত করার দায়ভার রয়েছে বাংলাদেশ শিপ রিসাইক্লিং বোর্ডের ওপরেও। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও সমন্বয় করবে বোর্ড। বোর্ডের কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ শিল্পের তত্ত্বাবধান, পরিদর্শন, সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন। কিন্তু এ দপ্তরের বিরুদ্ধে দক্ষভাবে দায়িত্ব পালন দূরের কথা, চট্টগ্রামের অফিসটিও সঠিকভাবে খোলা হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে। শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও পরিবেশের সুরক্ষায় নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করার জন্য অনতিবিলম্বে শিপ রিসাইক্লিং বোর্ডের আইনগত ক্ষমতা বাড়িয়ে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দিতে হবে। জবাবদিহি কাঠামোও গড়তে হবে।

শিল্পমন্ত্রী দায়িত্ব নেয়ার পর জুলাইয়ে সীতাকুণ্ডের জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ এলাকা পরিদর্শন করেছিলেন। ওই সময় তিনি বলেন, 'একসময় জাহাজ রিসাইক্লিং শিল্পে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে ছিল, বর্তমানে সাময়িকভাবে পিছিয়ে গেলেও শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধারের কাজ করছে সরকার। প্রকৃতপক্ষে আমরা ভারতের কাছে শীর্ষস্থান হারিয়ে অনেক পিছিয়ে পড়েছি। অতীতে দেশে প্রায় ১৫০টি জাহাজ ভাঙার ইয়ার্ড ছিল। করোনা ও পরবর্তী সময়ে ডলার সংকটে অনেকে এ ব্যবসা ছেড়ে দেয়। বর্তমানে সচল আছে মাত্র ৩১টি শিপইয়ার্ড। ২৩টি গ্রিন ইয়ার্ড ছাড়পত্র পেয়েছে, আটটি পরীক্ষামূলক পর্যায়ে আছে। ভারতে এখন ১১৫টিরও বেশি গ্রিন শিপইয়ার্ড আছে। সরকারিভাবে নানা প্রণোদনা বাড়িয়ে গুজরাটের আলাং-সোশিয়াকে বিশ্বের বৃহত্তম জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ হাব হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। অন্যদিকে আমরা শিপইয়ার্ডগুলোকে যথার্থভাবে তত্ত্বাবধানে ব্যর্থ হয়ে দুর্ঘটনা ঘটার পর বন্ধ করে দিচ্ছি। এভাবে সমস্যার সমাধান হয় না, বরং অনেকে কর্মসংস্থান হারান, স্টিল রি-রোলিং মিলের কাঁচামাল সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটে এবং জাহাজ আমদানির বিশাল ব্যাংকঋণ সুদে-আসলে বাড়তে থাকে।

জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ ব্যবসায় বড় বিনিয়োগ প্রয়োজন। এ শিল্পের মালিকরা বিপুল অর্থবিত্তের অধিকারী, আবার অনেকে রাজনৈতিকভাবেও খুব প্রভাবশালী। তাই অভিযোগ রয়েছে এ শিল্পে অনেক সময় আইনের বিধান সঠিকভাবে প্রয়োগ হয় না এবং অনেক দুর্ঘটনা গোপন করা হয়। অতীতে অনেক ইয়ার্ডে দুর্ঘটনার পর মৃত্যুর সঠিক সংখ্যা নিয়েও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। তাই আইনের বিধান, আইনের প্রয়োগ ও তদারকি সংস্থা—সবই শক্তিশালী করতে হবে।

সমকাল ■ সোমবার । ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ । ৩০ ভাদ্র ১৪৩৩

মালদ্বীপে বাংলাদেশি শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার পথ



মো. ওবায়দুল্লাহ

ডলার সংকট

মালদ্বীপে বৈদেশিক মুদ্রার যে ঘাটতি চলছে, তা বৃহত্তর অর্থনৈতিক চাপের অংশ। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল-আইএমএফ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ এবং বাইরের ধাক্কায় দেশটির অর্থনীতির ঝুঁকির কথা বলেছে। পর্যটন মালদ্বীপের অর্থনীতিকে সচল রাখলেও বিপুল আমদানি ব্যয়, বৈদেশিক ঋণ ও অর্থায়নের চাপ এবং ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দেশটিকে দুর্বল অবস্থায় রেখেছে।

মালদ্বীপের এ ডলার সংকট শুধু দেশটির জন্যই চিন্তার বিষয় নয়; বাংলাদেশও তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

ব্যাংক বা অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানে ডলার পাওয়া না গেলে শ্রমিকের সামনে সাধারণত দুটি পথ থাকে। হয় তাকে টাকা পাঠানো পিছিয়ে দিতে হয়, নয়তো খোলাবাজারে বেশি রুফিয়া দিয়ে ডলার কিনতে হয়। উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতি প্রথমত দেশে থাকা সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের পরিবারের, দ্বিতীয়ত বাংলাদেশের অর্থনীতির।

মালদ্বীপ মুদ্রা কর্তৃপক্ষের (এমএমএ) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে দেশটির ব্যাংকবহির্ভূত অর্থ স্থানান্তরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে ১৫ কোটি ৫০ লাখ মার্কিন ডলারের বেশি অর্থ বিদেশে পাঠানো হয়েছে। মোট অর্থের ৭২ শতাংশ, অর্থাৎ ১১ কোটি ২০ লাখ ডলারের বেশি গেছে বাংলাদেশে।

বাংলাদেশ হাইকমিশন সমস্যাকে কেবল নিয়মিত কনস্যুলার সেবার বিষয় হিসেবে না দেখে যে বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও শ্রমিক সুরক্ষার প্রশ্ন এতে রয়েছে, তাতে মনোযোগ দিতে পারে। হাইকমিশন মালদ্বীপের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, এমএমএ এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করেছে। উদ্দেশ্য টাকা পাঠানোর প্রক্রিয়া ঠিক কোথায় আটকে যাচ্ছে এবং বাস্তবে কোন সমাধানগুলো কার্যকর হতে পারে, তা বোঝা।

হাইকমিশন বাংলাদেশি শ্রমিক ও তাদের নিয়োগকর্তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ রেখেছে। আইন ও বাস্তবসম্মত ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তাদের অনুমোদিত পথে শ্রমিকদের ডলার পেতে সহায়তা করা অথবা ডলারের মূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বেতনব্যবস্থা বিবেচনা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। সব কর্মক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা করা সম্ভব নাও হতে পারে। তবু এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি রয়েছে, শ্রমিক সুরক্ষা মানে শুধু তার পাসপোর্ট বা চাকরির চুক্তিপত্র রক্ষা নয়। চুক্তি অনুযায়ী পাওয়া বেতনের প্রকৃত মূল্য রক্ষা করাও এর অংশ।

এই আর্থিক সুরক্ষাকে মালদ্বীপে বাংলাদেশের বৃহত্তর শ্রম কূটনীতির সঙ্গে যুক্ত করা দরকার। এর মধ্যে রয়েছে চাকরি-সংক্রান্ত অভিযোগের সমাধান, দক্ষ কর্মীদের জন্য সুযোগ বাড়ানো এবং বৈধ কাগজপত্র ছাড়া থাকা শ্রমিকদের আইনি কাঠামোর আওতায় আনার উদ্যোগ।



> মালদ্বীপের রুফিয়া ও বাংলাদেশের টাকার মধ্যে সরাসরি লেনদেন বা হিসাব সমন্বয়ের ব্যবস্থা হলে মুদ্রা বদলের কয়েকটি ধাপ এবং কিছু খরচ কমতে পারে। তবে এটি কার্যকর হবে কিনা, নির্ভর করবে দুই দেশের বাণিজ্যের পরিমাণ, মুদ্রার চাহিদা, আর্থিক বিধিবিধান এবং জমে থাকা পাওনা কীভাবে মেটানো হবে, এসব বিষয়ের ওপর। তাই রাজনৈতিক ঘোষণা দেওয়ার আগে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে বিস্তারিত পরীক্ষা দরকার।

কারণ, বৈধ পরিচয়পত্র বা ব্যাংক হিসাব না থাকা একজন শ্রমিক আনুষ্ঠানিকভাবে টাকা পাঠানোর সুযোগ থেকেও বাদ পড়তে পারেন। তখন তার অনিরাপদ ও অনানুষ্ঠানিক পথে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। মালদ্বীপকে সীমিত বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে দেশের নানা প্রয়োজন মেটাতে হচ্ছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশি শ্রমিকদেরও তাদের বৈধভাবে অর্জিত বেতনের মূল্য পাওয়ার ন্যায্য অধিকার রয়েছে। টেকসই সমাধানে এ দুই বাস্তবতাকেই স্বীকার করতে হবে। এ অবস্থায় বাংলাদেশ ব্যাংক ও এমএমএর মধ্যে বাংলাদেশি শ্রমিকদের বৈধ পথে টাকা পাঠানো নিয়ে একটি নির্দিষ্ট যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে। প্রতি মাসে সম্ভাব্য কত অর্থ পাঠানো হবে; কত বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজন; কোথায় বিলম্ব হচ্ছে এবং অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলো কী সমস্যায় পড়ছে; এসব তথ্য নিয়মিত পর্যালোচনা করা দরকার। এই সমন্বয় ডলারের ঘাটতি দূর করবে না, তবে শ্রমিক ও সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিকল্পনা করতে সাহায্য করবে।

তীব্র সংকটের সময়ে মালদ্বীপ কর্তৃপক্ষ যাচাই করা বেতন থেকে দেশে পাঠানো অর্থের জন্য আরও নিয়মিতভাবে বৈদেশিক মুদ্রা দেওয়ার একটি নীতিমালা বিবেচনা করতে পারে। এর অর্থ, কোনো একটি দেশের নাগরিককে সীমাহীন বিশেষ সুবিধা দেওয়া নয়। বরং মালদ্বীপের মুদ্রানীতি ও রিজার্ভের সীমাবদ্ধতা মেনে বৈধ আয়ের জন্য নিয়মভিত্তিক একটি ব্যবস্থা করা।

মালদ্বীপের রুফিয়া ও বাংলাদেশের টাকার মধ্যে সরাসরি লেনদেন বা হিসাব সমন্বয়ের ব্যবস্থা হলে মুদ্রা বদলের কয়েকটি ধাপ ও কিছু খরচ কমতে পারে। তবে এটি কার্যকর হবে কিনা, তা নির্ভর করবে দুই দেশের বাণিজ্যের পরিমাণ, মুদ্রার চাহিদা, আর্থিক বিধিবিধান এবং জমে থাকা পাওনা কীভাবে মেটানো হবে–এসব বিষয়ের ওপর। তাই রাজনৈতিক ঘোষণা দেওয়ার আগে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে বিস্তারিত পরীক্ষা দরকার।

নিয়োগকর্তা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমাধানের অংশ করতে হবে। আইন অনুমতি দিলে নিয়োগকর্তারা শ্রমিকদের বেতন গ্রহণের ব্যাংক হিসাব খুলে দেওয়া, সেখান থেকে সরাসরি দেশে টাকা পাঠানো কিংবা অনুমোদিত পথে বৈদেশিক মুদ্রা কেনায় সহায়তা করতে পারেন। ব্যাংক ও অর্থ স্থানান্তরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকেও বিনিময় হার, সেবামূল্য, সেবা পাওয়ার শর্ত এবং টাকা পৌঁছাতে সম্ভাব্য সময় স্পষ্টভাবে জানাতে হবে। স্বচ্ছ তথ্য থাকলে শ্রমিকরা বৈধ সেবাগুলোর তুলনা করতে পারবেন এবং অনানুষ্ঠানিক দালাল বা প্রতারণার ঝুঁকি কমবে।

মালদ্বীপে বাংলাদেশের ব্যাংকিং উপস্থিতি বাড়লে প্রবাসী আয়, বাণিজ্য অর্থায়ন ও বিনিয়োগে সুবিধা হতে পারে। দীর্ঘ মেয়াদে এ উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বর্তমান সংকট দেখিয়েছে, একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি এবং বাজারে বৈদেশিক মুদ্রার প্রাপ্যতা পরস্পর সম্পর্কিত হলেও এক বিষয় নয়।

বাণিজ্যিক লেনদেন, আর্থিক প্রযুক্তি বা কাঠামোবদ্ধ অর্থায়নে বৃহত্তর সহযোগিতার সিদ্ধান্তও নিতে হবে কারিগরি সক্ষমতা ও অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা যাচাই করে।

প্রবাসী আয় বৈধ পথে রাখার মধ্যে মালদ্বীপেরও স্বার্থ আছে। অনুমোদিত পথে নিয়মিত ডলার পাওয়া গেলে খোলাবাজারের ওপর নির্ভরতা কমবে; অর্থের প্রবাহ আরও স্বচ্ছ হবে এবং দেশটির অর্থনীতিতে অবদান রাখা বিদেশি শ্রমিকদের আস্থা বাড়বে। অন্যদিকে বাংলাদেশও লাভবান হবে। কারণ নিরাপদে আসা প্রবাসী আয় পরিবারগুলোর জীবনযাত্রায় সহায়তা করবে এবং দেশের আনুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থায় যুক্ত হবে।

হাইকমিশন সঠিকভাবেই বুঝেছে, বৈদেশিক মুদ্রার এই চাপ সরাসরি শ্রমিককল্যাণের সঙ্গে যুক্ত। এখন এ উদ্যোগকে নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতায় রূপ দিতে হবে, যেখানে কূটনীতিক, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, নিয়োগকর্তা এবং অনুমোদিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান সবাই যুক্ত থাকবেন।

এসব তৎপরতার তাৎক্ষণিক লক্ষ্য একজন বাংলাদেশি শ্রমিকের বৈধ বেতন অনুমোদিত পথে, স্বচ্ছ ও অনুমানযোগ্য খরচে দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা; আর দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য এমন একটি বাংলাদেশ-মালদ্বীপ আর্থিক সম্পর্ক গড়ে তোলা, যা ভবিষ্যতের বাজার চাপও সামলাতে পারবে।

ডলার ঘাটতি মালদ্বীপের সামষ্টিক অর্থনীতির সমস্যা। কিন্তু সেই সংকটের অসম বোঝা যাতে প্রবাসী শ্রমিকদের কাঁধে না পড়ে।

■ মো. ওবায়দুল্লাহ: পিএইচডি গবেষক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ইউনিভার্সিটি অব ভার্জিনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

THE BUSINESS STANDARD RIDAY 11.09.2026

Bangladesh's climate plans have a labour blind spot



Zubayer Hossen
Economist

Climate change is reshaping not only where Bangladeshis live and work, but also their ability to organise. As displaced workers move into informal jobs, labour risks being left out of the country's climate transition

Bangladesh's climate story is, by now, familiar on the international stage: a low-lying delta nation facing existential exposure to sea-level rise, cyclones, and flooding, fighting for adaptation finance and a fair hearing at COP.

What gets almost no attention is a quieter, domestic consequence for workers: climate change is steadily pushing more of Bangladesh's workforce into jobs where organising a union was never a realistic option - and interviews with labour officials, union leaders, and policy experts suggest it's going largely unexamined.

The mechanism is simple enough to state in one sentence: climate displacement is feeding Bangladesh's informal economy, and the informal economy is exactly where labour organising is weakest. A large share of the population lives in high-climate-exposed areas.

As rising seas, flooding, and cyclones displace people from agriculture and coastal livelihoods, those workers don't disappear - they move to cities and take up the low-wage, informal urban work that dominates Dhaka and Chattogram's economy. And informal work is, almost definitionally, work without an employer a union can bargain against, without a workplace stable enough to organise, without the legal protections that formal-sector unions - however weak - at least nominally offer.

This isn't a marginal effect. Bangladesh's informal sector already accounts for roughly 84% of the workforce – around 58 million people - against a unionised workforce that, by the most generous measure, is around 10% of employees. Every climate-displaced worker who lands in that informal majority is one more person structurally outside the collective bargaining framework, permanently.

Some projections suggest climate variability could cost Bangladesh roughly a third of its agricultural GDP by 2050, and over 13 million people could become internal climate migrants in the same period. Each of those displaced workers becomes a push factor into precisely the labour market segment where nobody has organising rights.

The second half of the problem is that this is happening with labour almost absent from the room where it's being decided. Bangladesh's national climate commitments appear to have been prepared without meaningful input from labour organisations, and coordination between the country's labour and environmental policy machinery remains weak.

The result is that workers in the most climate-vulnerable industries, i.e., agriculture, coastal fisheries, and construction, have no institutional channel to raise their employment concerns as "just transition" policy gets written. Unions have been technically engaged in climate issues since 1997. Engagement has not been translated into a seat at the table.

There are tentative signs of change. In early 2026, the National Alliance for Just Transition Bangladesh - a coalition of unions, civil society groups, and development partners - was operationalised to increase labour's influence over the country's climate plans.

But on current evidence, the more plausible near-term outcome is that the workforce most exposed to climate disruption will remain the least represented in decisions about how that disruption is managed. Pushing for a seat at the table is not the same as being given one. That is not a hypothetical risk. It is the mechanism already running.

Some projections suggest climate variability could cost Bangladesh roughly a third of its agricultural GDP by 2050, and over 13 million people could become internal climate migrants in the same period. Each of those displaced workers becomes a push factor into precisely the labour market segment where nobody has organising rights.

This matters beyond Bangladesh's borders, too. As the country moves towards graduation from Least Developed Country status, its export industries face tighter labour-standard scrutiny from the EU and other major trading partners - scrutiny that increasingly treats "just transition" as a labour rights question, not only an emissions question.

A climate transition negotiated without organised labour at the table is not just a domestic governance gap; it's a credibility gap Bangladesh will have to answer for internationally, at exactly the moment its trade preferences depend on demonstrating the opposite. The fix is not exotic. It starts with giving labour actual seats - not after-the-fact consultation - in every national climate and just-transition planning process, backed by a standing coordination mechanism between labour and environmental policymaking that Bangladesh has yet to build.

It means treating union federations, however imperfect, as legitimate stakeholders in adaptation and transition planning for climate-exposed sectors, not an afterthought invited once the framework is already drafted.

Bangladesh has worked hard to be seen internationally as a serious, credible voice on climate change through ratifying ILO conventions, courting adaptation finance, pushing its case at COP.

It has not yet answered a harder question at home: as climate change pushes millions of workers into informal jobs with no path to organise, who decides how they are absorbed in the economy - and on what terms? Right now, the answer is: not the workers, and not their unions. Until that changes, Bangladesh's climate transition will remain just in name only.

ZUBAYER HOSSEN IS A PROGRAMME DIRECTOR AT SANEM.
EMAIL: ZUBAYERHOSSEN14@GMAIL.COM

Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily reflect the views and opinions of The Business Standard.

বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ॥

কর্মসংস্থানে চাই ব্যাপক শিল্পায়ন



প্রিন্সিপাল এম এইচ খান মঞ্জু

সরকার 'ফাইভ ইয়ার স্ট্র্যাটেজিক ফ্রেমওয়ার্ক ফর রিফর্ম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' নামক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২৬-২৭ থেকে ২০৩০-৩১ অর্থবছরের মধ্যে ১ কোটি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এর মধ্যে শিল্প খাতে ৩৩ লাখের বেশি এবং সেবা খাতে প্রায় ৫৯ লাখ কর্মসংস্থান তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। কৃষি খাতেও প্রায় ৬ লাখ নতুন কর্মসংস্থানের লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এখানে আলোচ্য বিষয় হলো–দেশে কর্মসংস্থানের প্রায় ৯৫ শতাংশই বেসরকারি খাতনির্ভর। এদিকে দীর্ঘদিন ধরে দেশের বেসরকারি খাত নানামুখী চাপের মধ্যে রয়েছে, জ্বালানিসংকট যার মধ্যে প্রধানতম। অন্যদিকে ঋণপ্রবৃদ্ধি নেই। বিনিয়োগও নিম্নমুখী। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত জুন শেষে এ খাতের ঋণপ্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৪ শতাংশের ঘরে। বিনিয়োগপ্রবৃদ্ধিও নিম্নমুখী। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপি-বেসরকারি বিনিয়োগ অনুপাত ছিল ২৪ দশমিক ১৮ শতাংশ, যা গত অর্থবছর শেষে কমে দাঁড়িয়েছে ২১ দশমিক ৫৩ শতাংশে। একই সময়ে জিডিপি-সরকারি বিনিয়োগের অনুপাতও কমে দাঁড়িয়েছে ৬ দশমিক ৪০ শতাংশে। অর্থাৎ দেশে নতুন শিল্পায়ন, উৎপাদন সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির গতি উল্লেখযোগ্যভাবে মন্থর হয়ে পড়েছে। এ বাস্তবতায় কাঠামোগত সংস্কার ছাড়া সরকারের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য অর্জন কঠিন হবে। প্রতি বছর আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের জন্য প্রায় সাড়ে ৪ লাখ দক্ষ কর্মীর চাহিদা বাড়ছে। বিশেষ করে প্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা তৈরি হচ্ছে। প্রযুক্তির ব্যবহার যত বাড়বে তত দক্ষ জনবলের প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ শ্রমবাজারে প্রযুক্তি পরিচালনায় দক্ষ মানুষের চাহিদা বাড়বে। গুরুত্বপূর্ণ হলো, এরই মধ্যে বিষয়গুলো দেশের বিভিন্ন শ্রমবাজারের জন্য বাস্তব হয়ে উঠেছে। বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে বাংলাদেশের শিল্পে প্রযুক্তির ব্যবহার আরও বাড়বে তা সহজেই অনুমেয়।

প্রতি বছরই বিদেশগামীদের সংখ্যা বাড়ছে। এর মধ্যে গ্রামের মধ্যবিত্ত, উচ্চশিক্ষিত তরুণ যেমন আছেন, তেমনি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত তরুণও আছেন। প্রধানত তরুণদের একাংশ উচ্চশিক্ষার জন্য আর একাংশ চাকরির জন্য বিদেশে যাচ্ছে। পরিসংখ্যান বলছে, প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৫০ হাজার

> প্রতি বছরই বিদেশগামীদের সংখ্যা বাড়ছে। এর মধ্যে গ্রামের মধ্যবিত্ত, উচ্চশিক্ষিত তরুণ যেমন আছেন, তেমনি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত তরুণও আছেন। প্রধানত তরুণদের একাংশ উচ্চশিক্ষার জন্য আর একাংশ চাকরির জন্য বিদেশে যাচ্ছে

বাংলাদেশি শিক্ষার্থী বিদেশে যাচ্ছেন উচ্চশিক্ষা লাভের আশায়। শিক্ষা শেষে এঁদের কমসংখ্যকই দেশে ফিরছেন। এতে মেধা পাচার হচ্ছে, বিপুল অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রাও চলে যাচ্ছে। চাকরির জন্য যাঁরা বিদেশে যাচ্ছেন, তাঁরা মূলত জীবনযাত্রায় স্বাচ্ছন্দ্য আনার জন্যই যাচ্ছেন। বেকারজীবনের ইতি এবং পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা প্রতিষ্ঠাই তাঁদের লক্ষ্য। এজন্য তাঁরা যেকোনো ঝুঁকি নিতে পিছপা হচ্ছেন না। বৈধ পথে যাঁরা যাচ্ছেন, তাঁদেরও নানা রকম বিড়ম্বনা ও প্রতারণার শিকার হওয়ার আশঙ্কা থাকছে। আর অবৈধ পথে যাঁরা যাচ্ছেন, তাঁরা সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যেই যাচ্ছেন। তাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছেন। মরুভূমি, পাহাড়-জঙ্গল, সাগর অতিক্রম করে ইউরোপ-আমেরিকা যাওয়ার চেষ্টা করছেন এবং এই চেষ্টায় তাঁদের অনেককে বিপদে-বেঘোরে কিংবা সাগরে ডুবে প্রাণ হারাতে হচ্ছে। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশই তরুণ। বর্তমান লোকসংখ্যার হিসাবে সাড়ে ৪ কোটির বেশি তরুণ রয়েছেন। সুন্দর একটি সমাজ গড়ে তুলতে তরুণদের কাজে লাগাতে হবে।

দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ ও মান যদি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের হয়, শিক্ষালাভের পর উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ যদি থাকে, তবে কেউ উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যেতে চাইবেন না, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবতা হলো, উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বাড়লেও শিক্ষার মান বাড়ছে না। এতে বরং শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করছেন। দারিদ্র্য, বৈষম্য, অপ্রাপ্তি, বঞ্চনা, ব্যর্থতা ইত্যাদি তাঁদের আত্মহত্যার উল্লেখযোগ্য কারণ। শিক্ষিত-অশিক্ষিত তরুণমাত্রই একটি কমন সমস্যার সম্মুখীন। সেটা হলো, কর্মসংস্থানের অভাব বা বেকারত্ব। যে শিক্ষিত তরুণরা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাচ্ছেন, তাঁদের লক্ষ্য উচ্চশিক্ষা হলেও প্রকৃত লক্ষ্য উপযুক্ত কর্মসংস্থান এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবনযাপন। অন্যদিকে শুধু কর্মসংস্থান বা উন্নত দেশে অভিবাসনের জন্য শিক্ষিত-অশিক্ষিত তরুণরা দলে দলে বিদেশমুখী হচ্ছেন। প্রতি বছর অন্তত ২০ লাখের বেশি তরুণ কর্মসংস্থানের জন্য শ্রমবাজারে প্রবেশ করছেন। তাঁদের কিছুসংখ্যকের দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান হলেও অধিকাংশই বেকার থেকে যাচ্ছেন। এভাবে বেকারের সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে। দেশের জনসংখ্যার মধ্যে তরুণদের অংশই বেশি। দেশে শিক্ষিতের হার শতকরা ৭০ শতাংশের মতো হলেও মোট জনশক্তির প্রায় এক-তৃতীয়াংশই বেকার। যাদের অধিকাংশই শিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত, কিংবা অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। প্রতি বছর বাংলাদেশে গড়ে গ্র্যাজুয়েট বের হচ্ছে লক্ষাধিক, যাদের বেশির ভাগের কর্মসংস্থান হয় না। ফলে বাড়ছে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও। দেশে কর্মসংস্থান যে হারে বাড়ছিল তা হ্রাস পেয়েছে নানা কারণে। তাই অনেকে শ্রম বেচতে বাইরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে সরকারের দেওয়া সুযোগসুবিধা কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। নিজেদের সম্পদ কাজে লাগিয়ে দেশেই কর্মসংস্থানের পথ খুঁজতে হবে।

■ লেখক : সাবেক সংসদ সদস্য

বণিক বার্তা
শুক্রবার, সেপ্টেম্বর ১১, ২০২৬

সংসদে পরিকল্পনামন্ত্রী

দেশে মোট শ্রমশক্তি ৭ কোটি ১৭ লাখ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৪ অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে মোট শ্রমশক্তি ৭ কোটি ১৭ লাখ ১০ হাজার জন। এর মধ্যে কর্মে নিয়োজিত ৬ কোটি ৯০ লাখ ৯০ হাজার ও বেকার ২৬ লাখ ২০ হাজার জন। দেশে বেকারত্বের হার ৩ দশমিক ৬৬ শতাংশ।

গতকাল জাতীয় সংসদে কিশোরগঞ্জ-২ আসনের সরকারি দলের সদস্য অ্যাডভোকেট মো. জালাল উদ্দীনের এক প্রশ্নের জবাবে পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী এ তথ্য জানান।

মন্ত্রী বলেন, 'বিবিএস পরিচালিত শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৪-এর তথ্য অনুযায়ী দেশে মোট শ্রমশক্তি ৭১ দশমিক ৭১ মিলিয়ন বা ৭ কোটি ১৭ লাখ ১০ হাজার জন। এর মধ্যে ৬৯ দশমিক শূন্য ৯ মিলিয়ন বা ৬ কোটি ৯০ লাখ ৯০ হাজার মানুষ কর্মে নিয়োজিত রয়েছেন।

তিনি জানান, কর্মসংস্থানের প্রধান খাতগুলোর মধ্যে কৃষিতে নিয়োজিত রয়েছেন ৩০ দশমিক ৮৭ মিলিয়ন বা ৩ কোটি ৮ লাখ ৭০ হাজার জন, যা মোট কর্মসংস্থানের ৪৪ দশমিক ৬৭ শতাংশ। শিল্প খাতে নিয়োজিত রয়েছেন ১২ মিলিয়ন বা ১ কোটি ২০ লাখ জন, যা ১৭ দশমিক ৩৭ শতাংশ। আর সেবা খাতে নিয়োজিত রয়েছেন ২৬ দশমিক ২২ মিলিয়ন বা ২ কোটি ৬২ লাখ ২০ হাজার জন, যা মোট কর্মসংস্থানের ৩৭ দশমিক ৯৬ শতাংশ। পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, 'অঞ্চলভিত্তিক হিসাব অনুযায়ী ২০২৪ সালে শহর এলাকায় মোট শ্রমশক্তির সংখ্যা ছিল ১৮ দশমিক ৭৪ মিলিয়ন বা ১ কোটি ৮৭ লাখ ৪০ হাজার জন। এর মধ্যে কর্মে নিয়োজিত ছিলেন ১৭ দশমিক ৯২ মিলিয়ন বা ১ কোটি ৭৯ লাখ ২০ হাজার জন।'

সমকাল | শনিবার | ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬

লোডশেডিংয়ে বন্ধের পথে অর্ধশত কারখানা

■ **জিতেন্দ্র নাথ রায়,** বাউফল (পটুয়াখালী)

কমল মৃৎশিল্পী অ্যান্ড কোম্পানির উৎপাদন ব্যবস্থাপক বিমল চন্দ্র পাল (৫৬)। প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি ৪৫ হাজার টাকা বেতন পান। এই টাকা দিয়ে বেশ ভালো চলছিল তাঁর চার সদস্যের সংসার। এখন তাঁর সংসারে টানাটানি শুরু হয়েছে। কেননা প্রতিষ্ঠানের মালিক তাঁর বেতন কমিয়ে দিয়েছেন। কারণ, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ না পাওয়ায় কারখানায় উৎপাদন কমে গেছে। ফলে পরিবারের ভরণপোষণ করা নিয়ে বিপাকে পড়েছেন তিনি।

মালিকপক্ষ জানান, দিনে ১২ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকে না। জেনারেটরের ওপর নির্ভর করতে হয়। এতে খরচ বেড়ে গেছে, উৎপাদনও কমে গেছে। ফলে কর্মীদের বেতন না কমিয়ে উপায় নেই।

এ অবস্থা শুধু বিমল চন্দ্রের কিংবা তাঁর কোম্পানির নয়। পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার বাউফল ও মদনপুরার পালপাড়ার সব কারখানা কিংবা কর্মীর একই অবস্থা। সেখানে মাটির পণ্য তৈরির অর্ধশত কারখানা রয়েছে। সেগুলোর একটি কমল মৃৎশিল্পী অ্যান্ড কোম্পানি। এর মালিক কমল পাল। তাঁর মতো সব প্রতিষ্ঠানের মালিক বিদ্যুতের অব্যাহত লোডশেডিংয়ে বিপদে পড়েছেন। বিপাকে পড়েছেন কর্মীরাও।

বাউফল-বরিশাল মহাসড়কের পাশে কাগজীর পুল বাসস্ট্যান্ড। মহাসড়কের পাশে মাটির তৈরি জিনিসপত্রের সারি সারি দোকান। তাকালে চোখে পড়ে রং-বেরঙের মাটির তৈরি জিনিসপত্র। মৃৎশিল্পীদের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় তৈরি তৈজসপত্র সবার নজর কাড়ে। মহাসড়ক ধরে চলাচলকারী সৌখিন ব্যক্তিরা গাড়ি থামিয়ে সেসব জিনিস দেখেন, কেনেনও অনেকে। ফুলের ছোট-বড় টব, খেলনা, মানচিত্র, কাপ, পিরিচ, থালা-বাসন কী নেই সেখানে।

কমল পাল (৫২) ছোটবেলা থেকে মাটির জিনিস তৈরিতে হাত পাকিয়েছেন। ছোট পুঁজি নিয়ে এ ব্যবসায় নামেন। মাটির তৈরি প্রায় ৫৮ ধরনের শোপিচ, ক্রোকারিজ, থালা-বাসন, বাটি, কাপ-পিরিচসহ নানা ডিজাইনের পণ্য আড়ংসহ বিভিন্ন কোম্পানিতে সরবরাহ করেন তিনি। তাঁর দুটি কারখানা। বেশ ভালোই চলছিল। নারী-পুরুষ মিলিয়ে ২০ জন শ্রমিক কাজ করতেন। বর্তমানে নানা কারণে তাঁকে শ্রমিক ছাঁটাই করতে হচ্ছে।



বাউফলের মৃৎশিল্প

- দিনরাত মিলিয়ে ১২ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকে না
- বাধ্য হয়ে পৈতৃক পেশা ছাড়ছেন অনেকে

কমল পাল বলেন, 'দিনে ১০-১২ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকে না। এক ঘণ্টা পর পর দেখা মেলে। তেল কিনে আর পারছি না। জেনারেটর চালু করে বাধ্য হয়ে ফরমায়েশি পণ্য তৈরি করে সরবরাহ করতে হয়। ফলে তেলের খরচও বেশি যায়, উৎপাদনও কম হয়।'

কমল পাল, বরুণ পাল, গৌতম পালসহ সবার একই কথা। তারা জানালেন, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ না করা গেলে এ পেশায় টিকে থাকা সম্ভব নয়।

বিমল পাল নামের এক কর্মী জানান, চারজনের সংসার তাঁর। পরিবার নিয়ে পালপাড়াতে থাকেন। জমি বলতে দুই শতাংশের ওপর বসতঘর। হাতের কাজ করে তাঁর সংসার চলে। দুই সন্তানের পড়াশোনাসহ ভালো চলছিল সংসার। মাসে ৪০-৪৫ হাজার টাকা রোজগার হতো। লোডশেডিংয়ের কারণে কাজ কমে রোজগার অর্ধেকে নেমে এসেছে। এতে সংসার চালাতে কষ্ট হয়।

শিশির পাল, বরুণ পাল ও সমির পাল জানান, তাদের ছয়টি কারখানা রয়েছে। কারখানাগুলোয় তৈরি জিনিস ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় যথাসময়ে সরবরাহ করতে না পারলে অর্ডার বাতিল করে দেয় কোম্পানিগুলো। এতে তাদের বড় ক্ষতিতে পড়তে হয়।

শিশির পাল ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'আমাদের এ পালপাড়ায় দেড় থেকে দুই হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে। আমরা তাদের কর্মের জন্য মজুরি দিই। দিনে ১০-১২ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকে না। এই সময়ে আমাদের জেনারেটর চালু করে উৎপাদন চালু রাখতে হয়। ফলে উৎপাদন কম হয়, আবার খরচও বেড়ে যায়। ফলে লাভ থাকে না বললে চলে।'

জানতে চাইলে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বাউফল জোনের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মো. আজিজুল ইসলাম বলেন, 'বাউফলে প্রতিদিন ১৮ মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা। আমরা পাই ৫ থেকে ৬ মেগাওয়াট। ফলে এক ঘণ্টা লোডশেডিংয়ের পর আবার এক ঘণ্টা বিদ্যুৎ দিতে পারি গ্রাহকদের।'

যুগান্তর | শুক্রবার ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ | ৩ আশ্বিন ১৪৩৩

সর্বজনীন পেনশনে নতুন চমক

'প্রগতি' স্কিমে সরকারি কোম্পানির বঞ্চিতরা

যুগান্তর প্রতিবেদন

নমিনির সুবিধা বেড়ে ৮০ বছর
মুনাফা ১১.৭২ শতাংশ
আসছে শরিয়াহভিত্তিক স্কিম

সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাকে আরও বিস্তৃত ও আকর্ষণীয় করতে একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ। সরকারি মালিকানাধীন যেসব কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা প্রচলিত সরকারি পেনশন সুবিধার আওতায় নেই, তাদের সর্বজনীন পেনশনের 'প্রগতি' স্কিমে আনার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাশাপাশি চালু হচ্ছে শরিয়াহভিত্তিক বা ইসলামিক পেনশন ব্যবস্থা। পেনশনারের মৃত্যুর পর স্বামী বা স্ত্রীর পেনশন পাওয়ার বয়সসীমা ৭৫ থেকে বাড়িয়ে ৮০ বছর করা হয়েছে।

এছাড়া ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য পেনশন তহবিলে ১১ দশমিক ৭২ শতাংশ মুনাফা দেওয়ার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। তবে বহুল আলোচিত পেনশন পাওয়ার বয়স ৬০ থেকে কমিয়ে ৫৫ বছর করার বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। পাঁচ বছর চাঁদা দেওয়ার পর টাকা তুলে কর্মসূচি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ, পেনশন তহবিল থেকে ঋণ এবং স্বাস্থ্যবিমা চালুর বিষয়গুলোও পর্যালোচনার পর্যায়ে রয়েছে। বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের পরিচালনা পর্ষদের চতুর্থ সভায় এসব সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা শেষে সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মো. সুরাতুজ্জামান।

সরকারি কোম্পানির কর্মীরা 'প্রগতি' স্কিমে : বৈঠকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হলো, সরকারি মালিকানাধীন বিভিন্ন কোম্পানি ও

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

‘প্রগতি’ স্কিমে সরকারি কোম্পানির বঞ্চিতরা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রতিষ্ঠানে কর্মরত; কিন্তু সরাসরি সরকারি পেনশন ব্যবস্থার আওতাবহির্ভূত কর্মীদের ‘প্রগতি’ স্কিমে আনার উদ্যোগ। বর্তমানে সর্বজনীন পেনশনের প্রগতি স্কিমটি মূলত বেসরকারি কর্মচারী ও প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত। সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানির এমন কর্মীদের একটি অংশ সরকারি সিভিল কর্মচারীদের মতো রাষ্ট্রীয় পেনশন পান না। তাদের অবসর সুবিধা-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের চাকরিবিধি ও নিজস্ব ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে। ড. সুরাতুজ্জামান জানান, যেসব সরকারি কোম্পানির কর্মী কোনো পেনশন স্কিমের আওতায় নেই, তাদের প্রগতি স্কিমে আনার প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করা হবে। তবে কোন কোন প্রতিষ্ঠান এ সুবিধার আওতায় আসবে এবং বাস্তবায়ন পদ্ধতি কী হবে, তা পরবর্তী সময়ে নির্ধারণ করা হবে। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানির পেনশন সুবিধাবঞ্চিত কর্মীদের জন্য অবসরপরবর্তী আর্থিক নিরাপত্তার একটি নতুন পথ তৈরি হবে।

ইসলামিক পেনশনের অনুমোদন : সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থায় শরিয়াহভিত্তিক বা ইসলামিক ভার্সন চালুর প্রস্তাবও অনুমোদন করেছে পর্ষদ। এ ব্যবস্থার কাঠামো, বিনিয়োগ পদ্ধতি ও পরিচালনব্যবস্থা নির্ধারণে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এবং স্থানীয় পরামর্শকরা কাজ করছেন। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রয়োজনীয় একচুয়ারিয়াল বিশ্লেষণ ও অন্যান্য কারিগরি কাজ শেষে পৃথক বিধিমালা প্রণয়ন করা হবে। এরপর শরিয়াহভিত্তিক পেনশন ব্যবস্থা চালু করা হবে। পেনশন কর্তৃপক্ষের হিসাবে তহবিলের বিনিয়োগ, আয়-ব্যয় ও সামগ্রিক আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে মুনাফার হার নির্ধারণ করা হয়েছে।

নমিনির সুবিধা বাড়ল : পেনশনার মারা গেলে তার স্বামী বা স্ত্রী যে পেনশন সুবিধা পাবেন, সেটির বয়সসীমাও বাড়ানো হয়েছে। আগে ৭৫ বছর বয়স পর্যন্ত এ সুবিধা পাওয়ার সুযোগ ছিল। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তা বাড়িয়ে ৮০ বছর করা হয়েছে। ড. সুরাতুজ্জামান জানান, পেনশনার নিজে আজীবন পেনশন পাবেন। আর তার স্বামী বা স্ত্রী—অর্থাৎ স্পাউস—৮০ বছর বয়স পর্যন্ত পেনশন সুবিধা পাবেন। এর ফলে পেনশনারের মৃত্যুর পর নির্ভরশীল স্বামী বা স্ত্রীর দীর্ঘ সময় ধরে আর্থিক সুরক্ষা পাওয়ার সুযোগ তৈরি হলো। তবে পেনশন গ্রহণের বয়স ৬০ বছর থেকে কমিয়ে ৫৫ বছর করার প্রস্তাব নিয়ে বেশ আলোচনা হলেও বৃহস্পতিবারের সভায় এ বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। ড. সুরাতুজ্জামান বলেন, ৫৫ বছর বয়সে পেনশন দেওয়ার বিষয়টি একচুয়ারিয়াল বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা হবে। পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হতে পারে। তিনি জানান, বিভিন্ন দেশে পেনশন শুরুর বয়স ৬২, ৬৬ বা ৬৭ বছর। একইসঙ্গে বাংলাদেশে মানুষের গড় আয়ুও বাড়ছে। ফলে পেনশন ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক স্থায়িত্ব বিবেচনা করেই বয়স নির্ধারণ করতে হবে। অর্থাৎ আপাতত সর্বজনীন পেনশন পাওয়ার বিদ্যমান বয়স ৬০ বছরই থাকছে।

পাঁচ বছর পর টাকা তুলে নেওয়ার প্রস্তাব পর্যালোচনায় : দীর্ঘদিন চাঁদা দেওয়ার পর কোনো বিশেষ প্রয়োজনে একজন অংশগ্রহণকারী যাতে জমা অর্থ নিয়ে কর্মসূচি থেকে বের হতে পারেন, এমন একটি ‘এক্সিট’ ব্যবস্থার প্রস্তাবও আলোচনায় এসেছে। প্রস্তাব অনুযায়ী, পাঁচ বছর চাঁদা দেওয়ার পর নির্দিষ্ট শর্তে জমা অর্থ তুলে নেওয়ার সুযোগ থাকতে পারে। তবে এটি এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। বিষয়টি আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে। এ ধরনের সুবিধা চালু হলে জরুরি আর্থিক প্রয়োজনে অংশগ্রহণকারীদের জন্য কিছুটা নমনীয়তা তৈরি হতে পারে। তবে একইসঙ্গে পেনশন তহবিলের দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব ও অংশগ্রহণকারীর ভবিষ্যৎ পেনশন সুবিধার ওপর এর প্রভাবও বিবেচনায় নেওয়া হচ্ছে। এছাড়া পেনশন তহবিলে জমা অর্থের বিপরীতে অংশগ্রহণকারীদের ঋণ দেওয়ার প্রস্তাব নিয়েও আলোচনা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।

প্রবাসীদের যুক্ত করতে নতুন উদ্যোগ : বিদেশে যাওয়ার আগে কর্মীদের সর্বজনীন পেনশনের ‘প্রবাস’ স্কিম সম্পর্কে জানানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকারি ব্যবস্থায় বিদেশগামী কর্মীদের ডিপার্চার ওরিয়েন্টেশনের সময় পেনশন সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হবে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রচারপত্র সরবরাহের উদ্যোগ রয়েছে। প্রবাসীদের আরও বেশি সংখ্যায় কর্মসূচির আওতায় আনতে সরকারি ব্যবস্থায় বিদেশ যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রবাস স্কিমে অন্তর্ভুক্তির শর্ত রাখার বিষয়টিও আলোচনায় এসেছে। সর্বজনীন পেনশনে নতুন নিবন্ধন বাড়াতে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি), মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) ও ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রণোদনা বাড়ানো হয়েছে। আগে একজন নতুন অংশগ্রহণকারী নিবন্ধন করালে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে ১৫ টাকা দেওয়া হতো। এখন তা বাড়িয়ে ২৫ টাকা করা হয়েছে।

প্রথম আলো
ঢাকা
বৃহস্পতিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২ আশ্বিন ১৪৩৩

বন্ধ চার পাটকল চুক্তিতে চালু করল আবুল খায়ের গ্রুপ

নতুন উদ্যোগ

ফরিদপুর ও মাদারীপুরের বন্ধ চার পাটকল চুক্তিতে চালু করেছে দেশের এই শিল্পগ্রুপ। এসব পাটকলে কর্মসংস্থান হয়েছে ১৫ হাজার শ্রমিকের।

▶ নতুন করে চালু করা চার পাটকল থেকে বছরে ৮০ হাজার মেট্রিক টন পাটের সুতা ও পাটজাত পণ্য রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে আবুল খায়ের গ্রুপ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ফরিদপুরের রাজ্জাক জুট ইন্ডাস্ট্রিজ নানা সমস্যায় বন্ধ হয়ে যায়। এতে পাটকলটির অনেক শ্রমিক বেকার হন। বন্ধ সেই কারখানা চলতি বছর চালু করেছে আবুল খায়ের গ্রুপ। এখন পাটকলটির উৎপাদিত পণ্য রপ্তানিও হচ্ছে।

রাজ্জাক জুট ইন্ডাস্ট্রিজের পাশাপাশি আরও তিনটি বন্ধ পাটকল সম্প্রতি চালু হয়েছে আবুল খায়ের গ্রুপের হাত ধরে। অন্য তিনটি পাটকল হচ্ছে ফরিদপুরের ফরিদপুর জুট ফাইবার্স ও দাহমাশী জুট ইন্ডাস্ট্রিজ এবং মাগুরার এআর জুট মিলস। বন্ধ এই চার পাটকল চালুর ফলে নতুন করে কারখানাগুলোতে কর্মসংস্থান হয়েছে ১৫ হাজার শ্রমিকের। বন্ধ ও রুগ্‌ণ এই চার পাটকল নতুন করে চালু করে পাটপণ্য উৎপাদন করছে আবুল খায়ের গ্রুপের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান শাহ অ্যাগ্রো লিমিটেড।

আবুল খায়ের গ্রুপের কর্মকর্তারা জানান, গত বছর পাট কেনাবেচার ব্যবসা শুরু করে এই শিল্পগোষ্ঠী। একপর্যায়ে পাটপণ্যের ব্যবসায় নামার অংশ হিসেবে বেসরকারি খাতের চারটি বন্ধ পাটকলের সঙ্গে চুক্তি করা হয়। তারপর চলতি বছরের বিভিন্ন সময় এই পাটগুলো চালু করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, নতুন করে চালু করা চার পাটকল থেকে বছরে ৮০ হাজার মেট্রিক টন পাটের সুতা ও পাটজাত পণ্য রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে আবুল খায়ের গ্রুপ। এখন পর্যন্ত এসব পাটকলে উৎপাদিত ১২০ কোটি মার্কিন ডলারের পাটের সুতা রপ্তানি করেছে প্রতিষ্ঠানটি। তুরস্ক ও চীনে এসব পাটপণ্য রপ্তানি করা হয়।

জানতে চাইলে আবুল খায়ের গ্রুপের হেড অব করপোরেট অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড লিগ্যাল শেখ শাবাব আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘পাটপণ্যের ব্যবসা অনেক বেশি মূলধননির্ভর। দেশের বেসরকারি খাতে অনেক পাটকল বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। তাই নতুন কারখানা না করে আমরা বন্ধ কারখানার মালিকদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে সেগুলো চালু করেছি। আমরা পাট কিনে কারখানায় দিচ্ছি। কারখানার কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনা করে পণ্য উৎপাদন করে। সেই পণ্য আমরা বিদেশে রপ্তানি করি।’

শেখ শাবাব আহমেদ জানান, বন্ধ চার পাটকল চালুর পর আরও ২-৩টি বন্ধ পাটকল চালুর বিষয়ে এসব পাটকলের মালিকপক্ষের সঙ্গে চুক্তির আলোচনা চলছে। সেগুলো চূড়ান্ত হলে সেখানেও পাটপণ্য উৎপাদন করা হবে। এ ছাড়া সরকারি বন্ধ ৩-৪টি পাটকল ইজারায় নেওয়ার আবেদনও করেছে আবুল খায়ের গ্রুপ।

> **বেসরকারি খাতে অনেক পাটকল বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। তাই নতুন কারখানা না করে আমরা বন্ধ কারখানার মালিকদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে সেগুলো চালু করেছি।**
>
> **শেখ শাবাব আহমেদ,** করপোরেট অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড লিগ্যাল বিভাগের প্রধান, আবুল খায়ের গ্রুপ

শেখ শাবাব আহমেদ আরও বলেন, ‘ভবিষ্যতে বেশি মূল্যের (ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য) পাটপণ্য উৎপাদনের জন্য আমরা চেষ্টা করছি। তখন আমরা বড় অঙ্কের অর্থ বিনিয়োগ করব। তখন নতুন কারখানাও করতে হবে। বাংলাদেশের পাটের মান উন্নত। পরিবেশবান্ধব এই পণ্যের বৈশ্বিক বাজারও রয়েছে। সে জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠান পাটপণ্যে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে পরোক্ষভাবে হলেও পাটচাষিদের ভাগ্যের উন্নয়ন হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।’

পাটপণ্য রপ্তানিতে আবুল খায়ের গ্রুপের বিনিয়োগের বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান তাপস প্রামাণিক প্রথম আলোকে বলেন, গতানুগতিক ধারার বাইরে কিছুটা ভিন্নভাবেই পাটপণ্যের ব্যবসায় এসেছে আবুল খায়ের গ্রুপ। বন্ধ কারখানার মালিকদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে সেসব কারখানা চালুর নতুন ব্যবসায়িক মডেলটি মন্দ নয়। আবুল খায়ের মতো বড় শিল্পগ্রুপ যদি পাটপণ্যের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা ও বহুমুখী পাটপণ্যের বাজার ধরার জন্য মনোযোগী হয়, তাহলে দেশ খাতটি থেকে অনেক বেশি উপকৃত হবে।

NEWAGE
FRIDAY, SEPTEMBER 11, 2026, BHADRA 27, 1

DECADES OF EXPLOITATION

Tea workers' path to freedom

IN THE history of colonial India, is there any other industry whose inception came at the cost of thousands of lives? In the subcontinent, the tea industry is perhaps the only one whose expansion was built on the deaths of tea workers. One estimate shows that, in just three years (1863–1866), nearly 30,000 of the 84,915 workers brought to Assam for tea cultivation died from overwork, starvation, cholera, plague and attacks by wild animals. Through countless such deaths, the jungle-covered region of Assam was transformed into a landscape of cultivated and habitable tea gardens.

Bangladesh's commercial tea industry is 172 years old. Over this long period, the daily wage of tea workers has risen to only Tk 196. Every day, the labour of nearly 150,000 permanent and temporary workers sustains a tea business worth thousands of crores of taka. But what does a tea worker receive in return for the hard labour they perform across vast sections of tea gardens, under the scorching sun and rain? The reality is that even with their meagre wages, many workers cannot afford to adequately feed their families. Education, health care and even clothing for their children remain luxuries for many. Most children born in tea gardens grow up amid hunger, poverty and illiteracy, and many eventually become workers themselves, with little choice. After a century of relentless labour exploitation, it is not only the workers but also the children of tea-growing communities who have been deprived. The struggle in the tea gardens, therefore, is not merely a fight for higher wages; it is a struggle to take a step forward for a community that has been left behind for generations.

Over the past decade, Bangladesh's annual tea production has averaged around 91 million kilograms. Yet whenever the question of wage increases arises, advertisements celebrating record tea-leaf yields seem to disappear into thin air. In the most recent wage movement, in 2022, the tea workers' courageous role enabled them, for the first time, to secure a Tk 50 increase in one go — a 41.7 per cent rise in wages. The government and owners at the time were alarmed by the workers' unprecedented determination. They therefore hastily abandoned the practice of renewing wage agreements every two years and instead announced a five per cent annual increment. But the catch was this: although the 5 per cent increment was calculated on a daily wage of only Tk 170, the prices of essential goods have risen by nearly 42 per cent over the past four years. Tea workers are now recognising the scheme for what it is: an attempt to confine workers who had managed to secure a 41.7 per cent wage increase through their 2022 movement to a mere five per cent increment within an already inhumane wage structure. That is why, in the ongoing wage movement, tea workers are rejecting the government-announced five per cent increment and demanding a daily wage of Tk 500.

Whenever the issue of tea workers' inhumanly low wages is raised, tea garden owners point to provisions such as rations, housing and healthcare. But these are workers' entitlements; they cannot, in any way, be treated as substitutes for cash wages. Under Article 3 of ILO Convention No 131, the determination of minimum wages must take into account the needs of workers and their families, the cost of living, the general level of wages in the country, and broader economic considerations. By that measure, a daily wage of Tk 500 is a very modest demand. Can the inhuman wages of tea workers be justified by pointing to a weekly ration of 3.5-kilograms of low-quality flour and inadequate healthcare? Can their legitimate demand for a fair wage be dismissed by pointing to the tiny rooms in the labour lines? Historically, it was tea workers who made these regions habitable. Yet the communities that have lived here for more than 150 years still have no land rights. Moreover, they have been paid low wages for generations for the right to live on the land they made habitable. In response to this accumulated, generations-old deprivation, tea workers have now included land rights among the four demands of their ongoing movement.

Another common argument is that auction prices for tea are low, the quality is poor, and exports are declining. Tea workers, however, are responsible for none of these problems. The state's failure to curb syndicate control over tea auctions is instead placed at the workers' door. Moreover, tea auction prices have risen by around 43.4 per cent over the past two years, yet delays in increasing tea workers' wages continue. The quality of tea depends on many factors, including the age of the plants, weather, irrigation, management and the efficiency of processing facilities. Improving the quality of production requires a coordinated plan across the industry. Instead of investing in the development of the sector, however, tea garden owners and the government have treated keeping workers' wages low as the only solution. In the long run, this approach will be detrimental to the tea industry itself.

The participation of young people in the ongoing wage movement is particularly striking. The movement has already spread beyond the Sylhet region to tea gardens in Chattogram. This struggle is no longer only about tea workers; it is about an entire marginalised community. When a movement becomes a struggle for the survival and dignity of an entire community, its intensity grows manifold. The recent arrest of tea workers' organiser Gita Kanu brought to mind what we used to say after the July mass uprising: July is not over for workers; their struggle is unending. The movement for a daily wage of Tk 500 is sending that message once again.

সময়ের আলো শুক্রবার। ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

দামি ইলিশ বেচেও পকেট ফাঁকা

মহাজনি দাদনের কিস্তিতে বন্দি ভোলার চরফ্যাশন উপকূলের হাজারো জেলে

● চরফ্যাশন (ভোলা) সংবাদদাতা

'চার দিন আগে পাঁচজন মাঝি-মাল্লা লইয়া নদীতে নামছিলাম। যে মাছ পাইছি, তা ৬৬ হাজার টাকায় বেচছি। কিন্তু সেই টাকার সিংহভাগই মহাজনের দাদনের কিস্তিতে চলে গেছে। পকেটে যা আছিল, তা দিয়া আবার চাল-ডাল কিনতে দেনা করতে হইছে।'

ভোলার চরফ্যাশনের সামরাজ মৎস্যঘাটে নোঙর করা নৌকায় বসে রোদে শুকানো ইলিশের ছেঁড়া জাল সেলাই করতে করতে কথাগুলো বলছিলেন ৩২ বছর বয়সি জেলে আবদুল। চোখে-মুখে তার রাতজাগা ক্লান্তি আর দেনার দুশ্চিন্তা। মেঘনা ও তেঁতুলিয়ার উত্তাল নদীতে জীবনবাজি রেখে যারা রুপালি ইলিশ তুলে আনেন, উপকূলের সেই হাজার হাজার জেলের জীবন কীভাবে মহাজনের কাছে বাঁধা পড়েছে– আবদুল যেন তারই এক বাস্তব রূপ।

একই ঘাটে বসে জাল মেরামতের কাজ করা রফিক মাঝি (৪২), ইদ্রিস (৩৭), আব্বাস উদ্দিন (২৩) ও রতন মাঝির (৪৪) কণ্ঠেও ঝরল একই আক্ষেপ। নদী ও সাগরে ট্রলার নামছে, জালের টানে রুপালি ইলিশও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেই মাছ জেলেদের জীবনে কোনো স্বস্তি আনছে না। বছরজুড়ে মহাজন ও আড়তদারদের দাদনের ভারী বোঝা বইতে গিয়ে উপকূলের হাজার হাজার পরিবার জিম্মি হয়ে পড়েছে। মেঘনার পাড়ে বসা এক প্রবীণ জেলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'নদী আর সাগরে ইলিশ মিললেও আমাগো কপালে দেনার খাতা চিরকাল খোলাই থাকে। আমরা সাগরে জীবনবাজি রাইখা মাছ ধরি ঠিকই, কিন্তু মহাজনের দাদনের দাসত্ব থাইকা আমাগো কোনো দিন মুক্তি মেলে না।' উপজেলা মৎস্য কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, চরফ্যাশন উপজেলায় প্রায় ৯০ হাজার জেলে রয়েছেন। এদের মধ্যে সরকারি নিবন্ধিত ৪৪ হাজার ২৮১ জন এবং অনিবন্ধিত প্রায় ৪৬ হাজার। এ ছাড়া সমুদ্রগামী নিবন্ধিত ট্রলার রয়েছে ১ হাজার ৩৬৫টি।

তবে এই বিশাল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল চালিকাশক্তি যারা– সেই জেলেদের ভাগ্যের চাকা ঘুরছে না। ট্রলারের জাল কেনা, জ্বালানি ভরা কিংবা প্রজনন নিষেধাজ্ঞার সময়ে সংসার চালানোর নামে মহাজনদের কাছ থেকে নেওয়া দাদনই তাদের মূল সংকট হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দাদন নেওয়ার একমাত্র শর্ত– আড়তদারের নির্ধারণ করা দামে মাছ বিক্রি করতে হবে এবং আড়তদার কেটে নেবেন নির্ধারিত কমিশন। ফলে দিনশেষে জেলেদের হাতে কেবল পড়ে থাকে পরবর্তী খেপের জন্য আবার নতুন ঋণের সুযোগ।

নদীতে আগের তুলনায় ইলিশ মিললেও দেনা শোধের কোনো সুযোগ নেই বলে জানান সামরাজ ঘাটের কাশেম মাঝি (৫৬) ও কবির মাঝি (৪৫)। তারা জানান, দৈনন্দিন ট্রলার চালানোর খরচ আর আড়তদারের কিস্তি মেটানোর পর হাত খালিই থেকে যায়।

জেলেদের এই জীবনযাত্রার বিপরীতে আড়তদারদের মুখে শোনা যায় ভিন্ন কথা। সামরাজ মৎস্যঘাটের আড়তদার হেলাল উদ্দিন টিপু দাবি করেন, সামরাজ ঘাটের ৯৮ জন আড়তদার প্রায় দেড়শ কোটি টাকা দাদন হিসেবে বিনিয়োগ করেছেন। আশানুরূপ মাছ পাওয়া যাচ্ছে না, ফলে তেলের খরচ উঠলেও জেলেরা আড়তদারদের দাদন পরিশোধ করতে পারছে না। নাম প্রকাশ না করা শর্তে স্থানীয় এক মৎস্যজীবী জানান, আড়তদারদের এই 'মাছ না পাওয়া' ও 'লোকসানের' তথ্য মূলত এক ধরনের কৌশল। একদিকে নদীতে মাছ থাকা সত্ত্বেও ঘাটে কৃত্রিম সংকট দেখিয়ে অতিরিক্ত দাম আদায় করা হচ্ছে, অন্যদিকে প্রশাসনিক তদারকি এড়াতে জেলেদের এই চিরন্তন দারিদ্র্য ও ঋণের চিত্রকে ঢাল বানানোর চেষ্টা করছেন আড়তদারদের একাংশ। মৎস্যঘাটগুলোতে শুধু জেলেদের ওপরই প্রভাব পড়ছে না, সাধারণ ক্রেতাদের ওপরও চলছে মনগড়া নিয়মের প্রভাব।

মাইনউদ্দিন মৎস্যঘাটে ইলিশ কিনতে আসা রফিকুল ইসলাম বলেন, 'ভরা মৌসুমেও এক হালি মাঝারি ইলিশ সাত হাজার টাকায় কিনতে হচ্ছে, যা স্বাভাবিকের চেয়ে দ্বিগুণ। আড়তদাররা নানা অজুহাতে ইচ্ছামতো দাম হাঁকিয়ে ডাক তোলেন। এর ওপর ইলিশে ৭ শতাংশ এবং অন্যান্য মাছে ১৫ শতাংশ কমিশন আদায় করেন। ক্রেতারা তো দাদন নেননি, তা হলে ক্রেতার কাছ থেকে কেন কমিশন নেওয়া হবে? এই অনিয়মের কোনো নিয়ন্ত্রণ কারও হাতে নেই।'

চরফ্যাশন উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা জয়ন্ত কুমার অপু জানান, বৃষ্টিপাত হওয়ায় ইলিশ মিলছে, তবে বাজারে দাম চড়া। আড়তদারদের কমিশন বাণিজ্যের বিষয়ে তিনি বলেন, 'জেলেদের দাদন দেওয়ার কারণে হয়তো আড়তদাররা তাদের কাছ থেকে কমিশন নেন। তবে সাধারণ ক্রেতাদের কাছ থেকেও কমিশন নেওয়ার বিষয়টি জানা ছিল না। এ বিষয়ে মৎস্যঘাটের আড়তদারদের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

মাছ না ধরেও জেলে কার্ড

সুবিধা নিচ্ছেন ভিন্ন পেশার মানুষ

● মেহেরাব হোসেন শিবচর (মাদারীপুর)

মাদারীপুরের শিবচর উপজেলায় সরকারি তালিকায় নিবন্ধিত জেলের সংখ্যা ৬ হাজার ৫৪২ জন। তবে তালিকায় থাকা এসব জেলের একটি বড় অংশ প্রকৃত মৎস্যজীবী নন বলে অভিযোগ করেছেন পদ্মাপাড়ের জেলেরা। তাদের দাবি, ব্যবসায়ী, কৃষক, শ্রমিক, ভ্যানচালকসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ জেলে পরিচয়পত্র ব্যবহার করে সরকারি সুবিধা পেলেও নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করা অনেক প্রকৃত জেলে তালিকায় স্থান পাননি। জেলে পরিচয়পত্রের সুবাদে তালিকাভুক্ত ব্যক্তিরা প্রতি বছর খাদ্যসহ বিভিন্ন সরকারি সহায়তা পেয়ে থাকেন। অথচ স্থানীয় জেলেদের অভিযোগ, তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও রয়েছেন যারা জীবনে কখনো মাছ শিকার করেননি কিংবা নিয়মিত নদীতে যান না।

প্রতি বছর জুলাই থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে উপজেলা মৎস্য অফিসের মাধ্যমে জেলেদের তালিকা হালনাগাদ করা হয়। এ জন্য উপজেলা পর্যায়ে একটি কমিটিও রয়েছে। তবে মৎস্য অফিসের দাবি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের দেওয়া তালিকার ভিত্তিতেই জেলেদের নিবন্ধন করা হয়েছে। তালিকাটি পুনরায় হালনাগাদ করার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে মৎস্য বিভাগ।

শিবচর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সত্যজিৎ মজুমদার বলেন, জেলে তালিকায় কোনো অপ্রকৃত জেলের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকলে এবং এর সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলে তদন্ত করে সেই নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে। একই সঙ্গে ইলিশ আহরণ ও মৎস্য পেশার সঙ্গে সরাসরি জড়িত প্রকৃত জেলেদের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। যাচাই-বাছাই শেষে প্রকৃত জেলেদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

শিবচর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এইচএম ইবনে মিজান বলেন, জাল যার, তিনিই প্রকৃত জেলে। এর বাইরে অন্য কোনো পেশার ব্যক্তির জেলে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ নেই। মৎস্য বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় করে তালিকাটি পুনরায় যাচাই করা হবে জানিয়ে তিনি বলেন, প্রকৃত জেলেদের তালিকাভুক্ত করা এবং অন্য পেশার কেউ থাকলে তাদের বাদ দেওয়ার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে।

চরজানাজাত ও কাঁঠালবাড়ি ইউনিয়নের পদ্মাপাড়ের কয়েকজন জেলের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তাদের পরিবারের কয়েক প্রজন্ম ধরে মাছ শিকারই জীবিকার প্রধান অবলম্বন। নদীতে মাছ ধরা ছাড়া যাদের সংসার চালানোর অন্য কোনো উপায় নেই, এমন অনেক পরিবারই এখনও সরকারি জেলে তালিকার বাইরে রয়েছে। ফলে তারা নিয়মিত সরকারি খাদ্য সহায়তাও পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করেন।

তাদের দাবি, বিপরীতে মাছ শিকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন এমন ব্যবসায়ী, কৃষক, শ্রমিক, ভ্যানচালক ও আর্থিকভাবে সচ্ছল ব্যক্তিদেরও জেলে কার্ড রয়েছে। স্থানীয় জেলেদের ভাষ্য অনুযায়ী, তালিকায় কয়েক হাজার ভুয়া জেলের নাম থাকতে পারে। পাশাপাশি কয়েকশ প্রকৃত জেলে এখনও তালিকার বাইরে রয়েছেন বলে তাদের অভিযোগ। সরেজমিন চরজানাজাত ইউনিয়নের আয়নাল খাঁ, ইলিয়াস বেপারি, বাচ্চু মোড়লসহ বিভিন্ন ইউনিয়ন ও পৌরসভার কয়েকজন তালিকাভুক্ত জেলের বিষয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা হয়। তাদের অভিযোগ, তালিকায় থাকা এসব ব্যক্তির অনেকেই পেশাদার মৎস্যজীবী নন। একই এলাকার তালিকাভুক্ত আয়নাল খাঁ ও মালেক ফকিরসহ কয়েকজনের বাড়িতে গিয়ে তাদের কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার তথ্য পাওয়া যায়।



মাদারীপুরে জাল দিয়ে মাছ শিকার করছেন দুই জেলে ● সময়ের আলো

সংবাদ
শোভন কাজ Monday 14 September 2026

শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিম্নতম মজুরির খসড়াগেজেট প্রকাশে শ্রমিকদের ক্ষোভ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োজিত প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিক এবং তরুণ শ্রমিক এর জন্য নিম্নতম মজুরী হারের খসড়া সুপারিস -২০১৬ নিয়ে শ্রমিক কর্মচারীদের মাঝে চরম হতাশা ও ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। শুধু মাত্র 'কৃষি ও গৃহকর্মে নিয়োজিত শ্রমিক ব্যতিত অন্য সকল শ্রমিকদের জন্য এই নিম্নতম মুজরির প্রস্তাবনা করা হয়েছে। উল্লেখিত নিম্নতম মজুরি বোর্ডে শ্রমিকগণের পক্ষে প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসেবে শ্রমিকদের নেতা হিসেবে সুপরিচিত আনোয়ার হোসাইন প্রস্তাবিত গেজেটের সভায় উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গেছে।

তবে তিনি জানান, এই গেজেটটি পাশ করা হয়নি, এটা প্রস্তাবিত গেজেট। এরপর এই প্রস্তাবিত গেজেট নিয়ে বিস্তর আলোচনা-পর্যালোচনা করা হবে। তার পরই এটা পাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

জানা গেছে, গত ৩ আগস্ট বাংলাদেশ গেজেট- এর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিম্নতম মজুরী বোর্ড শিল্প শাখা হতে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির স্মারক নং ৪০.ড়-২০.১৪৭ বাংলাদেশ শ্রমিক আইন, (২০২৬ এর ৪২ নং আইন)১৩৯ (১) ধারা এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর ১২৮ (১) বিধি মোতাবেক নিম্নতম মজুরি বোর্ড কর্তৃক প্রণীত নিম্নতম মজুরি হারের খসড়া সুপারিশ-২০২৬ জনসারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে আপত্তি বা সুপারিশসহ লিখিতভাবে নিম্নতম মজুরী বোর্ডের চেয়ারম্যান এর কাছে পৌঁছানোর জন্য বলা হয়।

সূত্র জানায়, বাংলাদেশ গেজেট-এ প্রস্তাবিত শ্রমিকদের জন্য মাসিক নিম্নতম মজুরি হালে বলা হয়েছে, প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকদের মূল মজুরি ধরা হয়েছে, ৪৪৩০ টাকা, বাড়ী ভাড়া, ভাতা (টাকা) মুল মজুরির ৪০ শতাংশ, ১ হাজার ৭৭২ টাকা, চিকিৎসা ভাতা বাবদ ৫০০ টাকা, যাতায়াত ভাতা ৩০০ টাকাসহ সর্বমোট মজুরি ৭০০২ টাকা ধরা হয়েছে। আবার কিশোর শ্রমিকদের জন্য মূল মজুরি ৪০৭৫ টাকা, বাড়ী ভাড়া ভাতা মূল মজুরির ৪০ শতাংশ, চিকিৎসা ভাতা ৫০০ টাকা, যাতায়াত ভাতা ৩০০ টাকা সহ মোট ৬৫০৫ টাকা প্রস্তাবনা করা হয়েছে।

গেজেট বিজ্ঞপ্তির পর দেশের সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারীদের মাঝে চরম অন্তোষ ও ক্ষোভের সৃস্টি হয়েছে। শ্রমিক কর্মচারীরা বলছেন, শ্রমিকগণের পক্ষে নিম্নতম মজুরী বোর্ডে প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসেবে শ্রমিক নেতা আনোয়ার হোসেন উপস্থিত থেকে এই প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন দিলেন কিভাবে ? তা আমাদের কাছে বোধগম্য হচ্ছে না। এ নিয়ে সবচেয়ে বড় বিতর্ক ও ক্ষোভ ঘটেছে শ্রমিক নেতা আনোয়ার হোসেনকে নিয়ে। দেশের কোটি কোটি শ্রমিকদের অধিকার ও মুখের ডাল ভাত রক্ষা করতে যাকে সরকারের একটি টেবিলে বসানো হয়েছিল, সরকারি গেজেটেই তার সম্মোতিতেই যেন, শ্রমিকদের রুটি রুজির ভাগ্য ঝুলছে। সাধারণ শ্রমিকদের জীবনযাত্রার বাস্তব ব্যয়কে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে মালিকপক্ষের স্বার্থ রক্ষার্থে এই অবিশ্বাস্য কাঠামোতে কি ভাবে তিনি স্বাক্ষর করলেন ? বা গেজেট হিসাবে প্রকাশ হলো। এতেই সাধারণ শ্রমিকদের মাঝে প্রশ্নের সৃস্টি হয়েছে যে, আনোয়ার হোসেন কি আসলেই শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়েছিলেন, না নিজের আখের গুছিয়ে শ্রমিকদের পেটে লাথি মেরেছেন।

জানা গেছে, প্রস্তাবিত গেজেট বিজ্ঞপ্তির পর শ্রমিকদের আপত্তি বা সুপারিশের বিষয়ে মোট তিনটি আপত্তিপত্র শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ হতে দেওয়া হয়েছে। সেই সংগঠনগুলো হচ্ছে, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট ও সম্মিলিত শ্রমিক ফেডারেশন। এসব সংগঠনের শীর্ষ নেতারা সরাসরি অভিযোগ করে প্রকাশিত খসড়া গেজেটের বিরুদ্ধে কড়া আপত্তি তুলে ধরেছেন। তারা বলছেন, এই কাঠামো বাংলাদেশ শ্রমিক আইনের পরিপন্থী। আইন অনুযায়ী শ্রমিকের জীবনধারণের উপযোগী মজুরি সনিশ্চিত করা এবং দারিদ্রসীমার নিচে বাস করতে বাধ্য না করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও বোর্ড শ্রমিকের মৌলিক চাহিদাকে ছুড়ে ফেলে মালিকপক্ষের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন কলকারখানার শ্রমিকরা জানান, গেজেটের পাতায় মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যানের পাশাপাশি শ্রমিক প্রতিনিধি আনোয়ার হোসেন স্বাক্ষরটিকে এখন রাজপথের শ্রমিকরা দেখছেন, বিশ্বাসঘাতকতার দস্তখত হিসেবে। তারা যেখানে বোর্ডের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আপত্তি জানিয়ে প্রস্তাবিত খসড়া পুনর্বিবেচনা এবং সরাসারি শুনানির জোর দাবি জানাতে হচ্ছে। যেখানে আনোয়ার হোসেন কোন যুক্তিতে এই নামমাত্র নিম্নতম মজুরীর খসড়া কাঠামো তৈরী করা হলো ?

শ্রমিক নেতারা জানান, শ্রমিকদের আত্মমর্যাদা ক্ষুন্ন করে কোন কাল্পনিক ও অপরিকল্পিত খসড়া গেজেট বাস্তবায়ন করতে দেওয়া হবে না তঅবিলম্বে এই গেজেট সংশোধন করে বর্তমান বাজারদর, মূল্যস্ফীতি এবং বাস্তব জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মজুরি পুনর্নিধারণ করতে হবে। তা না হলে, কাল্পনিক এই হিসাব বাতিল করে শ্রমিকের ন্যার্য অধিকার আদায়ে রাজপথে অনমনীয় আন্দোলনে নামার জন্য ক্ষুব্ধ শ্রমিক নেতারা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

প্রস্তাবিত গেজেটের এক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যদি একজন শ্রমিকের মূল মজুরি ৪০৩০ টাকা হয়, তবে এক বছর কর্মরত থাকার পর তার বাৎসরিক মজুরি ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে মুল মজুরি হবে ৪ হাজার ২৩১ টাকা ৫০ পয়সা। পরবর্তী বছরে ক্রমবর্ধমান হারে পুনরায় ৫শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। অথাৎ মুল মজুরি ৪ হাজার ২৩১ টাকার ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে পাবেন ৪ হাজার ৪৪৩ টাকা।

এদিকে মালিকপক্ষের আপত্তি বা সুপারিশকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন থেকে বলা হয়েছে, খসড়া গেজেটের সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহ বর্তমান ভাষায় বহাল থাকলে বাস্তব প্রয়োগ অস্পষ্টতা ও ব্যাখ্যাগত বিরোধ সৃস্টি হওয়ার পাশাপাশি কোন কোন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬, এ নির্ধারিত অধিকার ও দায়ের পরিধি সম্পর্কে অনভিপ্রেত ব্যাখ্যার সুযোগ সৃস্টি হতে পরে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে। ফলে উপযুক্ত পর্যাবেক্ষন ও প্রস্তাবসমূহ সদয় বিবেচনাপূর্বক খসড়া গেজেটের অস্পষ্টতা দুর করে চুড়ান্ত গেজেট প্রকাশ করার প্রয়োজনী ব্যবস্থা গ্রহণে অনুরোধ করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, শ্রমিক সংগঠনগুলোর নেতারা বলেছেন, প্রস্তাবিত খসড়া সুপারিশ পুর্নমূল্যায়ন বা পর্যালোচনা করতে হবে। শ্রমিক সংগঠন ও নেতৃবৃন্দ বোর্ডকে অথ্য উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। শ্রমিক প্রতিনিধিদের সরাসরি শুনানিতে আহব্বানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আবার শ্রম আইনে ধারা ১৪১ বিবেচনায় নিলে আলাদাভাবে মজুরি নির্ধারণ করতে হবে। বিধায় উক্ত প্রাপ্ত বয়স্ক ও তরুণ শ্রমিকদের জন্য মজুরি নির্ধারণ করতে হবে। বিধায় উক্ত প্রাপ্ত বয়স্ক ও তরুণ শ্রমিক এর জন্য মজুরি হারের খসরা সুপারিশ-২০২৬ আইনের সাথে সাংঘার্ষিক ও বাতিলযোগ্য। আর প্রকাশিত মজুরি সুপারিশ সম্পূর্ণ বাতিল করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এছাড়া বয়স্ক অদক্ষ ও তরুণ শ্রমিকদের মৌলিক চাহিদা মেটাতে পারে, এমন মজুরি নির্ধারণ করা। মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে শুধু মালিকদের সক্ষমতা নয়, বরং শ্রমিক ও তার পরিবারের জীবনযাত্রার প্রকৃত ব্যয়, মূল্যস্ফীতি, দেশী এবং আন্তর্জাতিক বাজারদর, উৎপাদনশীলতা, জাতীয় আয় ও অর্থনৈতিক ব্যস্তবতা এবং শ্রমিকদের জবিনযাপনের মৌলিক চাহিদা যথাযথভাবে বিবেচনায় নেওয়া আবশ্যক। তাছাড়া, জীবনযাপনের উপযোগী মজুরি নিশ্চিত করতে মজুরি কাঠামো প্রথয়নের দাবি করা হয়েছে। আর তরুণ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে তাদের শ্রমের প্রকৃত মূল্য ও কর্মঘন্টা বিবেচনা করতে হবে এবং বয়সের কারণে তাদের শ্রমের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। মজুরি নির্ধারণের আগে শ্রমিক সংগঠন ও প্রতিনিধিদের মতামত, মাঠপর্যায়ের তথ্য উপাত্ত এবং শ্রমিক পরিবারের বাস্তব জীবনযাত্রার ব্যয় যথাযথভাবে মুল্যায়ন করা। দারিদ্রসীমার নীচে জীবনযাপন করতে বাধ্য না হয়, এমন মজুরি নির্ধারন করতে হবে। ন্যায়সঙ্গত ও বাস্তবসম্মত নিম্নতম মজুরি নির্ধারণে দাবি জানানো হয়েছে। এ ব্যাপারে সম্মিলিত শ্রমিক ফেডারেশন (এসএসএফ) এর সাধারণ সম্পাদক মো. নাহিদুল হাসান নয়ন বলেন, শ্রমিকের ন্যার্য মজুরি নিশ্চিত করা শুধু অর্থণৈতিক বিষয় নয়, এটি শ্রমিকের মানবিক মর্যাদা, সামাজিক নয়ায়বিচার এবং টেকসই শিল্প সম্পর্ক অপরিহার্য শর্ত। এজন্য শ্রমিকদের উথাপিত বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে একটি ন্যায়সংগত ও বাস্তবসম্মত নিম্নতম মজুরি নির্ধারনে নিম্নতম মজুরি বোর্ড কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমরা দাবি জানিয়েছে। আর এই প্রস্তাবিত গেজেট কিভাবে প্রকাশ করা হলো, সেটাও আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন তিনি।

দেশ রূপান্তর
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ৩১ ভাদ্র

চট্টগ্রামে সংকটে পোশাকশিল্প ৪০০ প্রতিষ্ঠান বন্ধ

শামসুল ইসলাম, চট্টগ্রাম



- গার্মেন্টসপল্লী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ১০ বছরেও বাস্তবায়ন হয়নি
- ছোট ও মাঝারি কারখানা অস্তিত্ব সংকটে
- আগে প্রায় ৭০০ গার্মেন্টস কারখানা ছিল

তৈরি পোশাক রপ্তানির সূতিকাগারখ্যাত বন্দরনগরী চট্টগ্রামে দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর আগে গার্মেন্টসপল্লী গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা আলোর মুখ দেখেনি। এর মধ্যেও এখানে এ শিল্পের যে বিকাশ ঘটেছে তা সংকটে পড়েছে। রপ্তানি আদেশ কমে যাওয়া, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, জ্বালানি সংকট ও কমপ্লায়েন্স ব্যয়ের চাপে পড়ে ছোট ও মাঝারি অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে যেসব উদ্যোক্তা এখনো টিকে আছেন তারাও অস্তিত্ব রক্ষায় হিমশিম খাচ্ছেন। এ অবস্থায় চট্টগ্রামে 'গার্মেন্টসপল্লী' প্রতিষ্ঠার দাবি আবারও সামনে এসেছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের পক্ষে বর্তমান শিল্পনীতির সব শর্ত মেনে বিদ্যমান কারখানা টিকিয়ে রাখা কিংবা নতুনভাবে কারখানা স্থাপন কোনোভাবেই সম্ভব নয়। যে কারণে কারখানার সংখ্যা প্রতি বছর কমে আসছে। কঠিন শর্তের বেড়াজালে কিংবা আর্থিক সংকটে পড়ে যে সংখ্যক কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তার স্থলে নতুন কারখানা স্থাপিত হচ্ছে না। এ অবস্থায় বিচ্ছিন্নভাবে ছোট ও মাঝারি পোশাক কারখানা পরিচালনার পরিবর্তে একটি পরিকল্পিত শিল্পপল্লীতে এসব কারখানা স্থানান্তর করা গেলে একই সঙ্গে অবকাঠামো, অগ্নিনিরাপত্তা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ও অন্যান্য সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। বিজিএমইএর সাবেক ও বর্তমান পরিচালকদের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে নগরীর কালুরঘাট এলাকায় প্রায় ১১ দশমিক ৫৫১ একর জমির ওপর গার্মেন্টসপল্লী প্রতিষ্ঠার এক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে বিজিএমইএ ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মধ্যে সমঝোতা স্মারকও স্বাক্ষর হয়েছিল। কিন্তু জমির মূল্যসহ নানা জটিলতায় সেই প্রকল্প আর বাস্তবায়িত হয়নি। পরে মিরসরাই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৫০০ একর জমির বিশাল এলাকাজুড়ে গার্মেন্টস সেক্টরের জন্য বিশেষায়িত অঞ্চল গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়। বাংলাদেশ ইকোনমিক জোন অথরিটি (বেজা) এবং বিজিএমইএর মধ্যে এ বিষয়ে একটি সমঝোতাও হয়। এর মধ্যে ২০২১ সালে ৪১টি পোশাক কারখানার জন্য ২৩৯ একর জমিও বরাদ্দ দেওয়া হয়। কিন্তু এ খাতের চট্টগ্রামের ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের বড় অংশ সেখানে কারখানা স্থাপনে আগ্রহী হয়নি। ফলে এই উদ্যোগও কাজে আসেনি। সংশ্লিষ্টদের মতে, জমি বরাদ্দের পরও প্রয়োজনীয় রাস্তা, পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎসহ অবকাঠামোগত সুবিধা নিয়ে দীর্ঘসূত্রতার কারণে বিনিয়োগকারীরা সেখানে যাননি।

বিজিএমইএর বর্তমান পর্ষদ দায়িত্ব নেওয়ার পর আবারও চট্টগ্রামে গার্মেন্টসপল্লী স্থাপনের বিষয়টি সামনে এসেছে। প্রথম সহসভাপতি সেলিম রহমানের নেতৃত্বে বিজিএমইএর একটি প্রতিনিধিদল চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসকের সঙ্গে বৈঠক করেন। এ সময় পোশাক

চট্টগ্রামে সংকটে পোশাক

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

শিল্প সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি 'ডেডিকেটেড গার্মেন্টস ভিলেজ' প্রতিষ্ঠার জন্য জমি বরাদ্দ দেওয়ার জন্য বিজিএমএমইএ'র পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এজন্য সম্ভাব্য স্থান হিসেবে আমিন জুট মিল, কালুরঘাট ও জঙ্গলসলিমপুরকে বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে বলে বিজিএমইএ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

বিজিএমইএ সূত্র জানায়, একসময় চট্টগ্রামে প্রায় ৭০০ গার্মেন্টস কারখানা ছিল এবং পোশাক রপ্তানিতে প্রায় ৪০% অবদান রাখত এই গার্মেন্টগুলো। ২০১৩ সালের রানা প্লাজা ধস-পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রামের গার্মেন্টস কারখানাগুলোর একটি বড় অংশ বড় ধরণের বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। বৈশ্বিক কমপ্লায়েন্স ধরে রাখতে না পারায় এ সময় অনেকগুলো কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর থেকে অবকাঠামোগত সুবিধার অভাব, গ্যাস ও বিদ্যুতের ঘাটতি, ব্যাংকিং জটিলতা ইত্যাদি কারণে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ে চট্টগ্রামের গার্মেন্টস খাত। নানা শর্তের বেড়াজাল ও আর্থিক সংকটের কারণে প্রতি বছরই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছোট ও মাঝারি কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে চালু গার্মেন্টস কারখানার সংখ্যা নেমে এসেছে তিনশর কোঠায়। এই বাস্তবতায় চট্টগ্রামের পোশাক কারখানার অস্তিত্ব রক্ষায় গার্মেন্টসপল্লী প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

বিজিএমইএ'র পরিচালক ও মেলো ফ্যাশন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ মানছুর দেশ রূপান্তরকে বলেন, বর্তমানে চট্টগ্রামে গার্মেন্টস সেক্টরে যে অবস্থা বিরাজ করছে তাতে ছোট ও মাঝারি কারখানাগুলোর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে। একের পর এক কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। একসময় যেখানে ৭০০ গার্মেন্টস ছিল এখন ২৫০-২৬০টি আছে। এ অবস্থায় সরকার যদি গার্মেন্টসপল্লী প্রতিষ্ঠা করে দেশীয় উদ্যোক্তা ও এসএমই সেক্টরে পৃষ্ঠপোষকতা না দেয় তাহলে দেশের প্রধান এই রপ্তানি খাতের কর্তৃত্ব বিদেশিদের হাতে চলে যাবে। এই সেক্টরকে টিকিয়ে রাখতে হলে গার্মেন্টসপল্লী প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই।

বিজিএমইএর এই নেতা বলেন, সিডিএ মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী যেখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন হিসেবে চিহ্নিত করে দেওয়া আছে। এর বাইরে গার্মেন্টস বিল্ডিং করা যাবে না। শহরের সঙ্গে লাগোয়া যেসব উপজেলা আছে আনোয়ারা, পটিয়া, সীতাকুণ্ড মিরসরাইসহ এ ধরনের এলাকাগুলোতে কৃষিজমিতে কারখানা করা যাবে না; বর্তমান শিল্পনীতি অনুযায়ী আমাদের কারখানা করতে হলে কলকারখানা অধিদপ্তর থেকে লাইসেন্স লাগবে, ফায়ার সার্ভিস থেকে লাইসেন্স লাগবে। কলকারখানার লাইসেন্স পেতে হলে কারখানা হতে হবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনে, বিল্ডিং অবশ্যই বিএনবিসি কোড অনুযায়ী হতে হবে, ফায়ার লাইসেন্স পেতে হলে ফায়ার হাইড্রেন্ট থাকতে হবে। একজন ব্যক্তির পক্ষে সেটা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তাই এই সেক্টরকে টিকিয়ে রাখতে গার্মেন্টসপল্লী লাগবেই– এটা বিজিএমইএর এই সময়ের বার্নিং ইস্যু।

সাইফুল্লাহ মানছুর বলেন, আগে বাংলাদেশের নিউ এন্ট্রাপ্রেনারররা যাতে গার্মেন্টস সেক্টরে আসতে পারে সেই জন্য ইপিজেডের বাইরে কোনো বিদেশি বিনিয়োগকারীর এ খাতে বিনিয়োগের সুযোগ ছিল না। কিন্তু রহস্যজনকভাবে সেই সেই নীতিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। এর ফলে একদিকে ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তারা যেখানে অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে, সেখানে বড় ব্যবসায়ীদের অনেকে এখন চায়নাসহ বিভিন্ন বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে জয়েন্ট ভেঞ্চারে ইপিজেডের বাইরে গার্মেন্টস করছে। চীনে ওদের কাপড় কারখানা আছে। ওখান থেকে এফওবি-তে (ফ্রি অন বোর্ড) কাপড় নিয়ে আসতেছে। তারপর এখানে তা সেলাই করে আমেরিকায় ওদের ওয়্যারহাউজে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, এ অবস্থা চলতে থাকলে এখানে দেশীয় মালিকানাধীন আর কোনো ছোট বা মাঝারি গার্মেন্টস কারখানা গড়ে উঠবে না এবং একসময় আমাদের অবস্থাও কম্বোডিয়ার মতো হয়ে যাবে। হয়তো একসময় এখানে সব গার্মেন্টসের মালিক হয়ে যাবে বিদেশিরাই।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬

এনএসডিএর সভায় প্রধানমন্ত্রী

মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণে শ্রমবাজারে বাড়বে গ্রহণযোগ্যতা

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, অভিন্ন ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ এবং সনদায়ন ব্যবস্থা চালু করা গেলে দেশের তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে তাদের গ্রহণযোগ্যতা ও স্বীকৃতি বাড়বে।

গতকাল রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এনএসডিএ) গভর্নিং বডির তৃতীয় সভায় সভাপতিত্বকালে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন।

সভায় দেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে সমন্বিত কাঠামোর আওতায় এনে অভিন্ন সিলেবাসে প্রশিক্ষণ ও সনদ প্রদানের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার ভিত্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে এ উদ্যোগ জরুরি বলে মনে করেন তিনি।

সভায় প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার ভিত্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এনএসডিএ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বৃহস্পতিবার
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬
দৈনিক ইত্তেফাক

শিল্প খাতে নিম্নপ্রবৃদ্ধি ঠেকাতে সচল ও নতুন শিল্পের দিকে তাকান

আবু তাহের খান



> যে শিল্প যোগ্যতা, সামর্থ্য ও দক্ষতা দিয়ে বাজারের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে না, শিল্প-অর্থনীতির প্রমাণিত অভিজ্ঞতা বলে যে, প্রণোদনা দিয়ে সেটি বা সেগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলা সম্ভব নয়

২০২২-২৩ অর্থবছর থেকেই দেশে শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধির হার ক্রমাগত নিম্নমুখী হয়ে পড়তে শুরু করেছে এবং তা নামতে নামতে সদ্যসমাপ্ত ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এসে ২ দশমিক ৮৬ শতাংশে ঠেকেছে। অবনমনের এ হার এ সময়ের জাতীয় প্রবৃদ্ধির গড় হারের তুলনায় কম তো বটেই; খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধি হারের মধ্যেও সর্বনিম্ন। এ অবস্থায় দেশের শিল্পকারখানাগুলোতে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে বর্তমানে যে ধরনের চরম সংকটময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এবং সে কারণে বহু কারখানা যেভাবে একের পর এক বন্ধ হয়ে গেছে ও যাচ্ছে, সে অবস্থার আশু উন্নতি ঘটানো না গেলে এবং সেই সঙ্গে এ খাতে নতুন বিনিয়োগ টানতে না পারলে প্রবৃদ্ধির এ হার আরো নিচে নেমে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। তো এই যখন শিল্প খাতের পরিস্থিতি অর্থাৎ বিদ্যমান কারখানাকে সচল ও উৎপাদনে রাখতে পারাটাই যখন উদ্যোক্তা ও সরকারের সামনে এই মুহূর্তের মূল চ্যালেঞ্জ, তখন রুগ্‌ণ শিল্প পুনর্বাসনকে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার শিল্প খাতের জন্য ৬০ হাজার কোটি টাকার এক প্রণোদনা তহবিল গঠন করেছে। আর উক্ত ৬০ হাজার কোটি টাকার মধ্যে ২০ হাজার কোটি টাকাই রাখা হয়েছে রুগ্‌ণ শিল্প পুনর্বাসনের জন্য, যা একটি চরম ভ্রান্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত বলে মনে করি। আর গত চার বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে নিম্নপ্রবৃদ্ধিমুখী শিল্প খাতের এই মুহূর্তের নাজুক পরিস্থিতিতে এরূপ ভুল সিদ্ধান্ত এ খাতকে আরো অধিক সংকটময় পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেবে বলেই বিশেষজ্ঞ মহলের আশঙ্কা।

বিদ্যমান শিল্পকারখানাগুলোর প্রায় কোনোটিতেই বর্তমানে নির্বিঘ্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকায় এদের একটি বড় অংশই নিজস্ব জেনারেটর ব্যবহারের মাধ্যমে চলার চেষ্টা করছে। কিন্তু খেয়াল রাখা দরকার যে, এ জেনারেটর চলে জ্বালানি তেলের মাধ্যমে। ফলে এ ধরনের জেনারেটর ব্যবহারের কারণে একদিকে যেমন আমদানিনির্ভর ও অধিক ব্যবহৃল জ্বালানি তেলের চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি এতে পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ও বেশি পড়ছে। এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট শিল্পোদ্যোক্তারা শুধু চুক্তিবদ্ধ ও সরবরাহ আদেশ প্রদানকারী ক্রেতার চাহিদা মেটাবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই উৎপাদন করছে। উৎপাদন-ব্যয় বেশি পড়ার কারণে বাজারের প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারার ভয়ে এ পরিমাণের বাইরে যেয়ে তারা আর কোনো বাড়তি উৎপাদনের সঙ্গেই যুক্ত হচ্ছেন না। আর এটিই এ মুহূর্তে শিল্প খাতে উৎপাদন কমে যাওয়ার একটি বড় কারণ। এ অবস্থায় বিদ্যমান উৎপাদন-ক্ষমতার পূর্ণাঙ্গ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে শিল্পকারখানাগুলোতে উৎপাদন বাড়াতে হলে জ্বালানি ও বিদ্যুতের নির্বিঘ্ন সরবরাহ এবং আনুষঙ্গিক অবকাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সেবাসহায়তা ত্বরান্বিতকরণই এই মুহূর্তের প্রধান কর্তব্য।

শিল্প খাতে উৎপাদন বাড়াতে হলে দ্বিতীয় প্রধান প্রয়োজন হচ্ছে নতুন উৎপাদন ক্ষমতা সংস্থাপন, অর্থাৎ নতুন বিনিয়োগ। চতুর্দিকে নানা উসিলায় টাকা ছড়ালেই কেবল নতুন উৎপাদন-ক্ষমতার সংযোজন ঘটবে না। এজন্য প্রয়োজন নতুন বিনিয়োগের আওতায় নতুন শিল্পকারখানা স্থাপন এবং তা স্থাপনের লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর কাছ থেকে ট্রেড লাইসেন্স, শিল্প নিবন্ধন, পরিবেশের ছাড়পত্র, স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের অনুমতি ইত্যাদি সেবা সহজে পাওয়া এবং পরে অ-চড়ামূল্যে আমদানি ঋণপত্র খোলা, বন্দরে হয়রানিমুক্ত পণ্য খালাসকরণ, চাঁদাবাজিমুক্ত পরিবহন ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় নিশ্চিত হতে পারা। কিন্তু শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেসব অত্যাবশ্যকীয় শর্তসমূহ পূরণের দিকে মনোযোগ না দিয়ে ৬০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা তহবিলের আওতায় রুগ্‌ণ শিল্পের পুনর্বাসনকে যেভাবে অগ্রাধিকারভিত্তিক করে তোলা হয়েছে, তাতে শিল্প খাতে সহসা উৎপাদন বৃদ্ধির আদৌ কোনো সুযোগ ও সম্ভাবনা আছে কি? নেই। কারণ রুগ্‌ণ শিল্প পুনর্বাসন একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া এবং কোনো দেশের অর্থনীতি যখন যথেষ্ট সামর্থ্যবান থাকে, তখনই কেবল তাদের পক্ষে এ ধরনের বিলাসী কল্যাণমূলক উদ্যোগের কথা ভাবা সম্ভব। তাছাড়া বিষয়টি বাজার অর্থনীতির চেতনার সঙ্গেও যায় না। যে শিল্প যোগ্যতা, সামর্থ্য ও দক্ষতা দিয়ে বাজারের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে না, শিল্প-অর্থনীতির প্রমাণিত অভিজ্ঞতা বলে যে, প্রণোদনা দিয়ে সেটি বা সেগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলা সম্ভব নয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিনির্ধারণী কর্তৃপক্ষ যদি রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের বন্ধ ও রুগ্‌ণ কারখানাগুলোকে কতিপয় মুখচেনা সুবিধাবাদী লোকের হাতে তুলে দেওয়ার কথা ভেবে এটি করে থাকে, তাহলে সেটি ভিন্ন কথা।

২০২২-২৩ অর্থবছরের পর থেকে কৃষি খাতেও প্রবৃদ্ধি হার ধারাবাহিকভাবে নিম্নমুখী। আর শিল্পের কথা তো বলাই হলো। তাহলে এর মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে, এ অবস্থার পরিবর্তন না হলে সেবা খাতই হবে বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি, যেমনটি সিংগাপুরে রয়েছে। সিংগাপুরের অর্থনীতিতে সেবা খাতের অবদান ৭৫ দশমিক ২ শতাংশ। আর তাদের সেসব সেবা কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে বন্দরসেবা, জ্বালানি তেল পরিশোধন, ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা, চিকিৎসাসেবা, তথ্যপ্রযুক্তি, পর্যটন ইত্যাদি; এবং এই প্রতিটি খাতে বিদেশিরাই হচ্ছে এসবের মূল গ্রাহক। এখন বলুন, সিংগাপুরের মতো বিদেশি গ্রাহককে এ ধরনের সেবা দিয়ে সেবা খাতের ওপর নির্ভর করে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে টিকিয়ে বা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কি আদৌ সম্ভব? যদি সম্ভব না হয়, তাহলে আমাদেরকে বার বার আরো বেশি করে কৃষি ও শিল্প খাতে উৎপাদন বাড়াবার দিকেই অধিক মনোযোগী হতে হবে। আর আলোচ্য প্রবন্ধ যেহেতু শিল্প খাত নিয়ে, তাই এখানে সরাসরি প্রস্তাব হচ্ছে, রুগ্‌ণ শিল্পের পুনর্বাসনের মতো সম্ভাবনহীন উদ্যোগ পরিত্যাগ করে যা যা করলে এ খাতে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়বে, তা করতে হবে। উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে, ১৯৯০-এর দশকের গোড়াতেও একবার রুগ্‌ণ শিল্প পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল এবং এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি রুগ্‌ণ শিল্প পুনর্বাসন সেলও গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু উক্ত কর্মসূচির আওতায় বিতরণকৃত অর্থ দিয়ে সংশ্লিষ্টদের পকেট ভারী করা ছাড়া কোনো রুগ্‌ণ শিল্পই তখন সচল হয়নি। সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের আচরণ দেখে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, 'এসব শিল্পকে মরতে দেওয়াটাই সমীচীন'।

শিল্প খাতে উৎপাদন প্রবৃদ্ধির হার যেভাবে অতিদ্রুত নিম্নগামী হয়ে পড়ছে, তাতে এটিকে ধস বললেও অত্যুক্তি হবে না। তবে এটিকে ধস বা পতন যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, মোদ্দা কথা হচ্ছে, কৃষি ও শিল্প খাতে উৎপাদন বাড়াতে না পারলে শুধু নানা খাতে কার্ড বিতরণ ও বিচ্ছিন্ন বরাদ্দদানের মতো জনপ্রিয় কর্মসূচি দিয়ে অর্থনীতিকে মজবুত ও টেকসই করা সম্ভব নয়।

সুতরাং শিল্পকারখানাগুলোতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারকে ২০২৬-৩০ সালমেয়াদি একটি কর্মকৌশল প্রণয়ন করতে হবে, যেখানে এগুলোর সরবরাহ ও নতুন উৎপাদন-পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট সময়-কাঠামোর উল্লেখ থাকবে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, গত জুন শেষে বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবৃদ্ধির হার ৪ দশমিক ৪৭ শতাংশে নেমে এসেছে, যা গত ৩৩ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। আর এটি ঘটেছে মূলত, বাংলাদেশ ব্যাংকের ভাষ্য অনুযায়ী, শিল্প ও ব্যবসায় খাতে ঋণপ্রবাহ বৃদ্ধি না পাওয়ায়। এমতাবস্থায় অর্থনীতির বৃহত্তর স্বার্থে যেভাবেই হোক, শিল্প ও ব্যবসায় খাতে ঋণপ্রবাহ বৃদ্ধি করতে হবে। তৃতীয়ত, জ্বালানি খাতের মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ইস্টার্ন রিফাইনারির সম্প্রসারণ প্রকল্প তথা এর দ্বিতীয় ইউনিটের বাস্তবায়ন কাজ যত দ্রুত সম্ভব স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে হবে।



নিম্ন উৎপাদন ধারার মতোই বাংলাদেশের অর্থনীতির এই মুহূর্তের আরেকটি বড় সমস্যা হচ্ছে বিপুল বেকারত্ব, বিশেষত শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে। এ অবস্থায় শিক্ষিত তরুণদেরকে অধিক হারে উদ্যোক্তাবৃত্তির মতো স্বকর্মসংস্থানমূলক পেশায় যুক্ত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে হবে এবং সে উৎসাহকে কার্যকারিতাদানের জন্য তুলনামূলকভাবে স্বল্প বন্ধকিযুক্ত ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

লাভজনক উপযুক্ত বিনিয়োগ প্রকল্প খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে বর্তমানে সম্ভাব্য নতুন শিল্পোদ্যোক্তাদের মধ্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই ধারণা ও চিন্তার ঘাটতি রয়েছে। ফলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত হবে লাভজনক প্রকল্প খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে তথ্য, ধারণা ও পরামর্শ দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করা।

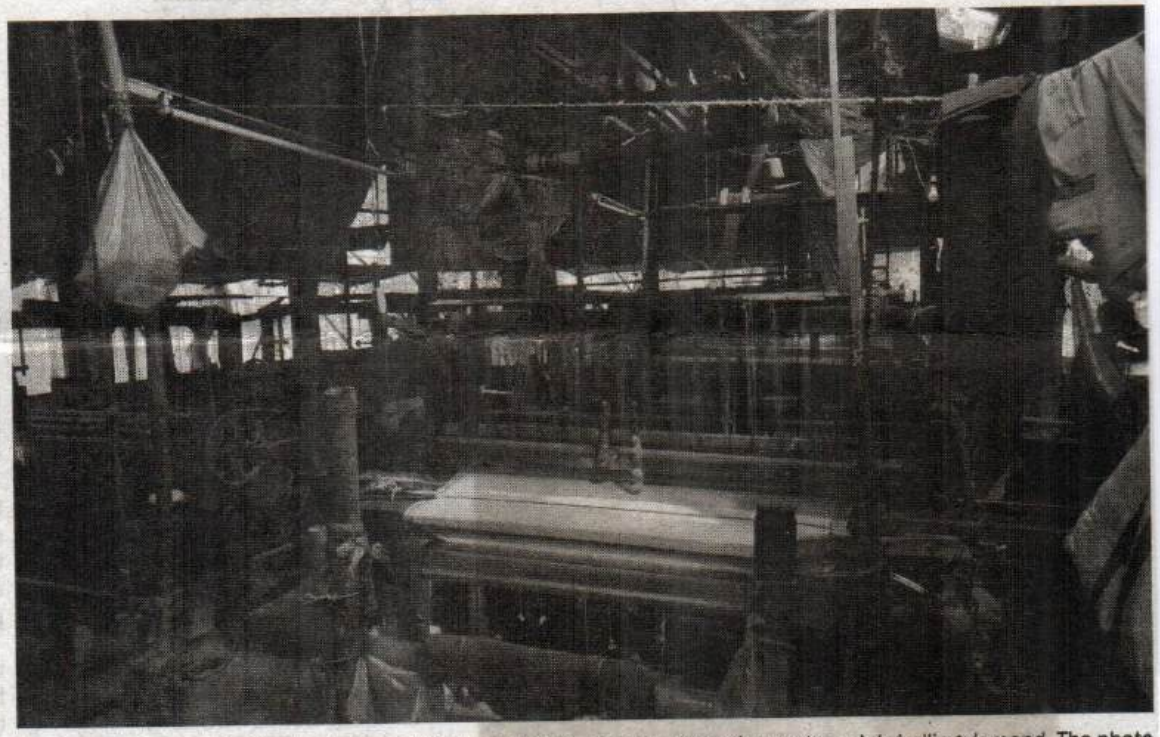
সব মিলিয়ে বলব, দেশের অর্থনীতির এই মুহূর্তের যে ভগ্নদশা, যে অবস্থা থেকে সরকার নিজেও নিশ্চয় পরিত্রাণ চায়, তা থেকে বেরুতে হলে সর্বাগ্রে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসমূহের মধ্য থেকে কতিপয়কে বাছাই করে একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। আর সে অগ্রাধিকার তালিকার একেবারে প্রথম সারিতেই থাকতে হবে উৎপাদন বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়টি।

● লেখক : বিশ্লেষক

NEWAGE
THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2026, ASHWIN 2, 1433 BS

45,000 looms shut in Sirajganj, 96,000 workers without regular work

Likhon Ahmed
Sirajganj



A handloom factory sits idle due to frequent power outages, soaring production costs and dwindling demand. The photo has been taken in Sirajganj recently. — New Age photo

AROUND 45,000 looms in nine upazilas of Sirajganj are currently lying idle or shut down amid power outages, rising production costs and declining demand for products of traditional looms, leaving an estimated over 96,000 workers without regular work.

Many loom owners have said that they resume operation before Eid when the demand for cloth rises and shut them again when the demand falls and production costs rise, causing the number of idle looms fluctuate depending on the seasonal market demand.

According to the data from four basic centres of the Bangladesh Handloom Board, four upazilas in the district have 1,57,700 looms.

Data show that currently 10,000 in Sirajganj Sadar, 15,000 in Belkuchi, 3,500 out in Ullapara, and 10,000 in Shahjadpur—24.4 per cent of the total looms in the district—are closed.

Based on an average of 2.5 workers per loom, an estimated 96,250 workers directly associated with the idle looms are currently out of work, forcing many, both loom owners and workers, to take up other jobs, including driving auto-rickshaws, farm work and jobs at hotels.

Rauf, a power-loom worker from Balsabari at Ullapara, said that where once two looms produced eight lungis a day now produce only four, causing his weekly income to drop from Tk 4,000 to Tk 2,000.

Load-shedding plays a major role behind the decline in production, Rauf says, adding that the area suffers at least four hours daily load shedding a day, forcing loom owners to use generators leading to hikes in production costs.

Mosharaf Hossain, a handloom worker with 40 years of experience, said he used to earn about Tk 12,000 a month that has now dropped to Tk 6,000–7,000.

Of the 12 handlooms owned by his employer, 10 remain shut, he says.

Besides the power crisis, rising prices of yarn, dyes and other raw materials have also increased pressure on loom owners. Monirul Islam, a mahajan at Ullapara, said that his 12 power-looms used to generate weekly cloth sales of Tk 90,000 to Tk 1 lakh even two years ago.

The figure has now fallen to Tk 50,000–60,000, he says.

He alleges that he now spends around Tk 1,000 extra a day to run generators.

The rising prices of raw materials combined with load-shedding have made it difficult to operate the looms, Monirul says.

Another mahajan, Ibrahim Hossain had 12 looms wthree years ago, but only two are operational now.

'I was forced to shut down the remaining looms amid losses,' he says. The situation changes somewhat before Eid though.

As the demand for lungis, gamchas, saris and other clothes rises ahead of Eid, some of the idle looms are brought back into operation to fall idle again after the festival.

প্রথম আলো
শুক্রবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬,

বৈশ্বিক লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য প্রতিবেদন ২০২৬
বাংলাদেশের চিত্র

সামগ্রিক স্কোর **৭১.২%**, ২০২৫ সালে ছিল **৭৭.৫%**। ২০০৬ সালের তুলনায় বাংলাদেশের স্কোর এখনো **৮.৫%** পয়েন্ট বেশি। সামগ্রিক অবস্থান **৭৯**তম।



দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে ভালো অবস্থানে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ	৭৯তম
মালদ্বীপ	১১৯তম
নেপাল	১২০তম
ভুটান	১২১তম
শ্রীলঙ্কা	১২৯তম
ভারত	১৩১তম
পাকিস্তান	১৪৩তম

১৪৫ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান

রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন
১২তম
গত বছর ৩য়

বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়ার বড় কারণ রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বে নারীর অংশ কমে যাওয়া।

শিক্ষা
১১৬তম
গত বছর ১১৫তম

শিক্ষায় অগ্রগতি অব্যাহত। নারীর অংশগ্রহণ সন্তোষজনক হলেও উচ্চশিক্ষায় পিছিয়ে।

স্বাস্থ্য
১২০তম
গত বছর ১২৩তম

জন্মের সময় নারী-পুরুষের বৈষম্য নেই, গড় আয়ুর ক্ষেত্রেও প্রায় একই অবস্থানে।

অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ
১৪২তম
গত বছর ১৪১তম

সবচেয়ে দুর্বল ক্ষেত্র অর্থনৈতিক সুযোগ। উচ্চ পদে নারীর অংশ কম।

নারীর প্রতি বৈষম্য বেড়েছে

বৈশ্বিক প্রতিবেদন

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে ভালো অবস্থানে, পিছিয়েছে অর্থনীতি ও রাজনীতিতে। তবু দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে বাংলাদেশ।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে নারী-পুরুষের সমতার চিত্র ইতিবাচক হলেও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে নারীর প্রতিনিধিত্ব কমে যাওয়ায় বৈশ্বিক সূচকে পিছিয়েছে বাংলাদেশ। নারী-পুরুষ বৈষম্য কমানোর বৈশ্বিক সূচকে এক বছরে পিছিয়েছে ৫৫ ধাপ। ২০২৫ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ২৪তম। এবার ১৪৫টি দেশের মধ্যে অবস্থান হয়েছে ৭৯তম। রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক অংশগ্রহণে বড় পতনের পরও দক্ষিণ এশিয়ায় এখনো শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ।

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) 'গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট-২০২৬' বা 'বৈশ্বিক লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য প্রতিবেদন ২০২৬'-এ এ তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদনের সব তথ্য একই বছরের নয়। সূচকভেদে সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য নেওয়া হয়েছে। অর্থনীতি ও শিক্ষার তথ্য মূলত ২০২৩-২৫ সালের এবং স্বাস্থ্যের তথ্য ২০২১-২৪ সালের। সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্বের হিসাব ১ জুন ২০২৬ এবং মন্ত্রিসভার হিসাব ১ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত। নারী সরকারপ্রধানের হিসাব নেওয়া হয়েছে ১৫ জুন ১৯৭৬ থেকে ১৫ জুন ২০২৬ পর্যন্ত। এ সময়ে বিভিন্ন সরকার দায়িত্বে ছিল। এর মধ্যে বর্তমান বিএনপি সরকারের বয়স প্রায় ৭ মাস।

ডব্লিউইএফ প্রতিবছর এ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও সুযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন—এই চার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমতার ব্যবধান মাপা হয়। একটি দেশ এই ব্যবধান কতটা কমাতে পেরেছে, সূচকটি মূলত সেটিই দেখায়; নারীর সামগ্রিক জীবনমান নয়।

এবার বাংলাদেশের সামগ্রিক স্কোর ৭১ দশমিক ২ শতাংশ। গত বছর ছিল ৭৭ দশমিক ৫ শতাংশ। এক বছরে স্কোর কমেছে ৬ দশমিক ২ শতাংশ পয়েন্ট। প্রতিবেদনে এটিকে বিশ্বের অন্যতম বড় পতন বলা হয়েছে। তবে ২০০৬ সালের তুলনায় বাংলাদেশের স্কোর এখনো ৮ দশমিক ৫ শতাংশ পয়েন্ট বেশি।

> **প্রতিবেদনে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবনতির চিত্র আছে। অন্যদিকে শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ কিছুটা চোখে পড়লেও জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের পদে বা ব্যবস্থাপনায় নারী দেখাই যায় না। আছে কাঠামোগত সমস্যা। এসব কারণে বাংলাদেশের স্কোর কমেছে, পেছনে চলে গেছে।**
>
> **ফাহমিদা খাতুন,** সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি

সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো ফাহমিদা খাতুন এ নিয়ে *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রতিবেদনে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবনতির চিত্র আছে। অন্যদিকে শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ কিছুটা চোখে পড়লেও জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের পদে বা ব্যবস্থাপনায় নারী দেখাই যায় না। আছে কাঠামোগত সমস্যা। এসব কারণে বাংলাদেশের স্কোর কমেছে, পেছনে চলে গেছে। তবে প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান ভালো।

বড় পতন রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে

বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়ার প্রধান কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের স্কোরের বড় পতন। এ ক্ষেত্রে স্কোর ৭২ দশমিক ১ থেকে কমে ৫০ দশমিক ৯ শতাংশ হয়েছে। অবস্থান তৃতীয় থেকে নেমে হয়েছে ১২তম।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালে সংসদ ভেঙে যাওয়ার পর গঠিত নতুন সংসদে নারীরা মাত্র ২ দশমিক ৪ শতাংশ আসন পেয়েছেন। সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে এটি বাংলাদেশের এযাবৎকালের সর্বনিম্ন সমতার স্কোর। এ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৯তম।

মন্ত্রিসভায় নারীর প্রতিনিধিত্ব ১৯ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ। তবে দুই দশকে মন্ত্রিসভায় নারী-পুরুষ সমতার স্কোর ৯ দশমিক ১ থেকে বেড়ে ২৩ দশমিক ৫ শতাংশ হয়েছে।

রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বড় পতনের পরও বাংলাদেশের অবস্থান তুলনামূলক ভালো। এর কারণ নারী সরকারপ্রধান থাকার দীর্ঘ ইতিহাস। এ সূচকে বাংলাদেশ ২০১৯ সাল থেকে পূর্ণ সমতার স্কোর ধরে রেখেছে এবং যৌথভাবে প্রথম অবস্থানে রয়েছে।

অর্থনৈতিক অংশগ্রহণে প্রায় তলানিতে

বাংলাদেশের সবচেয়ে দুর্বল ক্ষেত্র অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও সুযোগ। এ ক্ষেত্রে স্কোর ৪৫ দশমিক ৭ থেকে কমে ৪১ দশমিক ৯ শতাংশ হয়েছে। ১৪৫ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪২তম। গত বছর ছিল ১৪১তম।

এক বছরে আনুমানিক আয়ের সমতার স্কোর ১৫ শতাংশ পয়েন্ট কমেছে। শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের সমতার স্কোর কমেছে ৫ দশমিক ৭ এবং জ্যেষ্ঠ পদে [illegible] স্কোর কমেছে ৭ দশমিক ৩ শতাংশ পয়েন্ট।

নারীর শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ৩৮ দশমিক ৪১ শতাংশ। পুরুষের ক্ষেত্রে তা ৭৯ দশমিক ৯৬ শতাংশ। ২০০৬ সালে শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের সমতার স্কোর ছিল ৬১ দশমিক ১ শতাংশ। এবার তা কমে ৪৮ শতাংশ হয়েছে।

নারীর আনুমানিক বার্ষিক আয় ৪ হাজার ৬৭০ ডলার। পুরুষের আয় ১২ হাজার ৪৪০ ডলার। জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপকদের মধ্যে নারী মাত্র ৬ দশমিক ১৬ শতাংশ। পেশাজীবী ও কারিগরি কর্মীদের মধ্যে নারীর অংশ ২০ দশমিক ৭৫ শতাংশ।

নারীদের বড় অংশ অনানুষ্ঠানিক ও ঋণকালীন কাজে যুক্ত। নারী কর্মীদের ৯৫ দশমিক ৯৭ শতাংশ অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন। পুরুষের ক্ষেত্রে এ হার ৭৮ দশমিক ১৩ শতাংশ। কর্মজীবী নারীদের ৫৪ দশমিক শূন্য ২ শতাংশ ঋণকালীন কাজ করেন; পুরুষের ক্ষেত্রে তা ৭ দশমিক ৮৯ শতাংশ।

এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসক মো. ফজলুল হক এ বিষয়ে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'অর্থনীতিতে নারীদের জন্য সুযোগ আগের মতোই আছে বা বেড়েছে, তবে তাঁদের অংশগ্রহণ কমেছে। তৈরি পোশাক খাতে মালিকেরা সব সময় নারী শ্রমিকদের বেশি অগ্রাধিকার দেন। কারণ, তাঁরা তুলনামূলক দায়িত্বশীল, কাজে বেশি মনোযোগী এবং কর্মপরিবেশে ঝামেলা কম করেন। তাই সুযোগের কোনো ঘাটতি রয়েছে বলে আমি মনে করি না।'

নারীদের এই অংশগ্রহণ কমে যাওয়ার পেছনে কিছু কারণ অনুমান করেন ফজলুল হক। তিনি বলেন, দেশে কাজের প্রধান কেন্দ্রগুলো এখনো শহরকেন্দ্রিক। বর্তমানে শহরে জীবনযাত্রার ব্যয় প্রচণ্ড বেড়েছে। আগে নারীরা যেভাবে দলবদ্ধ হয়ে মেস বা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতে পারতেন, এখন সেই ব্যয় বহন

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
৩ আশ্বিন ১৪৩৩, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত পেনশন পাবেন নমিনি

- চালু করা হবে শরিয়াহভিত্তিক পেনশন স্কিম
- মুনাফা ১১.৬৮ থেকে ১১.৭২ শতাংশ অনুমোদন

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে পেনশনার নিজে আজীবন পেনশন পাবেন। পেনশনারের মৃত্যুর পর তার স্বামী বা স্ত্রী কিংবা নমিনির পেনশন পাওয়ার বয়সসীমা ৭৫ বছর থেকে বাড়িয়ে ৮০ বছর হবে। চালু করা হবে শরিয়াহভিত্তিক পেনশন স্কিম। এ ছাড়া সরকারি মালিকানাধীন যেসব কোম্পানিতে পেনশন দেওয়া হয় না, সেসব কোম্পানির কর্মীদের নিয়ে আসা হবে 'প্রগতি' স্কিমে। কোন কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা এর আওতায় আসবেন এবং কীভাবে তা বাস্তবায়ন হবে, তা পরে নির্ধারণ করা হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের পরিচালনা পর্ষদের বৈঠক শেষে এসব কথা জানান কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান মো. সুরাতুজ্জামান। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। বৈঠক শেষে মো. সুরাতুজ্জামান বলেন, পেনশনার নিজে আজীবন পেনশন পাবেন। তার মৃত্যুর পর স্বামী বা স্ত্রীকে ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত পেনশন সুবিধা দেওয়া হবে। আগে এ সুবিধার বয়সসীমা ছিল ৭৫ বছর। তিনি বলেন, সরকারি কর্মচারীদের জন্য আলাদা পেনশন ও আনুতোষিকের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানির অনেক কর্মী সেই ব্যবস্থার বাইরে। তাদের সর্বজনীন পেনশনের আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া বিদেশে যাওয়ার আগে কর্মীদের 'প্রবাস' স্কিম সম্পর্কে জানানো ও নিবন্ধনের সুযোগ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সর্বজনীন পেনশন কর্মসূচির ইসলামিক বা শরিয়াহভিত্তিক সংস্করণ চালুর প্রস্তাব অনুমোদন করেছে পরিচালনা পর্ষদ। মো. সুরাতুজ্জামান বলেন, এ স্কিমের কাঠামো ও পরিচালনপদ্ধতি নির্ধারণে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও স্থানীয় পরামর্শকেরা কাজ করছেন। অ্যাকচুয়ারিয়াল বিশ্লেষণসহ প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করে আলাদা বিধিমালা প্রণয়নের পর শরিয়াহভিত্তিক স্কিম চালু করা হবে।

অর্থমন্ত্রণালয় সূত্রে জানাগেছে, বৈঠকে ৬০ বছর থেকে কমিয়ে ৫৫ বছর বয়সে পেনশন দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হলেও কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। অ্যাকচুয়ারিয়াল পরামর্শ নিয়ে বিষয়টি পরে আবার পরিচালনা পর্ষদে উপস্থাপন করা হতে পারে। বর্তমানে পেনশন শুরুর বয়স ৬০ বছর। মো. সুরাতুজ্জামান উদাহরণ দিয়ে জানান, বিভিন্ন দেশে পেনশন শুরুর বয়স ৬২, ৬৬ বা ৬৭ বছর। বাংলাদেশেও মানুষের গড় আয়ু বাড়ছে। তাই ৫৫ বছর বয়সে পেনশন দেওয়ার প্রস্তাবটি আর্থিক ও জনমিতিক বাস্তবতা বিবেচনা করে পর্যালোচনা করা হবে। সর্বজনীন পেনশন তহবিল থেকে অংশগ্রহণকারীদের ঋণ দেওয়ার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। ঋণ দেওয়া হলে তহবিলের কাঙ্ক্ষিত রিটার্ন নিশ্চিত করা এবং অংশগ্রহণকারীরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হন, তা বিবেচনায় নিয়ে অ্যাকচুয়ারিয়াল নির্দেশনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

পর্যালোচনায় স্বাস্থ্যবিমা : পেনশন কর্মসূচির সঙ্গে স্বাস্থ্যবিমা চালুর বিষয়টিও পর্যালোচনা করা হচ্ছে। কোন মডেলে এটি চালু করা হবে এবং এতে তহবিলের ওপর কী ধরনের আর্থিক ঝুঁকি তৈরি হতে পারে, তা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সমন্বয় করে মুনাফা দেওয়ার বিষয়েও এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

বিদ্যমান পেনশন ব্যবস্থায় একবার কোনো কর্মসূচিতে ঢুকলে আর বের হওয়ার সুযোগ নেই। কেউ চালিয়ে নিতে না পারলে জমা টাকা তামাদি হয়ে যেত। এ নিয়ম বদল করার দাবি ছিল গ্রাহকদের পক্ষ থেকে। বৈঠকের আলোচ্যসূচিতে নিয়ম বদলের প্রস্তাব ছিল। পাঁচ বছর অর্থ জমা দেওয়ার পর শারীরিক বা আর্থিক কারণে অক্ষম হয়ে পড়লে পেনশনগ্রহীতাকে বিশেষ বিবেচনায় অর্থ উত্তোলনের সুযোগ দেওয়া নিয়ে আলোচনা হলেও এ প্রস্তাব পাশ হয়নি বৈঠকে।

নিবন্ধনে প্রণোদনা বাড়ল: সর্বজনীন পেনশনে নতুন নিবন্ধন বাড়াতে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ও ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রণোদনা বাড়ানো হয়েছে। নিবন্ধনের জন্য আগে ১৫ টাকা দেওয়া হলেও এখন তা বাড়িয়ে ২৫ টাকা করা হয়েছে। এ ছাড়া জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের আর্থিক কার্যক্রম আরো স্বচ্ছ করতে সরকারি নিরীক্ষার পাশাপাশি একটি বেসরকারি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ফার্ম দিয়ে নিরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

মুনাফা ১১.৬৮ থেকে ১১.৭২ শতাংশ অনুমোদন: সর্বজনীন পেনশন স্কিমের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বিনিয়োগের বিপরীতে গ্রাহকদের মুনাফার হার ১১ দশমিক ৬৮ শতাংশ থেকে ১১ দশমিক ৭২ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। পরিচালনা পর্ষদের সভায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বিনিয়োগকৃত অর্থের বিপরীতে গ্রাহকদের মুনাফা প্রদানের বিষয়টি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য ছিল। আলোচনার পর মুনাফা প্রদানের অনুমোদন দেওয়া হয়। এর ফলে সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের বিনিয়োগের বিপরীতে সর্বজনীন পেনশন স্কিমের গ্রাহকদের হিসাবে নির্ধারিত হারে মুনাফা যুক্ত হবে।

সভায় অর্থ সচিবসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান, এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসক-সহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

করা অনেকের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া পরিবার ছেড়ে শহরে আসার ক্ষেত্রে বাড়তি সামাজিক ঝুঁকি, শারীরিক সুরক্ষা ও মানসিক চাপ নেওয়ার প্রবণতাও আগের চেয়ে কমেছে। আরেকটি চিত্রও আছে। এখন গ্রামে কৃষি বা অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক খাতে নারীদের সম্পৃক্ততা বেড়েছে। অনেকে ঘরে বসে ছোটখাটো অর্থনৈতিক কাজ করছেন। অনানুষ্ঠানিক খাতের এই নারীরা অনেক সময় আনুষ্ঠানিক হিসাবের মধ্যে সঠিকভাবে উঠে আসে না।

শিক্ষায় সর্বোচ্চ স্কোর

শিক্ষায় বাংলাদেশের অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে। এবার এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমতার স্কোর হয়েছে ৯৬ দশমিক ১ শতাংশ, যা বাংলাদেশের এযাবৎকালের সর্বোচ্চ। ২০০৬ সালের তুলনায় স্কোর বেড়েছে ৯ দশমিক ৩ শতাংশ পয়েন্ট।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় বাংলাদেশ পূর্ণ সমতা অর্জন করেছে। তবে উচ্চশিক্ষায় ব্যবধান রয়ে গেছে। উচ্চশিক্ষায় নারীর ভর্তির হার ২০ দশমিক ৭৯ এবং পুরুষের ২৬ দশমিক ৯৫ শতাংশ। নারীর সাক্ষরতার হার ৭৬ দশমিক ৫৪ শতাংশ। পুরুষের ক্ষেত্রে তা ৮১ দশমিক ৩৯ শতাংশ।

স্বাস্থ্যসূচক প্রায় অপরিবর্তিত

স্বাস্থ্য ও টিকে থাকার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্কোর ৯৬ শতাংশ। গত বছরের তুলনায় স্কোর অপরিবর্তিত থাকলেও অবস্থান ১২৩তম থেকে ১২০তম হয়েছে।

জন্মের সময় নারী-পুরুষের অনুপাতের সূচকে বাংলাদেশ পূর্ণ সমতার মান অর্জন করেছে। তবে ২০১৪ সালের পর থেকে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার প্রত্যাশিত আয়ুতে সমতা সামান্য কমেছে। নারীর সুস্থভাবে বেঁচে থাকার প্রত্যাশিত আয়ু ৬২ দশমিক ৯৮ বছর এবং পুরুষের ৬৩ দশমিক ১৪ বছর।

প্রতিবেদনের প্রাসঙ্গিক সূচক অনুযায়ী, বাংলাদেশের ৩৮ দশমিক ৯ শতাংশ নারীর বাল্যবিবাহ হয়। জীবদ্দশায় লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার শিকার হন ৪৮ দশমিক ৮ শতাংশ নারী। দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতিতে সন্তান প্রসবের হার ৫৯ শতাংশ। প্রতি ১ লাখ জীবিত জন্মে মাতৃমৃত্যু ১১৫। পরিবার পরিকল্পনার চাহিদা পূরণ হচ্ছে না ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী ১০ শতাংশ নারীর।

নারীদের জন্য বেতনসহ অভিভাবকত্বকালীন ছুটি ১১২ দিন। পুরুষদের জন্য এমন ছুটি নেই। প্রতিবেদনে নারীর বিবাহবিচ্ছেদের অধিকারকে অসম এবং প্রজননস্বাধীনতাকে সীমিত বলা হয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় এখনো প্রথম বাংলাদেশ

সামগ্রিক অবস্থানে বড় পতনের পরও দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ প্রথম। মালদ্বীপ ১১৯তম, নেপাল ১২০তম, ভুটান ১২১তম, শ্রীলঙ্কা ১২৯তম, ভারত ১৩১তম এবং পাকিস্তান ১৪৩তম।

আটটি অঞ্চলের মধ্যে এর অবস্থান সপ্তম। বর্তমান গতিতে এ অঞ্চলের নারী-পুরুষ ব্যবধান পুরোপুরি দূর হতে আরও ১৪৯ বছর লাগবে বলে ডব্লিউইএফের পূর্বাভাস।

শীর্ষে আইসল্যান্ড, সবার নিচে চাদ

সূচকে বিশ্বের সবচেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে আইসল্যান্ড। দেশটি নারী-পুরুষের ব্যবধানের ৯৩ শতাংশ দূর করেছে। এরপর রয়েছে ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, নামিবিয়া ও যুক্তরাজ্য। তাদের স্কোর যথাক্রমে ৮৭ দশমিক ২, ৮৫ দশমিক ৭, ৮৪ দশমিক ৫ ও ৮৪ দশমিক ২ শতাংশ।

সবচেয়ে নিচে রয়েছে চাদ। দেশটি নারী-পুরুষের ব্যবধানের ৫৭ দশমিক ৮ শতাংশ দূর করতে পেরেছে। এর ঠিক ওপরে রয়েছে ইরান ও পাকিস্তান। তাদের স্কোর যথাক্রমে ৫৮ দশমিক ৫ ও ৫৯ দশমিক ৫ শতাংশ।

সবশেষে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বে নারী-পুরুষের ব্যবধান এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে কম। এ ব্যবধানের ৬৯ দশমিক ২ শতাংশ দূর হয়েছে। তবে বর্তমান গতিতে পুরো সমতা অর্জন করতে আরও ১২০ বছর লাগবে। অর্থাৎ এখন বেঁচে থাকা নারীরা তাঁদের জীবদ্দশায় পূর্ণ নারী-পুরুষ সমতা দেখে যেতে পারবেন না। এমনকি তাঁদের নাতি-নাতনি বা পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে।

সময়ের আলো
বৃহস্পতিবার। ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬

সর্বজনীন পেনশন বিস্তারে নানা উদ্যোগ সরকারের

● নিজস্ব প্রতিবেদক



সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থায় মানুষের অংশগ্রহণ বাড়াতে বড় ধরনের সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। বর্তমান ব্যবস্থায় পেনশনভোগীর মৃত্যুর পর নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত নমিনিকে পেনশন দেওয়ার নিয়ম থাকলেও এবার সেই সুবিধার পরিধি বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। নতুন প্রস্তাবে পেনশনভোগীর মৃত্যুর পর তার স্বামী বা স্ত্রী আজীবন মাসিক পেনশন পাওয়ার সুযোগ পাবেন। একই সঙ্গে পেনশন পাওয়ার বয়স ৬০ বছর থেকে কমিয়ে ৫৫ বছর করা, স্বাস্থ্যবীমা চালু, বিশেষ পরিস্থিতিতে জমা অর্থ ফেরত নেওয়া এবং চাঁদার বিপরীতে ঋণ সুবিধা কার্যকর করার মতো উদ্যোগও সামনে আসছে।

সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাকে সাধারণ মানুষের কাছে আরও আকর্ষণীয় ও বাস্তবসম্মত করতে এসব প্রস্তাব নিয়ে কাজ করছে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ। আজ (১৭ সেপ্টেম্বর) অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের পরিচালনা পর্ষদের সভা হওয়ার কথা রয়েছে। সভায় সংস্কার প্রস্তাবগুলো নিয়ে আলোচনা ও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত হতে পারে। অর্থমন্ত্রী পদাধিকারবলে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, চালুর পর তিন বছর পার হলেও সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থায় যে হারে মানুষ যুক্ত হওয়ার কথা ছিল, বাস্তবে সে গতি দেখা যায়নি। ফলে বিদ্যমান কাঠামোর সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে গ্রাহকদের জন্য নতুন সুবিধা যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক নিরাপত্তা, পরিবারের সুরক্ষা এবং জরুরি প্রয়োজনে জমা অর্থ ব্যবহারের সুযোগকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

মৃত্যুর পরও পরিবারের সুরক্ষা : বর্তমানে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার একজন গ্রাহক ৬০ বছর বয়সে পৌঁছানোর পর মাসিক পেনশন পেতে শুরু করেন। পেনশন গ্রহণের সময় গ্রাহকের মৃত্যু হলে তার নমিনি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ওই পেনশনের সমপরিমাণ অর্থ পাওয়ার সুযোগ পান। বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী, পেনশনভোগীর মৃত্যুর পর নমিনি গ্রাহকের ৭৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত মাসিক পেনশন পান। এই ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতেই এবার পেনশনভোগী মারা যাওয়ার পর তার জীবিত স্বামী বা স্ত্রীকে আজীবন পেনশন দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

সরকারি চাকরিজীবীদের পেনশন ব্যবস্থায় পেনশনভোগীর মৃত্যুর পর তার স্বামী বা স্ত্রীর আজীবন পেনশন পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। সেই ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সর্বজনীন পেনশনেও একই ধরনের সুবিধা দেওয়ার চিন্তা করা হচ্ছে। জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান মো. সুলতুজ্জামান জানিয়েছেন, জনসাধারণের আগ্রহ বাড়াতে বেশ কিছু সংস্কার প্রস্তাব পরিচালনা পর্ষদের সভায় উপস্থাপন করা হবে। এর মধ্যে পেনশনারের মৃত্যুর পর তার স্বামী বা স্ত্রীকে আজীবন পেনশন দেওয়ার বিষয়টি রয়েছে।

৫৫ বছরেই হতে পারে পেনশন প্রাপ্তি : সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন প্রস্তাব হলো পেনশন প্রাপ্তির বয়স কমানো। বর্তমানে ৬০ বছর বয়সে মাসিক পেনশন পাওয়ার নিয়ম থাকলেও তা কমিয়ে ৫৫ বছর করার প্রস্তাব বিবেচনায় রয়েছে।

তবে বয়স কমানোর প্রস্তাবের সঙ্গে চাঁদার পরিমাণ, পেনশনের পরিমাণ এবং তহবিলের দীর্ঘমেয়াদি সক্ষমতার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। কারণ একই পরিমাণ অর্থ যদি কম সময়ের মধ্যে পেনশন হিসেবে বিতরণ করা হয়, তা হলে তহবিল ব্যবস্থাপনায় অতিরিক্ত চাপ তৈরি হতে পারে। ফলে প্রস্তাবটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আর্থিক হিসাব-নিকাশ ও বিধিবিধানের বিষয়গুলোও বিবেচনায় নিতে হবে।

তিন বছরেও নেই প্রত্যাশিত সাড়া : বর্তমানে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মানুষের অংশগ্রহণ বাড়ানো। ইতিমধ্যে তিন বছর পার হলেও চারটি স্কিমে নিবন্ধনের হার প্রত্যাশার তুলনায় কম। এসব স্কিমে এখন পর্যন্ত ৩ লাখ ৭৯ হাজার ৯২০ জন নিবন্ধিত হয়েছেন, আর জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ২৮৮ কোটি ৫২ লাখ টাকা।

নিবন্ধনের বড় অংশই এসেছে 'সমতা' স্কিম থেকে, যা দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের জন্য। এ স্কিমে এখন পর্যন্ত ২ লাখ ৮৭ হাজার ২২৪ জন যুক্ত হয়েছেন। তাদের জমার পরিমাণ ৫৬ কোটি ৮৫ লাখ টাকা।

অন্যদিকে প্রবাসীদের জন্য চালু করা 'প্রবাস' স্কিমে অংশগ্রহণ সবচেয়ে কম। এখন পর্যন্ত মাত্র ১ হাজার ১৭১ জন প্রবাসী এই স্কিমে নিবন্ধিত হয়েছেন। এই স্কিমে মোট জমা হয়েছে ১১ কোটি ৮৭ লাখ টাকা।

দেশের বিপুল সংখ্যক কর্মজীবী মানুষ ও প্রবাসীর তুলনায় এই সংখ্যা এখনও সীমিত। ফলে নতুন সুবিধা যুক্ত করে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাকে মানুষের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা করছে কর্তৃপক্ষ।

জমা অর্থের বিপরীতে ঋণ সুবিধা : সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থায় গ্রাহকের জরুরি আর্থিক প্রয়োজনের বিষয়টিও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। আইনে বিশেষ প্রয়োজনে গ্রাহকের জমা অর্থের একটি অংশ ঋণ হিসেবে নেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। এই ঋণের বিপরীতে যে সুদ প্রযোজ্য হবে, সেটিও গ্রাহকের হিসাবেই জমা হওয়ার কথা। কিন্তু আইনগত সুযোগ থাকার পরও এখন পর্যন্ত এই ঋণ সুবিধা বাস্তবে চালু হয়নি।

নতুন সংস্কারের অংশ হিসেবে এবার এই সুবিধা কার্যকর করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এটি চালু হলে দীর্ঘমেয়াদি পেনশন সঞ্চয়কে একেবারে অচল বা স্পর্শ-অযোগ্য অর্থ হিসেবে না দেখে জরুরি প্রয়োজনে সীমিত পরিসরে ব্যবহার করার সুযোগ তৈরি হতে পারে। তবে কত শতাংশ অর্থ ঋণ হিসেবে নেওয়া যাবে, কী হারে সুদ দিতে হবে এবং কীভাবে ঋণ পরিশোধ করা হবে– এসব বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন।

THE BUSINESS STANDARD THURSDAY 17.09.2026

RETHINKING BANGLADESH'S GROWTH STORY

Labour market challenges and the future of work



Farzana Munshi
Academic

Despite decades of economic growth and improvements in human development, Bangladesh continues to struggle to create enough productive and formal jobs, leaving much of its workforce in informal employment and limiting the gains from its demographic dividend

Bangladesh's development story presents a striking paradox: steady economic growth has not been translated into equally strong labour market outcomes.

Persistent skills shortages, widespread informal employment, child labour, and rising underemployment point to a disconnect between economic growth and the creation of productive and decent jobs.

These challenges also raise concerns about the country's preparedness for the future of work and its ability to translate economic progress into inclusive and sustainable development.

The broader development record has nevertheless been remarkable. Since the early 1990s, the economy has grown by an average of about 5.6% annually, alongside substantial reductions in poverty and improvements in human capital and living standards. Between 2010 and 2022, extreme poverty fell from 12.2% to 5.6% and moderate poverty from 37.1% to 18.7%.

Health and education outcomes also improved considerably, with life expectancy rising from 62.05 to 74.27 years, infant mortality declining from 59.8 to 24.4 per 1,000 live births, and primary and lower-secondary completion rates reaching nearly 97% and 76.53%, respectively. This progress has coincided with a favourable demographic transition.

In 2023, Bangladesh had a population of 171.7 million, of whom 120.62 million were of working age. The working-age population is projected to reach nearly 70% of the total population by 2030, after which the dependency ratio is expected to rise. Bangladesh therefore has a narrowing window to realise its demographic dividend.

Several labour market challenges constrain Bangladesh's ability to capitalise on this demographic potential. In 2023, nearly 39% of the working-age population remains outside the labour force. Female labour force participation was only 41.55%, compared with 80.67% for men. Youth unemployment has averaged around 8% over the past decade, while 18.9% of young people are not in education, employment or training.

Significant gender and spatial disparities also persist; male youth unemployment is more than twice the female rate, while rural youth unemployment is more than twice the urban rate. Together with weak migration governance, rising child labour, and limited preparedness for the Fourth Industrial Revolution (4IR), these patterns indicate substantial underutilization of Bangladesh's human resources. Unless addressed, they could increase the risk of Bangladesh falling into a middle-income-country trap.

These labour market outcomes reflect both demand- and supply-side constraints. On the demand side, structural transformation has not generated sufficient productive and formal employment, contrary to the conventional expectation that workers gradually shift from low-productivity agriculture to higher-productivity industry and services.

Although agriculture's share of GDP fell from 30.5% in 1990 to 11.2% in 2024, the sector still accounted for 44.42% of total employment. More than 70% of the population and about 87% of the rural population depend directly or indirectly on agriculture for their livelihoods.

Meanwhile, formal employment increased only marginally in services and declined in industry, while informal employment accounted for 84.1% of total employment in 2023. This suggests that structural transformation has not been accompanied by a corresponding transition towards formal and high-productivity employment.

This pattern is particularly striking for women. Contrary to the prediction of the feminisation U hypothesis (a country's female labour force participation follows a U-shaped curve as its economy develops), structural transformation in Bangladesh has increasingly shifted female employment towards agriculture rather than industry and services. Between 2013 and 2023, female agricultural employment grew by an average of 3.9% annually, while female employment declined annually by 6.3% in industry and 2.5% in services.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Labour market challenges

Women now constitute nearly 75% of agricultural employment, but only 8.86% of industrial and about 17% of service-sector employment. Female self-employment also increased more than fivefold over the decade, while male self-employment declined. This growing feminisation of agriculture and self-employment partly reflects limited formal opportunities, alongside skill mismatches, child and elder care responsibilities, workplace discrimination, inadequate transportation, and persistent social norms.

CONTINUED FROM PAGE 15

On the supply side, the mismatch between education, skills and labour demand compounds these structural weaknesses. More education does not necessarily improve employment prospects in Bangladesh. In 2023, unemployment was highest among tertiary graduates (13.11%) and lowest among those with primary or no education (2.61%), with the disparity particularly pronounced among women.

The simultaneous rise in graduate unemployment and decline in unemployment among the least educated points to an education-employment paradox: education expansion has not been matched by either sufficient skilled-job creation or the development of market-relevant skills.

The RMG sector illustrates this paradox. Bangladesh's largest manufacturing industry and leading source of export earnings continues to rely heavily on low-skilled workers while facing shortages in mid-level managerial and technical skills. Similar skill constraints could weaken the competitiveness of international migration, the country's second-largest source of foreign exchange earnings. With around 2.4 million new entrants joining the workforce each year, aligning skills with labour-market demand is becoming increasingly urgent.

This skill mismatch has roots throughout the education system. MICS 2019 found that more than half of surveyed children aged 7-14 lacked basic reading and related foundational skills, and inadequate facilities further weaken job readiness. These supply-side weaknesses are reinforced by demand-side constraints, including slow formal job creation and limited employer investment in training and apprenticeships.

Access to such opportunities is particularly limited for women and economically disadvantaged groups. Addressing the mismatch therefore required improving the quality and labour-market relevance of education rather than simply expanding access.

Stronger foundational learning and cognitive development at primary and secondary levels must be complemented by tertiary education that develops technical, higher-order cognitive and sociobehavioural skills. Preparing workers for the future of work requires an integrated approach linking education, skills development, employer demands, and changing patterns of labour demand.

Bangladesh's central labour market challenge is therefore not simply creating more jobs, but creating productive, formal, inclusive, and future-ready employment. Greater coherence between education and skills policies, labour market institutions, migration governance, social policies, and the country's broader development strategy will be essential to translate Bangladesh's economic progress and demographic dividend into sustainable and inclusive development.

FARZANA MUNSHI IS PROFESSOR OF ECONOMICS AT BRAC UNIVERSITY, BANGLADESH, AND PROFESSORIAL RESEARCH FELLOW AT THE GLOBAL DEVELOPMENT INSTITUTE (GDI), UNIVERSITY OF MANCHESTER.

Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily reflect the opinions and views of The Business Standard.

দেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬

জ্বালানিসংকটে কোনো পোশাক কারখানা বন্ধ হয়নি

নিজস্ব প্রতিবেদক

দুই মাস ধরে তীব্র জ্বালানি সংকটে পোশাক কারখানাগুলোর উৎপাদন ব্যাহত হলেও এখন পর্যন্ত দেশের কোনো তৈরি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়নি বলে জানিয়েছেন বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান।

গতকাল রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমইএ কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। বাটেক্সপো আয়োজন, নতুন বাজার ও ক্রেতা অনুসন্ধান এবং পোশাকশিল্পের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি তুলে ধরতে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। মাহমুদ হাসান খান বলেন, 'হঠাৎ কোনো অভিঘাতে কোনো কারখানা বন্ধ হয়ে যায় না। এতে প্রায় ছয় মাসের মতো সময় লাগে। এখানে ক্রয়াদেশ থাকে, শ্রমিকের বেতনের বিষয় থাকে। তাই দুই মাসের জ্বালানি সংকটে কোনো কারখানা বন্ধ হয়নি। এর প্রভাব দেখতে আরও সময় লাগবে।'

তিনি বলেন, কোনো কারখানা আগের বছরের কোনো অভিঘাতের কারণে বন্ধ হয়ে থাকলে সেটিকে বর্তমান সংকটের ফল হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। শিল্পে কারখানা বন্ধ হওয়া ও নতুন কারখানা চালু হওয়া নিয়মিত প্রক্রিয়া।

গ্যাস পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি

বিজিএমইএ সভাপতি জানান, গত সাত দিনের তুলনায় বর্তমানে পোশাক কারখানাগুলোয় গ্যাস সরবরাহ পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তবে শিল্পে স্থিতিশীল জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন।

এজন্য আরও দুটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের পাশাপাশি স্থলভিত্তিক এলএনজি সংরক্ষণাগার নির্মাণের দাবি জানান তিনি। পাশাপাশি তেলভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়িয়ে গ্যাসের ব্যবহার কমিয়ে সেই গ্যাস শিল্পকারখানায় সরবরাহের প্রস্তাব দেন।

তিন বছর বড় প্রবৃদ্ধি নেই

চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম দুই মাস জুলাই-আগস্টে দেশের সামগ্রিক রপ্তানি ৫ দশমিক ১২ শতাংশ বেড়েছে বলে জানান মাহমুদ হাসান খান। তবে আগস্টে গত বছরের রপ্তানি তুলনামূলক কম থাকায় এবার প্রবৃদ্ধির হার বেশি দেখা যাচ্ছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর মতে, গত তিন বছরে পোশাক ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি হয়নি। বরং উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা কমে যাওয়া, মূল্যস্ফীতি, যুদ্ধ, জাহাজ চলাচল ও সরবরাহব্যবস্থার অনিশ্চয়তা খাতটির জন্য নতুন চাপ তৈরি করেছে।

এক যুগ পর বাটেক্সপো

এক যুগের বেশি সময় পর আগামী ১৮ ও ১৯ নভেম্বর ঢাকার বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে বাটেক্সপো আয়োজন করবে বিজিএমইএ। নতুন ক্রেতা ও বাজার খোঁজার পাশাপাশি উচ্চমূল্যের পোশাক, প্রযুক্তি ও পরিবেশবান্ধব উৎপাদনে বাংলাদেশের সক্ষমতা তুলে ধরা হবে। আয়োজনে থাকবে গ্লোবাল অ্যাপারেল এক্সপো, গ্লোবাল অ্যাপারেল সামিট, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও উদ্ভাবন হাব, টেকসই ও চক্রাকার অর্থনীতির প্রদর্শনী, টেকসই নেতৃত্ব পুরস্কার ও ফ্যাশন রানওয়ে। মাহমুদ হাসান খান বলেন, বর্তমানে বিশ্বের ১৬৭টি দেশে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি হচ্ছে। প্রচলিত বাজারের নির্ভরতা কমিয়ে নতুন বাজারে প্রবেশের পাশাপাশি উচ্চমূল্যের পণ্য রপ্তানি বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জাপানের বাজারে অংশীদারি বাড়াতে 'জাপান মার্কেট স্ট্র্যাটেজি কমিটি' কাজ করছে। ২৩ সেপ্টেম্বর বিজিএমইএ-জাপান ডেস্ক চালু হবে।

BGMEA

বিজিএমইএর সংবাদ সম্মেলন

এক যুগ পর বাটেক্সপো

NEWAGE
THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2026, ASHWIN

85pc informal workers fuel child labour: Anu

JU Correspondent
Savar

EMINENT economist Professor Anu Muhammad on Wednesday said that around 85 per cent of Bangladesh's workers were employed in the informal sector, which contributed to the recurring cycle of child labour.

'The fundamental problem is linked to our national development model and social structure,' he said, adding that inadequate income and employment security among parents often forced them to send their children into risky work.

He was speaking at a discussion titled 'Familiar Faces, Unfamiliar Context' on child labour, its impact on children and the economy, and possible ways to eliminate the problem at Jahangirnagar University.

The discussion was held at the seminar room of the Zahir Raihan Auditorium at around 3:30pm, with AM Habib Ousman, a fourth-year student of fine arts department, moderating the event.

Anu Muhammad said that children should be playing, studying and exploring new possibilities in life, but many were instead forced to work hard simply to survive.

He said that child labourers at JU and elsewhere were living and working in uncertain and unsafe conditions in cafeterias and dining halls.

A movement in the 1980s to secure employment for child and adolescent workers had succeeded, but child labour continued to re-emerge due to the existing economic and social system, he said.

Although child labour involving people below 18 is prohibited under international standards and national law, legislation alone cannot solve the problem, Professor Anu said.

'No child comes to work out of choice or for pleasure,' he said.

PRAYER TIMES

Rabi-us-Sani 5, 1448 Hijri	
Fajr	04:29am
Zuhr	11:58am
Asr	04:21pm
Maghrib	06:09pm
Isha	07:23pm

Source: Islamic Foundation

SUNRISE	5:44am
SUNSET	6:01pm

সমকাল
শুক্রবার | ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬

উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে কারখানা বন্ধ হয়নি

জ্বালানি সংকট প্রসঙ্গে বিজিএমইএ

■ সমকাল প্রতিবেদক

গত প্রায় দুই মাসে তীব্র জ্বালানি সংকটে পোশাক কারখানা বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার করেছে। গ্যাস-বিদ্যুতের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ না থাকায় উৎপাদন কার্যক্রমে কর্মঘণ্টা বেশি লেগেছে। এতে বেড়েছে উৎপাদন ব্যয়। তবে এই সংকটের কারণে কোনো কারখানা বন্ধ হয়নি। অবশ্য জ্বালানি সংকটের স্থায়ী সমাধান না হলে আগামীতে কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেছেন তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান। পোশাক খাতের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের পথনকশা তুলে ধরতে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমইএ কার্যালয়ে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে সংগঠনের পরিচালনা বোর্ডের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পোশাক শিল্পে জ্বালানি সংকট ও এর অভিঘাতে কারখানা বন্ধ হয়েছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, হঠাৎ কোনো অভিঘাত এলেই কারখানা বন্ধ হয়ে যায় না। কয়েক মাস পর অভিঘাতটা বোঝা যায়। আবার কোনো কারখানা বন্ধ হলে সেটার জন্য জ্বালানি সংকট দায়ী নাও হতে পারে। কারণ কারখানা বন্ধ হওয়া ও নতুন কারখানা চালু হওয়া নিয়মিত ঘটনা। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, এক সময় বিজিএমইএর সদস্য কারখানার সংখ্যা ছিল ৭ হাজার। এখন তা ৩ হাজারেরও কম। কারখানা বন্ধ হওয়ার পেছনে ব্র্যান্ড-ক্রেতাদের দেওয়া রপ্তানি আদেশ, শ্রমিকদের বেতন পরিশোধের সক্ষমতার বিষয় জড়িত। তিনি বলেন, জ্বালানি সংকটে কোনো কারখানা বন্ধ না হলেও বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারের কারণে উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে।

তিনি বলেন, জ্বালানি সংকটের স্থায়ী সমাধানে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন। অন্তত আরও দুটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের পাশাপাশি স্থলভিত্তিক এলএনজি সংরক্ষণাগার নির্মাণ করা দরকার। এ ছাড়া তেলভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়িয়ে গ্যাস সাশ্রয় করে তা কারখানায় সরবরাহের প্রস্তাব দেন মাহমুদ হাসান খান।

শিল্পের বর্তমান চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গে বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, গত তিন বছরে পোশাক ব্যবসায় বড় ধরনের প্রবৃদ্ধি হয়নি। এর মধ্যে উৎপাদন খরচ বেড়েছে। বড় আমদানিকারক দেশে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি, যুদ্ধ, জাহাজ চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থার অনিশ্চয়তা পোশাক শিল্পের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। আমদানি-রপ্তানি পর্যায়ে কাস্টমস-বন্ডে হয়রানি হয়। এ কারণে ব্যবসার খরচ ও পণ্য সরবরাহে সময় বেড়ে যায়। কাস্টমসের হয়রানি থেকে এখনও পুরোপুরি উত্তরণ হয়নি। তবে প্রক্রিয়া চলছে। অনেক কার্যক্রম ডিজিটাল করা হচ্ছে। ব্যবসা পরিচালনা প্রক্রিয়া এখন বেশ জটিল। এখনও ২১টি পৃথক লাইসেন্স নিতে হয় উদ্যোক্তাদের। এ রকম জটিল প্রক্রিয়ার কারণে উদ্যোক্তাদের মধ্যে ভীতি রয়েছে। এ কারণে দেশে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) যথেষ্ট বাড়ছে না।

বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জ্বালানির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ, ঋণ পেতে ব্যাংকের উচ্চ হারের সুদ কমিয়ে আনা, ব্যবসা পরিচালনা ব্যয় কমিয়ে আনা, বন্ড অডিটের জন্য দেশের পেশাদার নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অন্তর্ভুক্ত করে স্থায়ী নীতিমালা করার প্রস্তাব দিয়েছে বিজিএমইএ। একই সঙ্গে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আমদানি করা পণ্যের জন্য নিরাপদ ও আধুনিক স্থায়ী কার্গো শেড নির্মাণের দাবি জানানো হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে।

১৩ বছর পর বাটেক্সপো

তৈরি পোশাকের ব্র্যান্ড ইমেজ বাড়াতে প্রতিবছর বড় আয়োজনে প্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকে বিজিএমইএ। গত ১৩ বছর আয়োজনটি বন্ধ ছিল। এই আয়োজনটি ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আগামী ১৮ নভেম্বর রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে বাটেক্সপো উদ্বোধন করবেন। পরদিন সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, নতুন ক্রেতা ও বাজার খোঁজার উদ্দেশ্যে এই আয়োজন করা হচ্ছে। এ ছাড়া দেশের পোশাকশিল্পের পরিবর্তন, উচ্চমূল্যের পণ্য, প্রযুক্তি ও পরিবেশবান্ধব উৎপাদন সক্ষমতা তুলে ধরা হবে এই আয়োজনে। এবারের বাটেক্সপোতে গ্লোবাল অ্যাপারেল এক্সপো, গ্লোবাল অ্যাপারেল সামিট, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও উদ্ভাবন হাব, টেকসই ও চক্রাকার অর্থনীতির প্রদর্শনী, টেকসই নেতৃত্ব পুরস্কার ও ফ্যাশন রানওয়ের আয়োজন থাকবে।

বিজিএমইএ সভাপতি জানান, নতুন বাজার ও ক্রেতা খোঁজার উদ্যোগের অংশ হিসেবে আগামী ২৮ ও ২৯ অক্টোবর হংকংয়ে বাংলাদেশ অ্যাপারেল রোড শো, হংকং ২০২৬ আয়োজন করা হবে। হংকংয়ে আন্তর্জাতিক ক্রেতা ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে বাংলাদেশের পোশাক প্রস্তুতকারকদের সরাসরি যোগাযোগ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে। বিশেষ করে যেসব ব্র্যান্ড ও ক্রেতা এখনও বাংলাদেশ থেকে পোশাক সংগ্রহ করেন না, তাদের লক্ষ্য করেই রোড শো আয়োজন করা হচ্ছে। জাপানি ব্র্যান্ড ও বাংলাদেশের পোশাক প্রস্তুতকারকদের মধ্যে যোগাযোগ বাড়াতে বিজিএমইএ কার্যালয়ে বিজিএমইএ-জাপান ডেস্ক চালু হচ্ছে।

বণিক বার্তা
রোববার, সেপ্টেম্বর ২০, ২০২৬

দেশের পোশাক শিল্পে শ্রমের মজুরি পর্যালোচনার সময়সীমা নিয়ে দ্বিমত

বিশেষ প্রতিনিধি ■

দেশের পোশাক শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি কাঠামো পর্যালোচনা ও পুনর্নির্ধারণের সময়সীমা নিয়ে আইনগত ব্যাখ্যায় ভিন্নতা দেখা দিয়েছে। সংশোধিত শ্রম আইনে পাঁচ বছরের পরিবর্তে তিন বছর অন্তর মজুরি পর্যালোচনার বিধান নিয়ে মালিক ও শ্রমিক পক্ষের অবস্থানও ভিন্ন। এ অবস্থায় ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে মজুরি বোর্ড পুনর্গঠন, ৩০ নভেম্বরের মধ্যে নতুন নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ ও ডিসেম্বর থেকে তা কার্যকর করার দাবি জানিয়েছে ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিল (আইবিসি)। একই সঙ্গে সংশোধিত আইনের ভিত্তিতে দ্রুত মজুরি বোর্ড গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলছেন শ্রম অধিকারসংশ্লিষ্টরা।

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে এসব বিষয় তুলে ধরা হয়।

লিখিত বক্তব্যে আইবিসির সাধারণ সম্পাদক সালাউদ্দিন স্বপন বলেন, 'পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের সর্বশেষ নিম্নতম মজুরি ২০২৩ সালের নভেম্বরে নির্ধারণ করা হয়। সংশোধিত শ্রম আইন অনুযায়ী তিন বছর পর পুনর্নির্ধারণের বিধান থাকলেও নতুন মজুরি নির্ধারণে এখনো মজুরি বোর্ড পুনর্গঠনের দৃশ্যমান উদ্যোগ নেয়া হয়নি।'

আইবিসি জানায়, ২০০৬ সালে পোশাক শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ছিল ১ হাজার ৬৬২ টাকা ৫০ পয়সা। ২০১০ সালে তা ৩ হাজার, ২০১৩ সালে ৫ হাজার ৩০০, ২০১৮ সালে ৮ হাজার এবং ২০২৩ সালে সাড়ে ১২ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, বাড়ি ভাড়া ও চিকিৎসা ব্যয় বৃদ্ধির কারণে বর্তমান মজুরিতে শ্রমিকদের জীবনযাপন কঠিন হয়ে পড়েছে বলেও দাবি করে সংগঠনটি। সরকারি কর্মচারীদের নতুন বেতন স্কেলের পর শ্রমিকদের সঙ্গে মজুরি বৈষম্য আরো বেড়েছে বলেও সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়। আইবিসি আরো জানায়, ৪ আগস্ট শ্রমমন্ত্রীর কাছে মজুরি বোর্ড পুনর্গঠনের দাবি জানিয়ে চিঠি দেয়া হলেও এখনো কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হয়নি।



৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে মজুরি বোর্ড পুনর্গঠন, নভেম্বরে নতুন নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ ও ডিসেম্বর থেকে তা কার্যকরের দাবি আইবিসির



মজুরি পুনর্নির্ধারণের সময়সীমা নিয়ে ভিন্ন অবস্থান রয়েছে পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ)। ১৭ সেপ্টেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, 'অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে শ্রম আইন সংশোধন করা হয়েছে। ১২৭টি পয়েন্ট নিয়ে ত্রিপক্ষীয় আলোচনা হয়েছে, যেখানে শ্রমিক ফেডারেশন, সরকার ও উদ্যোক্তারা ছিলেন। ১২৭টি পয়েন্টের মধ্যে ১২৪টিতে আমরা একমত হয়েছিলাম। তিনটি পয়েন্ট নিয়ে আমাদের দ্বিমত ছিল। পরবর্তীকালে তৎকালীন সরকার এটার একটা মাঝামাঝি অবস্থানে এসে সেটা সংশোধন করে দিয়েছে।'

তিনি আরো বলেন, 'এ সংশোধনীগুলোর মধ্যে অন্যতম একটা বিষয় ছিল, প্রতি পাঁচ বছর পরপর যে নিম্নতম মজুরি পরিবর্তন হয়, সেটা এখন তিন বছর পর হবে। এ জায়গাটা নিয়ে একটা আইনগত ব্যাখ্যার দ্বিমত আছে। আমরা মনে করি, বিগত যে আইন ছিল, পাঁচ বছর শেষ হওয়ার পর তিন বছরে হিসাব শুরু হবে অর্থাৎ ২০২৮ সালে হবে। কেউ কেউ মনে করেন, যেহেতু ২০২৬ সালে আইন সংশোধন হয়েছে, তাহলে সেখান থেকে তিন বছর পর, অর্থাৎ ২০২৯ সালে এটার রিভিশন হবে। আবার কেউ কেউ মনে করেন— না, এটার রেট্রোস্পেক্টিভ ইফেক্ট হতে হবে অর্থাৎ ২০২৩ সাল থেকেই তিন বছরের জন্য গুনতে হবে।'

বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, 'এটা নিয়ে শ্রম মন্ত্রণালয় কাজ করছে, আমরা ইনফরমাল মিটিং করছি। আমাদের লক্ষ্য, আলোচনার ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান। শিল্পের সক্ষমতা, শ্রমিকের জীবনমান ও এটা নিয়ে যে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা, আমাদের টিকে থাকা এবং আন্তর্জাতিক মূল্য, সবকিছু আলোচনায় আসবে।'

সংশোধিত আইনের ব্যাখ্যায় মালিক পক্ষের অবস্থানের সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশ করেছেন সলিডারিটি সেন্টারের কান্ট্রি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর অ্যাডভোকেট একেএম নাসিম। *বণিক বার্তাকে* তিনি বলেন, 'সংশোধিত আইনের প্রজ্ঞাপন জারির দিন থেকেই তা কার্যকর হয়েছে। তাই আইন সংশোধন মাঝপথে হওয়ায় আগের পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, এ যুক্তির সুযোগ নেই।'

অ্যাডভোকেট নাসিম বলেন, 'সংশোধিত আইনে তিন বছরের মধ্যে মজুরি কাঠামো পর্যালোচনার সুযোগ রাখা হয়েছে। এ পর্যালোচনার দাবি শ্রমিক বা মালিক পক্ষের পক্ষ থেকে আসতে পারে, আবার নাও আসতে পারে। তবে তিন বছর পূর্ণ হওয়ার পর মজুরি পর্যালোচনা করা হবে কিনা, সে বিষয়ে সরকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের বিষয়টি রয়েছে।' তার ভাষ্য অনুযায়ী, পাঁচ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে বলে মালিক পক্ষ যে ব্যাখ্যা দিচ্ছে, সেটি সংশোধিত আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

আইনের ব্যাখ্যা নিয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিআইএলএস) নির্বাহী পরিচালক ও শ্রম সংস্কার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'আইন সংশোধন হওয়ার পর এ নিয়ে দুই ধরনের আইনি ব্যাখ্যার সুযোগ নেই। সংশোধিত ধারায় পাঁচ বছরের বিধানের আর কোনো অস্তিত্ব নেই এবং সংসদ তা অনুমোদন করেছে।'

তিনি আরো বলেন, 'নতুন শ্রম আইন অনুযায়ী মজুরি বোর্ড গঠন করা সরকারের আইনি বাধ্যবাধকতা। বোর্ড গঠন না করলে মালিক ও শ্রমিক পক্ষ উভয়েরই বোর্ড গঠনের দাবি জানানো উচিত। কারণ মজুরি নির্ধারণ শুধু শ্রমিকদের স্বার্থের বিষয় নয়, শিল্প ও মালিক পক্ষের জন্যও একটি নির্ধারিত মজুরি মানদণ্ড জরুরি।'

সমকাল ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ | ৫ আশ্বিন

ঋণের কিস্তিতে বন্দি অভিবাসী নারী

■ শাহেরীন আরাফাত

রাত ১টা পেরিয়েছে। সৌদি আরবের এক বাড়িতে কাজের চাপ এ সময়ে একটু কমে। তখনই ফোন আসে টাঙ্গাইলের এক গ্রামে। সেখানে ভোরের আলো তখনও ফোটেনি। ওপাশে তাসলিমা (ছদ্মনাম)। গলা নামিয়ে কথা বলেন। কাঁদেন। শেষে বলেন, 'দোয়া কইরো, আর কয়টা মাস!'

এই 'আর কয়টা মাস' গড়াতে গড়াতে প্রায় দুই বছর। এর মধ্যে তিনি মার খেয়েছেন। বেতন ঠিকমতো পাননি। পেট ভরে খেতে পাননি। যৌন নির্যাতনের শিকারও হয়েছেন। তবু ফিরছেন না। কেন ফিরছেন না, তা তিনি জানেন। পরিবারও জানে। তাসলিমা সবার বড় সন্তান। বাবা দিনমজুর ছিলেন। এখন শরীর আর চলে না। ভিটেটুকু ছাড়া কোনো জমি নেই। স্থানীয় সংস্থার দুটি কিস্তি আগে থেকেই চলছিল। বিদেশ যাওয়ার আগে তুলেছেন আরও একটি। সঙ্গে ধারও করেছেন। সেসব শোধ হয়নি। খালি হাতে ফিরলে ঋণ তো নামবেই না, উল্টো ঘাড়ে চেপে বসবে। তাই মারধর সয়েও থেকে যাওয়া।

শ্রম আইনের ভাষায় এর নাম ঋণবন্ধন। সোজা বাংলায়, ঋণের দাসত্ব।

যে খরচ থাকার কথা নয়

বাংলাদেশের নারী শ্রমিকের সৌদি আরবে যাওয়ার কথা বিনা খরচে। সব খরচ দেবেন নিয়োগকর্তা। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে সৌদি কর্তৃপক্ষ আঙ্কটাও বেঁধে দিয়েছে। একজন বাংলাদেশি গৃহকর্মী নিতে নিয়োগকর্তা খরচ করেন সর্বোচ্চ ১১ হাজার ৭৫০ রিয়াল, টাকায় পৌনে চার লাখ টাকার কাছাকাছি। ফিলিপাইনের কর্মীর জন্য এই অঙ্ক ১৪ হাজার ৭০০ রিয়াল, শ্রীলঙ্কার কর্মীর জন্য ১৩ হাজার ৮০০। তালিকার নিচের দিকে বাংলাদেশের নারী। সস্তা দামে আনা মানুষের সঙ্গে আচরণও সস্তা হয়।

তবু খালি পকেটে কেউ যেতে পারেন না। কেরানীগঞ্জের শাহিনা দেওয়ান কয়েক বছর প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পে সংগঠক ও স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি বলেন, 'অফিসে কোনো টাকা লাগে না। দালালের (সাব এজেন্ট) কাছে গেলে তার খরচ দেওয়া লাগবে। দালাল ছাড়া গেলে টাকাটা ট্রাভেল অফিসের লোকেরা খাইয়া ফেলে।' মেডিকেল, প্রশিক্ষণ, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, পুলিশ ক্লিয়ারেন্স—প্রতিটি ধাপে টাকা। শাহিনার হিসাবে, '৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা ধইরা রাখেন।'

অঙ্কটা শহরের চোখে হয়তো বড় নয়। কিন্তু যিনি দিচ্ছেন, হাতে টাকা নেই বলে তো তিনি দেশ ছাড়ছেন। বাদাবন সংঘের ২০২৫ সালের সাত জেলার গবেষণা বলছে, বিদেশে যাওয়া নারীর ২৭ দশমিক ৬ শতাংশের কোনো আয়ের উৎস ছিল না। অভিবাসী কর্মী উন্নয়ন প্রোগ্রাম (ওকাপ) আইনি সহায়তা নিতে আসা ১১৪ জন কর্মীর অভিজ্ঞতা ঘেঁটে দেখেছে, সৌদিগামীদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে আইনি সীমার দ্বিগুণ টাকা। সেই টাকা আসে কিস্তি থেকে। ক্ষুদ্রঋণে সুদের সর্বোচ্চ হার ২৪ শতাংশে বাঁধা। ফ্ল্যাট পদ্ধতিতে আসল কমলেও সুদ বসে পুরো আসলের ওপর। তাতে কার্যকর সুদ গিয়ে ঠেকে ৪০ থেকে ৫০ শতাংশে। মহাজনের কাছে গেলে তো কথাই নেই। কেউ গহনা বন্ধক রাখেন, কেউ শেষ জমিটুকু বিক্রি করে দেন। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে নারী অভিবাসীর জন্য আলাদা ঋণ আছে; তবে কাগজে। বাস্তবে ব্যাংক এই নারীদের ঋণ দেয় না। শাহিনা দেওয়ানের নিজের ইউনিয়নে প্রবাসী নারী আছেন ৬০০-এর মতো। জানান, তাদের সবার কিস্তি নেওয়া আছে। সবাই ঋণগ্রস্ত।

চাকরি ফুরায়, ঋণ ফুরায় না

রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) গবেষণা বলছে, অভিবাসী নারীরা আয়ের ৯০ শতাংশই দেশে পাঠান। পুরুষ পাঠান অর্ধেক। সেই টাকার প্রথম ভাগ যায় কিস্তিতে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাবে বিদেশ যাওয়ার খরচ উঠতে গড়ে ১৭ মাসের বেশি লাগে। অথচ ওকাপের গবেষণায় প্রকাশিত তথ্যমতে, ৩৬ শতাংশ কর্মী তিন মাসের মধ্যে ফিরতে বাধ্য হয়েছেন। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) জরিপে ২৩ শতাংশ নারী বছর না ঘুরতেই ফিরেছেন।

চুক্তিপত্রের ছবিটা আরও করুণ। ওকাপের সে গবেষণায় একজন নারীও দেশ ছাড়ার আগে চাকরির চুক্তিপত্র হাতে পাননি। কাগজ না থাকলে কম বেতনের প্রতিবাদ চলে না। দেশে ফিরে ক্ষতিপূরণ চাওয়ার ভিত্তিও থাকে না। থেকে যায় শুধু ঋণ।

হিসাব কষা নীরবতা

ঋণের সবচেয়ে নিষ্ঠুর কাজ মানুষের মুখ বন্ধ করে দেওয়া। তাসলিমার নীরবতা ভয়ের নয়, হিসাবের। মুখ খুললে চাকরি যাবে। চাকরি গেলে ফিরতে হবে। ফিরলে কিস্তির লোক দরজায় দাঁড়াবে। এই অঙ্ক তাঁকে কেউ শেখায়নি। জীবন শিখিয়েছে। এ নীরবতা কাফালা ব্যবস্থাকে পাহারা দেয়। এখানে কর্মীর আইনি অস্তিত্ব বাঁধা থাকে একজন মালিকের সঙ্গে। মালিক না চাইলে কাজ বদলানো যায় না, দেশে ফেরাও কঠিন। পাসপোর্ট থাকে মালিকের হাতে। ঘরের ভেতরের কাজ, তাই সহকর্মী নেই, সাক্ষীও নেই। বাংলাদেশ নারী শ্রমিক কেন্দ্রের (বিএনএসকে) পরিচালক এস কে মজিবুল হক জানান, অধিকাংশ নারীকে দিনে ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা খাটতে হয়। ফিলিপাইনের নারীরা এর প্রতিবাদ করেন। বাংলাদেশের নারীরা পারেন না। কেন পারেন না, সে ব্যাখ্যা আর লাগে না। যার মাথায় কিস্তি, প্রতিবাদ তাঁর গলায় এসে আটকে যায়।

ফেরা মানে মুক্তি নয়

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নিজ গ্রামে সালমা (ছদ্মনাম) ফিরেছেন গত বছর। যৌতুক দিতে না পারায় সংসার ভেঙেছিল। মেয়েকে নিয়ে মায়ের কাছে ফিরে চলছিলেন কিস্তি নেওয়া টাকায়। তারপর আবার কিস্তি তুলে সৌদি আরব। তিন বছর কাটিয়েছেন তাসলিমার মতো দুর্বিষহ অবস্থায়। সে কথা মুখে আনতে চান না। কারণ জানতে চাইলে বলেন পরিবার আর সমাজের কথা। সমাজের চেহারাটা বিলসের জরিপে ধরা পড়ে। চট্টগ্রাম, যশোর আর ফরিদপুরের ৩২৩ জন ফেরত আসা নারীর ৩৮ শতাংশকে সমাজ দেখে 'চরিত্রহীন' হিসেবে। ওই গবেষণায় এক অভিবাসী নারীর কথা বলা হয়, যিনি জর্ডানে বন্দিদশা থেকে বাঁচতে তিনতলার ছাদ থেকে পাশের ভবনে লাফ দিয়েছিলেন। পা ভেঙে, স্থায়ী প্রতিবন্ধিতা নিয়ে দেশে ফেরেন। স্বামী তাঁকে ঘরে তোলেননি। বলেছেন, 'অন্য কোনো মেয়ে হলে লজ্জায় মরে যেত, তুই কেন বেঁচে আছিস?' এই অপমানের নিচে চাপা পড়ে থাকে টাকার হিসাব। বিলসের জরিপে ৬১ শতাংশ নারী এখনও ঋণ টানছেন। ৬০ শতাংশ বেকার। ৭৫ শতাংশের কোনো সঞ্চয় নেই। প্রতি তিনজনে একজনের অবস্থা বিদেশ যাওয়ার আগের চেয়েও খারাপ। ৫৫ শতাংশ শরীরে অসুখ নিয়ে ফিরেছেন। চিকিৎসায় টাকা লাগে। টাকা নেই। তাই আবার ঋণ। চাকাটা ঘোরে একই বৃত্তে।

রাষ্ট্রের খাতায় ফাঁকা ঘর

২০২৫-২৬ অর্থবছরে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে রেকর্ড ৩ হাজার ৫৫৬ কোটি ডলার। এই টাকায় রিজার্ভ ভরে, বাজেটের খাতা মেলে। অথচ কতজন নারী ফিরলেন, কী নিয়ে ফিরলেন, সেই হিসাব রাষ্ট্রের কাছে নেই। ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের তথ্য বলছে, আট বছরে (২০১৬-২০২৩) লাশ হয়ে ফিরেছেন ৭৯৯ জন নারী। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিদেশের মিশনগুলো আইনি সহায়তা দিয়েছে ৩৯৫ জন কর্মীকে। তাদের মধ্যে নারী মাত্র ১১ জন। পুরো মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশের সেফ হোম মোটে চারটি।

ফলটাও চোখে পড়ছে। বিএমইটি'র তথ্যমতে, ২০২২ সালে বিদেশে গিয়েছিলেন এক লাখ পাঁচ হাজার ৪৬৬ জন নারী। ২০২৫ সালে ৬২ হাজার ৩১৭ জন। তিন বছরে কমেছে প্রায় ৪১ শতাংশ। চলতি বছরের প্রথম আট মাসে সংখ্যাটা কিছুটা বেড়েছে। কিন্তু ৯০ শতাংশের বেশি নারী গেছেন সেই দুই দেশেই—সৌদি আরব আর জর্ডানে; যেখানে নিপীড়ন সবচেয়ে বেশি।

ব্র্যাকের মো. হারুন-অর-রশীদ মনে করিয়ে দেন, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন দরকার হলে কর্মী পাঠানো বন্ধ করে নাগরিকের সুরক্ষা আদায় করেছে। বাংলাদেশ সেখানে পৌঁছাতে পারেনি।

চক্রটা ভাঙা যায়

সমস্যা জটিল, কিন্তু সমাধান অসম্ভব নয়। প্রথম কাজ শূন্য খরচের নিয়মকে কাগজ থেকে বাস্তবে পরিণত করা। বহির্গমন ছাড়পত্র দেওয়ার সময় প্রত্যেক নারীকে আলাদা করে জিজ্ঞেস করতে হবে, কাউকে টাকা দিয়েছেন কিনা। উত্তর লিখে রাখতে হবে। মেডিকেল থেকে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স, সব খরচ মেটাবে এজেন্সি নিজে। টাকা নেওয়ার প্রমাণ মিললে লাইসেন্স স্থগিত, জামানত থেকে সেই টাকা ফেরত। দ্বিতীয়ত, বাংলায় লেখা চুক্তিপত্র যাত্রার অন্তত দুই সপ্তাহ আগে হাতে না দিয়ে কাউকে পাঠানো যাবে না। তৃতীয়ত, গ্রামের দালালকে আইনের আওতায় আনতে হবে। সাব-এজেন্ট নিবন্ধনের বিধান হয়েছে, প্রয়োগ হয়নি। চতুর্থত, জোর করে ফেরত পাঠানো নারীদের ঋণ বা কিস্তি পুনঃতপশিল ও সুদ মওকুফের জন্য মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি নির্দেশনা দিতে পারে। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ঋণ যেন এই নারীদের হাতে পৌঁছায়, সে জন্য জামানতের শর্ত শিথিল করা দরকার।

পঞ্চমত, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সৌদি আরবে গৃহকর্মীর বেতন ব্যাংক বা ডিজিটাল ওয়ালেটে দেওয়া বাধ্যতামূলক। দূতাবাস এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারে। বেতন না ঢুকলে সেটিই হবে অভিযোগের কাগুজে প্রমাণ। ফেরত পাঠানোর আগে নারীর লিখিত অভিযোগ নিতে হবে, বকেয়া বেতন আদায় করতে হবে। বারবার অভিযোগ ওঠা নিয়োগকর্তাদের কালো তালিকায় তুলে সেখানে নারী কর্মীদের পাঠানো বন্ধ করতে হবে। ফেরার মুহূর্তে বিমানবন্দরে নাম, জেলা, গন্তব্য, বেতন আর ঋণের তথ্য নথিভুক্ত হলে পুনর্বাসন আর অনুমানে চলবে না।

সর্বোপরি, সমাজের চোখটা বদলাতে হবে আর সেই কাজ রাষ্ট্রকে শুরু করতে হবে। রাষ্ট্র যদি শ্রমিকদের সম্মান দেয়, তাহলে সমাজও তা অনুসরণ করবে। যে নারী ঘাম বেচে রেমিট্যান্স পাঠান, তাঁকে ফেরার পর চরিত্রহীন বলা হলে সেটি শুধু তাঁর অপমান নয়; ওই অপমানই পরের মেয়েটিকে মুখ বন্ধ রাখতে শেখায়। ❖

বিদেশে যাওয়ার আগে নারী কর্মীকে কেবল সাধারণ ধারণা দিলে চলবে না; গন্তব্য দেশের ভাষা, সুনির্দিষ্ট কাজের দক্ষতা এবং সেখানকার শ্রম আইন ও অধিকার সম্পর্কে তাদের নিবিড় প্রশিক্ষণ দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। যথাযথ দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে আমাদের নারীদের গৃহকর্মের বেড়াজাল থেকে বের করে নার্সিং, কেয়ারগিভিং (পরিচর্যা), এমনকি ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের মতো প্রাতিষ্ঠানিক পেশায় যুক্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে। দূতাবাস ও রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর সহায়তায় যদি এমন কোনো ব্যবস্থা করা যায়; যেখানে নারী কর্মীরা দিনে কাজ শেষে রাতে আলাদা কোনো সুরক্ষিত হোস্টেল বা সেইফ হোমে অবস্থান করবেন, তবে তাদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে কমে আসবে।

— আসিফ মুনীর
অভিবাসন বিশেষজ্ঞ

কালের কণ্ঠ
রবিবার। ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬

মজুরি বোর্ড পুনর্গঠনের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

পোশাক শ্রমিকদের নতুন ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে মজুরি বোর্ড পুনর্গঠনের দাবি জানিয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বাংলাদেশ কাউন্সিল (আইবিসি)। সংগঠনটি বলেছে, নভেম্বরের মধ্যে নতুন ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করে ডিসেম্বর থেকে তা কার্যকর করতে হবে।

গতকাল শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়। সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন আইবিসির সাধারণ সম্পাদক সালাউদ্দিন স্বপন। উপস্থিত ছিলেন আইবিসির সভাপতি মীর আবুল কালাম আজাদ, জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি আমিরুল হক আমিন, সহসভাপতি চায়না রহমান প্রমুখ।

সম্মেলনে বলা হয়, পোশাক শ্রমিকদের সর্বশেষ ন্যূনতম

আইবিসির সংবাদ সম্মেলন

মজুরি ২০২৩ সালের নভেম্বরে ১২ হাজার ৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। পরে শ্রম আইন সংশোধনের মাধ্যমে মজুরি পুনর্নির্ধারণের সময়সীমা পাঁচ বছর থেকে কমিয়ে তিন বছর করা হয়েছে। ফলে নতুন মজুরি নির্ধারণের সময় ঘনিয়ে এলেও এখনো মজুরি বোর্ড পুনর্গঠনের দৃশ্যমান উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। অথচ মজুরি বোর্ড গঠনের পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নতুন মজুরি কাঠামোর প্রস্তাব সরকারের কাছে দেওয়ার কথা। কিন্তু বোর্ড পুনর্গঠনে বিলম্ব হলে পুরো প্রক্রিয়াই পিছিয়ে যেতে পারে। গত ৪ আগস্ট শ্রমমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়ে দ্রুত মজুরি বোর্ড পুনর্গঠনের দাবি জানানো হয়েছিল। তবে এখনো এ বিষয়ে কার্যকর কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি।

আইবিসির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০০৬ সালে পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ছিল এক হাজার ৬৬২ টাকা ৫০ পয়সা। ২০১০ সালে তা বাড়িয়ে তিন হাজার টাকা, ২০১৩ সালে পাঁচ হাজার ৩০০ টাকা, ২০১৮ সালে আট হাজার টাকা এবং ২০২৩ সালে ১২ হাজার ৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। মজুরি না বাড়লেও একই সময়ে বাড়িভাড়া, চিকিৎসা ব্যয় ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়েছে। ফলে বর্তমান মজুরি দিয়ে শ্রমিকদের জীবনযাপন কঠিন হয়ে পড়েছে।

সম্মেলনে জানানো হয়, পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি কত হওয়া উচিত, তা নিয়ে আইবিসির একটি দল পর্যালোচনা করছে।

মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ৭ আশ্বিন ১৪৩৩ দেশ রূপান্তর www.deshrupantor.c

পোশাক খাতের কাঁচামাল আমদানিতে বিশেষ ছাড়

জুনায়েদ হোসাইন

আমদানি নীতি আদেশ অধিকতর সংশোধন

- কৃত্রিম তন্তুর কাঁচামাল আমদানিতে স্বস্তি
- অনলাইনে বীমা পলিসি দাখিল বাধ্যতামূলক
- অর্থ পরিশোধের সুবিধা ও ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি
- বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের লবণ আমদানির নতুন নিয়ম



দেশের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করা এবং পোশাক খাতের রপ্তানি বাণিজ্যকে আরও গতিশীল করতে 'আমদানি নীতি আদেশ, ২০২৬-২০২৯'-এ গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু সংশোধন এনেছে সরকার। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আমদানি ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য-১ শাখা থেকে গত ২০ সেপ্টেম্বর জারিকৃত এক প্রজ্ঞাপনে এই সংশোধনীগুলো ঘোষণা করা হয়। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব সুব্রত কুমার দে স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনটি অবিলম্বে কার্যকর করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে যেসব বিষয়ে সংশোধন করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম **ক্যাপিটাল মেশিনারিজ আমদানিতে নিবন্ধন সনদ শিথিল** : শিল্প স্থাপনের প্রক্রিয়া সহজ করতে বড় ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এখন থেকে সব অনুমোদিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান আমদানি নিবন্ধন সনদ ছাড়াই শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যাপিটাল মেশিনারিজ (মূলধনি যন্ত্রপাতি) আমদানি করতে পারবে। এ ছাড়া চালু থাকা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদন অব্যাহত রাখতে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ (স্পেয়ার পার্টস) আমদানির সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

তৈরি পোশাক খাতের কৃত্রিম তন্তুর কাঁচামাল আমদানিতে স্বস্তি : রপ্তানিমুখী পোশাক খাতের বৈচিত্র্যায়ন নিশ্চিত করতে কৃত্রিম তন্তু দিয়ে তৈরি বিশেষ পোশাক– যেমন সেলাইবিহীন স্পোর্টসওয়্যার, উচ্চমূল্যের ফ্যাশন আইটেম ও ফাংশনাল পোশাক তৈরিতে ব্যবহৃত কাপড়ের আকৃতি ও সাইজসংক্রান্ত নিয়ম শিথিল করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএমইএ/বিকেএমইএ) সুপারিশক্রমে এসব বিশেষ কাপড় আমদানি করা যাবে। পাশাপাশি কটন, ম্যান মেইড ফাইবার ও সিনথেটিক ফেব্রিক্সের সঙ্গে অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণের পরিধি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

অনলাইনে বীমা পলিসি দাখিল বাধ্যতামূলক : আমদানি বাণিজ্যে স্বচ্ছতা আনতে বেসরকারি আমদানিকারকদের পণ্য খালাসের সময় সাধারণ বীমা করপোরেশন, দেশীয় বা কোনো বিদেশি বীমা কোম্পানির কভার নোট ও বীমা পলিসি কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছে বাধ্যতামূলকভাবে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে অনলাইনে দাখিল করতে হবে।

বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের লবণ আমদানির নতুন নিয়ম : বন্ড লাইসেন্সধারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত বার্ষিক প্রাপ্যতা ও প্রকৃত ব্যবহারের ভিত্তিতে লবণ আমদানির পরিমাণ নির্ধারিত হবে। এজন্য পোশাক কর্তৃপক্ষের আলাদা সুপারিশের প্রয়োজন হবে না।

অর্থ পরিশোধের সুবিধা ও ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি : মূল্য পরিশোধ প্রক্রিয়ায় ঋণপত্র বা চুক্তিপত্রের পাশাপাশি টিটি ব্যবহারের সুযোগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্পেশার্লাইজড টেক্সটাইল ও হোসিয়ারি পণ্য রপ্তানির জন্য ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র বা চুক্তিপত্রের বিপরীতে ইউটিলাইজেশন ডিক্লেয়ারেশন (ইউডি) বা ইউটিলাইজেশন পারমিশন (ইউপি) অনুযায়ী কাঁচামাল ও মোড়কসামগ্রী আমদানিতে আগের নিয়ম পরিবর্তন করা হয়েছে। সংশোধিত নীতিতে প্রতিটি চুক্তির বিপরীতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রয়োজন হবে না।

এ প্রসঙ্গ নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম দেশ রূপান্তরকে বলেন, সরকার আদামদানি নীতি আদেশ নতুন সংশোধনীতে যেসব বিষয় এসেছে, তা শিল্পের জন্য অত্যন্ত জরুরি ছিল। এর আগের নীতি আদেশটিতে অনেকেগুলো বিষয়ে প্রতিবন্ধকতা এবং দ্বন্দ্ব ছিল, যা অধিকতর সংশোধনীর মাধ্যমে সমাধান করা হয়েছে। আমরা বিষয়গুলো চিহ্নিত করে বাণিজ্যমন্ত্রী মহোদয়কে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি বলে এটি সম্ভব হয়েছে। তিনি আমাদের সঙ্গে একমত হয়েছেন। কারণ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কাজই হচ্ছে, বাধা মুক্ত যৌক্তিক আমদানি-রপ্তানির পথ তৈরি করা। তিনি আমাদের সে সুযোগ করে দিয়েছেন, যা শিল্পের জন্য ইতিবাচক হয়েছে। এ জন্য আমরা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আশা করছি, ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন নীতি আদেশ ভালো ভূমিকা রাখবে। দেশের রপ্তানি বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় বিশেষ অবদান রাখবে।

THE BUSINESS STANDARD SUNDAY, 20.09.2026

Bangladeshi women earn up to 25% less than men: ILO

LABOUR – BANGLADESH

M SAMIM SAJID NAHR

Bangladeshi women earn, on average, 22% to 25% less than men, with the gender pay gap (GPG) remaining largely unexplained by differences in education, occupation and other observable factors, according to a new report by the International Labour Organization (ILO).

The report, titled "The Gender Pay Gap in Bangladesh: Trends, Causes and Policy Options," released on 17 September, found that women earn Tk750 to Tk780 for every Tk1,000 earned by men when measured by monthly wages.

Based on data from the 2023 Labour Force Survey, the report said the gender pay gap in Bangladesh is slightly higher than the global average.

However, the gap is somewhat lower than that recorded in several other South Asian countries, including Pakistan, Afghanistan, India and Sri Lanka.

The gender pay gap (GPG) refers to the difference between the average wages earned by men and women, expressed as a share of men's wages. For example, a 20% GPG means women earn Tk80 for every Tk100 earned by men.

However, this does not necessarily mean that women and men doing exactly the same job are paid differently. Differences in occupation, sector, working hours and other characteristics can also affect wages.

The ILO therefore uses complementary measures, including a factor-weighted GPG, which compares more similar groups of workers to provide a more detailed assessment of the pay gap.

What ILO report says

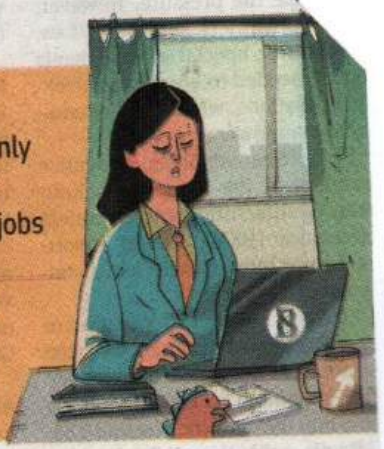


Women earn 22-25% less than men



Women hold only 6.2% of managerial jobs

- 19% of women vs 48% of men are wage employees
- Women do 27.7 hours of household work weekly, vs 7.6 hours for men



Why the pay gap persists

The report found that most of the gender pay gap in Bangladesh cannot be explained by observable differences between male and female wage employees.

Differences in education, occupation and sector account for only part of the gap, while the remaining portion is classified as unexplained. The ILO said this suggests that discrimination, whether direct or indirect, may play a significant role.

Women also remain substantially less likely than men to participate in wage employment. In 2023, the female employment rate stood at 40.2%, compared with 77.9% for men, a gap of 37.7 percentage points.

Only 19% of employed women were wage employees, compared with 48% of employed men, meaning women accounted for just 17% of all wage employees.

Women in wage employment are also concentrated in lower-paying sectors and occupations. Manufacturing accounted for 41% of female wage employment, compared with 23% for men.

Bangladeshi women earn up

CONTINUED FROM PAGE 3

Meanwhile, 19% of female wage employees worked in household activities and 12% in education.

Women held only 6.2% of managerial positions in Bangladesh, one of the lowest shares in South Asia, according to the report.

The GPG also varies across age, education and employment status

The gap widens as workers get older, while it tends to narrow among workers with higher levels of education and those in high-skilled occupations. The report also found that the gap is larger among informal workers than those in formal employment.

Household responsibilities are another factor highlighted by the study. Women in wage employment reported spending an average of 27.7 hours a week on household chores, compared with 7.6 hours for men. Including household chores, women spent an average of 73.7 hours a week on paid work and household activities, compared with 59 hours for men.

The report said sectors with a higher share of female workers also tend to have lower average wages, suggesting that occupations traditionally associated with women may be undervalued.

Stakeholder consultations further identified weak wage-setting systems, limited collective bargaining, occupational segregation, social and cultural norms, weak enforcement and the dominance of low-cost labour as key drivers of the pay gap.

Legal protections exist, but gaps remain

Bangladesh's legal framework provides for equal pay for work of equal nature, standard or value, while the Constitution guarantees equal rights for men and women.

However, the ILO said implementation gaps persist, including incomplete minimum wage coverage, limited labour inspection capacity and restrictions on women's employment under certain conditions and in some occupations.

The report recommends clarifying and enforcing the principle of equal pay for work of equal value, introducing objective job evaluation systems and making wage-setting more responsive to gender inequalities.

It also calls for expanding flexible working arrangements and strengthening protections against violence and harassment in the workplace.

The ILO further recommends stronger labour inspection and dispute-resolution mechanisms, along with improved data collection on gender-based wage inequalities.

Addressing the gender pay gap will require coordinated action involving the government, employers, workers and other stakeholders, the ILO said.

বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ॥

শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করতে হবে

বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেছেন, নামমাত্র মজুরি দিয়ে শ্রমিকদের বাঁচিয়ে রাখা যায় না। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত অবিলম্বে মহার্ঘ ভাতা ও সর্বজনীন রেশনিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে। গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন। সাইফুল হক

শ্রমিকদের ন্যায্য

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর] বলেন, বিরোধী দলের লংমার্চ কিংবা সংসদে কোটি কোটি শ্রমিকের জীবন, জীবিকা ও মজুরিসংকটের কোনো স্থান নেই। অথচ পোশাকশিল্পসহ দেশের পুরো শিল্পশৃঙ্খল শ্রমিকদের ঘাম ও শ্রমের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। অথচ শ্রমিকদের পেটে পর্যাপ্ত খাবার ও পুষ্টি নেই। বর্তমান বাজারদরে ঢাকায় পাঁচ সদস্যের একটি শ্রমিক পরিবারের মানবিক জীবনযাপনের জন্য মাসে ন্যূনতম ৫০ হাজার টাকা প্রয়োজন। এ বাস্তবতায় নামমাত্র মজুরি দিয়ে শ্রমিকদের জীবনধারণ সম্ভব নয়।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত : রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক। গতকাল দুপুরে বঙ্গভবনে এ সাক্ষাৎ হয়। -নিজস্ব প্রতিবেদক

THE BUSINESS STANDARD SUNDAY 20.09.2026

IndustriALL demands new wage board reconstitution for garment workers

INDUSTRY - BANGLADESH

TBS REPORT

The IndustriALL Bangladesh Council (IBC) has demanded that the wage board be reconstituted by 30 September and a new minimum wage for garment workers be fixed by 30 November, with the revised wage taking effect from December.

At a press conference at Dhaka Reporters Unity yesterday, IBC General Secretary Salauddin Swapn said the existing wage had failed to keep pace with rising living costs and inflation.

Under the amended Bangladesh Labour Act 2006, the minimum wage must now be reviewed every three years instead of five. The latest minimum wage for garment workers was announced in November 2023, meaning the three years will expire in November.

However, no visible initiative has been taken to reconstitute the wage board, Swapn said. Under Section 139(2), the board

IndustriALL demands new wage

CONTINUED FROM PAGE 3

must submit its wage recommendation to the government within six months of its formation. Therefore, the board should have been reconstituted in the first week of May, he said.

The IBC wrote to the labour minister on 4 August seeking immediate reconstitution of the board, but no action has followed, Swapn said.

The council also demanded new minimum wages for garment and other industrial workers, citing recent increases in government employees' salaries. It said the government's new pay scale raised salaries by 100% to 142%, with the lowest grade increasing from Tk20,010 to Tk48,400.

According to ... men...

in 2010, Tk5,300 in 2013, Tk8,000 in 2018 and Tk12,500 in 2023.

Swapn said rising food, housing, healthcare and other living costs had eroded the impact of these increases. The council said it did not oppose government financial support for the garment sector but called for greater focus on workers' rights and living standards.

To press its demands, the IBC will hold a rally outside the National Press Club at 11am on 4 October and submit a memorandum to the labour minister. Its regional committees will also hold rallies and protest processions in Gazipur, Savar-Ashulia, Narayanganj and Chattogram from 5-20 October.

The IBC said it represents 19 labour organisations – 16 in garments, two in chemicals and one in metals.

বাংলাদেশ প্রতিদিন
বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
শুক্রবার ॥ ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।

বন্ধ থাকা চার পাটকল চালু

আবুল খায়ের গ্রুপে ১৫ হাজার কর্মসংস্থান

নিজস্ব প্রতিবেদক

ফরিদপুরের রাজ্জাক জুট ইন্ডাস্ট্রিজ বিভিন্ন কারণে বন্ধ হয়ে যায়। এতে পাটকলটির শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। তবে এই কারখানা সম্প্রতি আবুল খায়ের গ্রুপের হাতে চালু হয়েছে। এখন পাটকলটিতে উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি হচ্ছে। শুধু রাজ্জাক জুট ইন্ডাস্ট্রিজ নয়, আরও বেশ কয়েকটি বন্ধ পাটকল চালু করছে আবুল খায়ের গ্রুপ। সেগুলোর মধ্যে আছে ফরিদপুরের দাহমাশী জুট ইন্ডাস্ট্রিজ, ফরিদপুর জুট ফাইবার্স এবং কুষ্টিয়া জুট ইন্ডাস্ট্রিজ। কারখানা চারটি এখন পাটপণ্য উৎপাদন করছে।

জানা যায়, পাটকলগুলো থেকে বছরে ৮০ হাজার মেট্রিক টন পাটের সুতা ও পাটজাত পণ্য রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে আবুল খায়ের গ্রুপ। চলতি বছরে অর্থাৎ ২০২৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ১২০ কোটি ডলার বা ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকার পাটের সুতা রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে। তুরস্ক ও চীনসহ অন্যান্য দেশে এই পাটপণ্য রপ্তানি হয়।

জানতে চাইলে আবুল খায়ের গ্রুপের হেড অব করপোরেট অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড লিগ্যাল শেখ শাবাব আহমেদ বলেন, পাটপণ্যের ব্যবসা মূলধন নিবিড়। দেশের বেসরকারি খাতে অনেক পাটকল বর্তমানে বন্ধ। সে কারণে আমরা নতুন কারখানা না করে বন্ধ কারখানার সঙ্গে কাজ করেছি।

সম্প্রতি পাট ব্যবসায় নামার অংশ হিসেবে বেসরকারি খাতের চারটি বন্ধ পাটকল চালু করেছি। এতে চার কারখানায় ১৫ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হয়। এ ছাড়া সরকারি বন্ধ ৩৪টি পাটকল নেওয়ার আবেদনও করেছে আবুল খায়ের গ্রুপ। শেখ শাবাব আহমেদ আরও বলেন, 'ভবিষ্যতে বেশি মূল্যের (ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য) পাটপণ্য উৎপাদনের জন্য আমরা চেষ্টা করছি।' তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের পাটের মান উন্নত। পরিবেশবান্ধব এ পণ্যটির বাজারও আছে। সেজন্য আমাদের প্রতিষ্ঠান পাটপণ্যে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে পরোক্ষভাবে হলেও পাটচাষিদের ভাগ্যোন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

বণিক বার্তা
সোমবার, সেপ্টেম্বর ২১, ২০২৬ ■ আশ্বিন ৬, ১৪৩৩



সচিবালয়ে গতকাল দেশের চা শিল্পের উন্নয়নে গঠিত পরামর্শক কমিটির প্রথম সভায় বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির ছবি : পিআইডি

পরামর্শক কমিটির প্রথম সভায় বাণিজ্যমন্ত্রী

চা শিল্পে ঋণনির্ভরতা কমিয়ে রাজস্ব, কর ও ভ্যাটে অবদান বাড়ানোর তাগিদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশের চা খাতের অর্থনৈতিক সক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। তিনি চা শিল্পকে শুধু ঋণনির্ভর খাত হিসেবে না রেখে রাজস্ব, কর ও ভ্যাটের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে নিয়মিত অবদান রাখা একটি কার্যকর শিল্পে রূপান্তরের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে গতকাল চা শিল্পের উন্নয়নে গঠিত পরামর্শক কমিটির প্রথম সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, 'চা শিল্পের সঙ্গে বিপুলসংখ্যক শ্রমিকের জীবন-জীবিকা জড়িত। কোনো বাগান বন্ধ বা দেউলিয়া হলে এর সরাসরি প্রভাব পড়ে শ্রমিক পরিবার ও স্থানীয় সমাজের ওপর। তাই শ্রমিকদের সুরক্ষা, পরিবেশগত ভারসাম্য এবং জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থে এ খাতকে টেকসই ও লাভজনক করা জরুরি।'

একসময় বাংলাদেশ চা রফতানি করলেও উৎপাদন ব্যাহত হলে দেশ আবারো আমদানিনির্ভর হয়ে পড়তে পারে বলে সতর্ক করেন তিনি। সম্মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমে এ শিল্পের সংকট কাটিয়ে একে শক্তিশালী অবস্থানে ফিরিয়ে আনা সম্ভব বলেও আশা প্রকাশ করেন বাণিজ্যমন্ত্রী।

সভায় চা বাগানের মূল বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে অনাবাদি ও অব্যবহৃত জমিতে নির্দিষ্ট মেয়াদে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন, কৃষি ও বিকল্প বনায়ন এবং ক্লাস্টার বা নেট মিটারিংয়ের মাধ্যমে আয়ের নতুন উৎস তৈরির প্রস্তাব দেয়া হয়। এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নে ভূমি মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নীতিগত অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরা হয়।

সভায় বক্তারা জানান, সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে চা প্রবেশ ও নিলামের বাইরে সরাসরি বিক্রির কারণে বৈধ ব্যবসায়ীরা অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়ছেন। এতে সরকারও উল্লেখযোগ্য রাজস্ব হারাচ্ছে। নিলামে প্রতি কেজি চায়ের দাম ২৯০-৩০০ টাকা হলেও চোরাই চা ২০০-২২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় কার্যকর নজরদারি বৃদ্ধির পাশাপাশি ভ্যাট ও অগ্রিম আয়কর যৌক্তিক করার প্রস্তাব দেয়া হয়।

সভায় আরো বলা হয়, শুধু সরকারি প্রণোদনা, আবর্তন তহবিল বা ঋণের ওপর নির্ভর না করে চা বাগানগুলোর ব্যবস্থাপনা দক্ষতা ও নিজস্ব আর্থিক সক্ষমতা বাড়াতে হবে। বাগানভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যাংকিং ও নীতিগত সহায়তা দেয়ার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার আশ্বাস দেয়া হয়।

সভায় ভূমি সচিব এএসএম সালেহ আহমেদ, অর্থ সচিব ড. মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার, বাণিজ্য সচিব মো. আতাউর রহমান খান, কৃষি সচিব মো. সেলিম খান, বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব মিরানা মাহরুখ, বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো. মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আহসান হাবিব, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ড. মো. কবীর আহামদ, বাংলাদেশীয় চা সংসদের চেয়ারম্যান কামরান টি রহমান এবং টি ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শাহ মাঈনুদ্দিন হাসানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

THE BUSINESS STANDARD
MONDAY 21.09.2026

Labour unions announce 5 Oct sit-in over NCT lease

PORT – CHATTOGRAM

TBS REPORT

Leaders of various labour federations and trade unions have called for mass participation in a daylong sit-in on 5 October in front of Chattogram Port's headquarters, demanding greater transparency over plans to lease out the New Mooring Container Terminal (NCT).

The call was made at an exchange meeting with leaders of national federations and basic unions at the Chattogram Press Club yesterday. The meeting urged workers from all levels, national federations, basic unions and other labour organisations to join the daylong sit-in programme.

The leaders demanded that the government publicly explain how leasing out the NCT would benefit the country. They also called for a national dialogue with the government to assess the potential impact of the proposed lease, including the possibility of financial losses to the country.

They warned, however, that if the government viewed the peaceful sit-in and movement as a sign of weakness, they could announce tougher programmes in the future, including blockades and hartals with public participation. The meeting was organised by the Chattogram Port Protection Committee to mobilise support for the sit-in.

লোকদের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬

শেষ সাক্ষাৎকার

এম মাসরুর রিয়াজ

বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান। তিনি উন্নয়ন অর্থনীতি, বেসরকারি খাতের উন্নয়ন, বিনিয়োগ পরিবেশ, সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি ও সংস্কার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। বাণিজ্য প্রতিযোগিতা সক্ষমতা, আর্থিক খাতের অবকাঠামো এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারির নীতিনির্ধারণেও তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। দেশের অর্থনীতি, বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক পরিবেশ নিয়ে নীতি গবেষণা ও বিশ্লেষণে তিনি দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত।



দেশে প্রতি বছর প্রায় ২২ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু তৈরি পোশাক খাতে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার ব্যবহার, দক্ষতার ঘাটতি এবং সামগ্রিক বেসরকারি বিনিয়োগ না বাড়ার কারণে ২০১৭ থেকে ২০১৯ সাল থেকেই নতুন কর্মসংস্থান তৈরির গতি ধীর হয়ে গেছে

বিনিয়োগ না বাড়ায় কর্মসংস্থানে ধীরগতি

ইমরান চৌধুরী

পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান এম মাসরুর রিয়াজ বলেছেন, আমাদের বর্তমান অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ ও সংকটগুলো আরও কয়েক বছর আগে শুরু হয়েছে। ফেব্রুয়ারিতে দায়িত্ব নেওয়া নতুন সরকার উত্তরাধিকার সূত্রে একটি ভাঙাচোরা ও সংকটময় অর্থনীতি পেয়েছিল। এই সমস্যাগুলোর বেশির ভাগ বা অর্ধেক ঘুরিয়ে দাঁড় করাতে গেলেও মধ্য মেয়াদের সময়সীমা লাগবে। অর্থনৈতিক সংকট উত্তরণে সামষ্টিক স্থায়িত্ব ও সময়োপযোগী সংস্কার জরুরি।

সামষ্টিক অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাসরুর রিয়াজ বলেন, সামষ্টিক অর্থনীতি হলো বিকাশ, কর্মসংস্থান এবং বিনিয়োগের মূল ভিত্তি। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পরিস্থিতি ক্রমাগত নিম্নমুখী ছিল, তবে এরপর বৈদেশিক মুদ্রার হারে কিছুটা স্থিতিশীলতা এসেছে এবং বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় বেড়ে প্রায় ২৭-২৮ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। পাঁচ থেকে ছয় শতাংশ প্রবৃদ্ধিতে যাওয়ার মতো মজবুত ভিত্তি এখনো তৈরি হয়নি। পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে ৯ শতাংশের নিচে নামলেও তা এখনো ব্যবসা ও মূলধনের খরচের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে।

কর্মসংস্থান ও শিল্প খাতের মন্থরগতি নিয়ে তিনি বলেন, দেশে প্রতি বছর প্রায় ২২ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু তৈরি পোশাক খাতে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার ব্যবহার, দক্ষতার ঘাটতি এবং সামগ্রিক বেসরকারি বিনিয়োগ না বাড়ার কারণে ২০১৭ থেকে ২০১৯ সাল থেকেই নতুন কর্মসংস্থান তৈরির গতি ধীর হয়ে গেছে।

রপ্তানি খাতের বর্তমান বাধা সম্পর্কে তিনি বলেন, ২০২৪ সালের শেষের দিকে শ্রমিক অসন্তোষের কারণে উৎপাদন ব্যাহত হওয়া এবং আন্তর্জাতিক বাজারের তীব্র প্রতিযোগিতার কারণে আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

জ্বালানি খাতের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা তুলে ধরে মাসরুর রিয়াজ বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের অনাকাঙ্ক্ষিত সংঘর্ষ আমাদের সমস্যাকে বাড়িয়ে দিলেও মূল জ্বালানি সংকটটি অভ্যন্তরীণভাবে বেশ কয়েক বছর আগেই তৈরি হয়েছিল। ২০১২-১৩ সাল থেকে নতুন গ্যাস অনুসন্ধান বন্ধ থাকার কারণে দেশীয় গ্যাস উৎপাদন প্রতিনিয়ত কমছে। সমুদ্র ও স্থলভাগে নতুন অনুসন্ধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও আন্তর্জাতিক তেল ও গ্যাস কোম্পানিগুলোর সাড়া এখনো বেশ শ্লথ। আমদানীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস স্থানীয় গ্রিডে যুক্ত করার জন্য আমাদের মাত্র দুটি ভাসমান টার্মিনাল রয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে দুটি পাইপলাইন প্রকল্প বাতিল করা হলেও সেগুলোর দ্রুত বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ না করাটা ছিল তাদের একটি বড় দুর্বলতা। যার কারণে বর্তমানে যান্ত্রিক ত্রুটি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমাদের গ্যাস সরবরাহে বড় সংকট তৈরি হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ঋণমান ও ব্যাংকিং খাতের সংকট নিয়ে তিনি বলেন, দশ বছর আগে আমাদের দেশের আর্থিক ঋণমান ভিয়েতনামের সমান ছিল, অথচ এখন ভিয়েতনাম দুই ধাপ ওপরে উঠেছে আর আমরা দুই ধাপ নিচে নেমে কম্বোডিয়ার সমপর্যায়ে চলে গেছি। এই নেতিবাচক ঋণমান বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক অর্থায়নে আস্থার সংকট তৈরি করছে।

সরকারের সংস্কার উদ্যোগ ও অর্থায়ন ব্যবস্থা সম্পর্কে এই অর্থনীতিবিদ বলেন, সাধারণত এ দেশের কোনো সরকার অর্থনৈতিক সংকট প্রকাশ্যে স্বীকার করতে চায় না, কিন্তু বর্তমান সরকার সমস্যাগুলোকে প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দিয়েছে–যা একটি প্রশংসনীয় পরিবর্তন।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বুধবার। ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬
৮ আশ্বিন ১৪৩৩। ১১ রবিউস সানি ১৪৪৮
www.kalerkantho.com

কালের কণ্ঠ

কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে

শিক্ষিত বেকার বাড়ছে

দেশে প্রতিবছর লাখো তরুণ-তরুণী উচ্চশিক্ষার সনদ দিয়ে শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী কাজ পাচ্ছেন না। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় আমাদের মতো দেশের জন্য এটিই নির্মম বাস্তবতা। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) গবেষণার বরাত দিয়ে গতকাল কালের কণ্ঠ জানিয়েছে, দেশে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী উচ্চশিক্ষিত তরুণদের মধ্যে প্রায় ৩৬ শতাংশই বেকার। আরো উদ্বেগজনক তথ্য হলো, দেশের সামগ্রিক তরুণ বেকারত্বের হার যেখানে প্রায় ১০ শতাংশ, সেখানে উচ্চশিক্ষিত তরুণদের বেকারত্বের হার সাড়ে তিন গুণ।

আইএমএফের 'ফিন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' সাময়িকীর সেপ্টেম্বর সংখ্যায় এ গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের তরুণদের বেকারত্ব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, এশিয়াজুড়ে তরুণদের বেকারত্ব একটি বড় সমস্যা হলেও সবচেয়ে বেশি বেকারত্ব দেখা যাচ্ছে উচ্চশিক্ষিত তরুণদের মধ্যে। দক্ষিণ এশিয়ায় শ্রীলঙ্কায় উচ্চশিক্ষিত তরুণদের বেকারত্ব সবচেয়ে বেশি, প্রায় ৪৩ শতাংশ। ভারতে এই হার প্রায় ৪২ শতাংশ এবং বাংলাদেশে ৩৬ শতাংশ। অন্যদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে হার তুলনামূলক কম। ইন্দোনেশিয়ায় প্রায় ১৮ শতাংশ, ভিয়েতনামে ১৬ শতাংশ, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডে ১৩ শতাংশ করে এবং ফিলিপাইনে প্রায় ১২ শতাংশ উচ্চশিক্ষিত তরুণ বেকার। সিঙ্গাপুরে এই হার প্রায় ৮ শতাংশ।

প্রতিবেদনে বাংলাদেশে শিক্ষিত তরুণদের বেকারত্বের কারণ হিসেবে চাকরির বাজারের সঙ্গে শিক্ষার অসামঞ্জস্যকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আইএমএফ এ পরিস্থিতিকে 'গ্র্যাজুয়েট গ্লাট' বা অতিরিক্ত স্নাতক তৈরির সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেছে। এর সঙ্গে নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে যুক্ত হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। আইএমএফ বলছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারে। তবে দক্ষতা বাড়ানোর চেয়ে দ্রুত এ প্রযুক্তি গ্রহণ করা হলে তরুণদের শ্রমবাজারে চাপ আরো বাড়তে পারে।

দেশের ওয়াকিফহাল মহল দীর্ঘদিন থেকেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার নানা অসংগতির কথা বলে আসছেন। বিশেষ করে সনদনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের তরুণ প্রজন্মকে বড় বিপাকে ফেলে দিয়েছে। একদিকে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে একজন তরুণ উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে, এই আশায় যে ভবিষ্যতে একটি ভালো চাকরি পাবেন। পরিবারও সর্বস্ব দিয়ে সন্তানকে মানুষ করতে চায়। কিন্তু পড়ালেখা শেষ করে দেখা যায় চাকরি নেই।

এ ছাড়া আমাদের অর্থনৈতিক সংকটও কাটছে না। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক বাজারে অস্থিরতা বিরাজ করছে। সেই ধাক্কা এসে লাগছে দেশীয় বাজারেও। বিশেষ করে জ্বালানিসংকটের কারণে বহুমুখী সংকট দেখা দিয়েছে। অনেক কারখানা চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন করতে পারছে না। অনেক প্রতিষ্ঠান বন্ধের উপক্রম। পাশাপাশি বেসরকারি খাতে চাহিদামতো বিনিয়োগ না আসায় প্রত্যাশিত মাত্রায় কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে না। এসবের ফলেও বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

প্রতিবেদনে সতর্ক করা হয়েছে, আগামী এক দশকে উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলোতে প্রায় ১২০ কোটি মানুষ শ্রমবাজারে প্রবেশ করবে। এত বিপুল তরুণ জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান তৈরি করা এশিয়ার দেশগুলোর জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে।

আমরা মনে করি, টেকসই পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হলে যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করা সম্ভব। দেশের শিক্ষা খাতে সংস্কারের পাশাপাশি তরুণদের বহুমুখী দক্ষতা বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে। তবে কর্মসংস্থান বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই। এ জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

সময়ের আলো সোমবার। ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

আইএলওর জরিপ

পুরুষের চেয়ে ২৫ শতাংশ কম মজুরি পান নারীরা

● নিজস্ব প্রতিবেদক

- নারীর কাজ বেশি বেতন কম
- বাইরে কাজ করে বাসায় ফিরে নারীরা সপ্তাহে গড়ে ২৭.৭ ঘণ্টা গৃহস্থালির কাজ করেন, পুরুষদের ক্ষেত্রে মাত্র ৭.৭ ঘণ্টা
- বাংলাদেশে পুরুষের কর্মসংস্থানের হার ৭৭.৯ শতাংশ, নারীর ৪০.২ শতাংশ

একই শ্রমবাজারে কাজ করে পুরুষের তুলনায় গড়ে ২২ থেকে ২৫ শতাংশ কম মজুরি পান বাংলাদেশের নারীরা। অর্থাৎ একজন পুরুষ মাসে ১ হাজার টাকা আয় করলে একই ধরনের কাজে নারীর আয় হয় গড়ে ৭৫০ থেকে ৭৮০ টাকা। শিক্ষা, বয়স, পেশা ও কাজের ধরন বিবেচনায় নেওয়ার পরও মজুরি ব্যবধানের যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা নেই। উচ্চশিক্ষিত নারীদের মাত্র ৫ শতাংশ কর্মজীবী।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) এক গবেষণা প্রতিবেদনে বাংলাদেশের শ্রমবাজার নিয়ে এসব কথা বলা হয়েছে। 'দ্য জেন্ডার পে গ্যাপ ইন বাংলাদেশ : ট্রেন্ডস, কজেস অ্যান্ড পলিসি অপশন্স' বা 'বাংলাদেশে নারী-পুরুষের মজুরি ব্যবধান : প্রবণতা, কারণ ও নীতিগত করণীয়' শীর্ষক এই প্রতিবেদন ২০২৩ সালের শ্রমশক্তি জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সম্প্রতি প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে আইএলও। প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ হলো, নারী-পুরুষের মজুরি ব্যবধানের পেছনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বৈষম্যের ভূমিকা থাকতে পারে।

নারীরা পিছিয়ে কীভাবে : আইএলও আরও বলছে, ২০২৩ সালে বাংলাদেশে পুরুষের কর্মসংস্থানের হার ছিল ৭৭ দশমিক ৯ শতাংশ, নারীর ৪০ দশমিক ২ শতাংশ। অর্থাৎ কর্মসংস্থান হারের ব্যবধান ৩৭ দশমিক ৭ শতাংশীয় পয়েন্ট। কর্মরত নারীদের মাত্র ১৯ শতাংশ মজুরিভিত্তিক কর্মী। পুরুষদের ক্ষেত্রে এই হার ৪৮ শতাংশ। শিক্ষার ক্ষেত্রেও বৈপরীত্য দেখা যায়। দেশের উচ্চশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর প্রায় ৩৫ শতাংশ নারী। এই উচ্চশিক্ষিত নারীদের মধ্যে কর্মজীবী বা অন্যান্য আয়ভিত্তিক কাজের মধ্যে আছেন মাত্র ৫ শতাংশ নারী।

নারীর কাজ বেশি, বেতন কম : নারীরা তুলনামূলকভাবে নিম্ন মজুরির পেশায় বেশি কাজ করেন। নারীদের মজুরিভিত্তিক

বণিক বার্তা
বুধবার, সেপ্টেম্বর ২৩, ২০২৬

বিদেশগামী শ্রমিকদের কল্যাণ ফি বেড়ে ৫৫০০ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশে যাওয়ার জন্য জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো থেকে যে বহির্গমন ছাড়পত্র নিতে হয়, সেটির জন্য প্রদেয় 'কল্যাণ ফি'র পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। এতদিন এ ফি সাড়ে ৩ হাজার টাকা থাকলেও এখন থেকে গুনতে হবে সাড়ে ৫ হাজার টাকা।

গত রোববার প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের এক পরিপত্রে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।

এতে বলা হয়, প্রবাসী কর্মীদের সেবামূলক কার্যক্রমের পরিধি ও পরিমাণ ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ায় কর্মীদের সুরক্ষাসহ সার্বিক কল্যাণ কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ এবং ডলারের বাজারমূল্যের সঙ্গে সমন্বয়ের জন্য এ কল্যাণ ফি (বিদেশগামী/বিদেশে অবস্থানরত/বিমানবন্দর থেকে আদায় করা) ৫ হাজার ৫০০ টাকা পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের শাহজালাল বিমানবন্দর প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের উপপরিচালক শরিফুল ইসলাম বলেন, 'আগামী ১ অক্টোবর থেকে নতুন এ কল্যাণ ফি কার্যকর হবে।'

২০১৫ সালে সরকার বিদেশগামীদের জন্য সাড়ে ৩ হাজার টাকা কল্যাণ ফি ঠিক করেছিল। কল্যাণ ফির সঙ্গে বীমা ফি হিসেবে ১ হাজার টাকা দিতে হয় আবেদনকারীকে। তবে বিএমইটির স্মার্ট কার্ডের জন্য একসময় ৫০০ টাকা ফি আদায় করা হলেও বর্তমানে তা দেয়া হচ্ছে বিনামূল্যে।

কল্যাণ ফি ও সামাজিক সুরক্ষার আওতায় নিবন্ধিত প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবার একাধিক সরকারি সুবিধা পেয়ে থাকেন। এর মধ্যে রয়েছে—প্রবাসে কোনো কর্মীর মৃত্যু হলে ঢাকা, চট্টগ্রাম বা সিলেট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মরদেহ পৌঁছার পর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই শেষে দাফন ও পরিবহন বাবদ ৩৫ হাজার টাকার চেক। এছাড়া নিহত কর্মীর পরিবারকে আর্থিক সাহায্য হিসেবে ৩ লাখ টাকা এককালীন অনুদান দেয়া হয়।

অসুস্থ প্রবাসীদের চিকিৎসা সহায়তা, তাদের সন্তানদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মাধ্যমে প্রবাসী ডেটাবেজ এন্ট্রিসহ সার্বিক তদারকিও এ সেবার অংশ হিসেবে দেয়া হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক | মঙ্গলবার
৭ আশ্বিন ১৪৩৩, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬

আশুলিয়ায় সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠিত

চার পোশাক কারখানা বন্ধ ঘোষণা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের আশুলিয়ার জামগড়া এলাকায় প্রীতি গ্রুপের এস সুহী ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে গ্যাস সিলিন্ডারবাহী লরিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রাথমিক অনুসন্ধানের পাশাপাশি বিভাগীয়ভাবে চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে ফায়ার সার্ভিস। এ ঘটনায় সাত জন নিহত এবং ১৬ জন আহত হয়েছে। ঘটনাস্থলে সিলিন্ডারের আঘাতে এক নারীর মৃত্যু হয়। লরির ভেতর থেকে মৃত উদ্ধার করা হয় পাঁচ জনকে এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান আরো এক জন।

দুর্ঘটনার পর গতকাল ঘটনাস্থলের চারটি পোশাক কারখানা বন্ধ রাখা হয়েছে। সকালে কাজে যোগ দিতে এসে অনেক শ্রমিক কারখানা বন্ধ দেখে ফিরে যান। দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা। পাশাপাশি ঘটনাস্থল দেখতে উৎসুক মানুষের ভিড় দেখা গেছে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কারখানার সামনে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

রবিবার সন্ধ্যা পৌনে ৭টার দিকে এস সুহী ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের ভেতরে প্রীতি গ্রুপের এফএনএফ ইউটিলিটি বিল্ডিং-সংলগ্ন এলাকায় গ্যাস সিলিন্ডারবাহী একটি লরিতে বিস্ফোরণ ঘটে। পরে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের শিখা কয়েক কিলোমিটার দূর থেকেও দেখা যায়। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে কাভার্ড ভ্যানের ওপরের অংশ ও সিলিন্ডারের বিভিন্ন খণ্ডাংশ চারদিকে ছিটকে পড়ে। একটি অংশ পাশের একটি ১০ তলা ভবনের ছাদে গিয়ে পড়ে। বিস্ফোরণের পর সিলিন্ডারের মূল সরবরাহ লাইনেও আগুন ধরে যায়।

পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে হতাহতদের পরিবারের পাশে দুই মন্ত্রী

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

আশুলিয়ার পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আহত ও নিহতদের পরিবারের সার্বিক খোঁজখবর নিতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে গিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খান। গতকাল সোমবার দুই মন্ত্রী পরিদর্শনকালে সরকারের পক্ষ থেকে অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের পরিবার এবং চিকিৎসাধীন গুরুতর আহত প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে নগদ জরুরি অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, রবিবার রাত পৌনে ৭টার দিকে সাভারের আশুলিয়ার জামগড়া এলাকার প্রীতি গ্রুপের 'প্রীতি কম্পোজিট টেক্সটাইল লিমিটেড'-এর চত্বরে এই ভয়াবহ অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, আশুলিয়ার অগ্নিকাণ্ডে হতাহতদের পাশে সরকার রয়েছে। আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। নিহত ও আহতদের পরিবারকে সরকারের পক্ষ থেকে নগদ ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

DHAKA WEDNESDAY SEPTEMBER 23, 2026
ASHWIN 8, 1433 BS
The Daily Star

How a garment maker is fighting Middle East energy crunch

REUTERS, *Savar*

A gas and power crisis has hit production at most Bangladeshi garment makers, but at 4A Yarn Dyeing, a supplier to Walmart, Gap and Next, workers stitch hoodies and attach brand logos uninterrupted, at least for now.

Since 2019, 4A has generated its own power, including through solar panels, making it an exception in Bangladesh's garment industry, the world's second-biggest exporter after China. The Middle East crisis has worsened energy shortages in the country where much of the electricity is generated using natural gas, furnace oil and diesel.

A recent survey of 134 knitwear factories found that 55 percent had seen buyers cancel or cut orders because of gas and power shortages since late August, and 78 percent had partially halted production. The factories also reported shipment delays and discounted orders to buyers.

But that's not yet the case at 4A, whose factory on Dhaka's outskirts employs nearly 7,500 workers and meets around 40 percent of its electricity needs through solar, the rest mainly through its own gas and diesel generation.

"We never stayed at a single-source energy dependency. We had backups for everything," said company co-owner Abdullah Hil Nakib. "We need some sort of certainty. But the cost of doing business has increased. First there was a shortage of oil, then a shortage of gas."

Costlier diesel has pushed 4A's production costs up by 2 percent to 3 percent, adding up to Tk 5 million ($40,950) to its monthly fuel bill, he said.

The pressure on factories intensified on Monday after Bangladesh raised fuel prices by up to 17.4 percent, a move the government said was necessary because of soaring global prices and higher shipping costs due to the Middle East conflict triggered by US-Israeli attacks on Iran in February.

To reduce future disruptions, 4A plans to install an industrial-scale battery system that would allow operations to continue for several hours if power sources fail.

"We've been able to absorb the extra costs, but not every factory can afford to do that," said Nakib, whose factory roofs are nearly covered in solar panels.

STEEP FUEL PRICE HIKE TO PILE MORE PRESSURE

Soaring gas import costs are slowing the country's industrial growth, causing electricity outages and hurting spending on development projects due to higher gas subsidies, Bangladesh's power minister said last week.

Bangladesh's ready-made garment sector accounts for more than 80 percent of export earnings, employs about 4 million workers and contributes around 10 percent to gross domestic product.

Some manufacturers have incurred additional costs by shipping goods by air or offering discounts to meet delivery deadlines after energy-related disruptions.

"Our margins are already very thin, and the fuel price hike will squeeze them further," said garment exporter Shahidullah Azim. "It is becoming increasingly difficult for us to absorb higher production and transportation costs while remaining competitive."

Azim said a Canadian buyer that had been expected to order 25,000 pieces ultimately placed an order for only 8,000, which he attributed to declining buyer confidence amid Bangladesh's economic and energy challenges.

Companies may be able to pay higher fuel costs, but gas shortages and power cuts are more worrying for some, given that those problems are not as intense in competitors like Vietnam and India, said Mohiuddin Rubel, additional managing director of Denim Expert Ltd, which supplies to brands including H&M.

"Whether we hold our position against other sourcing countries or lose ground to them depends on how well we manage it," he said.

রেমিট্যান্সের অর্থ প্রবাসীরা বৈদেশিক মুদ্রায় সঞ্চয় করতে পারবেন

যুগান্তর প্রতিবেদন

প্রবাসীদের রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রক্রিয়া আরও সহজ করা হয়েছে। ফলে ট্রু ডেস্টি রেমিট্যান্সের অর্থ উপার্জনকারীদের হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যাংকে সঞ্চয় করে রেমিট্যান্সের হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যাংকে সঞ্চয় হিসাবে রাখার সুযোগও তৈরি হয়েছে। এতে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ যেমন বাড়বে, তেমনি বৈদেশিক মুদ্রায় প্রবাসীদের সঞ্চয় প্রবণতাও গড়ে উঠবে। এ বিষয়ে বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে একটি সার্কুলার জারি করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর প্রধান নির্বাহীদের কাছে পাঠানো হয়েছে। সার্কুলারে বলা হয়—এখন থেকে বিদেশি এক্সচেঞ্জ হাউজ বা আন্তর্জাতিক মানি ট্রান্সফার কোম্পানি প্রবাসীদের রেমিট্যান্স সরাসরি বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো হিসাবে জমা করতে পারবে। আগে তারা এটি পারত না। ফলে এখন থেকে তারা প্রবাসীদের রেমিট্যান্স প্রাইভেট ফরেন কারেন্সি ও নন-রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট হিসাবে সরাসরি জমা করতে পারবে। ফলে প্রবাসীদের রেমিট্যান্স দেশে পাঠানোর সুবিধা আরও বাড়ল ও সহজ হলো। একই সঙ্গে ট্রু ডেস্টি প্রবাসীদের নিকটজনদের কাছে রেমিট্যান্সের অর্থে পৌঁছে যাবে। নতুন ব্যবস্থার ফলে প্রবাসীরা তাদের হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ করতে পারবেন। এতে বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় করার প্রবণতাও বাড়বে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬
৯ আশ্বিন ১৪৩৩

NEWAGE
SEPTEMBER 25, 2026, ASHWIN 10, 1433 BS

3,000 workers face uncertainty over factory reopening

Blast victims, nearby businesses struggle to recover

Staff Correspondent
Savar

MORE than 3,000 workers at four 'Pretty Group' factories in Ashulia faced uncertainty over their jobs and incomes as the units remained closed for a third consecutive day on Wednesday after a gas cylinder explosion killed at least eight people.

A notice at the factory gate said the units would remain closed on Wednesday but did not say when production would resume.

'Over 3000 workers are living in uncertainty as we have seen earlier that owners do not give salaries during closure,' said Khairul Mamun Mintu, legal affairs secretary of the Bangladesh Garments and Sweater Workers Trade Union Centre.

Ali Asgor, a worker in the iron section of S Suhi Industrial Park, said workers were worried about losing part of their income.

Workers were also concerned about returning before damaged sections were repaired and safety measures reviewed.

'This time we survived. But if operations resume under similar arrangements, another major fire could happen,' said Masuda Parvin, a sewing operator at Pretty Composite Garments.

An official at the factory gate, who declined to be named, said production would resume after reconstruction work was completed.

'The workers will be paid according to labour law,' he said.

Industrial Police-1 Superintendent Mominul Islam Bhuiyan said the factories had been closed for reconstruction and cleaning. He did not provide details on compensation for the victims.

Meanwhile, the blast has also left small businesses around the factory struggling to reopen as damaged shops and equipment require repairs, while some owners said they had received no assurance of compensation.

Abdul Halim, 60, who runs a small hotel near the factory, said the blast damaged his tin roof, food preparation tables and cooking utensils.

Other nearby businesses also reported losses, with damaged roofs, equipment and structures preventing them from returning to normal operations.

Sanjida Akter's tailoring shop was badly damaged when a gas cylinder broke through the tin roof and struck her mother, Zainab, on the head before hitting the shop floor. Zainab was killed in the blast.

বণিক বার্তা
বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ২৪, ২০২৬।

জলবায়ু-সহনশীল উদ্যোগ

চা শ্রমিকদের 'ওয়াশ' সুবিধা নিশ্চিতে অক্সফাম-সিটি ব্যাংক অংশীদারত্ব

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

জলবায়ু-সহনশীল সমাধানের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত চা বাগান জনগোষ্ঠীর (চা শ্রমিক) নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (ওয়াশ) সুবিধার উন্নয়নে এখন থেকে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে কাজ করবে সিটি ব্যাংক পিএলসি ও অক্সফাম ইন বাংলাদেশ। এ উদ্যোগে নারী ও কিশোরীদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও মর্যাদাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় চা বাগান জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বাড়ানোর পদক্ষেপ নেয়া হবে। রাজধানীর সিটি ব্যাংক সেন্টারে গতকাল এক অনুষ্ঠানে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মাসরুর আরেফিন এবং অক্সফাম ইন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী কান্ট্রি ডিরেক্টর অনীল পান্ত নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এ-সংক্রান্ত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। ব্যাংকের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে সিটি ব্যাংকের এমডি ও সিইও মাসরুর আরেফিন বলেন, 'নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের সুযোগ মানুষের স্বাস্থ্য এবং মর্যাদার জন্য অপরিহার্য। এ অংশীদারত্ব সিটি ব্যাংকের সিএসআর কার্যক্রমের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার—নারী ও পরিবেশকে একত্র করেছে। এর মাধ্যমে আমরা এমন বাস্তবসম্মত ও জলবায়ু-সহনশীল সমাধান দিতে চাই, যা চা বাগান জনগোষ্ঠীর জীবনে অর্থবহ পরিবর্তন আনবে।'

বাংলাদেশের চা শিল্পে নারী চা শ্রমিকরা মূলত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অথচ তাদের অনেকে এখনো নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের দীর্ঘস্থায়ী সংকটে রয়েছে, যা ক্রমবর্ধমান জলবায়ু ঝুঁকির কারণে আরো প্রকট হচ্ছে বলে মনে করেন অক্সফামের কান্ট্রি ডিরেক্টর পক্ষে অনিল পান্ত। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'এ অংশীদারত্ব কেবল অবকাঠামো নির্মাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি মর্যাদা, অধিকার ও সহনশীলতা নিশ্চিতের বিশেষ উদ্যোগ। সিটি ব্যাংকের সঙ্গে আমরা এমন জলবায়ু-সহনশীল ও জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বাধীন 'ওয়াশ' সমাধান বাস্তবায়ন করতে চাই, যা তাদের দৈনন্দিন জীবনমান উন্নত করবে এবং দীর্ঘমেয়াদে ইতিবাচক পরিবর্তন ধরে রাখতে সক্ষম হবে।'

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, এ অংশীদারত্ব সিটি ব্যাংকের সামগ্রিক সিএসআর অগ্রাধিকারের সঙ্গে লিঙ্গ সমতা, জলবায়ু-সহনশীলতা ও জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বাধীন উন্নয়নে অক্সফামের অভিজ্ঞতাকে একত্র করেছে। এর মাধ্যমে চা বাগান জনগোষ্ঠীর জন্য স্থানীয়ভাবে পরিচালিত ও টেকসই সমাধান বাস্তবায়নে সহায়তা করা হবে।

অনুষ্ঠানে সিটি ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এএমডি) ও প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান; এএমডি ও প্রধান তথ্য কর্মকর্তা কাজী আজিজুর রহমান এবং হেড অব ব্র্যান্ড অ্যান্ড মার্কেটিং শাহরিয়ার জামিল খান উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া অক্সফামের পক্ষে ছিলেন প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার মাহমুদা সুলতানা ও হেড অব ফাইন্যান্স, রিস্ক অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স হালিমা আক্তার মিতু।

সমকাল ■ বৃহস্পতিবার। ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬। ৯ আশ্বিন ১৪৩৩

বাংলাদেশের প্রতিযোগিতার শক্তি শুধু সস্তা শ্রমেই?



সৈয়দ এরশাদ আহমেদ

অর্থনীতি

একসময় বিশ্বে শিল্প প্রতিযোগিতার একটি সহজ সূত্র ছিল– যে দেশে শ্রম সস্তা, সেখানে কারখানা যাবে। বাংলাদেশ এ বাস্তবতার অন্যতম বড় সুবিধাভোগী। তৈরি পোশাকশিল্প তার বড় উদাহরণ। কিন্তু সেই পৃথিবী দ্রুত বদলে যাচ্ছে। আগামী দিনের কারখানায় একজন শ্রমিকের পাশে হয়তো আরেকজন শ্রমিক থাকবে না। থাকবে একটি যন্ত্র, যে একই কাজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা করতে পারবে। সে ক্লান্ত হবে না, ছুটি চাইবে না এবং একই কাজ বারবার করার সক্ষমতা রাখবে।

এই পরিবর্তনের সবচেয়ে দৃশ্যমান প্রতীক এখন হিউম্যানয়েড রোবট। এটি মানুষের আকৃতির এমন যন্ত্র, যা মানুষের জন্য তৈরি পরিবেশে মানুষের মতো বিভিন্ন কাজ করার লক্ষ্য নিয়ে তৈরি হচ্ছে। চীন এই দৌড়ে যে গতি অর্জন করেছে, তা এখন আর শুধু প্রযুক্তি প্রদর্শনীর বিষয় নয়। এটি শিল্পনীতি, উৎপাদন ক্ষমতা এবং ভবিষ্যৎ অর্থনীতির প্রশ্ন হয়ে উঠেছে।

গত মাসে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত বিশ্ব রোবট সম্মেলনে প্রায় তিন হাজার রোবোটিক পণ্য প্রদর্শিত হয়। সেখানে কারখানা, গুদাম, স্বাস্থ্যসেবা, পরিবহনসহ নানা ক্ষেত্রে রোবটের ব্যবহার তুলে ধরা হয়। একই সম্মেলনে অনুষ্ঠিত মানবাকৃতির রোবট প্রতিযোগিতায় দুই হাজারের বেশি রোবট অংশ নেয়। হিউম্যানয়েড রোবটের সাফল্যের গল্প শুনলে আমরা প্রায়ই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কথা বলি। কিন্তু এর পেছনে আরও একটি শক্তিশালী বিষয় আছে– উৎপাদনের সক্ষমতা। একটি মানবাকৃতির রোবট তৈরি করতে প্রয়োজন মোটর, সেন্সর, ব্যাটারি, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, যান্ত্রিক সংযোগ, চিপ, সফটওয়্যার এবং অসংখ্য সূক্ষ্ম যন্ত্রাংশ। চীনের সুবিধা হলো, এসবের অনেক কিছু তাদের আগে থেকেই রয়েছে।

চীন বহু বছর ধরে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শিল্প রোবটের বাজার। আন্তর্জাতিক রোবট ফেডারেশনের হিসাবে, ২০২৪ সালে চীনে প্রায় দুই লাখ ৯৫ হাজার শিল্প রোবট স্থাপন করা হয়েছে, যা ওই বছরের বৈশ্বিক স্থাপনের ৫৪ শতাংশ। দেশটিতে চালু শিল্প রোবটের সংখ্যা ২০ লাখ ছাড়িয়েছে। অর্থাৎ হিউম্যানয়েড রোবট চীনের জন্য শূন্য থেকে শুরু করা কোনো শিল্প নয়। এর পেছনে রয়েছে বিদ্যমান কারখানা, সরবরাহ ব্যবস্থা, প্রকৌশলী, যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারক এবং বিশাল অভ্যন্তরীণ বাজার।

২০২৬ সালের বিশ্ব রোবট সম্মেলনে এমনও দেখা গেছে, অত্যাধুনিক বলে প্রদর্শিত একটি রোবট একটি সাধারণ শার্ট ভাঁজ করার কাজেই সমস্যায় পড়েছে। রয়টার্সের বিশ্লেষণ বলছে, চীনের রোবট শিল্প এখন প্রদর্শনী ও প্রযুক্তিগত চমক থেকে বেরিয়ে বাস্তব ব্যবসায়িক মূল্য তৈরি করার পরীক্ষায় ঢুকেছে। প্রশ্ন হলো, রোবট কি একজন মানুষের কাজের নির্দিষ্ট অংশ নির্ভরযোগ্যভাবে করতে পারে? তার রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কত? কতক্ষণ কাজ করতে পারে? ভুল করলে ক্ষতি কত? এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ– রোবটে বিনিয়োগ করলে কারখানার উৎপাদন খরচ সত্যিই কমবে কিনা? এই পরীক্ষায় এখনও বিশ্ব অনেকটা পিছিয়ে।

চীন উৎপাদন ক্ষমতায় এগিয়ে থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, উন্নত কম্পিউটিং, গবেষণা এবং বিনিয়োগে। আমেরিকার লক্ষ্য অনেকাংশে এমন রোবট তৈরি করা, যা শুধু একটি নির্দিষ্ট কাজ করবে না; বরং মানুষের নির্দেশ বুঝে পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্ন কাজ করতে পারবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রও বুঝতে পারছে, শুধু মেধা ও সফটওয়্যার দিয়ে হবে না। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী সরবরাহ ব্যবস্থা। এই প্রতিযোগিতা এখন প্রযুক্তির পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়েও পরিণত হয়েছে। গত জুলাইয়ে মার্কিন ফেডারেল কমিউনিকেশন কমিশন বিদেশে তৈরি কিছু উন্নত রোবটকে নিরাপত্তাজনিত কারণে তার নিষিদ্ধ তালিকায় যুক্ত করে। অর্থাৎ ভবিষ্যতের রোবট প্রতিযোগিতা একই সঙ্গে প্রযুক্তি ও সরবরাহ ব্যবস্থার প্রতিযোগিতা।

বাংলাদেশের করণীয়

বাংলাদেশের এলডিসি থেকে উত্তরণ সামনে। সরকার ইতোমধ্যে উত্তরণের প্রস্তুতি-সময় বাড়ানোর আবেদন করেছে এবং জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট কমিটি অতিরিক্ত সময় দেওয়ার পক্ষে সুপারিশ করেছে। এই বাড়তি সময় বাংলাদেশের জন্য শুধু সময় কেনার সুযোগ নয়; অর্থনীতিকে আরও প্রতিযোগিতামূলক করার সুযোগ। কিন্তু যদি আমরা এখনও মনে করি, আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের প্রধান শক্তি শুধু কম মজুরি, তাহলে ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তার যথেষ্ট কারণ আছে।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত দীর্ঘদিন ধরে শ্রমনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে। কিন্তু বিশ্বব্যাংকের গবেষণায় বলা হয়েছে, অটোমেশন, রোবট, ত্রিমাত্রিক মুদ্রণ এবং নতুন প্রযুক্তি বাংলাদেশের উৎপাদন ব্যবস্থাকে বদলে দেবে এবং উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য প্রযুক্তি গ্রহণ জরুরি। তাই রোবটকে আমাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখলে চলবে না। আমাদের দেখতে হবে রোবটকে কীভাবে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতার শক্তিতে পরিণত করা যায়।

বাংলাদেশের চীনের সঙ্গে সরাসরি রোবট তৈরির প্রতিযোগিতায় নামা উচিত নয়। আমাদের পুঁজি, গবেষণা অবকাঠামো, উপকরণ শিল্প, বাজার– কোনোটিই এখন সেই পর্যায়ে নেই। কিন্তু পুরো রোবট না বানিয়েও আমরা এই নতুন শিল্পের অংশ হতে পারি।



> বাংলাদেশের চীনের সঙ্গে সরাসরি রোবট তৈরির প্রতিযোগিতায় নামা উচিত নয়। আমাদের পুঁজি, গবেষণা অবকাঠামো, উপকরণ শিল্প, বাজার– কোনোটিই এখন সেই পর্যায়ে নেই। কিন্তু পুরো রোবট না বানিয়েও আমরা এই নতুন শিল্পের অংশ হতে পারি।

প্রথম সুযোগ যন্ত্রাংশ। মোটর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, তারের সংযোগ, সেন্সর, গ্রিপার, ব্যাটারি-সংক্রান্ত যন্ত্রাংশ, ধাতব কাঠামো এবং বিভিন্ন উপযন্ত্রাংশ তৈরিতে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে সক্ষমতা গড়ে তুলতে পারে।

দ্বিতীয় সুযোগ সফটওয়্যার ও রোবট প্রশিক্ষণ। একটি রোবটকে শুধু তৈরি করলে সে কাজ শিখে যায় না। তাকে নির্দিষ্ট কাজের তথ্য ও প্রশিক্ষণ দিতে হয়; ভুল থেকে শেখাতে হয়। এখানে বাংলাদেশের তরুণ প্রকৌশলী, সফটওয়্যার কর্মী এবং তথ্যপ্রযুক্তি খাতের দক্ষ জনশক্তির জন্য নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে।

তৃতীয় সুযোগ রোবট ব্যবহার ও সংযোজন। আমাদের পোশাক কারখানা, গুদাম, বন্দর, ওষুধশিল্প এবং অন্যান্য উৎপাদন খাতে কোথায় রোবট ব্যবহার করলে উৎপাদনশীলতা বাড়বে– সেই বিষয়ে পরীক্ষামূলক প্রকল্প শুরু করা যেতে পারে। সরকার চাইলে নির্বাচিত শিল্পাঞ্চলে রোবট পরীক্ষা কেন্দ্র তৈরি করতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও প্রযুক্তি কোম্পানিকে একসঙ্গে এনে ছোট পরিসরে পরীক্ষা করা যেতে পারে।

এই প্রশ্নটি সবচেয়ে স্বাভাবিক। উত্তরটি সরল নয়। কিছু কাজ অবশ্যই যন্ত্রের হাতে যাবে। বিশেষ করে একই ধরনের, পুনরাবৃত্তিমূলক ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। কিন্তু প্রযুক্তি একই সঙ্গে নতুন কাজও তৈরি করে– রোবট পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, প্রোগ্রামিং, তথ্য বিশ্লেষণ, মান নিয়ন্ত্রণ, যন্ত্রপাতি মেরামত এবং নতুন ধরনের ব্যবস্থাপনা। সমস্যা রোবট নয়। সমস্যা হবে যদি রোবট আসে, কিন্তু আমাদের কর্মীরা নতুন দক্ষতা না পান। তাই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ হওয়া উচিত শুধু যন্ত্র কেনায় নয়; মানুষকে নতুন প্রযুক্তির উপযোগী করে তোলায়।

চীন আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা তৈরি করেছে। তারা রোবট শিল্পকে শুধু প্রযুক্তির বিষয় হিসেবে দেখেনি। এটিকে শিল্পনীতি, উৎপাদন, সরবরাহ ব্যবস্থা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত করেছে। তবে তাদের পরীক্ষা এখনও শেষ হয়নি। মঞ্চে রোবটের দৌড় যতই চমকপ্রদ হোক, কারখানায় প্রতিদিন নির্ভরযোগ্যভাবে কাজ করাই হবে আসল পরীক্ষা।

এলডিসি থেকে উত্তরণ সামনে রেখে এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে– আমরা কি আগামী দশকেও শুধু কম মজুরির শ্রমের ওপর প্রতিযোগিতা করব; নাকি উৎপাদনশীলতা, প্রযুক্তি ও দক্ষতার ওপর নতুন প্রতিযোগিতার ভিত্তি তৈরি করব?

ভবিষ্যতের কারখানায় মানুষ এবং রোবট একে অপরের বিকল্প– এমন ধারণা হয়তো খুব সরল। বরং বাস্তবতা হতে পারে আরও জটিল। যে শ্রমিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে জানবে, সে সেই শ্রমিকের চেয়ে এগিয়ে থাকবে, যে প্রযুক্তিকে ভয় পাবে।

■ সৈয়দ এরশাদ আহমেদ: ফিকি এবং অ্যামচ্যামের সাবেক সভাপতি

thefinancialexpress.com.bd Wednesday • Septer

Govt asks RMG exporters to source 50pc yarn locally

Move comes as textile millers seek import curbs while apparel makers warn of higher production costs

JASIM UDDIN



Yarn sourcing dispute persists between millers and apparel makers

NBR earlier suspended 10-30 count yarn import facility

Commerce ministry asks NBR to halt import curbs

BTMA backs local sourcing to meet value-addition rules

BKMEA says 50pc sourcing proposal was not finalised

Stakeholders urged to reach consensus on yarn sourcing

The government has directed the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) and Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) to take steps to ensure that 50 per cent of yarn used by the apparel industry is procured from local spinning mills, while the remaining 50 per cent can be imported.

The three trade bodies have been asked to discuss among themselves how the importable portion would be allocated and inform the commerce ministry of the steps taken.

The commerce ministry issued the directive in a letter dated September 10, following a decision at a meeting of an inter-ministerial committee formed to review and resolve problems facing the textile sector.

The meeting was held on August 20 under the chairmanship of the commerce minister to review the implementation of decisions taken at the committee's first meeting.

The directive comes amid a prolonged dispute between local textile millers and apparel manufacturers over yarn imports, particularly 10-30 count cotton yarn, which has been excluded from the bonded warehouse facility and allowed to be imported against bank guarantees.

The textile millers have been demanding restrictions on imported yarn to protect domestic spinning mills, while apparel manufacturers have warned that such curbs could raise production costs and weaken the competitiveness of Bangladesh's export-oriented garment industry.

The government recently suspended implementation of a proposed restriction on 10-30 count yarn imports for further review following confusion over the issue.

The matter was discussed at a meeting on September 20, where representatives of the BGMEA and BKMEA reportedly said no decision had been taken to impose such import restrictions.

The commerce ministry later requested the National Board of Revenue (NBR) to halt its earlier decision to curb imports of 10-30 count yarn under the bonded warehouse facility.

Earlier this month, the NBR had tightened rules on duty-free yarn imports under the bonded warehouse facility used by export-oriented garment factories, suspending the facility for imports of 10-30 count cotton yarn.

Talking to the FE, BTMA President Showkat Aziz Russell said the association had received the ministry's letter by email, with other relevant trade bodies copied.

"Following the government directive, we will take the initiative to hold a meeting shortly for the betterment of the industry. The textile sector is struggling for survival," he said.

He said the move would also help the RMG industry improve its competitiveness in the global market, as Bangladesh would have to meet two-stage transformation requirements after graduating from the LDC category.

"In some cases, a number of countries require up to 60 per cent local value addition for Bangladesh's RMG exports to continue accessing their markets," he said.

"Without using locally produced yarn, it will not be possible to meet such value-addition requirements," he added.

BKMEA President Mohammad Hatem, however, said the proposal to make 50 per cent local yarn procurement mandatory, along with restrictions on certain yarn imports, had not been finalised at the last meeting as the issue was raised towards the end of the discussion.

He said the commerce minister had asked stakeholders to discuss the matter among themselves and reach a consensus that would benefit both garment exporters and textile millers.

"The textile sector cannot survive without the RMG industry. We can find a solution through consensus that benefits everyone," he said.

Hatem said the BKMEA had not yet received any letter from the commerce ministry.

He also said the commerce ministry had recently requested the NBR to halt its earlier decision to curb imports of 10-30 count yarn under the bonded warehouse facility. The NBR has not yet responded to the request.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ॥

নতুন মজুরি চান শ্রমিকরা মালিকরা বলছেন ষড়যন্ত্র



পোশাক খাত

- আগামী ডিসেম্বরে মজুরি বোর্ড গঠনের কথা
- ন্যূনতম ৩০ হাজার টাকা দাবি শ্রমিকদের

শ্রম আইন বিধিমালা চূড়ান্ত হলেই মজুরি বিষয়ে সিদ্ধান্ত
—— শ্রম মন্ত্রণালয়

জিন্নাতুন নূর ও রাশেদ হোসাইন

পোশাকশ্রমিকরা নতুন মজুরিকাঠামো বাস্তবায়নের দাবি তুলছেন। নতুন মজুরি হিসেবে তাঁরা সর্বনিম্ন ৩০ হাজার টাকা দাবি করছেন। তবে শ্রমিকদের এ দাবিকে 'ষড়যন্ত্র' হিসেবে দেখছেন পোশাক খাতের মালিকরা। তাঁরা পোশাক মালিকদের সংগঠনের নেতা, নিজেদের সদস্য ও স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে চান। সর্বশেষ ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছিল ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে। সম্প্রতি শ্রম আইন সংশোধন করে মজুরি পুনর্নির্ধারণের সময় পাঁচ বছর থেকে কমিয়ে তিন বছর করা হয়েছে। এতে আগামী ডিসেম্বরের আগে মজুরি বোর্ড গঠন করে নতুন মজুরি নির্ধারণের প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। মজুরি পুনর্নির্ধারণের সময় ঘনিয়ে এলেও এখনো

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] শ্রম বিধিমালার কাজ শেষ হয়নি, যা চলতি বছর শেষ হওয়ার কথা। আর এটি শেষ না হলে পোশাকশ্রমিকদের নতুন মজুরি নির্ধারণ প্রক্রিয়াও শুরু করা সম্ভব নয়। এরই মধ্যে শ্রমিক সংগঠনগুলো ন্যূনতম মজুরি বোর্ডে নতুন মজুরি বাস্তবায়নের জন্য আবেদন করেছে।

বর্তমানে কার্যকর সরকারি মজুরিকাঠামো অনুযায়ী গার্মেন্ট শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মাসিক মোট মজুরি ১২ হাজার ৫০০ টাকা। এ মজুরিকাঠামোয় মোট চারটি গ্রেড আছে। সর্বোচ্চ গ্রেডে নির্ধারিত মজুরি ১৫ হাজার ৩৫ টাকা।

সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি নাজমা আক্তার বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, 'আমরা পোশাকশ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা চাই। একজন শ্রমিকের বস্তিতে এক রুমের বাসা ভাড়া নিতে হলেও ৮ হাজার টাকা লাগে। এর সঙ্গে খাদ্য, গ্যাস-বিদ্যুতের বিল, ওষুধ, সন্তানের পড়ালেখা–সব মিলে শ্রমিকের জীবনমান বজায় রাখতেই ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা প্রয়োজন।' তিনি বলেন, 'ঠিকমতো খেতে না পারলে শ্রমিকের উৎপাদনকাজ বাধাগ্রস্ত হবে। এজন্য দ্রুত মজুরি বোর্ড গঠন করে নতুন মজুরি নির্ধারণ করতে সরকারসহ সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।'

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শ্রম অনুবিভাগের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, 'পোশাকশ্রমিকদের নতুন মজুরিকাঠামো নির্ধারণের বিষয়টি পাঁচ বছর পরপর ছিল। ২০২৬ সালে যখন শ্রম আইন হয় তখন এটি সংশোধন করা হয়। শ্রম আইন সংসদে পাস হয়েছে চলতি বছরের এপ্রিলে। কিন্তু শ্রম বিধিমালা এখনো হয়নি। এর কাজ চলছে। আশা করা হচ্ছে এ বছরের মধ্যেই কাজ শেষ হবে। আর এটি শেষ হলেই শ্রমিকদের নতুন মজুরি নির্ধারণে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে।'

নিম্নতম মজুরি বোর্ডের সচিব রাইসা আফরোজ বলেন, 'পোশাকশ্রমিকদের নতুন মজুরি নির্ধারণে এখন পর্যন্ত মজুরি বোর্ড গঠন হয়নি। বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। তবে মজুরি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন থেকে আবেদন পেয়েছি। এগুলো একত্র করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। এখনো নিয়ম অনুযায়ী তিন বছর শেষ হয়নি। এ ক্ষেত্রে বোর্ড গঠন হতে কিছুটা সময় লাগতে পারে। মন্ত্রণালয় থেকে আমাদের বোর্ড গঠন করে দেওয়ার পরই মজুরি নির্ধারণ করা হবে।'

তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, 'শ্রমিক প্রতিনিধিরা যেভাবে বৈঠক করেছেন, আমরাও সংগঠনের সদস্য ও স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে আলোচনা করব। সার্বিক পর্যালোচনা শেষে সবার মতামতের ভিত্তিতেই বিজিএমইএর পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবস্থান স্পষ্ট করা হবে। গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে নিয়ম মেনে আন্দোলন করার অধিকার সবার আছে। তবে সেই আন্দোলন যেন কোনোভাবেই বিশৃঙ্খলা বা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির দিকে না যায় সেদিকে সবাইকে খেয়াল রাখতে হবে।'

নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'মজুরি বা বেতন বৃদ্ধি উপযুক্ত সময়ে সরকার করতেই পারে। তবে তিন বছর পরপর মজুরি বোর্ড গঠনের যে আইন সংসদে পাস হয়েছে, তা আইন জারির সময় থেকেই গণনা করতে হবে। আইন কখনো তা পাসের আগের সময় থেকে কার্যকর হয় না। চলতি বছরের এপ্রিলে আইন পাস হয়ে থাকলে ২০২৯ সালের এপ্রিলের আগে তিন বছর পূর্ণ হয় না। আর যদি ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে ঘোষিত মজুরি বোর্ডকে ভিত্তি ধরা হয়, তবে আগের পাঁচ বছরের আইন অনুযায়ী ২০২৮ সালের ডিসেম্বরের আগে নতুন মজুরি বোর্ড গঠন করার কোনো আইনি ভিত্তি নেই।'

ইন্ডাস্ট্রিয়াল বাংলাদেশ কাউন্সিলের (আইবিসি) সভাপতি মীর আবুল কালাম আজাদ বলেন, 'আমাদের একটি টেকনিক্যাল কমিটি রয়েছে। অন্য সব শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা পোশাকশ্রমিকদের মজুরি কত হবে তার পক্ষে একটি সুনির্দিষ্ট ও বিশ্বাসযোগ্য দাবি তুলে ধরতে চাচ্ছি। এ বিষয়ে বিজিএমইএর সভাপতির সঙ্গে একাধিকবার কথা হয়েছে। মাঠপর্যায়ের বাস্তব পরিস্থিতি ও শ্রমিকদের প্রত্যাশার কথা আমরা তাঁদের জানিয়েছি।' আইবিসি সভাপতি বলেন, '৪ অক্টোবর মজুরি নির্ধারণে শ্রমমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হবে এবং ওই সময়ের মধ্যেই আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও অবস্থান জানিয়ে দেওয়া হবে।'

DHAKA TUESDAY SEPTEMBER 22, 2026
ASHWIN 7, 1433 BS
The Daily Star

RMG factory cooling can deliver returns within 4 years: study

REUTERS

Investing in cooling systems to reduce heat stress for garment factory workers makes financial sense for manufacturers and the brands they supply, a report showed on Sunday, as climate change poses growing risks to apparel production hubs.

Cooling investments at factories in Bangladesh, from reflective paint and roof insulation to airflow ventilation, are commercially viable and pay back within four years, researchers at Cornell University's Global Labor Institute found. The report urged brands to share the cost burden by easing prices for suppliers that invest to cool workers.

Temperatures inside factories often exceed those outdoors, with workers most exposed to extreme heat in ironing and finishing sections of the facilities, the authors found, citing temperature readings over a six-month period at eight factories in Dhaka. High heat stress erased 4.1 percent of these factories' annual revenue on average, posing financial risks for manufacturers and global brands.

The report "gives both buyers and suppliers a context for the scale of the intervention required," Jason Judd, executive director of the Global Labor Institute, told Reuters. "If you're contemplating cooling investments but you don't know how much is going out the door, it's very difficult."

In conversations with researchers over the past year, apparel brands have expressed interest in the payback period for heat adaptation spending at factories, Judd said. Brands have been "back and forth with their manufacturers over mitigation costs, hitting GHG (greenhouse gas) targets, identifying alternative energy sources," he added.

The latest findings follow research three years ago that showed heat and flooding could erase $65 billion in apparel export earnings from Bangladesh, Cambodia, Pakistan and Vietnam by 2030. The apparel industry is increasingly recognising the risks posed by climate change throughout supply chains. But the extent to which global brands funnel resources into adaptation remains an open question.

The American Apparel and Footwear Association (AAFA) last week released a toolkit aimed at protecting workers from extreme temperatures. The trade group proposed that brands share the costs of resilience measures in cases where the investments may not generate sufficient returns for a manufacturer to justify funding them alone.

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
১৩ আশ্বিন ১৪৩৩, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬

লোডশেডিং ও কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধিতে বিপাকে তাঁতিরা

উৎপাদন খরচ বাড়ছে

বেলকুচি তাঁত উন্নয়ন বোর্ডের লেয়াজোঁ অফিসার তন্মী বলেন, তাঁতে ব্যবহৃত রং সুতাসহ বিভিন্ন উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি ও পাশাপাশি লোডশেডিংয়ের কারণে তাঁতশিল্প ঝিমিয়ে পড়েছে



সিরাজগঞ্জ : তাঁতকলে কাজ করছেন তাঁতিরা —ইত্তেফাক

■ সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি

সিরাজগঞ্জে বিদ্যুতের লোডশেডিং, কাপড় উৎপাদনে ব্যবহৃত সুতা, রং ও যন্ত্রাংশের মূল্য বৃদ্ধির কারণে বিপাকে পড়েছেন তাঁতিরা। এতে করে উৎপাদন খরচ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে তুলনায় কাপড় বেশি দামে বিক্রি করতে পারছেন না তারা। তারা বলছেন, গত দেড় থেকে দুমাস ধরে ক্রমশই এমন অবস্থা অব্যাহত রয়েছে। যে কারণে জেলার অধিকাংশ তাঁত কারখানাগুলো বন্ধের উপক্রম হয়েছে। এরপর শ্রমিক সংকট তো রয়েছেই।

বাংলাদেশ হ্যান্ডলুম অ্যান্ড পাওয়ার লুম ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে জানা যায়, সিরাজগঞ্জ জেলায় তাঁত কারখানাগুলোতে ৩ লক্ষাধিক তাঁত রয়েছে। এর সঙ্গে প্রায় ৫ লাখ তাঁতি পরিবার জড়িত আছেন। এখানকার উৎপাদিত শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা দেশের বিভিন্ন হাটবাজারে বিক্রি হয়। এছাড়াও ইউরোপ আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সিরাজগঞ্জে উৎপন্ন তাঁতপণ্যের চাহিদা রয়েছে। জেলার অর্থনৈতিক চালিকাশক্তির অন্যতম তাঁতশিল্প। এ কারণে জেলার ব্র্যান্ডিং ঘোষণা করা হয় তাঁতশিল্পকে। নাম দেওয়া হয় তাঁতকুঞ্জ সিরাজগঞ্জ।

তাঁত মালিকদের অভিযোগ, বর্তমানে সব ধরনের সুতার মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে তাঁতে ব্যবহৃত চায়নাসহ বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা প্রতিটি যন্ত্রাংশের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে বিদ্যুতের ক্রমাগত লোডশেডিং চলছে। জেনারেটর দিয়ে তাঁত চালাতে গেলে উৎপাদন খরচ অত্যন্ত বেশি হচ্ছে।

জেলার বেলকুচি উপজেলার তামাই গ্রামের তাঁতি আমিরুল ইসলাম বলেন, বর্তমানে সুতার বহুলাংশে বেড়েছে। একই সঙ্গে বিদ্যুতের অব্যাহত লোডশেডিং ও যন্ত্রাংশের দাম বাড়ার ফলে তাঁতে কাপড় উৎপাদনে খরচ অনেক বেড়েছে। অথচ উৎপাদিত কাপড় হাটে বেশি দামে বিক্রি করা যাচ্ছে না। এতে করে এই ব্যবসা টিকিয়ে রাখা এখন কঠিন হয়ে পড়েছে।

শাহজাদপুর উপজেলার খুকনি গ্রামের তাঁতি সোহরাব আলী বলেন, 'আমরা চরম লোকসানে রয়েছি। এর পরেও শ্রমিকের অভাবে কাপড় উৎপাদন করা যাচ্ছে না। কারণ যে মজুরি মিলে তাতে তাদের পোষায় না।' তারা মজুরি বাড়াতে বলছেন। কিন্তু বাজারে সুতা, রং, কেমিক্যাল ও যন্ত্রাংশের যে দাম, তাতে উৎপাদন খরচ উঠছে না। চাহিদার সঙ্গে উৎপাদিত কাপড় হাটে নিয়ে বিক্রি করতে পারছি না। শ্রমিকদের মজুরি কীভাবে বাড়াব?

উল্লাপাড়া উপজেলার বালসা বাড়ি গ্রামের আমির হোসেন বলেন, 'এই শিল্পের ওপর সরকারের কোন নজর নেই। যে কারনে বর্তমানে তাঁতিদের দুর্দিন চলছে। সরকারের কাছে দাবি এই তাঁত শিল্পকে বাঁচাতে হলে সুতা, রংসহ তাঁতে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশের দাম কমাতে ব্যবস্থা নিতে হবে। অব্যাহত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।'

বাংলাদেশ হ্যান্ডলুম অ্যান্ড পাওয়ার লুম ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সিরাজগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি মো. বদিউজ্জামান বলেন, বর্তমানে নানা অজুহাতে সুতার দাম বাড়ছে। কয়েক দিন পরপরই ব্যবসায়ীরা পাউন্ডপ্রতি সুতার দাম বাড়ায়। যন্ত্রাংশের দামও চরম ভাবে বেড়েছে এছাড়া বিদ্যুতের লোডশেডিং ক্রমাগত চলছে। ইতিমধ্যে জেলার অনেক তাঁত বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

সিরাজগঞ্জ চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট সাইদুর রহমান বাচ্চু বলেন, আমাদের সিরাজগঞ্জ তাঁত শিল্প প্রধান এলাকা এবং এই তাঁতের ওপরে অর্থনৈতিটা অনেক নির্ভর করে। তাঁত চললে গ্রামের অর্থনৈতিও সচল থাকবে।

বেলকুচি তাঁত উন্নয়ন বোর্ডের লেয়াজো অফিসার তন্মী বলেন, তাঁতে ব্যবহৃত রং সুতাসহ বিভিন্ন উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি ও পাশাপাশি লোডশেডিংয়ের কারণে তাঁতশিল্প ঝিমিয়ে পড়েছে। এই শিল্পকে বাঁচাতে বিদ্যুতের লোডশেডিং, সুতা ও যন্ত্রাংশের দাম নিয়ন্ত্রণ করতে দ্রুত সরকারের হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানিয়েছেন এলাকার সচেতন মহল।

শোভন কাজ
প্রথম আলো
মঙ্গলবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬

শ্রম আইন : কাগজ থেকে কারখানার বাস্তবতায়

শ্রমিকের অধিকার



এম সাখাওয়াত হোসেন



বাংলাদেশের শ্রম আইনে শ্রমিক অধিকারের বিষয়টি অনেকটাই উপেক্ষিত থেকে যায়। ফাইল ছবি

বাংলাদেশের শ্রম আইন সংস্কারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এখন আর আইন পরিবর্তন হয়েছে কি না, তা নয়। প্রশ্ন হলো সংশোধিত আইনে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে, শ্রমিক বাস্তবে কতটা তা ভোগ করতে পারবেন। ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার থাকলেও যদি ইউনিয়ন করতে গিয়ে চাকরি হারানোর ভয় থাকে, কর্মক্ষেত্রে হয়রানি নিষিদ্ধ হলেও অভিযোগের নিরাপদ ব্যবস্থা যদি না থাকে, নিরাপত্তার বিধান থাকলেও পরিদর্শন ও শাস্তি যদি কার্যকর না হয়, তাহলে আইনের পরিবর্তন শ্রমিকের জীবনে কতটা পরিবর্তন আনবে?

এই প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ২০০৬ সালের শ্রম আইন থেকে ২০২৬ সালের সংশোধিত কাঠামোতে পৌঁছাতে বাংলাদেশকে দীর্ঘ ও জটিল পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। ২০০৬ সালের আইনে কর্মসংস্থান, মাতৃত্ব, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, মজুরি, ক্ষতিপূরণ, ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তিসহ শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের একটি সমন্বিত কাঠামো তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু কেবল আইন প্রণয়নেই সেই যাত্রা শেষ হতে পারে না।

২০১৩ সালে রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির পর শ্রমিকের নিরাপত্তা ও কর্মপরিবেশ নিয়ে আন্তর্জাতিক উদ্বেগ তীব্র হয়। সাভারে ভবনধসে ১ হাজার ১৩৪ জন শ্রমিক নিহত এবং প্রায় ২ হাজার ৫০০ জন আহত হওয়ার ঘটনা বিশ্ববাজারের সামনে আমাদের শিল্প খাতকে এক বড় প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। একই বছর শ্রম আইনে বড় ধরনের সংশোধন এনে জরুরি বহির্গমন, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, নিরাপত্তা কমিটি ও ট্রেড ইউনিয়ন-সংক্রান্ত নতুন বিধান যুক্ত করা হয়। ২০১৮ সালেও আইনে আবার সংশোধন আনা হয়।

তা সত্ত্বেও শ্রমিকের সংগঠিত হওয়ার অধিকার, শ্রম পরিদর্শন এবং সম্মিলিত দর-কষাকষি নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অসন্তোষ থেকে যায়। ২০১৯ সালে কয়েকটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন আইএলওর সংবিধানের ২৬ অনুচ্ছেদের আওতায় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করে। অভিযোগের কেন্দ্রে ছিল শ্রম পরিদর্শন, সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা এবং ৮১, ৮৭ ও ৯৮ নম্বর কনভেনশনের সঠিক বাস্তবায়ন না হওয়া।

এই জটিল বাস্তবতার মধ্য দিয়েই সাম্প্রতিক শ্রম আইন সংস্কারপ্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে হয়েছে। ২০২৪ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত আইএলও গভর্নিং বডির ৩৫২তম অধিবেশনটি ছিল বাংলাদেশের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। সেখানে অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে শ্রম আইন সংস্কার, শ্রমিকের সংগঠিত হওয়ার অধিকার, মাতৃত্বকালীন সুবিধা এবং শ্রমিক অধিকার-সংক্রান্ত স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি তুলে ধরা হয়। ওই আলোচনায় বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেন তৎকালীন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল এবং তৎকালীন শ্রম উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। আইএলও বাংলাদেশকে রোডম্যাপের অগ্রগতি দ্রুত এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানায়।

পরবর্তী সময়ে ১২ নভেম্বর ২০২৪-এ আমাকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয় (পাশাপাশি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বও ছিল)। তৎকালীন প্রেক্ষাপটে শ্রম আইন সংস্কারের দায়িত্ব নেওয়া ছিল চরম চ্যালেঞ্জিং। একদিকে আইএলওতে আর্টিকেল ২৬-এর অভিযোগ ঝুলছিল, অন্যদিকে মার্কিন ট্রেড বডি ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকেও শ্রম অধিকার সংস্কারে তীব্র চাপ ছিল। ফলে বিষয়টির সঙ্গে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি ও রপ্তানি অর্থনীতির ভবিষ্যৎ সরাসরি যুক্ত হয়ে পড়ে।

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেওয়ার পর তৎকালীন শ্রমসচিব মো. এহছান-ই-এলাহী, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং শ্রমিক-মালিক-সরকারের সমন্বয়ে গঠিত ত্রিপক্ষীয় পরামর্শক কমিটির (টিসিসি) মাধ্যমে দফায় দফায় বৈঠক শুরু হয়। খসড়া সংস্কারের একটি বহুল আলোচিত বিষয় ছিল বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বা অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজোল্যুশন (এডিআর)। শ্রমবিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা গেলে আদালতকেন্দ্রিক দীর্ঘ আইনি জটিলতা কমে আসে, তবে এর সাফল্য নির্ভর করে ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা ও বাস্তব প্রয়োগের ওপর।

দীর্ঘ আলোচনার পর ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এর একটি পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকে খসড়ার গুরুত্বপূর্ণ রূপরেখা চূড়ান্ত হয়। এরপর ১০-২০ মার্চ ২০২৫ জেনেভায় অনুষ্ঠিত আইএলওর ৩৫৩তম গভর্নিং বডি অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিয়ে আমি সেই খসড়ার মূল অগ্রগতি তুলে ধরি। আইএলও সংস্কার রোডম্যাপের অগ্রগতি স্বীকার করলেও পরবর্তী অগ্রগতির সময়সীমা মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত নির্ধারণ করে দেয়।

এরপর দেশে ফিরে আবার একাধিক ত্রিপক্ষীয় বৈঠক, সেমিনার এবং ইইউ ও আইএলও প্রতিনিধিদের পরামর্শের মাধ্যমে খসড়াটিকে আরও পরিমার্জিত করা হয়। ২০২৫ সালের নভেম্বরে ৩৫৫তম গভর্নিং বডি অধিবেশনেও এই ধারাবাহিক অগ্রগতি তুলে ধরা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৭ নভেম্বর ২০২৫ জারি করা হয় 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) অধ্যাদেশ'। আইএলওর ভাষ্যমতে, এই অধ্যাদেশ কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য ও হয়রানি প্রতিরোধে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমমানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষায় একটি বড় মাইলফলক।

একই মাসে বাংলাদেশ আইএলওর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কনভেনশন—পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক ১৫৫ নম্বর কনভেনশন, স্বাস্থ্য উন্নয়ন কাঠামোসংক্রান্ত ১৮৭ নম্বর কনভেনশন এবং সহিংসতা ও হয়রানি প্রতিরোধসংক্রান্ত ১৯০ নম্বর কনভেনশন—অনুসমর্থন করে।

২০২৬ সালের মার্চে আইএলওর ৩৫৬তম অধিবেশনে বাংলাদেশের অগ্রগতি আবার পর্যালোচিত হয়। আইএলও এই ত্রিপক্ষীয় সংস্কারকে স্বাগত জানায়, তবে ইপিজেডসহ বাকি কাজ দ্রুত শেষ করার তাগিদ দিয়ে ২০২৭ সালের মার্চ অধিবেশনে পরবর্তী প্রতিবেদন জমার নির্দেশ দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৬ সালের এপ্রিলেও শ্রম আইনে প্রয়োজনীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়।

এই সাম্প্রতিক সংস্কারগুলোর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য ও হয়রানি প্রতিরোধকে বাধ্যবাধকতা করা, ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের শর্ত সহজ করা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা বৃদ্ধি, চাকরিচ্যুতির পর শ্রমিককে অসৎ উদ্দেশ্যে কালোতালিকাভুক্ত করা বন্ধ করা, নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু এবং ন্যূনতম মজুরি পুনর্নির্ধারণের সময়সীমা কমিয়ে আনা।

কিন্তু আইনি সংস্কার যত সুন্দরই হোক না কেন, আসল পরীক্ষা শুরু হয় বাস্তবায়নের মাঠে। আইনে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার থাকা এক কথা, আর সেই অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে শ্রমিকের চাকরি না হারানো সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। বৈষম্য ও হয়রানি নিষিদ্ধ করা এক জিনিস, আর অভিযোগের পর নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত হওয়া অন্য জিনিস। কর্মক্ষেত্রের সুরক্ষার বিধান কাগজে থাকা সহজ, কিন্তু নিয়মিত কারখানা পরিদর্শন এবং অনিয়মের বিরুদ্ধে দ্রুত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া অনেক কঠিন।

তাই এখন মূল নজর দিতে হবে প্রশাসনিক সক্ষমতার ওপর। কারখানায় নিয়মিত পরিদর্শন হচ্ছে কি না, কতগুলো অনিয়মে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হলো—এসব তথ্য প্রকাশ না পেলে বাস্তব চিত্র আড়ালেই থেকে যাবে। পাশাপাশি ইপিজেড শ্রম আইনকেও মূল শ্রম আইনের সমকক্ষ ও আইএলও কনভেনশনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা জরুরি। কারণ, বৈশ্বিক বাজারে কেবল পণ্যের মান বা দাম যথেষ্ট নয়; পণ্যটি কতটুকু মানবিক ও নিরাপদ পরিবেশে তৈরি হয়েছে, তা-ও এখন রপ্তানির প্রধান শর্ত।

২০০৬ থেকে ২০২৬—এই দুই দশকের ইতিহাস দেখায় যে শুধু নতুন আইন বা অধ্যাদেশ যুক্ত করলেই মৌলিক সমস্যার সমাধান হয় না। নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, বিভিন্ন পক্ষের নানা স্বার্থ ও মতপার্থক্য কাটিয়ে একটি গ্রহণযোগ্য খসড়া তৈরি করা কতটা কঠিন। তবে দায়িত্বে থাকা অবস্থায় আমার কাছে সবচেয়ে স্পষ্ট মনে হয়েছে—গেজেটে সই হওয়ার মাধ্যমে সংস্কার শেষ হয় না, বরং শুরু হয়।

আইএলও ২০২৭ সালের মার্চে বাংলাদেশের অগ্রগতি আবার পর্যালোচনা করবে। তাই এখন দেখার বিষয়—শ্রমিক কি ভয় ছাড়া ইউনিয়ন করতে পারছেন? হয়রানির অভিযোগ জানালে নিরপেক্ষ বিচার পাচ্ছেন? কারখানা পরিদর্শন কি আসলেই কার্যকর হচ্ছে? এই প্রশ্নগুলোর ইতিবাচক উত্তর পাওয়া গেলেই কেবল বলা যাবে ২০২৬ সালের সংস্কার সফল হয়েছে।

● **এম সাখাওয়াত হোসেন** সাবেক অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা

* *মতামত লেখকের নিজস্ব*

THE FINANCIAL EXPRESS
September 26, 2026

Protecting RMG workers from heat stress

The growing intensity of heat in Bangladesh is no longer confined to climate discussions alone. Now, it is showing up on production floors of the country's most important export industry. A study on this issue conducted by the US-based Cornell University's Global Labor Institute (GLI) along with local partners, reportedly, is no doubt well-timed. Based on data from eight garment factories around Dhaka and workers' homes, the study found that the heat-stress season in 2025 expanded to seven months as a 'new norm'. But factory temperatures were often worse. Most exposed were workers in cutting, ironing and finishing sections in the hottest months. Obviously, a worker suffering from heat exhaustion, dehydration, headache or fatigue cannot maintain normal pace of work for hours. So, what might appear to factory owners as a workplace-comfort issue is actually one that involves workers' health and safety.

What makes the Cornell study noteworthy is that it translates the cost of heat stress into the language businesses understand-the loss of output and earnings-and shows spending on adaptation is not money thrown away. One representative small-and-medium-sized factory under study was estimated to lose 4.1 per cent of its annual revenue to high heat. Whereas, as the study noted, an industry-wide investment of around US$239 million, equivalent to a tiny fraction of Bangladesh's annual export earnings, could substantially reduce factory heat stress. The suggested measures include roof insulation, reflective coating, better ventilation, improved airflow and mechanical cooling, which might be used to meet specific needs. In fact, there is no one-size-fit-all solution to heat stress. The investment made for the cooling, however, can be recovered within one to four years through productivity gains. So, with temperatures rising, can an export industry dependent on millions of workers afford not to make such investments?

RMG industry leaders and policymakers should act fast before high heat exacts a still heavier price on life and the economy

However, it would be unfair to place the entire cost burden on garment manufacturers, operating under intense price pressure from international buyers. The global brands whose supply chains benefit from Bangladesh's comparatively low production costs cannot ask suppliers to meet higher climate and labour standards while refusing to share costs. What is required, therefore, is a framework involving brands, manufacturers, government and international development partners to mobilise finance for heat adaptation, set enforceable workplace heat standards and monitor implementation. Such a framework should also look beyond factory gates. The study mentioned above has found workers facing heat stress also at their homes. That limits recovery after long working hours forcing additional spending on fans, electricity and medicine. In that case, safe housing, affordable electricity, social protection and commensurate wages become part of climate adaptation. Women workers, including pregnant and nursing mothers, and their children, are exposed to health risks during extreme heat. They need targeted protection and accessible healthcare.

There is no reason why such adaptive measures should remain confined to the RMG sector. Garment factories provide a visible example of what rising temperatures are doing to labour productivity across the economy. Workers in other manufacturing industries, warehouses, construction sites, transport services and informal workplaces are no less exposed, though their losses often remain unmeasured. The government should, therefore, treat occupational heat stress as an emerging national workplace hazard and develop sector-specific standards involving heat monitoring, rest breaks, drinking water, ventilation, cooling and emergency medical response. Incentives, concessional finance and technical support could help smaller enterprises make necessary changes without threatening viability. At the same time, industrial buildings and workers' residential areas need also to be brought within a wider heat-resilience strategy. Indeed, the Cornell University study shows that properly designed adaptation measures can protect workers' health and return the investment. So, industry leaders and policymakers should act fast before high heat exacts a still heavier price on life and the economy.

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বুধবার। ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬

আগস্টে ২৯৭ কোটি ডলার রেমিট্যান্স এসেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

প্রবাসী আয়ে শক্তিশালী প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। সদ্য শেষ হওয়া আগস্ট মাসে দেশে ২৯৬ কোটি ৬৩ লাখ মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। আগের বছরের একই মাসে এসেছিল ২৪২ কোটি ১৮ লাখ ৯০ হাজার ডলার। ফলে এক বছরের ব্যবধানে আগস্টে রেমিট্যান্স বেড়েছে প্রায় ৫৪ কোটি ৪৫ লাখ ডলার বা ২২.৫ শতাংশ।

খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠানোর ক্ষেত্রে প্রবাসীদের আগ্রহ বৃদ্ধি, ব্যাংকিং সেবার সহজলভ্যতা এবং অর্থ পাঠানোর প্রক্রিয়া সহজ হওয়ায় দেশে প্রবাস আয় বাড়ছে। একই সঙ্গে হুন্ডি প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ এবং বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে তুলনামূলক স্থিতিশীলতাও বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়াতে ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম দুই মাস জুলাই ও আগস্টে মোট রেমিট্যান্স এসেছে ৫৮২ কোটি ৫৩ লাখ ডলার। আগের অর্থবছরের একই সময়ে এসেছিল ৪৮৯ কোটি ৯৭ লাখ ৬০ হাজার ডলার। অর্থাৎ দুই মাসে রেমিট্যান্স বেড়েছে প্রায় ৯২ কোটি ৫৬ লাখ ডলার বা ১৮.৯ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, আগস্টে রেমিট্যান্স প্রবাহ জুলাইয়ের তুলনায়ও বেড়েছে।

জুলাই মাসে দেশে এসেছিল ২৮৫ কোটি ৮৬ লাখ ৮০ হাজার ডলার। আগস্টে এসেছে ২৯৬ কোটি ৬৩ লাখ ডলার। ফলে এক মাসের ব্যবধানে প্রবাস আয় বেড়েছে প্রায় ১০ কোটি ৭৭ লাখ ডলার বা ৩.৮ শতাংশ।

প্রবাস আয় বেড়েছে ২২.৫%

- এক মাসের ব্যবধানে প্রবাস আয় বেড়েছে প্রায় ১০ কোটি ৭৭ লাখ ডলার

আগস্ট মাসে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স এসেছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির মাধ্যমে। ব্যাংকটি এক মাসে ৫৫ কোটি আট লাখ ৯০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স সংগ্রহ করেছে। জুলাইয়ে ব্যাংকটির মাধ্যমে এসেছিল ৪৫ কোটি ২৭ লাখ ৭০ হাজার ডলার। অর্থাৎ এক মাসে এই ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স বেড়েছে প্রায় ৯ কোটি ৮১ লাখ ডলার। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে আগস্টে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স এসেছে অগ্রণী ব্যাংকের মাধ্যমে ১৬ কোটি ২০ লাখ ৮০ হাজার ডলার। এরপর সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ১৩ কোটি ৯৯ লাখ ১০ হাজার ডলার এবং জনতা ব্যাংকের মাধ্যমে সাত কোটি ৯৩ লাখ ১০ হাজার ডলার। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মোট রেমিট্যান্স দাঁড়িয়েছে ৪৩ কোটি ৩৪ লাখ ৬০ হাজার ডলার।

বিশেষায়িত ব্যাংকের মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে আগস্টে এসেছে ২৯ কোটি ১৯ লাখ ১০ হাজার ডলার। বিশেষায়িত দুই ব্যাংক মিলে রেমিট্যান্স এসেছে ২৯ কোটি ১৯ লাখ ১০ হাজার ডলার।

ব্যাংকাররা বলছেন, রেমিট্যান্সের এই ইতিবাচক ধারা অব্যাহত থাকলে বৈদেশিক মুদ্রার জোগান বাড়ার পাশাপাশি রিজার্ভের ওপরও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। আমদানি দায় মেটানো এবং বৈদেশিক লেনদেনে ভারসাম্য রাখার ক্ষেত্রেও বাড়তি রেমিট্যান্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে আগস্টে রেমিট্যান্স এসেছে ২২৩ কোটি ৪৫ লাখ ৩০ হাজার ডলার। অর্থাৎ দেশের মোট রেমিট্যান্সের বড় অংশই এসেছে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে। বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মধ্যে ইসলামী ব্যাংকের পর দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ডাচ্-বাংলা ব্যাংক। আগস্টে ব্যাংকটির মাধ্যমে এসেছে ১৫ কোটি ৬৭ লাখ ৫০ হাজার ডলার। এরপর ঢাকা ব্যাংকের মাধ্যমে ১৪ কোটি ৮৪ লাখ ৩০ হাজার, সিটি ব্যাংকের মাধ্যমে ১৩ কোটি ৫২ লাখ ৫০ হাজার, ব্র্যাক ব্যাংকের মাধ্যমে ২৫ কোটি ২৮ লাখ ১০ হাজার এবং ট্রাস্ট ব্যাংকের মাধ্যমে ২১ কোটি ১৪ লাখ ৯০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স এসেছে।

রেমিট্যান্সের এই ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি দেশের বৈদেশিক মুদ্রার বাজারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রবাস আয় ব্যাংকিং চ্যানেলে এলে বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ বাড়ে এবং আমদানি ব্যয়, বৈদেশিক দায় পরিশোধসহ বিভিন্ন বৈদেশিক লেনদেন মেটাতে ব্যাংকগুলোর সক্ষমতা বাড়ে।

প্রথম আলো
মঙ্গলবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬,

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে অভিবাসন ব্যয় কমাতে হবে

এবি পার্টির আলোচনা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

প্রবাসী শ্রমিকেরা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও তাঁদের স্বার্থরক্ষায় রাষ্ট্রের কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেই বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা বলেছেন, বিদেশে শ্রমিক পাঠানোর পুরো প্রক্রিয়ায় একটি চক্র অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছে। মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে অভিবাসন ব্যয় কমাতে হবে। বন্ধ করতে হবে সিন্ডিকেট ও শ্রমিক হয়রানি।

গতকাল সোমবার রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) মিলনায়তনে 'মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানি: ফের সিন্ডিকেট! অতিরিক্ত অভিবাসন ব্যয়! বাড়তি ফি ও অর্থ পাচারের ফাঁদে অসহায় বিদেশগামী নাগরিক' শীর্ষক মুক্ত আলোচনায় বক্তারা এ কথা বলেন। আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) এ আলোচনার আয়োজন করে।

আলোচনায় ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) চেয়ারম্যান আবু আহমেদ বলেন, প্রবাসীরা বছরে প্রায় ৩৬ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাঠান। এ অর্থ না এলে দেশের অর্থনীতির অবস্থা কী হতো, তা ভাবা দরকার। অথচ যাঁরা এ অর্থ পাঠান, তাঁদের জীবনযাপন ও কর্মপরিবেশ নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা নেই।

প্রবাসীদের জন্য দূতাবাস ও হাইকমিশনগুলোকে আরও জনবান্ধব হতে হবে বলে মনে করেন আবু আহমেদ। তিনি বলেন, বিমানবন্দরে প্রবাসী শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের হয়রানি বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

আলোচনায় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান রিপন বলেন, শ্রমিক পাঠানোর ব্যবসা করতে হলে তাঁদের ঘামের অর্থ থেকে কতটুকু নেওয়া ন্যায্য, তা বিবেচনা করতে হবে। অতিরিক্ত অভিবাসন ব্যয়ের কারণে অনেক শ্রমিক বিদেশে গিয়ে কয়েক বছরেও ঋণের টাকা তুলতে পারেন না। শ্রমবাজার ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন এনে এ পরিস্থিতি থেকে তাঁদের মুক্ত করতে হবে।

সরকার নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে লাইসেন্স দেয়। তাহলে বিদেশে কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে তাঁদের সরাসরি কাজের সুযোগ দেওয়া হবে না কেন, সেই প্রশ্ন তোলেন এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু। তিনি বলেন, একটি নির্দিষ্টসংখ্যক এজেন্সির মাধ্যমে শ্রমিক পাঠানোর ব্যবস্থা না করে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ও সক্ষম সব এজেন্সিকে সুযোগ দেওয়া উচিত।

এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান ফুয়াদ বলেন, রাষ্ট্র শ্রমিকদের মানুষ হিসেবে না দেখে পণ্য হিসেবে বিবেচনা করছে। শ্রমিক পাঠানোর ক্ষেত্রে সিন্ডিকেটের কারণে পুরো শ্রমবাজার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

আলোচনায় এবি পার্টির পক্ষ থেকে বেশ কিছু দাবি তুলে ধরা হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা সিন্ডিকেটকে বাজার নিয়ন্ত্রণের সুযোগ না দিয়ে যোগ্য রিক্রুটিং এজেন্সিকে সুযোগ দেওয়া; সরকারনির্ধারিত অভিবাসন ব্যয়ের বাইরে অর্থ নেওয়া বন্ধ করা; ব্যাংক বা অনুমোদিত ডিজিটাল মাধ্যমে সব লেনদেন করা; সাব-এজেন্ট ও ডিজিটাল মধ্যস্থতাকারীদের নিবন্ধন, নজরদারি ও জবাবদিহির আওতায় আনা; রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে কতজন কর্মী পাঠানো হচ্ছে, তাঁদের কাছ থেকে কত টাকা নেওয়া হচ্ছে—এসব তথ্য প্রকাশ্যে আনা; প্রতারণা কিংবা হয়রানির অভিযোগ প্রমাণিত হলে এজেন্সির লাইসেন্স বাতিল, কালোতালিকাভুক্তি ও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। শনিবার। ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬

মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণ নির্বিঘ্ন হোক



এ কে এম আতিকুর রহমান

দুই দেশের সরকার, বাংলাদেশের রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো এবং মালয়েশিয়ার নিয়োগকারীদের ঐকান্তিক ইচ্ছা, সততা, আন্তরিকতা ও জবাবদিহির মনোভাব থাকতে হবে

এ বছরের জুন মাসে মালয়েশিয়া সফরকালে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগের ওপর দেওয়া নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে যত দ্রুত সম্ভব শ্রমবাজার উন্মুক্ত করার আহ্বান জানানো হলে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী তাতে ইতিবাচক সাড়া দেন। বৈঠকে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগ যেন স্বচ্ছ, ন্যায্য এবং সাশ্রয়ী ব্যয়ের মধ্যে থাকে, সে ব্যাপারেও উভয় পক্ষ একমত পোষণ করে। সে সময় কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত সমঝোতার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উভয় সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষ কাজ করবে বলেও জানানো হয়েছিল।

পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগের ব্যাপারে দুই দেশের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মধ্যে আলোচনার অগ্রগতি হয়েছে। সম্প্রতি স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম জানিয়েছেন, বাংলাদেশ থেকে দুই লাখ শ্রমিক নেবে মালয়েশিয়া। ১০ হাজার শ্রমিক পাঠানো হবে একেবারে বিনা খরচে। বিভিন্ন সময়ে সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা কর্মী প্রেরণে সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে তাঁদের কঠোর অবস্থানের কথা উচ্চারণ করেছেন। তাঁদের সেই আশ্বাসবাণী শুধু মালয়েশিয়ায় যেতে ইচ্ছুক আমাদের কর্মীদেরই নয়, সমগ্র জনগণকে আশাবাদী করেছিল। আমাদের প্রত্যাশা ছিল দুই দেশের দুই প্রধানমন্ত্রীর ঐকমত্যের ভিত্তিতেই একটি স্বচ্ছ, ন্যায্য এবং সাশ্রয়ী ব্যয়ের নিয়োগপ্রক্রিয়া অনুসরণে বাংলাদেশি কর্মীরা মালয়েশিয়ায় যাবেন। কিন্তু হঠাৎ করেই কয়েক দিন আগে মালয়েশিয়ার ফরেন ওয়ার্কার্স সেন্ট্রালাইজড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ওয়েবসাইটে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগের জন্য ২৫টি রিক্রুটিং এজেন্সির একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়। মালয়েশিয়া আরো জানায়, বিদেশী কর্মী নিয়োগে কোটার আবেদন এফডব্লিউসিএমএসের 'ই-কোটা' মডিউলের মাধ্যমে প্রক্রিয়া করা হবে। এদিকে আমাদের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে মালয়েশিয়ার পক্ষ থেকে সরকারিভাবে কোনো কিছু জানানো হয়নি বলে জানিয়েছে এবং এ বিষয় নিয়ে তারা মালয়েশিয়ার মানবসম্পদ মন্ত্রণালয়কে পত্র পাঠিয়েছে। ওই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী দুই দেশের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি নির্ধারণের কথা বলেন এবং সে লক্ষ্যে তাঁদের পক্ষ থেকে সব প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলে জানান।

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশ থেকে কর্মী যাওয়া এবং তা বন্ধ করার ঘটনা বেশ কয়েকবারই ঘটেছে। ১৯৮৯ সাল থেকে নিয়মিতভাবে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি কর্মী প্রেরণ শুরু হয়। কর্মীদের শোষণ, প্রতারণা ও নানা হয়রানির কারণে মালয়েশিয়া ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগে প্রথম নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এরপর ২০০১, ২০০৯, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালেও আমাদের কর্মী নিয়োগের ওপর মালয়েশিয়ার নিষেধাজ্ঞা আসে। এসব নিষেধাজ্ঞা যেসব কারণে বিভিন্ন সময় আরোপিত হয়, সেসবের মধ্যে কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সিন্ডিকেট গঠনের মাধ্যমে কর্মীদের শোষণ অন্যতম। আমাদের কর্মীরা সবচেয়ে বেশি শোষিত এবং নিগৃহীত হয়েছে যখনই কিছু রিক্রুটিং এজেন্সিকে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। বিশেষ করে ২০০৯ সালে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১২ সালের নভেম্বরে স্বাক্ষরিত 'জিটুজি' পদ্ধতিতে কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক অনুসরণে ন্যূনতম অভিবাসন ব্যয় ৩৫ হাজার টাকার মধ্যে বাংলাদেশ থেকে মাত্র ১০ হাজার কর্মী মালয়েশিয়ায় যান। এর পরই দুই দেশের বিশেষ মহলের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে সেই প্রক্রিয়াটির অপমৃত্যু ঘটানো হয়। ২০১৬ সালে 'জিটুজি প্লাস' নামের একটি নতুন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে ১০টি রিক্রুটিং এজেন্সির একটি সিন্ডিকেটকে কর্মী প্রেরণের একচ্ছত্র সুবিধা প্রদান করা হয়।

এরপর ২০১৮ সালে মালয়েশিয়ায় সরকারের পরিবর্তন হলে ওই বছরের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। ওই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে ২০২১ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেওয়া সংক্রান্ত নতুন একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। আমাদের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী বাংলাদেশ থেকে কর্মী প্রেরণ প্রক্রিয়ায় কোনো গ্রুপ বা সিন্ডিকেটকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছিলেন। দেশের মানুষ ভালো কিছু প্রত্যাশা করলেও সেটি আর হয়নি। সিন্ডিকেটের হাতেই কর্মীদের মালয়েশিয়ায় যাওয়া আটকে থাকল। আগে ছিল ১০টি এজেন্সির সিন্ডিকেট, এবার হলো ২৫টির সিন্ডিকেট, যা পরবর্তী সময়ে ১০০টিতে দাঁড়ায়। উদ্ভূত সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে মালয়েশিয়া ২০২৪ সালে আবার নিষেধাজ্ঞা জারি করে, যা কার্যত এখনো চলমান।

আসলে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া উভয় দেশের ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের ছত্রচ্ছায়ায় বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগের উদ্দেশ্যে গঠিত এসব সিন্ডিকেট অর্থ উপার্জনের একটি বড় উৎস। উভয় প্রান্তেই এদের রয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী নেটওয়ার্ক। আমাদের যাঁরা তথাকথিত 'জনশক্তি ব্যবসা'র সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাঁরা সাধারণত তাঁদের স্থানীয় সংযোগ ব্যবহার করে মালয়েশিয়ার উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের বাংলাদেশ থেকে কর্মী আনার সময় এ ধরনের নিয়োগপ্রক্রিয়া প্রণয়ন করতে রাজি করান, যাতে তাঁদের স্বার্থে বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত কেউ না ঘটাতে পারে। আর সে কাজটিই হয়ে থাকে সিন্ডিকেট গঠনের মাধ্যমে। দুই দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ওই সব বাংলাদেশি আর মালয়েশিয়ার অসৎ লোকের কর্মকাণ্ড জেনেশুনেও কেন সে পথেই বারবার পা বাড়ায় জানি না। তাহলে আমরা কি কোনো দিনই অভিবাসী কর্মী ও রিক্রুটিং এজেন্সির স্বার্থ সঠিকভাবে রক্ষা করে একটি অভিবাসীবান্ধব নিয়োগব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে পারব না? মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার কি বাংলাদেশের কর্মীদের জন্য চিরকাল সিন্ডিকেটের শোষণের হাতিয়ার হয়েই থাকবে?

২৫টি রিক্রুটিং এজেন্সির তালিকা প্রকাশের পর এ নিয়ে সারা দেশে নতুনভাবে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় এসব এজেন্সি কোন প্রক্রিয়ায় কর্মী নিয়োগ করবে, কারা চাকরির চাহিদাপত্র পাবে এবং কর্মী পাঠানোর প্রক্রিয়ায় দেশের সব এজেন্সির সুযোগ থাকবে কি না, সেসব বিষয়ের সিদ্ধান্ত কি দুই দেশের সরকার এরই মধ্যে গ্রহণ করেছে? ইত্যাদি প্রশ্ন ঘুরেফিরে আসছে। সবার আশঙ্কা, মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারটি নতুন কোনো প্রভাবশালী চক্রের হাতে পড়তে যাচ্ছে। তবে কি বাংলাদেশি কর্মীরা আগের মতোই আরেকটি 'সিন্ডিকেট'-এর জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হতে যাচ্ছেন? তেমনটি হলে, হয়তো দু-এক বছর পরই দেখা যাবে আবার নিষেধাজ্ঞা নেমে আসছে। এর থেকে উত্তরণের কি কোনো পথই খোলা নেই?

আমার জানা মতে, একটি পথ আছে। তবে সে ক্ষেত্রে, দুই দেশের সরকার, বাংলাদেশের রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো এবং মালয়েশিয়ার নিয়োগকারীদের ঐকান্তিক ইচ্ছা, সততা, আন্তরিকতা ও জবাবদিহির মনোভাব থাকতে হবে। আর সর্বাগ্রে অভিবাসীবান্ধব, স্বচ্ছ এবং ন্যূনতম অভিবাসন ব্যয়ের প্রক্রিয়া অনুসরণে আমাদের কর্মীদের পাঠাতে সংশ্লিষ্ট সবার অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। এমন এক পদ্ধতির প্রয়োগ দরকার হবে, যাতে শুধু কর্মীদের স্বার্থই সংরক্ষিত থাকা নয়, রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর স্বার্থও রক্ষিত হবে। আমি এই লেখায় কর্মী নিয়োগের সেই প্রক্রিয়াটির কোনো বর্ণনা দিলাম না। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি সে ধরনের প্রক্রিয়া অনুসরণে আমাদের কর্মীদের বিদেশে পাঠাতে আন্তরিক হয়, তবে আমি অবশ্যই তাদের তা বিস্তারিতভাবে জানাব। আমার বিশ্বাস, সেই প্রক্রিয়া অনুসরণ করলে সিন্ডিকেটও কর্মীদের শোষণ করার সুযোগ পাবে না।

আমরা অনেক কথাই বলি, প্রায়ই যেসবের সঙ্গে আমাদের কাজের কোনো সম্পৃক্ততা পাওয়া যায় না। এতে শেষতক দেশের ক্ষতি হয়, জনগণ বঞ্চিত হয়। সেই ফাঁকে কিছু লোক নির্বিঘ্নে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে নেয়। হয়তো আমরা কিছুদিনের মধ্যেই মালয়েশিয়ায় আমাদের কর্মী প্রেরণের বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারব। সমগ্র বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। আমাদের সরকারের মতোই আমরাও চাই না সিন্ডিকেটের হাতে কর্মীদের সমর্পণ করতে। বাংলাদেশ সরকারকে কর্মীদের স্বার্থ যাতে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করা যায়, সেটি নিয়ে মালয়েশিয়া সরকারের সঙ্গে প্রয়োজনীয় আলোচনা করে কর্মী প্রেরণের প্রক্রিয়া নির্ধারণপূর্বক তা বাস্তবায়নে এগিয়ে যেতে হবে। মালয়েশিয়ায় যেতে কর্মীরা যেন আর কোনো ধরনের শোষণের শিকার না হন, সে বিষয়টির প্রতি সরকার দৃষ্টি দেবে, তেমন প্রত্যাশাই করি।

লেখক : সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সচিব

প্রথম আলো
শনিবার, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬

ছোট হয়ে গেছে বড় শ্রমবাজার



বাংলাদেশিদের অভিবাসন

বড় কয়েকটি শ্রমবাজার দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ অথবা কর্মী যাওয়া কমে গেছে। প্রধানমন্ত্রীর সফরের পর মালয়েশিয়ার বাজার খোলার ঘোষণা এসেছে।

মহিউদ্দিন, ঢাকা

সেনানিবাসে বাবুর্চির কাজ দেওয়ার কথা বলে গত বছর রাশিয়ায় পাঠানো হয় লক্ষ্মীপুরের জাহাঙ্গীর আলমকে। কিন্তু খাবার তৈরি নয়, তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সরাসরি ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে।

সাত মাস পর বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে দেশে ফিরে আসেন জাহাঙ্গীর। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, শুরুতে প্রশিক্ষণ ছাড়াই অস্ত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরে এক দিন তা চালানো শেখানো হয়। তাঁরা একসঙ্গে ১৬ জন ছিলেন যুদ্ধের ক্যাম্পে। চারজন মারা যাওয়ার পর তাঁর দিন কাটছিল আতঙ্কে। অসুস্থ হয়ে দুই মাস হাসপাতালে কাটান। সেখান থেকে পালান এবং দূতাবাসের মাধ্যমে দেশে ফেরেন।

রাশিয়া কখনোই বাংলাদেশের বড় শ্রমবাজার ছিল না। বাংলাদেশি অদক্ষ শ্রমিকেরা মূলত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে যান। মালয়েশিয়ায়ও অনেকেই যেতেন। আর্থিক দিক দিয়ে বেশি সচ্ছলেরা যান ইউরোপের দেশগুলোতে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলো রাশিয়া ও কম্বোডিয়ার মতো দেশগুলোতে অনেকে যাচ্ছেন। গিয়ে অনেকেই প্রতারণার শিকার হচ্ছেন।

অন্যদিকে অবৈধ পথে ইউরোপের দেশে গিয়ে বহু মানুষ প্রতিবছর প্রাণ হারাচ্ছেন। তার মধ্যে বাংলাদেশিরাও রয়েছেন। কিন্তু অবৈধ পথে লাখ লাখ টাকা ব্যয়ে যাত্রা থামছে না।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, বাহরাইনের মতো বাংলাদেশের কিছু বড় শ্রমবাজার দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ অথবা কর্মী যাওয়া কমে গেছে। সমস্যাটি নতুন নয়, বেশ কয়েক বছরের। বিএনপি সরকার মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার খোলার চেষ্টা করছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান গত জুন মাসে মালয়েশিয়া সফর করেন। এরপর সম্প্রতি দেশটি শ্রমবাজার খোলার ঘোষণা দেয়। তবে এখনো খোলেনি। ইউরোপের দেশগুলোতেও যথেষ্টসংখ্যক কর্মী যেতে পারছে না। ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোতে কর্মীদের যাওয়ার আগ্রহ তৈরি হওয়ার এটা একটা বড় কারণ।

সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল দেশের বাইরে এক কোটি কর্মসংস্থান তৈরি করা। সেটার বাস্তবায়নে সরকার কাজ করছে।

নুরুল হক, প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী

বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে কম্বোডিয়ায় ১২ হাজার ২৬৩ জন বাংলাদেশি যাওয়ার ছাড়পত্র নিয়েছেন। দেশটি ২০২৫ সালে বাংলাদেশের বৈদেশিক শ্রমবাজারে ৮ নম্বর অবস্থানে উঠে এসেছে। রাশিয়ান ফেডারেশনে গেছেন ৪ হাজার ৭২৭ জন। রাশিয়া রয়েছে ১৩ নম্বর অবস্থানে। মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, লেবাননের মতো দেশের চেয়ে ২০২৫ সালে রাশিয়ায় গেছেন বেশিসংখ্যক বাংলাদেশি।

সার্বিকভাবে বাংলাদেশি কর্মীদের বিদেশ যাওয়া কমছে। বিএমইটি বলছে, বিদেশে যেতে এ বছরের প্রথম আট মাসে (জানুয়ারি-আগস্ট) ছাড়পত্র নিয়েছেন প্রায় ৫ লাখ কর্মী। গত বছর একই সময়ে সংখ্যাটি ছিল প্রায় ৭ লাখ ৪০ হাজার। তার মানে এ বছর কর্মীর ছাড়পত্র কমেছে ১ লাখ ৪০ হাজারের মতো।

রিক্রুটিং এজেন্সি মালিকদের সংগঠন বায়রার সাবেক মহাসচিব আলী হায়দার চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, আরব আমিরাত ও কাতারের বাজার সংকুচিত। মালয়েশিয়ায় বন্ধ। দেশেও কাজ না থাকায় যেকোনো উপায়ে বিদেশে যেতে গিয়ে প্রতারিত হচ্ছেন অনেকে, পাচারের ঘটনা ঘটছে। তাঁর দাবি, ৭০ শতাংশ কর্মী সৌদি আরবে যাচ্ছেন স্বল্প মেয়াদে। গিয়ে অনেকেই কাজ পান না।

আলী হায়দার চৌধুরী আরও বলেন, বন্ধ শ্রমবাজার চালু এবং নতুন বাজার তৈরি করতে না পারলে পাচার ও প্রতারণা কমবে না। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বে কাজ করতে হবে এ খাতে।

বিদেশে কর্মী পাঠানো কেন জরুরি

বাংলাদেশ থেকে ১৯৭৬ সালে বিদেশে কর্মী পাঠানো শুরু হয়। মূলত এটি বাড়তে শুরু করে নব্বইয়ের দশকে। অন্যদিকে ২০২১ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত

ইশতেহারে যা আছে, তার প্রতিফলন দেখাতে হবে। সরকারের মানসিকতা বদলাতে হবে, না হলে প্রবাসী কর্মীরাই ভুক্তভোগী হবেন।

আসিফ মুনীর, অভিবাসন খাতবিশেষজ্ঞ

সময়ে বছরে কর্মী পাঠানোর গড় সংখ্যা ১০ লাখ ছাড়িয়ে যায়। এর মধ্যে ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি কর্মী গেছেন ২০২৩ সালে, ওই বছর বিদেশে যান ১৩ লাখের বেশি কর্মী। সংখ্যাটি যত বড়ই হোক না কেন, বিদেশ যেতে আগ্রহী তরুণের তালিকা কখনোই ছোট হয়নি।

বাংলাদেশের তরুণ ও যুবাদের বড় অংশ বিদেশে গিয়ে নিজেদের ভাগ্য যেমন বদলাতে পেরেছেন, তেমনি তাঁদের পাঠানো অর্থে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার মজুত বড় হয়েছে। গত পাঁচ অর্থবছরে বাংলাদেশিরা বছরে গড়ে ২ হাজার ৬৪৯ কোটি ডলারের সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠিয়েছেন। রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়ে বিশ্বে সপ্তম অবস্থানে বাংলাদেশ।

দারিদ্র্য বিমোচন ও অভ্যন্তরীণ বাজার বড় হওয়ার ক্ষেত্রে দেশের তরুণদের বিদেশ যাওয়াকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বলে মনে করা হয়।

১০টি দেশে গেছেন ৯৪% কর্মী

সমস্যা হলো, কয়েক দশক ধরে শ্রমবাজারটি গুটিকয়েক দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ২০১১ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৫ বছরে মোট ২০৩টি দেশে কর্মী পাঠানো হয়েছে। এ সময় মোট কর্মী গেছেন ১

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

কোটি ১০ লাখের বেশি। এর প্রায় ৭৯ শতাংশ কর্মী গেছেন মাত্র পাঁচটি দেশে। সব মিলিয়ে ৯৪ শতাংশ কর্মী গেছেন ১০টি দেশে।

বিদেশে কর্মসংস্থানের তালিকার শীর্ষে থাকা দেশের মধ্যে আছে সৌদি আরব, ওমান, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, কুয়েত, জর্ডান, বাহরাইন ও মালদ্বীপ। সবই এশিয়ার দেশ, যার মধ্যে সাতটি মধ্যপ্রাচ্যের। ৯৮টি দেশে দেড় দশকে ১০০ জন করেও কর্মী পাঠানো যায়নি। যদিও এসব দেশের অনেকগুলোর আর্থিক অবস্থা ভালো এবং শ্রমবাজারে চাহিদা রয়েছে।

নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশকেন্দ্রিক বাজারনির্ভরতা এখন জটিল পরিস্থিতি তৈরি করেছে। সেসব দেশের কয়েকটিতে বাজার ছোট হয়েছে। অথবা নানা কারণে কর্মী পাঠানো বন্ধ।

মালয়েশিয়ায় ২০২৩ সালে কাজ নিয়ে যান সাড়ে তিন লাখের বেশি কর্মী। তবে অনিয়মের কারণে ২০২৪ সালের জুনে দেশটির শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে যায়। ওমানে ২০২৩ সালে কর্মী গিয়েছিলেন সোয়া লাখের বেশি। ২০২৪ সাল থেকে শ্রমবাজারটি কার্যত বন্ধ।

সংযুক্ত আরব আমিরাতে ২০২৩ সালে কর্মী গিয়েছিলেন প্রায় এক লাখ। ২০২৪ সালে দেশটিতে কর্মী গেছেন ৪৭ হাজার। ২০২৫ সালে কর্মী গেছেন ১৩ হাজার ৭৫০ জন। অর্থাৎ দেশটিতে বাংলাদেশি কর্মী যাওয়া প্রায় বন্ধ।

বাহরাইনেও বাংলাদেশিরা অনেক দিন ধরে যেতে পারছেন না। লেবাননে রপ্তানি কম। দেশটিতে ইসরায়েলের হামলা চলছে অনেক দিন ধরে।

কয়েক বছর ধরে কর্মসংস্থান বাড়ছে শুধু সৌদি আরবে। ২০৩৪ সালের ফুটবল বিশ্বকাপের আয়োজক সৌদি আরব। দেশটিতে ফুটবল অবকাঠামো নির্মাণের ধুম শুরু হয়েছে। এতে অদক্ষ কর্মীর চাহিদা আছে। তবে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো বলছেন, বাড়তির ধারা আগামী বছর থেকে আর না-ও থাকতে পারে।

দেশটিতে ২০২৪ সালে সোয়া ছয় লাখ বাংলাদেশি কাজের জন্য গিয়েছিলেন। গত বছর তা বেড়ে ৭ লাখ ৫৫ হাজার ছাড়ায়। তবে এ বছরের প্রথম ছয় মাসে গেছেন ২ লাখ ১৫ হাজারের মতো কর্মী। অর্থাৎ কমছে। সৌদি আরবে গিয়ে চুক্তি অনুসারে কাজ না পাওয়ার অভিযোগ আছে। যে হারে কর্মী যাচ্ছেন, সে হারে কাজ নেই সেখানে।

বন্ধ থাকা শ্রমবাজার খোলার বিষয়ে জানতে চাইলে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, বিদ্যমান শ্রমবাজারের পাশাপাশি আর কোথায় কোথায় নতুন শ্রমবাজার খোলা যায়, সে বিষয়ে কাজ হচ্ছে। ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো যেসব শ্রমবাজার আগে বড় ছিল, কিন্তু বিগত 'ফ্যাসিস্ট' সরকারের কারণে সংকুচিত হয়ে গেছে, সেসব বাজারে বাংলাদেশের নাগরিকদের আরও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির জন্য আলাপ-আলোচনা চলছে।

সরকারের নানা উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে নুরুল হক বলেন, সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল দেশের বাইরে এক কোটি কর্মসংস্থান তৈরি করা। সেটার বাস্তবায়নে সরকার কাজ করছে।

নতুন বাজারের নামে প্রতারণা

নতুন বাজারে কর্মী পাঠানোর নামে প্রতারণা বাড়ছে। যেমন কম্বোডিয়ায় বাংলাদেশিদের নেওয়া হয় কলসেন্টারে চাকরির নামে। এরপর তাঁদের দিয়ে করানো হয় অনলাইন প্রতারণা। আন্তর্জাতিক চাপে সম্প্রতি এসব 'স্ক্যাম সেন্টারে' অভিযান চালিয়ে সেগুলো বন্ধ করে দিয়েছে দেশটির আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এরপর জুনেই ফিরে এসেছেন বাংলাদেশি ৬৪৬ কর্মী। প্রতিদিন ফিরছেন, আরও অনেকে ফেরার অপেক্ষায়।

খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, কম্বোডিয়ার অর্থনীতি বাংলাদেশের চেয়ে ভালো নয়। সেখানে চাকরির সুযোগ কম। তারপরও সেখানে কর্মীদের পাঠানো হয় স্ক্যাম সেন্টারের জন্য। রাশিয়ায় পাঠানোর পর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কেউ কেউ পালিয়ে আসতে পেরেছেন। কেউ কেউ সেখানেই মারা যাচ্ছেন। আবার কেউ কেউ দেশে ফেরার আকুতি জানিয়ে বার্তা পাঠাচ্ছেন।

ব্যাংককভিত্তিক ফোর্টিফাই রাইটস এবং ইউক্রেনভিত্তিক ট্রুথ হাউন্ডস নামে দুটি সংগঠন গত মার্চে জানায়, রাশিয়ার হয়ে ইউক্রেন যুদ্ধে অংশ নেওয়া শতাধিক বাংলাদেশি তরুণের মধ্যে সে সময় পর্যন্ত ৩৪ জন নিহত হয়েছেন।

এদিকে উন্নত জীবনের প্রলোভনে ইতালি যেতে বিভিন্ন দেশ হয়ে লিবিয়ায় যাচ্ছেন বাংলাদেশিরা। গিয়ে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন, নির্যাতনের মুখে মুক্তিপণ দিতে হচ্ছে। এরপর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে মারা যাচ্ছেন কেউ কেউ। আর কেউ কেউ পৌঁছাচ্ছেন ইতালি।

২০২৫ সালে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালি গেছেন বিভিন্ন দেশের ৬৬ হাজার ৩১৬ জন। তাঁদের মধ্যে সমুদ্রে নিখোঁজ অথবা নিহত হয়েছেন ১ হাজার ১২৬ জন। এ বছরের জুন পর্যন্ত ১৪ হাজার ১৯৪ জন ইতালি গেছেন এই পথে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৩২ শতাংশ বাংলাদেশি, ৩ হাজার ৬৯১ জন। যদিও লিবিয়া যেতে গত বছর ১০০ জন এবং এ বছর ৬৩ জন ছাড়পত্র নিয়েছেন। এর মানে মধ্যপ্রাচ্যসহ ভিন্ন দেশ হয়ে লিবিয়ায় যাচ্ছেন এসব কর্মী।

ইউরোপের কয়েকটি দেশে চাকরির প্রলোভন দিয়েও নিয়মিত প্রতারণার ঘটনা ঘটছে। বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতারিত কর্মীরা ফিরে এসে মানব পাচারের মামলা করছেন। আবার কোনো ক্ষেত্রে বিদেশে নিহত হওয়া প্রবাসীর পরিবারও মামলা করছে। প্রতিবছর মানব পাচারের মামলা বাড়ছে।

পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) মানব পাচারবিরোধী ইউনিটের (টিএইচবি) হিসাব বলছে, ২০১৮ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত ৫৩৬টি মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে ১ হাজার ৬৫৭ জনকে; কিন্তু গ্রেপ্তার করা গেছে মাত্র ৩৫৩ জনকে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য বলছে, মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনে পাঁচ বছরে (২০২০-২৪) হওয়া ৪ হাজার ৪২৭টি মামলার ৯৪-৯৫ শতাংশ আসামি খালাস পেয়ে যান। পাচারকারীদের বিচার ও শাস্তি না হওয়ায় মানব পাচার থামানো যাচ্ছে না বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

চাহিদার বাড়তি রিক্রুটিং এজেন্সি

অভিবাসন খাতের বেসরকারি সংগঠন রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্ট রিসার্চ ইউনিট (রামরু)বলছে, ভারতে মোট রিক্রুটিং এজেন্সির সংখ্যা ১৯২, পাকিস্তানে ৪৬৪টি, নেপালে ৪১৬টি, শ্রীলঙ্কায় ২৪৮টি। সংখ্যা কম হলে নজরদারি করা সহজ হয়। বাংলাদেশে আগে এজেন্সির সংখ্যা ৮৫০ থেকে ৯০০টির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। গত আওয়ামী লীগ সরকার এটি বাড়িয়ে ২ হাজার ৪০০-এর কাছাকাছি নিয়ে যায়। গত বছর ২৫২টি নতুন এজেন্সির লাইসেন্স অনুমোদন করে অন্তর্বর্তী সরকার।

সব মিলিয়ে লাইসেন্স নিয়েছে ২ হাজার ৬৪৬টি এজেন্সি। বিশ্লেষকেরা বলছেন, লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্সির সংখ্যা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে কমিয়ে আনা দরকার। উল্লেখ্য, গত জুলাইয়ে মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানো নিয়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের দায়ে করা একটি মামলার অভিযোগপত্র আদালতে জমার পর ৪৯টি রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স প্রত্যাহার করে নেয় বিএনপি সরকার।

নিয়ম 'মানায় উদাসীনতা'

অভিবাসন খাতে বহু ধরনের সমস্যার মধ্যে গত ১২ ফেব্রুয়ারি দায়িত্ব নেয় বিএনপি সরকার। দলটি তার নির্বাচনী ইশতেহারে যেমন পাঁচ বছরে এক কোটি কর্মী বিদেশে পাঠানোর কথা বলেছে, তেমনি প্রতারণা ও ভোগান্তি নিরসন এবং দক্ষ শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক সনদ প্রাপ্তির সুযোগ সম্প্রসারিত করার কথা বলেছে।

অভিবাসন খাত বিশেষজ্ঞ আসিফ মুনীর *প্রথম আলোকে* বলেন, নিয়ম মেনে কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে উদাসীনতা আছে; তা বন্ধ হয়নি। ছাড়পত্র অনুমোদনের দায় সরকারের। যেসব দেশের নিয়োগপত্র যাচাই করা যাচ্ছে না, সেখানে কর্মী পাঠানোর দরকার কী। রাশিয়া, কম্বোডিয়ার মতো দেশে কীভাবে ছাড়পত্র দেয়। তিনি বলেন, ইশতেহারে যা আছে, তার প্রতিফলন দেখাতে হবে। সরকারের মানসিকতা বদলাতে হবে, না হলে প্রবাসী কর্মীরাই ভুক্তভোগী হবেন।

ভুক্তভোগী অনেকেই হচ্ছেন। সৌদি আরব, কম্বোডিয়া, রাশিয়া, লিবিয়াসহ বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতারিত হয়ে কত কর্মী ফিরে আসছেন, তার একটা ধারণা পাওয়া যায় ট্রাভেল পাস নেওয়ার হিসাব থেকে। বিমানবন্দর সূত্র বলছে, চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে ট্রাভেল পাস (ভ্রমণের অনুমতিপত্র) নিয়ে ফিরেছেন ১৫ হাজার ২৪৫ জন। এরপর শুধু এপ্রিলেই ফিরেছেন ৮ হাজার ২১৫ জন।

সব হারিয়ে পাসপোর্ট না থাকা এসব কর্মী পুলিশের হাতে আটক হয়ে ট্রাভেল পাস নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। গত মঙ্গলবার লিবিয়ায় বন্দিজীবন কাটিয়ে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) সহায়তায় দেশে ফেরে বাংলাদেশিদের একটি দল। ওই দলে ছিলেন মশিউর রহমান নামে মাদারীপুরের এক যুবক। তিনি বলছিলেন, নিজের খাবার হোটেলের ব্যবসা ছেড়ে ইতালি যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। ৩২ লাখ টাকা খুইয়ে কোনোরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরে আসতে হয়েছে তাঁকে।

বাড়িতে মশিউরের জন্য স্বজনেরা অপেক্ষা করছিলেন ঠিকই; কিন্তু তাঁর চিন্তা একটাই, পাওনাদারদের কী বলবেন?

বণিক বার্তা
শনিবার, সেপ্টেম্বর ৫, ২০২৬

বিদেশী শ্রমিকের ওপর নির্ভরতা কমাচ্ছে মালয়েশিয়া

২০৩০ সালে ১০ শতাংশে, ২০৩৫ সালে ৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বিদেশী শ্রমিকের ওপর নির্ভরতা কমাতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়েছে মালয়েশিয়া। আগামী পাঁচ বছরের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা 'থার্টিন্থ মালয়েশিয়া প্ল্যান (১৩এমপি), ২০২৬-৩০' অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে মোট কর্মশক্তিতে বিদেশী শ্রমিকের অংশ ১০ শতাংশে এবং ২০৩৫ সালে ৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে দেশটি। এরই মধ্যে দেশটিতে বৈধ বিদেশী কর্মীর সংখ্যাও কমতে শুরু করেছে। ২০২৪ সালের তুলনায় ২০২৫ সালে এ সংখ্যা ১৩ শতাংশ কমেছে। উৎপাদন, নির্মাণ, সেবা, কৃষিসহ বিভিন্ন খাতে বিদেশী শ্রমিক নিয়োগ সীমিত করার পাশাপাশি অটোমেশন, স্থানীয়দের কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বাড়ানোর ওপর জোর দিচ্ছে মালয়েশিয়া সরকার।

মালয়েশিয়া সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, বিদেশী শ্রমিকের ওপর নির্ভরতা কমানোর ফলে স্থানীয়দের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে এবং দেশীয় কর্মীদের দক্ষতা বাড়বে। দীর্ঘমেয়াদে এ উদ্যোগ শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধিতেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছে সরকার। এটি দেশটির বৃহত্তর শ্রমবাজার সংস্কার কর্মসূচির অংশ, যার লক্ষ্য আরো গতিশীল, প্রতিযোগিতামূলক ও টেকসই কর্মসংস্থান ব্যবস্থা গড়ে তোলার পাশাপাশি জনগণের আয় বাড়ানো। এ নীতির ধারাবাহিকতায় মালয়েশিয়ায় বৈধ বিদেশী কর্মীর সংখ্যাও কমছে। ২০২৪ সালে দেশটিতে বৈধ বিদেশী কর্মী ছিল ২৪ লাখ ৫২ হাজার ১০ জন। ২০২৫ সালে তা ১৩ শতাংশ কমে ২১ লাখ ৩২ হাজার ৫৭৮ জনে নেমেছে। উৎপাদন, নির্মাণ, সেবাসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক খাতে পর্যায়ক্রমে বিদেশী কর্মীর সংখ্যা কমিয়ে আনা হচ্ছে।

মালয়েশিয়ার সংবাদমাধ্যম দ্য সানের তথ্য অনুযায়ী, দেশটিতে সবচেয়ে বেশি বিদেশী কর্মী রয়েছেন উৎপাদন খাতে, ৬ লাখ ২২ হাজার ৩৮৮ জন। এরপর নির্মাণ খাতে ৫ লাখ ৮৯ হাজার ৬৮৪ জন এবং সেবা খাতে ৩ লাখ ৯০ হাজার ৬০৭ জন বিদেশী কর্মী কাজ করছেন। এছাড়া প্লান্টেশন বা বাগান খাতে ২ লাখ ৬৩ হাজার ১৩১ জন, কৃষি খাতে ১ লাখ ৫৮ হাজার ৬২৮ জন, গৃহকর্মী হিসেবে ১ লাখ ৭ হাজার ৩৭৫ জন এবং খনি খাতে ৭৬৫ জন বৈধ বিদেশী কর্মী রয়েছেন। তবে বৈধ কর্মীদের বাইরে দেশটিতে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক অনিয়মিত বিদেশী নাগরিকও রয়েছেন। বিভিন্ন সময় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক ও নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠায় মালয়েশিয়া সরকার।

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে বিদেশী কর্মীর

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন



বিদেশী শ্রমিকের ওপর নির্ভরতা

১ম পৃষ্ঠার পর

উৎস দেশ হিসেবে বর্তমানে শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ। দেশটির মোট বিদেশী শ্রমশক্তির প্রায় ৩৭ শতাংশই বাংলাদেশী। মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্যের বরাতে দেশটির সংবাদমাধ্যম দ্য স্টার জানিয়েছে, বর্তমানে সেখানে বৈধ ওয়ার্ক পারমিটধারী বাংলাদেশী কর্মীর সংখ্যা ৮ লাখ ৩ হাজার ৩৩২। উৎপাদন ও সেবাসহ বিভিন্ন খাতে কম দক্ষতাসম্পন্ন বিদেশী কর্মীর প্রধান উৎস দেশও এখন বাংলাদেশ। এর বাইরে অবৈধভাবে আরো কয়েক লাখ বাংলাদেশী সেখানে বসবাস করছেন বলে ধারণা করা হয়।

২০২৪ সাল থেকে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশী কর্মীদের জন্য শ্রমবাজার বন্ধ রয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার বাজারটি পুনরায় চালুর উদ্যোগ নিলেও তাতে অগ্রগতি আসেনি। নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রথম বিদেশ সফর ছিল মালয়েশিয়া। এ সফর ঘিরে বন্ধ শ্রমবাজার পুনরায় চালুর প্রত্যাশা তৈরি হলেও সরাসরি কোনো ঘোষণা আসেনি। পরবর্তী সময়ে সরকারের বিভিন্ন পর্যায় থেকে এ বিষয়ে নানা বক্তব্য এলেও কবে থেকে এবং কী পরিমাণ কর্মী মালয়েশিয়ায় যেতে পারবেন, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য দেয়া হয়নি।

তবে গত ২৮ আগস্ট প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ অনুরোধে ১০ হাজার বাংলাদেশী কর্মীকে সম্পূর্ণ বিনা খরচে বা 'জিরো কস্টে' নেয়ার বিষয়ে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে মালয়েশিয়া কর্তৃপক্ষ। এর দুই দিন পর, ৩০ আগস্ট স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম সাংবাদিকদের বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক নেয়ার বিষয়ে আলোচনা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। প্রায় দুই লাখ শ্রমিক তারা নেবে। এর মধ্যে ১০ হাজার শ্রমিক তারা ফ্রিতে নেবে। বাংলাদেশ থেকে যে জনশক্তি রফতানি হবে, সেটি সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে পর্যায়ক্রমে শুরু হবে এবং আগামী ছয় মাসের মধ্যে এ প্রক্রিয়া শেষ হবে।'

তবে মীর শাহে আলমের এ দাবিকে বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক অবস্থান নয় বলে জানিয়েছেন মালয়েশিয়া সরকারের মুখপাত্র ও যোগাযোগমন্ত্রী ফাহমি ফাদজিল। গত বুধবার দেশটির প্রশাসনিক রাজধানী পুত্রজায়ায় মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

ফ্রি মালয়েশিয়া টুডের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশটিতে বিদেশী শ্রমিক নিয়োগের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট শিল্প ও খাতের প্রকৃত জনবল চাহিদার ভিত্তিতে নেয়া হবে। একই সঙ্গে নিয়োগের সংখ্যা থার্টিন্থ মালয়েশিয়া প্ল্যানের আওতায় অর্থনীতি মন্ত্রণালয় নির্ধারিত সীমার মধ্যেই রাখতে হবে বলে জানিয়েছেন মালয়েশিয়ার মানবসম্পদমন্ত্রী আর রামানান।

প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমের দুই লাখ কর্মী নেয়ার বক্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এ সংখ্যা বর্তমান বাস্তব চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।' তার ভাষ্য, ছয় মাসে দুই লাখ কর্মী নিতে হলে প্রতিদিন এক হাজারের বেশি বাংলাদেশীকে মালয়েশিয়ায় প্রবেশ করতে হবে, যা বাস্তবসম্মত নয়।

অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার নিয়ে এখনো স্পষ্ট কোনো চিত্র পাওয়া যাচ্ছে না। বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন পর্যায় থেকে আসা বক্তব্যের সঙ্গে মালয়েশিয়ার জাতীয় পরিকল্পনা এবং সাম্প্রতিক সময়ে দেশটির সরকারের অবস্থানের মিল নেই। ফলে বাংলাদেশ থেকে নতুন করে কর্মী নেয়া হবে কিনা, হলে কতসংখ্যক এবং কবে থেকে নেয়া হবে—এসব বিষয় নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

এ বিষয়ে অভিবাসন বিশেষজ্ঞ আসিফ মুনীর *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী দেশটির সংসদেও স্পষ্ট করেছেন, বিদেশী কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে তারা ধীরে চলো নীতিতে এগোবেন। তাদের প্রথম অগ্রাধিকার হলো মালয়েশিয়ায় এরই মধ্যে অবস্থান করছেন কিন্তু কাজ পাননি—এমন বিদেশী কর্মীদের সমস্যার সমাধান করা। দেশটির এ নীতিগত অবস্থান আমাদের নীতিনির্ধারকদের অজানা থাকা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বর্তমানে মালয়েশিয়ায় বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী রয়েছেন, যারা নিয়মিত কাজ পাচ্ছেন না কিংবা নথিপত্রসংক্রান্ত জটিলতায় আছেন। মালয়েশিয়া সরকার যদি নতুন কর্মী নেয়া বন্ধ রাখার পাশাপাশি অনিয়মিত বা কাগজপত্রহীন কর্মীদের ফেরত পাঠাতে শুরু করে, তাহলে বাংলাদেশ দ্বিমুখী সংকটে পড়বে।' তার মতে, মালয়েশিয়া সরকারের নীতিগত বাস্তবতা আমলে নিয়ে বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। একক কোনো শ্রমবাজারের ওপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরতা কমিয়ে এখন টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার দিকে এগোতে হবে।

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য নেই বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুর। তিনি *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'মালয়েশিয়ার বিষয়ে সত্যিকার অর্থে আমার কাছে নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী বা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (এলজিআরডি) প্রতিমন্ত্রী কোন সোর্স থেকে বলছেন সেটা তারাই ভালো বলতে পারবেন।'

NEWAGE
THURSDAY, SEPTEMBER 10, 2026, BHADRA 2

RMG exports to major destinations post positive growth in July-August

Staff Correspondent
Dhaka

THE country's readymade garment shipments to major export destinations showed mostly positive performance in the July-August period, the first two months of financial year 2026-27, with overall earnings rising.

RMG exports grew by 5.12 per cent to $7.50 billion, up from $7.13 billion in the same period of FY26, according to data from the Export Promotion Bureau, compiled by Bangladesh Apparel Voice.

Knitwear exports rose by 6.17 per cent to $4.19 billion, outpacing woven garment exports, which grew by 3.81 per cent to $3.30 billion.

The EPB said that the export performance came amid a challenging global trade environment, with stronger demand in major markets and increased buyer confidence in Bangladesh supporting exports.

Manufacturers, however, said that despite domestic and external challenges, including gas and energy shortages and global geopolitical tensions, export earnings increased partly because the export was low in July-August 2025 due to the impact of reciprocal tariffs.

The European Union, Bangladesh's largest apparel destination, posted exports of $3.49 billion in July-August of FY27, up 2.46 per cent from $3.41 billion in the same period a year earlier.

The EU's share of Bangladesh's total RMG exports stood at 46.61 per cent during the period.

Among major EU markets, France, Denmark and Austria recorded declines, while Germany, Italy, Spain, the Netherlands, Belgium, Sweden and Poland posted growth.

Germany, the largest EU market, edged up 0.88 per cent to $805 million in the first two months of FY27, from $798 million in FY26.

RMG exports to major des

Cotinued from B1

France fell 5.39 per cent to $304 million, Denmark declined 19.54 per cent to $144 million and Austria dropped 14.62 per cent to $15.37 million.

Among the other markets that posted growth, Spain rose 11.61 per cent to $805 million, the Netherlands grew 8.47 per cent to $440 million, Sweden climbed 13.15 per cent to $127 million, Belgium increased 6.83 per cent to $96 million and Italy edged up 0.60 per cent to $233 million.

Exports to the United States, the single largest destination for Bangladeshi apparel, rose 11.42 per cent to $1.61 billion from $1.45 billion, with the market accounting for 21.52 per cent of total RMG exports despite tariff and global geopolitical tensions.

Shipments to Canada grew 3.37 per cent to $250 million in July-August of FY27, from $242 million, with the market accounting for 3.33 per cent of total exports.

RMG exports to the United Kingdom rose 3.74 per cent to $916 million in the first two months of FY27, from $883 million in the same period a year earlier, with the UK's share of total exports reaching 12.22 per cent.

In the apparel trade, the US, Canada, the UK and the EU are considered traditional markets, while other destinations are classified as non-traditional markets.

Major non-traditional markets include Japan, Australia, Russia, India, China, South Korea, the United Arab Emirates, Malaysia, Brazil and Mexico.

After months of decline, exports to non-traditional destinations rebounded with a 6.48 per cent growth to $1.22 billion in July-August of FY27, up from $1.15 billion in the same period of FY26, and accounted for 16.32 per cent of total RMG exports.

Among major non-traditional markets, exports to India, China, South Korea and Russia witnessed declines in July-August of FY27, while exports to Japan, Australia, Brazil, Turkey, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Malaysia and Mexico recorded positive growth, EPB data showed.

Earlier, Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association president Mahmud Hasan Khan told New 'Age that overall RMG export growth in the first two months of FY27 reflected the industry's resil-

ient policy measures had also helped protect the industry.

'For a sustainable export recovery, policy support must be strengthened in energy security, interest-rate reduction and lowering the cost of doing business, while ensuring ease of doing business,' he added.

Bangladesh Apparel Voice founder and CEO Mohiuddin Rubel said that amid the economic conditions in major destinations due to the Middle East and Ukraine wars, the growth was a positive signal.

'The most important thing is the rebound in exports to the non-traditional markets. Along with the US and EU, we should focus on these markets with proper research and development by keeping pace with their demands and trends,' he added, stressing the need for high-value production, policy support and diversification.

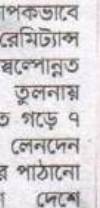
In FY26 as a whole, the RMG sector earned $38.70 billion, a 1.64 per cent decline from $39.35 billion in FY25.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ॥

বাংলাদেশে রেমিট্যান্স পাঠানোর খরচ বেশি

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রবাসী আয়ের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল বাংলাদেশে রেমিট্যান্স পাঠানোর খরচ এখনো স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (এলডিসি) তুলনায় বেশি। দেশে অর্থ পাঠাতে গড়ে ৭ থেকে ৮ শতাংশ পর্যন্ত লেনদেন ব্যয় হয়। এতে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থের একটি অংশ দেশে পৌঁছানোর আগেই খরচ হয়ে যায়। জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়নবিষয়ক সংস্থা (ইউএনসিটিএডি) প্রকাশিত সর্বশেষ বৈশ্বিক বাণিজ্যবিষয়ক প্রতিবেদনে এ চিত্র উঠে এসেছে। বিশ্বব্যাংকের ২০২৩ সালের রেমিট্যান্স স্থানান্তর ব্যয়ের বেঞ্চমার্কের তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে।



বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষ ১০ রেমিট্যান্স গ্রহণকারী দেশের একটি। মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে কর্মরত লাখ লাখ বাংলাদেশি প্রতিবছর দেশে অর্থ পাঠান। বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য, বৈদেশিক মুদ্রার জোগান এবং প্রবাসী পরিবারের জীবনযাত্রায় এ অর্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে উচ্চ স্থানান্তর ব্যয় রেমিট্যান্স প্রবাহের সুফল কমিয়ে দিচ্ছে।

ইউএনসিটিএডির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স স্থানান্তর ব্যয়ের দেশগুলোর অর্ধেকই স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় রয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে বেনিন ও অ্যাঙ্গোলায় এ ব্যয় সবচেয়ে বেশি। বিপরীতে লাও পিডিআর ও হাইতিতে খরচ তুলনামূলক কম। বাংলাদেশে গড়ে ৭ থেকে ৮ শতাংশ ব্যয় হওয়ায় প্রবাসী আয়ের পুরো সুফল পরিবার ও অর্থনীতিতে পৌঁছায় না। বিশেষ করে স্বল্প আয়ের অভিবাসীদের ক্ষেত্রে বিষয়টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তুলনামূলক ছোট অঙ্কের অর্থ পাঠানোর কারণে লেনদেন ফি ও বিনিময় হারের ব্যবধান তাদের প্রকৃত প্রাপ্তি কমিয়ে দেয়।

এ ব্যয় কমাতে ডিজিটাল লেনদেন, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ও ব্যাংকিং চ্যানেলের ব্যবহার বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দিয়েছে ইউএনসিটিএডি। সাব-সাহারান আফ্রিকায় এরই মধ্যে মোবাইল



মানির ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ২০২১ সালে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে এর ব্যবহার ছিল প্রায় ২৭ শতাংশ, যা ২০২৪ সালে প্রায় ৪০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এ ছাড়া প্যান-আফ্রিকান পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেম (পিএপিএসএস) আন্তঃসীমান্ত লেনদেনের ব্যয় কমাতে এবং বিদেশি ক্লিয়ারিং ব্যবস্থার ওপর নির্ভরতা কমাতে সহায়তা করছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তথ্যব্যবস্থা ও ডিজিটাল অবকাঠামো শক্তিশালী করার পাশাপাশি উদীয়মান ডিজিটাল বাণিজ্যের নিয়মকানুন প্রণয়নে নিজেদের সক্ষমতা বাড়ানোর সুপারিশ করেছে সংস্থাটি। বাংলাদেশের জন্য তাই একদিকে রেমিট্যান্স স্থানান্তরের ব্যয় কমানো, অন্যদিকে উচ্চমূল্যের ডিজিটাল সেবা রপ্তানি বাড়ানো–দুই ক্ষেত্রেই সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

সময়ের আলো
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬

চামড়া ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পে আসছে জার্মান বিনিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদক

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, জাহাজ নির্মাণ ও পুনর্ব্যবহার এবং হালকা প্রকৌশলসহ সম্ভাবনাময় শিল্প খাতে জার্মান বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি সহযোগিতা চেয়েছে বাংলাদেশ। এসব খাতকে রফতানিমুখী, পরিবেশবান্ধব ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিল্পে রূপ দিতে জার্মানির অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তি ও বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করছে সরকার। গতকাল সোমবার রাজধানীর মতিঝিলে শিল্প মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত জার্মান রাষ্ট্রদূত ড. রুডিগার লোটজের সঙ্গে বৈঠকে এ আহ্বান জানান শিল্পমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির।

বৈঠকে শিল্পমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ-জার্মানি অর্থনৈতিক সম্পর্ককে শুধু বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায় না সরকার। পণ্যের বৈচিত্র্য, মূল্য সংযোজন, মানোন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে দ্বিপক্ষীয় অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও গভীর ও বহুমুখী করার সুযোগ রয়েছে। তিনি বলেন, তৈরি পোশাক খাত আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের সক্ষমতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। একই ধরনের সাফল্য চামড়া, জাহাজ নির্মাণ ও হালকা প্রকৌশলসহ অন্যান্য শিল্প খাতেও অর্জন করা সম্ভব।

সমকাল | শুক্রবার | ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ |

শ্রমবাজার খোলার আগেই প্রতারণা

মালয়েশিয়া

- চাকরির বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছে এজেন্সি, হাজার মানুষের ভিড়
- ভ্রাম্যমাণ আদালতের জরিমানা

■ রাজীব আহাম্মদ

কর্মী নিয়োগে মালয়েশিয়া বাংলাদেশি রিক্রুটিং এজেন্সির তালিকা প্রকাশ করলেও দেশটির শ্রমবাজার এখনও উন্মুক্ত হয়নি। কবে থেকে কোন পদ্ধতিতে কর্মী যাবে, তা এখনও ঠিক হয়নি। কিন্তু রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো এর আগেই চটকদার বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। সাক্ষাৎকার এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিচ্ছে।

একাধিক এজেন্সি এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠেছে। এরই মধ্যে গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে ট্রিপল এ ওভারসিজ নামে একটি এজেন্সির সামনে ভিড় করে হাজারো মানুষ। রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপি অফিসের কাছে পল্টন চায়না টাউনের একাদশ তলায় ট্রিপল এ ওভারসিজে সাক্ষাৎকার দিতে এসেছিলেন তারা। তাদের বলা হয়েছিল, মালয়েশিয়া পাঠাতে এই সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে।

হাজারো মানুষের ভিড়ের খবরে প্রথমে পুলিশ আসে। জানাজানি হওয়ার পর জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে অভিযান চালায় ট্রিপল এ ওভারসিজ কার্যালয়ে। প্রতিষ্ঠানটির মালিক এসকে মনির প্রথমে দাবি করেন, কর্মী নিয়োগে মালয়েশিয়া থেকে চাহিদাপত্র পেয়েছেন। কিন্তু তা দেখাতে পারেননি। পরে আদালত তাঁকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করে ট্রিপল এ ওভারসিজের কার্যালয় সিলগালা করে দেন।

২০২৪ সালের ৩১ মে থেকে বন্ধ রয়েছে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার। গত ২১ আগস্ট বাংলাদেশের ২৫ এজেন্সিকে কর্মী পাঠানোর কাজ দিয়ে তালিকা প্রকাশ করে মালয়েশিয়া সরকার অনুমোদিত প্ল্যাটফর্ম এফডব্লিউসিএমএস। ২৮ আগস্ট সরকারি রিক্রুটিং এজেন্সি বোয়েসেলসহ আরও ৩১৩টি এজেন্সির তালিকা প্রকাশ করে। বোয়েসেলের সাব-এজেন্ট হিসেবে ৬২ প্রতিষ্ঠানকে রাখা হয়েছে। এর সর্বশেষ প্রতিষ্ঠান ট্রিপল এ।

২০১৬ সালে ১০ এজেন্সি এবং ২০২২ সালে ২৫ এজেন্সিকে কর্মী পাঠানোর কাজ দিয়েছিল মালয়েশিয়া। যারা পরবর্তী সময় সিন্ডিকেট নামে পরিচিতি পায়। এবারের ২৫ এজেন্সিকেও সিন্ডিকেট বলা হচ্ছে।

২০২২ সালের আগস্ট থেকে ২০২৪ সালের মে পর্যন্ত সোয়া পাঁচ লাখ বাংলাদেশি কর্মী মালয়েশিয়া যেতে বিএমইটির ছাড়পত্র নিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে চার লাখ ৭৬ হাজার ৭৯০ জন যেতে পেরেছিলেন। সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেও সেই সময় ১৭ হাজার কর্মী যেতে পারেননি। তখন কর্মীপ্রতি ৭৯ হাজার টাকা ব্যয় নির্ধারণ করা হলেও গড়ে সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা আদায় করা হয়।



মালয়েশিয়া যাওয়ার জন্য সাক্ষাৎকার দিতে আসা 'ট্রিপল এ ওভারসিজ' এজেন্সির সামনে ভিড় করে হাজারো মানুষ। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর নয়াপল্টনের চায়না টাউন থেকে তোলা ● সমকাল

জনশক্তি ব্যবসায়ীদের সূত্র জানিয়েছে, এবার ছয় থেকে সাত লাখ টাকা লাগতে পারে। সমকাল একটি অডিও হাতে পেয়েছে, যা অনুযায়ী এজেন্সিগুলোকে মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠাতে জনপ্রতি '৫ প্লাস' হাজার রিঙ্গিত দিতে হবে। প্রতি কর্মীর ভিসাপ্রতি নিয়োগকারীকে দিতে হবে '৬ প্লাস'। ব্যবসায়ীদের ভাষ্য, প্লাসের অর্থ ৫০০। এর মানে ১২ হাজার রিঙ্গিত দিতে হবে, যা চার লাখ ৮০ হাজার টাকার সমপরিমাণ। এর সঙ্গে যোগ হবে উড়োজাহাজের ভাড়া, এজেন্সির মুনাফা, সরকারি বিভিন্ন ফি।

গতকাল ট্রিপল এ ওভারসিজে আসা মালয়েশিয়া যেতে ইচ্ছুক অন্তত ১০ জনের সঙ্গে কথা বলেছে সমকাল। তারা বলেছেন, তাদের সাক্ষাৎকারে আসার আগে ধারণা দেওয়া হয়েছে পাঁচ লাখ টাকা করে লাগতে পারে। বিদেশ যেতে সমস্যা হবে আশঙ্কায় তারা নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করেননি। কুষ্টিয়া থেকে আসা একজন সমকালকে বলেছেন, পাঁচ-ছয় লাখ টাকার কথা বলেছে। কেন কীভাবে এসেছেন– প্রশ্নে তারা জানান, তাদের গ্রামে এজেন্সির যে প্রতিনিধি রয়েছেন, তিনি বলেছেন, ঢাকায় গিয়ে সাক্ষাৎকার দিলে চাকরি হবে।

শুধু এই প্রতিষ্ঠান নয়, নামে-বেনামে বিভিন্ন এজেন্সি সামাজিক মাধ্যম এবং তাদের দালালদের মাধ্যমে গ্রামে-গঞ্জে মালয়েশিয়া পাঠানোর প্রচার চালাচ্ছে। ট্রিপল এ ওভারসিজের মালিক এসকে মনির অবশ্য দাবি করেন, তিনি এমন কোনো বিজ্ঞপ্তি দেননি। মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর সুযোগ পাওয়ায় বিপণনের অংশ হিসেবে দেশটিতে চাকরি করতে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের ডাকা হয়েছিল। আর কিছুই নয়।

তবে এই প্রতিষ্ঠান থেকে বিদেশ যেতে ইচ্ছুক কর্মীদের তিন বাক্স পাসপোর্ট পাওয়া গেছে। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ শামসুল তাবরিজ সমকালকে বলেছেন, যে শ্রমবাজার এখনও খোলেনি, এর জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় না। কাউকে পাঠানোর জন্য প্রলুব্ধ করা যায় না। তারা কাগজপত্র দেখাতে না পারায় জরিমানা এবং প্রতিষ্ঠান সিলগালা করা হয়েছে।

প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, কোনো অবস্থাতেই কোনো অসাধু বা অবৈধ রিক্রুটিং এজেন্সিকে সাধারণ মানুষের সরলতার সুযোগ নিয়ে প্রতারণা করতে দেওয়া হবে না। যারা নিয়ম অমান্য করবে এবং প্রবাসীদের জিম্মি করার চেষ্টা করবে, তাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ও কঠোর আইনি ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

Labour migration plunges 32pc amid shrinking job markets

Rashad Ahamad
Dhaka

LABOUR migration from Bangladesh fell by 32 per cent in the first eight months of this year compared with the same period last year, as several potential destinations restricted or suspended recruitment of Bangladeshi workers.

Laos recently suspended recruitment from Bangladesh, while labour migration to major destinations, including Oman, Bahrain, Malaysia, Mauritius and the United Arab Emirates, has declined or remained suspended since 2018.

The decline comes amid the ongoing Middle East conflict and reported irregularities in the migration process, threatening one of Bangladesh's largest sources of foreign exchange earnings and employment generation.

According to Bureau of Manpower, Employment and Training data, 499,680 people migrated overseas for jobs between January and August this year, compared with 739,870 during the same period in 2025.



In contrast, overseas employment increased by 11.54 per cent in 2025, with 1,128,641 people migrating for jobs compared with 1,011,869 in 2024.

Expatriates' Welfare and Overseas Employment secretary Md Mokhtar Ahmed said the government was working to open more destinations to expand overseas employment.

'The Iran and Russia-Ukraine wars have affected Bangladesh's labour market in the Middle East. We are trying to open more destinations,' he told New Age.

Asked about potential new destinations for Bangladeshi workers, he named Serbia, Thailand and Italy but could not specify when the markets would open.

Refugee and Migratory Movements Research Unit founding chair Tasneem Siddiqui said the Middle East wars were partly responsible for the decline, while poor migration management was another factor.

She said failures by private recruiting agencies and government bodies had damaged Bangladesh's image in destination countries through unethical and undocumented migration.

'We must focus on skills development to further increase overseas employment,' she said.

The shrinking overseas employment market threatens a major source of foreign exchange earnings and employment for Bangladesh, with remittances exceeding $30 billion annually and overseas employment reaching around 10 lakh workers in recent years.

On September 9, Laos's Ministry of Labour and Social Welfare announced that it would suspend recruitment of Bangladeshi workers from September 1 through the end of 2026.

In a directive, the ministry said the measure aimed to curb illegal entry, human smuggling, unauthorised labour brokers and employers evading responsibility for recruited workers. It did not explain why Bangladeshi

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

NEWAGE
, SEPTEMBER 18, 2026, ASHWIN 3, 1433 BS

Labour migration plunges 32pc

Continued from page 1

workers were specifically targeted.

Mazharul Hoque, president of the Bangladesh Association in Laos, said many Bangladeshis were staying in Laos without jobs or valid documents.

Mokhtar Ahmed said the government had not been officially notified of the decision, adding that its priority was not simply to increase migration but to ensure safe and regular migration.

Meanwhile, hundreds of Bangladeshi migrants have recently fallen victim to human trafficking, with many returning home after being deceived into migrating to Cambodia, Russia, the Middle East and southern Europe.

Ovibashi Karmi Unnayan Program founding chair Shakirul Islam said there had been no qualitative improvement in the migration sector despite the recent decline in migrant numbers.

'We are losing more markets because we have failed to establish an accountable and fair recruitment system,' he said.

Bangladesh Association of International Recruiting Agencies former secretary general Shameem Ahmed said the government needed to open new markets while retaining existing destinations.

'Markets are closing for Bangladesh while our competitors remain active. We must find out why,' he said.

He said Bangladesh needed to update its training modules to match labour-market demands and open new destinations.

He identified eastern Europe, East Asia and Oceania as potential markets but said no pragmatic steps had yet been taken to open them.

Shakirul said Bangladesh's overseas recruitment sector had developed a negative international image as many migrants faced exploitation and abuse in destination countries.

The Laos development could mirror Malaysia, whose labour market has remained closed to Bangladeshi workers since May 2024 following widespread irregularities in the syndicated recruitment system.

Riaz Hossain, a migrant from Jashore, said he went to Laos in March with six others after being promised jobs at a solar energy company with a monthly salary of $450.

'When we arrived in Laos, we found everything was fake. I have been without a job for two months and am borrowing money from home to support my family,' he said.

Malaysia, once a major destination for Bangladeshi workers, has remained closed since May 2024. The government has since sought to reopen the market, with prime minister Tarique Rahman requesting Malaysia to resume recruitment of Bangladeshi workers during his first visit to the country after taking office.

Amid expectations that Malaysia would reopen recruitment, its Foreign Worker Centralised Management System listed 25 Bangladeshi recruiting agencies as main agencies and 312 as associates. Migration experts have warned that the arrangement could create another syndicate.

A group of BAIRA members on Wednesday urged the government to ensure direct access to Malaysia's labour market for all qualified agencies, saying recruitment through a limited number of agencies could create a syndicate.

Oman, which once recruited more than 100,000 Bangladeshi workers annually, has also remained closed since 2024, while recruitment to Mauritius remains suspended.

Recruitment to Bahrain has been suspended since 2018, while migration to the UAE, Kuwait, Qatar and Singapore has also declined.

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
৭ আশ্বিন ১৪৩৩, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার দ্রুত উন্মুক্ত করার দাবি বায়রার

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো স্বার্থকে বিবেচনা না করে দেশ ও কর্মীদের কর্মসংস্থানের স্বার্থে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার দ্রুত উন্মুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজের (বায়রা) সদস্যরা। তাদের অভিযোগ—শ্রমবাজারটি নিয়ে দেশে-বিদেশে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র হচ্ছে। সময়মতো বাংলাদেশ থেকে কর্মী পাঠানো সম্ভব না হলে মালয়েশিয়া অন্যান্য সোর্স কান্ট্রি থেকে কর্মী নিয়ে চাহিদা পূরণ করবে, ফলে বাংলাদেশ এ বাজারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে পারে।

গতকাল সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে বায়রা সদস্যদের আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলা হয়। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বায়রার সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুল গফুর ভূঁইয়া।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মালয়েশিয়া থেকে বাংলাদেশের রেমিট্যান্স ৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা ও আলোচনার পর বর্তমানে কর্মী পাঠানোর প্রক্রিয়া এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশ সরকার ৪২৩টি রিক্রুটিং এজেন্সির তালিকা পাঠানোর পর মালয়েশিয়া সরকার এর মধ্যে ২৬টি মূল এজেন্সি ও ৩১২টি সহযোগী এজেন্সিকে প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করেছে। এসব এজেন্সির মধ্যে কোটা বরাদ্দের কার্যক্রমও শুরু হয়েছে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।

বায়রা সদস্যদের অভিযোগ—কিছু রিক্রুটিং এজেন্সি ও মধ্যস্বত্বভোগী ভুল তথ্য প্রচার, সভা-সমাবেশ ও মানববন্ধনের মাধ্যমে শ্রমবাজার উন্মুক্তের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে। তাদের দাবি, মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত হওয়ায় বাংলাদেশের জন্য মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

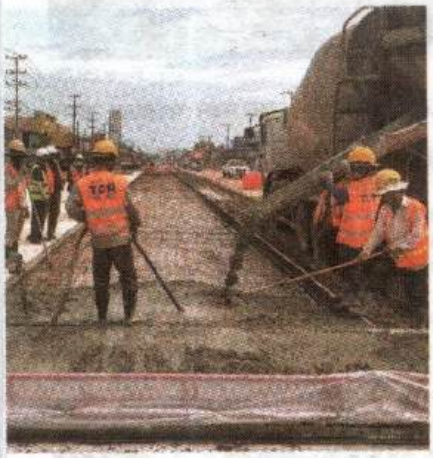
বক্তারা বলেন, ব্যাবসায়িক স্বার্থের ঊর্ধ্বে ওঠে দেশ ও কর্মীদের স্বার্থে দ্রুত মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় অন্যান্য সোর্স কান্ট্রি থেকে কর্মী নিয়ে মালয়েশিয়া তাদের চাহিদা পূরণ করতে পারে।

সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন আল আকাবা অ্যাসোসিয়েটের স্বত্বাধিকারী আতিকুর রহমান বিশ্বাস। এ সময় বায়রার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা ও রিক্রুটিং এজেন্সির মালিকরা উপস্থিত ছিলেন।

বণিক বার্তা
বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ১৭, ২০২৬

এবার বাংলাদেশীদের নতুন শ্রম ভিসা ও ওয়ার্ক পারমিট বন্ধ করল লাওস

বহির্বিশ্বে সংকুচিত হচ্ছে শ্রমবাজার



নিজস্ব প্রতিবেদক ■

» লাওসে বাংলাদেশীদের নতুন শ্রম ভিসা ও ওয়ার্ক পারমিট বন্ধ ঘোষণা। ১ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর এ স্থগিতাদেশ ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বহাল থাকবে

» সিন্ডিকেটের দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার ২০২৪ সালের ৩১ মে বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে সরকার এ শ্রমবাজার পুনরায় উন্মুক্ত করতে দ্বিপক্ষীয় ও কূটনৈতিক উদ্যোগ নিয়েছে

» সংযুক্ত আরব আমিরাত ২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থানের সময় প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিক্ষোভের পর ভিজিট ও কর্মী ভিসা বন্ধ করে দেয়। দেশটিতে কর্মী ভিসা এখনো পুরোপুরি চালু হয়নি। সম্প্রতি ছুটিতে দেশে আসা কয়েক হাজার প্রবাসী বাংলাদেশীর ভিসা বাতিল করেছে আমিরাত

বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের জনশক্তি রফতানি ও শ্রমবাজার নিয়ে একের পর এক নেতিবাচক খবর আসছে। মালয়েশিয়ার বন্ধ শ্রমবাজার পুনরায় উন্মুক্ত করা নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই) প্রবাসী বাংলাদেশীদের ভিসা বাতিলের ঘটনার পর এবার লাওসেও বাংলাদেশী কর্মীদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। এতে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো সংকুচিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ লাওস সম্প্রতি বাংলাদেশী কর্মীদের নতুন শ্রম ভিসা ও প্রবেশ স্থগিত করেছে। অবৈধ অভিবাসন, মানব পাচার, অননুমোদিত শ্রমিক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এবং কর্মী নিয়োগের পর দায় এড়িয়ে যাওয়া নিয়োগকর্তাদের নিয়ন্ত্রণে দেশটির সরকার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরপর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রমবাজারে এমন সংকট বাংলাদেশের বৈদেশিক কর্মসংস্থানকে নতুন অনিশ্চয়তার মুখে ফেলেছে।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিদেশে বাংলাদেশী কর্মী গমনের সংখ্যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৩২ দশমিক ৩৪ শতাংশ কমেছে। ২০২৫ সালের এ সময়ে ৭ লাখ ৯০ হাজার ৩১৩ জন কর্মী বিদেশে গেলেও চলতি বছরের একই সময়ে এ সংখ্যা ২ লাখ ৫৫ হাজার ৫৯৬ জন কমে দাঁড়িয়েছে

এরপর ›› পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

৫ লাখ ৩৪ হাজার ৭১৭ জনে।

গত ৯ সেপ্টেম্বর লাওসের শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জারি করা প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, বাংলাদেশীদের জন্য নতুন ওয়ার্ক পারমিট, শ্রমিক আমদানি পরিকল্পনা ও শ্রম প্রকল্পের অনুমোদন স্থগিত করা হয়েছে। গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হওয়া এ স্থগিতাদেশ ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বহাল থাকবে। একই সময়ে বাংলাদেশী নাগরিকদের নতুন শ্রম ভিসা (এলএ-বি২) অনুমোদনও বন্ধ থাকবে। নতুন এ নির্দেশনার ফলে কোনো ব্যক্তি, কোম্পানি, নিয়োগকর্তা বা শ্রমিক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান নিজ উদ্যোগে বাংলাদেশী নাগরিকদের লাওসে প্রবেশ বা কাজে নিয়োগের অনুমোদন দিতে পারবে না। তবে নির্দিষ্ট চুক্তি ও সময়সূচি অনুযায়ী পরিচালিত বড় সরকারি অনুমোদিত অগ্রাধিকার প্রকল্পগুলো এ স্থগিতাদেশের আওতামুক্ত থাকবে।

বিএমইটি সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছর লাওসের বিভিন্ন খাতে ৩ হাজার ২৮৯ জন বাংলাদেশী কর্মী গেছেন। দেশটিতে নিয়মিত কর্মী পাঠাতেন রিক্রুটিং এজেন্সি এম আবদুল্লাহ ইন্টারন্যাশনালের স্বত্বাধিকারী মো. মাহবুব আলম। তিনি বণিক বার্তাকে বলেন, 'লাওসে চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত নতুন কর্মী ভিসা ও অনুমোদন স্থগিতের বিষয়টি উদ্বেগের। তবে কেন বন্ধ হয়েছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানি না। মৌখিকভাবে জেনেছি, মধ্যস্থতাকারী দালালদের প্রতারণা, কর্মীদের নির্ধারিত ওয়ার্ক পারমিট না দেয়া এবং বেতন বকেয়া রাখার বিষয়ে লাওস সরকারের কাছে দেশটির বাংলাদেশী কমিউনিটির সভাপতির লিখিত অভিযোগের কারণেই এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।'

বাংলাদেশী কর্মীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক শ্রমবাজার মালয়েশিয়া। সিন্ডিকেটের দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে ২০২৪ সালের ৩১ মে বন্ধ হয়ে যায়। অন্তর্বর্তী সরকার বাজারটি পুনরায় চালুর উদ্যোগ নিলেও তাতে অগ্রগতি আসেনি। নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রথম বিদেশ সফর ছিল মালয়েশিয়া। এ সফরে শ্রমবাজার চালুর সরাসরি কোনো ঘোষণা আসেনি। পরবর্তী সময়ে সরকারের বিভিন্ন পর্যায় থেকে এ বিষয়ে নানা বক্তব্য এলেও কবে থেকে এবং কী পরিমাণ কর্মী মালয়েশিয়ায় যেতে পারবেন, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য দেয়া হয়নি।

বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ায় কর্মী নিয়োগের জন্য গত ২১ আগস্ট ২৫টি রিক্রুটিং এজেন্সির তালিকা প্রকাশ করে দেশটির বিদেশী কর্মী নিয়োগ প্লাটফর্ম এফডব্লিউসিএমএস। পরে 'সিন্ডিকেট হয়েছে' এমন বিতর্কের মুখে 'সহযোগী এজেন্সি' হিসেবে আরো ৩১২ প্রতিষ্ঠানের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়। যদিও এ ৩১২ এজেন্সির অনেকেই এ প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করে সিন্ডিকেট বাতিলের দাবি তোলেন। বাংলাদেশের সব রিক্রুটিং এজেন্সির জন্য মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার উন্মুক্ত রাখার দাবি জানিয়ে আসছিলেন জনশক্তি রফতানিকারক এজেন্সিগুলোর সংগঠন বায়রার নেতারা। গতকাল প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণের ইস্যুতে বিভিন্ন দাবিতে স্মারকলিপি দিয়েছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজের (বায়রা) একাংশের সদস্যরা।

এ সময় মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার এখনো নতুন করে কর্মী পাঠানোর বিষয়ে কোনো ঘোষণা আসেনি বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মোখতার আহমেদ। তিনি বলেন, 'আমরা তখনই এফডব্লিউসিএমএস'কে মূল্যায়ন করব যখন মালয়েশিয়ার সরকার বলে দেবে তারা কোন পন্থায়, কার মাধ্যমে নেবে এবং টার্মস অব রেফারেন্স কী হবে। আমি যতটুকু জানি এখন পর্যন্ত মালয়েশিয়া সরকার থেকে আমরা কোনো ধরনের নির্দেশনা পাইনি। গত ১৪ সেপ্টেম্বর মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে একটি নোট ভার্বাল পাঠিয়েছে। তবে কী সিস্টেমে কর্মী যাবে, এসওপিটা কেমন হবে এ বিষয়ে আমরা এখনো কোনো উত্তর পাইনি। এটি পাওয়ার পর নিশ্চিত হতে পারব কোন প্রক্রিয়ায়, কীভাবে মালয়েশিয়ায় কর্মী যাবে।'

বাংলাদেশী কর্মীদের মধ্যপ্রাচ্যে অন্যতম জনপ্রিয় গন্তব্য দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত। দেশটিতে ১৯৭৬ সাল থেকে বাংলাদেশী কর্মী যাচ্ছেন। একসময় এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শ্রমবাজার ছিল। তবে ২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থানের সময় প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিক্ষোভের পর বাংলাদেশীদের ভিজিট ও কর্মী ভিসা বন্ধ হয়ে যায়। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় সীমিত পরিসরে ভিজিট ভিসা চালু হলেও কর্মী ভিসা এখনো চালু হয়নি। ইউএইর বন্ধ শ্রমবাজার পুরোপুরি চালু না হওয়ার মধ্যেই সম্প্রতি ছুটিতে দেশে আসা প্রবাসীদের ভিসা কোনো কারণ ছাড়াই বাতিল করেছে দেশটির সরকার। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ইউএইর ভিসা বাতিলের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশীর সংখ্যা ৪ হাজার ৮০০। তবে ভুক্তভোগীদের দাবি, প্রকৃত সংখ্যা আরো বেশি।

যুক্তরাজ্যে পোশাক রপ্তানির প্রবৃদ্ধি নিয়ে সতর্কবার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে যুক্তরাজ্যের বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ৩.৭৪ শতাংশ। সংখ্যাটি দেখলে স্বস্তির মনে হলেও এর আড়ালে লুকিয়ে আছে একটি উদ্বেগজনক বাস্তবতা। জুলাইয়ে রপ্তানি আসলে সংকুচিত হয়েছিল, আর পুরো প্রবৃদ্ধিটাই এসেছে আগস্ট মাসের একক লাফ থেকে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, জুলাই ও আগস্ট মিলিয়ে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৯১ কোটি ৫৬ লাখ মার্কিন ডলারের, যা গত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৮৮ কোটি ২৬ লাখ ডলার।

দুই মাসের এই মোট রপ্তানি আয় গত অর্থবছর ২০২৫-২৬-এর পুরো বছরের রপ্তানি আয় ৪৩৮ কোটি ৮৬ লাখ ডলারের প্রায় ২০.৮৬ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে এখন পর্যন্ত মাসিক গড় রপ্তানি দাঁড়িয়েছে ৪৫ কোটি ৭৮ লাখ ডলারে, যেখানে গত অর্থবছরের পূর্ণ বছরের হিসাবে সমান ভাগে ভাগ করলে মাসিক গড় হতো ৩৬ কোটি ৫৭ লাখ ডলার।

তবে মাসভিত্তিক প্রবণতা আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জুলাই মাসে রপ্তানি আগের বছরের একই মাসের তুলনায় ২.৪৪ শতাংশ কমেছিল। অর্থাৎ নতুন অর্থবছরের শুরুটা ছিল নেতিবাচক। এরপর আগস্ট মাসে রপ্তানি এক লাফে বেড়েছে ১০.৫৩ শতাংশ, যা দুই মাসের সামগ্রিক হিসাবকে ইতিবাচক দেখাতে বাধ্য করেছে। জুলাই মাসে আসলে সংকুচিত হয়েছিল এবং পুরো প্রবৃদ্ধিটাই এসেছে আগস্টের একক লাফ থেকে। এটি একটি সতর্কবার্তা—প্রবণতা এখনো স্থিতিশীল নয়। একক মাসের ফলাফলের ওপর ভর করে সামগ্রিক প্রবণতা বিচার করা ঝুঁকিপূর্ণ।

যদি আগস্টের এই ব্যতিক্রমী উল্লম্ফন না ঘটত, তাহলে জুলাইয়ের সংকোচনের ধারাবাহিকতায় পুরো দুই মাসের হিসাবই নেতিবাচক থাকতে পারত। ফলে বর্তমান ৩.৭৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধির সংখ্যাকে দেখতে হবে সতর্কতার সঙ্গে এবং পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
১১ আশ্বিন ১৪৩৩, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬

দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির জন্য মেধা আমদানিও জরুরি

জাভেদ হোসেন



স্থানীয় কর্মসংস্থান রক্ষার যুক্তি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু একজন বিদেশি যদি দীর্ঘদিন একটি পদ দখল করে রাখেন, তার অবদান সীমিত হতে পারে। অন্যদিকে, কেউ যদি একটি বিভাগ গড়ে তোলেন, ৫০ জনকে প্রশিক্ষণ দেন এবং নতুন ক্রেতা নিয়ে আসেন, তাহলে তিনি এমন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারেন, যা আগে ছিল না। নীতিনির্ধারকদের এই পার্থক্য বুঝতে হবে। কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশ মানুষকে বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা তৈরি করেছে। এবার সময় এসেছে জ্ঞান ও দক্ষতাকে দেশে আনার ব্যবস্থা তৈরি করার

আমরা মানুষকে বিদেশে পাঠানোর কাঠামো তৈরি করেছি। এখন প্রয়োজন বিদেশি মেধা ও দক্ষতা দেশে আনার কাঠামো তৈরি করা।

২০০০ সালের আগে ঢাকার মিশনারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—সেন্ট জোসেফ হাইস্কুল ও নটর ডেম কলেজের মতো প্রতিষ্ঠানে—পড়াশোনা করা অনেকের মতো আমিও দেখেছি, আমার সহপাঠীদের অনেকে বিশ্বের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেছে এবং পরে বিভিন্ন দেশে গুরুত্বপূর্ণ পেশায় যুক্ত হয়েছে। সাধারণ ব্যাখ্যা হলো, তারা ভালো ছাত্র ছিল। কিন্তু সেটি গল্পের অর্ধেক। তাদের আলাদা করে তুলেছিল মিশনারিরা বাইরে থেকে যে অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছিলেন। তারা আমাদের অন্য সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন, ভিন্নভাবে চিন্তা ও কথা বলতে শিখিয়েছেন এবং বৃহত্তর বিশ্ব কীভাবে কাজ করে, তার ধারণা দিয়েছেন। বিদেশি শিক্ষক ও প্রশাসকেরা আমাদের এমন পরিবেশে স্বচ্ছন্দ করে তুলেছিলেন, যেখানে আমরা আগে কখনো প্রবেশ করিনি।

তারা এসব করেছিলেন বছরে ২ হাজার টাকারও কম খরচে। আজ বছরে ১২ লাখ টাকার বেশি খরচের অনেক স্কুলও সেই অভিজ্ঞতার সমতুল্য শিক্ষা দিতে পারে না। পার্থক্যটি অর্থের ছিল না, ছিল এমন মানুষের সংস্পর্শে আসায়, যারা তাদের সঙ্গে করে বিশ্বটাকেই আমাদের কাছে নিয়ে এসেছিলেন।

এই শিক্ষা এখন আরো গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ জনশক্তি রপ্তানিকারক দেশ। কিন্তু উচ্চমূল্যের দক্ষতা রপ্তানি করতে হলে সেই দক্ষতা তৈরির জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাও আমদানি করতে হবে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রবাসীরা দেশে প্রায় ৩০.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পাঠিয়েছেন। কিন্তু এই অর্থের বড় অংশ এখনো শারীরিক শ্রম থেকে আসে, কারিগরি দক্ষতা, ব্যবস্থাপনা বা মেধাস্বত্ব থেকে নয়। তাই প্রশ্নটি এখন আর কতজন বাংলাদেশিকে বিদেশে পাঠানো যাবে, তা নয়। প্রশ্ন হলো, প্রত্যেক বাংলাদেশি বিদেশে গিয়ে কত বেশি আয় করতে পারবেন।

সরকারও বিষয়টির গুরুত্ব স্বীকার করেছে। ২৪ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ৮১তম সাধারণ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে 'দক্ষ মানবসম্পদে' পরিণত করা, বাংলাদেশকে 'উৎপাদনকেন্দ্রে' রূপান্তর এবং 'প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি'র কথা বলেছেন। কিন্তু প্রযুক্তি শুধু যন্ত্রপাতি হিসেবে আসে না। তা পরিচালনা, মেরামত ও উন্নত করার জ্ঞান থাকে প্রকৌশলী, চিকিৎসক, অধ্যাপক, নকশাবিদ ও ব্যবস্থাপকদের মধ্যে। বিদেশি পুঁজি গ্রহণ করে বিদেশি দক্ষতাকে প্রত্যাখ্যান করলে আমরা যন্ত্র কিনব, কিন্তু তা আয়ত্ত করতে পারব না। প্রযুক্তি হস্তান্তর যদি জাতীয় নীতি হয়, মেধা হস্তান্তরও তা হওয়া উচিত।

কিন্তু আমাদের বর্তমান নিয়ম অনেক ক্ষেত্রে এর বিপরীত। বিভা নতুন শিল্পপ্রকল্পে সাধারণত প্রতি ১০ জনে একজন, চালু প্রকল্পে ২০ জনে একজন এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঁচ জনে একজন বিদেশি কর্মীর সুযোগ রাখে। নিয়োগদাতাকেও দেখাতে হয় যে ঐ পদে কাজ করার মতো কোনো বাংলাদেশি পাওয়া যায়নি। স্থানীয় কর্মসংস্থান রক্ষা করা প্রয়োজন। কিন্তু উচ্চদক্ষতার ক্ষেত্রে প্রশ্ন হওয়া উচিত—এই ব্যক্তি কি আগামীকাল এমন আরো বাংলাদেশি তৈরি করবেন, যারা এই ধরনের পদে কাজ করতে পারবেন?

তৈরি পোশাকশিল্প এর উদাহরণ। এই শিল্প শুধু সস্তা শ্রমের ওপর নির্ভর করে বিশ্বমানের হয়নি। বিদেশি মার্চেন্ডাইজার, কারিগরি বিশেষজ্ঞ, কমপ্লায়েন্স কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপকেরা কারখানাগুলোকে আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের প্রত্যাশা বুঝতে সাহায্য করেছেন এবং ক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগের নেটওয়ার্ক এনেছেন। বিদেশিদের দিয়ে কারখানা চালানো নয়, বিদেশি দক্ষতার মাধ্যমে শেখার সময় কমিয়ে আনার মধ্যেই এর শিক্ষা। এখন এই পদ্ধতি পোশাকশিল্পের বাইরেও প্রয়োগ করতে হবে।

স্বাস্থ্যসেবায় আমাদের বড় ঘাটতি বিশেষায়নে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবে প্রতি ১০ হাজার বাংলাদেশির বিপরীতে চিকিৎসক, নার্স ও মিডওয়াইফ মিলিয়ে আছেন মাত্র ১৩.৯ জন। ক্যানসার চিকিৎসা, অঙ্গ প্রতিস্থাপন, জটিল হৃদ্‌রোগ, জেনেটিকস ও নিবিড় পরিচর্যার মতো ক্ষেত্রে বিদেশি বিশেষজ্ঞ আনা যেতে পারে। বিএমডিসির তদারকি অবশ্যই থাকবে, তবে অনুমোদন প্রক্রিয়া দ্রুত হওয়া দরকার। অনুমোদিত হাসপাতালগুলোকে নির্দিষ্ট মেয়াদে বিদেশি বিশেষজ্ঞ নিয়োগের সুযোগ দিয়ে তাদের সঙ্গে স্থানীয় চিকিৎসকদের যুক্ত করা যেতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়েও একই সমস্যা। বিশ্বের শীর্ষ চিপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বা গবেষণাগারে দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোনো বাংলাদেশি হয়তো স্থানীয় জিপিএ ও গবেষণাপত্রের প্রচলিত কাঠামোয় খাপ খাবেন না। তাই বলে তার অভিজ্ঞতাকে অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অর্জিত দক্ষতার ভিত্তিতে 'প্রফেসর অব প্র্যাকটিস', গবেষণা চেয়ার ও ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন। ভারত, পাকিস্তান ও ভিয়েতনাম ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক ও প্রবাসী বিশেষজ্ঞদের উচ্চশিক্ষায় যুক্ত করার বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে। বাংলাদেশের এমন সমতুল্য ব্যবস্থা নেই।

সেমিকন্ডাক্টর খাতেও বাস্তব অভিজ্ঞতা জরুরি। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে অনুমোদিত জাতীয় সেমিকন্ডাক্টর টাস্কফোর্সে প্রবাসী বাংলাদেশি শিল্পবিশেষজ্ঞদের যুক্ত করা হয়েছে। চিপ ডিজাইন বই পড়ে শেখা যায় না। বাস্তব ডিজাইন, ভেরিফিকেশন ও টেপ-আউটের অভিজ্ঞ প্রকৌশলীদের কয়েক বছরের জন্য নিয়োগ দিয়ে দল গঠন, প্রকল্প পরিচালনা এবং স্থায়ী প্রতিষ্ঠান তৈরির দায়িত্ব দেওয়া উচিত।

জ্বালানি খাতেও বাইরের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। রূপপুর দেখিয়েছে, জটিল অবকাঠামোতে বিদেশি দক্ষতা দরকার। আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা এবং দক্ষিণ কোরিয়া, ফ্রান্স ও জাপানের মতো অভিজ্ঞ দেশের সঙ্গে কাজ করে বাংলাদেশকে এমন সক্ষমতা অর্জন করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রযুক্তি মূল্যায়ন ও নির্বাচন করতে পারে।



ফ্রিল্যান্সিং খাতেও একই বিষয় প্রযোজ্য। বিভার হিসাবে দেশে নিবন্ধিত ফ্রিল্যান্সারের সংখ্যা ৬ লাখ ৫০ হাজারের বেশি এবং এই খাত থেকে বছরে প্রায় ৫০ কোটি ডলার আয় হয়। কিন্তু উচ্চমূল্যের কাজ পেতে শুধু কোডিং জানলেই হবে না। ইতালির ব্যবহারকারী, জাপানি গেমার বা মার্কিন ক্লায়েন্টের চাহিদা বুঝতে হবে। সাংস্কৃতিক বোঝাপড়াও অর্থনৈতিক দক্ষতা। পেশাগত ইংরেজির লক্ষ্য কোনো বিশেষ উচ্চারণ নকল করা নয়; বরং স্পষ্টভাবে কথা বলা, দর-কষাকষি করা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বৈঠক পরিচালনা করা। বিদেশি প্রোডাক্ট ম্যানেজার, ডিজাইনার, মার্কেটার ও যোগাযোগ প্রশিক্ষকদের দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যুক্ত করলে তরুণেরা দেশ ছাড়ার আগেই আন্তর্জাতিক পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে।

এর জন্য দেশের দরজা পুরোপুরি খুলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন একটি বাছাই করা দরজা। সরকার ঘরোয়া পর্যায়ে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে একটি সমন্বিত, প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থা তৈরি করেছে। বিদেশি মেধার ক্ষেত্রেও একই ধারণা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

বর্তমানে একজন বিদেশি বিশেষজ্ঞকে বিভা, নিরাপত্তা যাচাই, অভিবাসন এবং প্রয়োজনে বিএমডিসি বা ইউজিসির আলাদা অনুমোদন নিতে হয়। এর পরিবর্তে 'গ্লোবাল ট্যালেন্ট কার্ড' চালু করা যেতে পারে। একটি ডিজিটাল পরিচয়পত্রের মাধ্যমে ভিসা, ওয়ার্ক পারমিট, বসবাসের অনুমতি ও পেশাগত অনুমোদন দেওয়া হবে। কার্ডধারীর পরিবারকেও বিবেচনায় রাখতে হবে—জীবনসঙ্গীর কাজের অধিকার ও সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। প্রত্যেক বিশেষজ্ঞের জ্ঞান হস্তান্তরের দায়িত্বও নথিভুক্ত থাকবে এবং নবায়ন নির্ভর করবে ফলাফলের ওপর। এর ভিত্তিতে 'বাংলাদেশ গ্লোবাল ট্যালেন্ট অ্যান্ড নলেজ ট্রান্সফার প্রোগ্রাম' চালু করা যেতে পারে। এতে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বাংলাদেশিদের জন্য 'রিটার্নিং ডায়াসপোরা ট্র্যাক', বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালের জন্য দ্রুত বিদেশি বিশেষজ্ঞ নিয়োগ এবং প্রত্যেক বিশেষজ্ঞের জন্য স্থানীয় উত্তরসূরি, প্রশিক্ষণ ও জ্ঞান হস্তান্তরের পরিকল্পনা থাকতে পারে। এআই, চিপ ডিজাইন, চিকিৎসা, জ্বালানি, রপ্তানি বিপণন ও ইংরেজি যোগাযোগের মতো ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি বিদেশি বিশেষজ্ঞ কর্মসূচিও চালু করা যেতে পারে। এই কর্মসূচির সাফল্য মাপা হবে কতজন বিদেশি এলেন তা দিয়ে নয়। দেখতে হবে কতজন বাংলাদেশি প্রশিক্ষিত হলেন, তাদের আয় কতটা বাড়ল এবং কতখানি দক্ষতা দেশে স্থায়ী হলো।

স্থানীয় কর্মসংস্থান রক্ষার যুক্তি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু একজন বিদেশি যদি দীর্ঘদিন একটি পদ দখল করে রাখেন, তার অবদান সীমিত হতে পারে। অন্যদিকে, কেউ যদি একটি বিভাগ গড়ে তোলেন, ৫০ জনকে প্রশিক্ষণ দেন এবং নতুন ক্রেতা নিয়ে আসেন, তাহলে তিনি এমন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারেন, যা আগে ছিল না। নীতিনির্ধারকদের এই পার্থক্য বুঝতে হবে। কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশ মানুষকে বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা তৈরি করেছে। এবার সময় এসেছে জ্ঞান ও দক্ষতাকে দেশে আনার ব্যবস্থা তৈরি করার।

এর মধ্যে একটি তিক্ত পরিহাস রয়েছে। যে বিদেশি শিক্ষকরা একসময় আমাদের প্রজন্মকে বিশ্বের সঙ্গে পরিচিত করেছিলেন, আজ তাদেরই বাংলাদেশে থাকতে নানা বাধার মুখে পড়তে হয়। মিশনারিদের ভিসার জন্য ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মতিপত্র ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গোয়েন্দা সংস্থার ইতিবাচক প্রতিবেদন প্রয়োজন। দেশে এসেও তারা বেতনসহ বা অবৈতনিক কোনো চাকরি করতে পারেন না। দীর্ঘদিন কাজ করা কয়েক জনের ভিসা নবায়নও আটকে গেছে।

অর্থাৎ যারা একসময় বছরে ২ হাজার টাকারও কম খরচে ঢাকার শ্রেণিকক্ষে বিশ্বের জানালা খুলে দিয়েছিলেন, আজ তারাই এখানে যথেষ্ট সময় থাকার সুযোগ পাচ্ছেন না। আমরা তাদের জন্য দরজা বন্ধ করে সেই শিক্ষার বাস্তবতাকেই অস্বীকার করেছি। ভবিষ্যতে যেসব শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক ও প্রকৌশলীর দক্ষতা বাংলাদেশের প্রয়োজন, তাদের ক্ষেত্রেও যেন একই ভুল না করি।

(ইংরেজি থেকে অনূদিত)

● লেখক : ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য

সমকাল ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬



তৈরি পোশাকে মৌলিক পণ্যের আধিপত্য, বৈচিত্র্য বহুদূর

■ আবু হেনা মুহিব

দেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে। আবার খোদ পোশাক খাতও ভুগছে বৈচিত্র্য সংকটে। এ খাতের মোট রপ্তানি আয়ের এক-তৃতীয়াংশ আসে বটমওয়্যার অর্থাৎ ট্রাউজার, শর্টস ও স্কার্ট থেকে। টি শার্ট থেকে আসে ১৯ শতাংশের মতো। সোয়েটার রপ্তানি থেকে ১৩ শতাংশ। এই তিন পণ্য থেকে পোশাকের রপ্তানি আয়ের ৫৫ শতাংশ আসে। প্রধান প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় পণ্যবৈচিত্র্যে পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। অন্যদিকে মাত্র চার পণ্যে এই অতিনির্ভরতা রপ্তানি খাতের ঝুঁকি নির্দেশ করে।

চার দশকেরও বেশি সময় ধরে বৈশ্বিক বাজারে তৈরি পোশাকের অবস্থান মজবুত। পরিমাণের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। তবে রপ্তানি-ঝুড়ির কাঠামোগত বিশ্লেষণের চিত্র বেশ উদ্বেগজনক। বৈশ্বিক বাজারে উচ্চমূল্যের, কৃত্রিম তন্তুভিত্তিক কিংবা ফ্যাশনেবল পোশাকের চাহিদা ক্রমাগত বাড়লেও বাংলাদেশ এখনও তুলাভিত্তিক মৌলিক মানের পণ্যে নির্ভর করছে। উচ্চমূল্যের পণ্যে রূপান্তরসহ পণ্যের বৈচিত্র্য এখনও কাঙ্ক্ষিত মাত্রা থেকে বহুদূর।

একদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে দরপতন, কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি ও স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণ-পরবর্তী চ্যালেঞ্জ, অন্যদিকে কৃত্রিম তন্তুর বিশ্ববাজারে দুর্বল উপস্থিতি দেশের পোশাক খাতকে এক বহুমুখী কাঠামোগত চাপের মুখে দাঁড় করিয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া প্রণোদনা ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের নানান উদ্যোগ–কোনো দাওয়াইয়ে যেন দূর হচ্ছে না ব্যাধি। একক খাত হিসেবে তৈরি পোশাক ও নির্দিষ্ট পণ্যে এ খাতের নির্ভরতা আরও কিছুটা বেড়েছে। পোশাকেও মৌলিক পণ্যের আধিপত্য চলছে। বিশ্ববাজার ক্রমেই আরামদায়ক, প্রযুক্তিনির্ভর ও নন-কটন কাপড়ের দিকে ঝুঁকছে। বিশ্ব পোশাক বাণিজ্যের ৭৬ শতাংশ এখন নন-কটন ফাইবারভিত্তিক বিশেষ করে আউটারওয়্যার, টেকনিক্যাল টেক্সটাইল, অ্যাথলেইজার ও স্পোর্টসওয়্যারের বাজার পুরোটা কৃত্রিম তন্তুর ওপর নির্ভরশীল। বাকি ২৪ শতাংশ তুলাভিত্তিক। বাংলাদেশের চিত্র ঠিক উল্টো। দেশে প্রস্তুতকৃত পোশাকের ৬৮ শতাংশ এখনও সুতিভিত্তিক, মাত্র ২৭ শতাংশ ম্যান-মেইড ফাইবার ভিত্তিক।

রপ্তানি আয়ের ৮১ শতাংশ ৫ পণ্যে

২০২৫ সালে তৈরি পোশাক রপ্তানি থেকে আয় আসে ৩৮ দশমিক ৮২ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে ৩৪ শতাংশ এসেছে একটি মাত্র শ্রেণি থেকে বটমওয়্যার থেকে। এ ক্যাটেগরিতে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ প্রায় ১৩ বিলিয়ন ডলার। এরপর রয়েছে টি-শার্ট ও ভেস্ট। মোট রপ্তানি আয়ে হিস্যা ১৮ দশমিক ৬৪ শতাংশ। রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ৭ দশমিক ২৪ বিলিয়ন ডলার। সোয়েটার ও কার্ডিগানের হিস্যা ১৩ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ। রপ্তানি আয়ের পরিমাণ প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার। পোশাকের অন্যান্য পণ্যের মধ্যে অন্তর্বাস ও নাইটওয়্যারের হিস্যা ৭ দশমিক ৯৫ শতাংশ। রপ্তানি আয়ের পরিমাণ প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলার। এই চার ক্যাটেগরির দখলে রয়েছে মোট রপ্তানির প্রায় ৭৩ শতাংশ। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে আরও দেখা যায়, তৈরি পোশাকের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শার্টের রপ্তানি মোটামুটি ভালো। গত পঞ্জিকা বছর পোশাকের মোট রপ্তানিতে পণ্যটির হিস্যা ছিল ৮ শতাংশের মতো। রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলার। এসব পণ্যকে মৌলিক পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গত বছর মোট তৈরি পোশাক রপ্তানি আয়ের ৮১ দশমিক ২৭ শতাংশ এসেছে পাঁচটি মৌলিক পণ্য থেকে। বাকি ১৮ দশমিক ৭৩ শতাংশ এসেছে পোশাকের অন্যান্য ক্যাটেগরি থেকে।

উচ্চমূল্যের পোশাকের মধ্যে শিশুদের পোশাকের হিস্যা ছিল ৩ দশমিক ২৮ শতাংশ। রপ্তানি আয় হয়েছে ১ দশমিক ২৭ বিলিয়ন ডলার। আউটারওয়্যার (জ্যাকেট-কোট) থেকে এসেছে ১ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন ডলার। রপ্তানিতে হিস্যা ছিল ৩ দশমিক ৮৩ শতাংশ। ব্লাউজ রপ্তানি থেকে রপ্তানি আয় ১ বিলিয়ন ডলারেরও কম। হিস্যা ২ দশমিক ৩৬ শতাংশ। টেকনিক্যাল ওয়্যার থেকে ৭৫ লাখ ডলার। হিস্যা ১ দশমিক ৯২ শতাংশ। গত বছর স্পোর্টসওয়্যার বা অ্যাকটিভওয়্যার থেকে এসেছে মাত্র ৪৬ কোটি ডলার। রপ্তানিতে হিস্যা দাঁড়িয়েছে ১ দশমিক ১৭ শতাংশ। স্যুটের অংশ সবচেয়ে কম, দশমিক শূন্য ৩৩ শতাংশ। এ প্রবণতা বলে দেয় যে, ফরমাল ও উচ্চমূল্যের পোশাক উৎপাদনে বাংলাদেশ এখনও প্রায় অনুপস্থিত।

রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধির গতি কমছে

বৈচিত্র্য সংকটসহ আরও কিছু কারণে গত তিন বছরের সামগ্রিক রপ্তানি প্রবৃদ্ধির হারও বলে দিচ্ছে খাতটির গতি ধীরে ধীরে মন্থর হয়ে আসছে। ২০২৩ সালে ৩৫ দশমিক ৮৯ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি ২০২৪ সালে দাঁড়ায় ৩৮ দশমকি ৪৮ বিলিয়ন ডলারে। প্রবৃদ্ধি ছিল ৭ দশমিক ২৩ শতাংশ। ২০২৫ সালে প্রবৃদ্ধির গতি একেবারেই স্তিমিত হয়ে গেছে। মোট রপ্তানি ৩৮ দশমিক ৮২ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছালেও প্রবৃদ্ধির হার নেমে এসেছে শূন্য দশমিক ৮৯ শতাংশে।

প্রতিযোগীদের তুলনায় যেখানে পিছিয়ে

বৈশ্বিক পোশাক বাণিজ্যে বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ হলেও শীর্ষ প্রতিযোগীদের সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এখনও বেশ পিছিয়ে। ২০২৫ সালে চীনের পোশাক রপ্তানি ছিল ১৫১ দশমিক ১৮ বিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে উচ্চমূল্যের পণ্যে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে ভিয়েতনাম। গত বছর ভিয়েতনামের মোট বস্ত্র-পোশাক রপ্তানির পরিমাণ প্রায় ৪৬ বিলিয়ন ডলারে, আগের বছরের তুলনায় ৫ দশমিক ৬ শতাংশ বেশি। ভিয়েতনামের শক্তির জায়গা মূলত স্পোর্টসওয়্যার, আউটারওয়্যার, টেকনিক্যাল জ্যাকেট ও পারফরম্যান্স ফেব্রিক-নির্ভর পণ্য। ঠিক এই ক্যাটেগরিগুলোতে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে। নাইকি, অ্যাডিডাস, নর্থ ফেস ও লুলুলেমনের মতো বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ডগুলোর অনেক পণ্যের উৎপাদন ভিয়েতনামে কেন্দ্রীভূত, যা দেশটির প্রযুক্তিনির্ভর সক্ষমতার প্রমাণ।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ১৪ আশ্বিন ১৪৩৩
Dhaka : Tuesday 29 September 2026

সাভারের ট্যানারি বর্জ্য থেকে ১.৫ মিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক



একসময় যে বর্জ্যকে কেবলই বোঝা ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি হিসেবে দেখা হতো, তা-ই এখন অত্যন্ত লাভজনক শিল্পে পরিণত হয়েছে। বছরের পর বছর ধরে চামড়ার ট্যানারিগুলো থেকে আসা রাসায়নিকযুক্ত কঠিন বর্জ্য খোলা জায়গায় ফেলা হতো। এতে মারাত্মকভাবে দূষিত হচ্ছিল আশপাশের পরিবেশ। কিন্তু একটি চীনা গ্রুপের ১০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ আজ সেই ঝুঁকিকেই নতুন সম্ভাবনায় রূপ দিয়েছে।

বাংলাদেশে দুটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে ট্যানারির বর্জ্যকে শিল্পের কাজে ব্যবহারযোগ্য প্রোটিন পাউডার ও ওষুধ শিল্পের উপযোগী জেলটিনে রূপান্তর করছে চীনের ওয়েনঝো ইউয়ানফেই গ্রুপ। ক্ষতিকর বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করে গুরুত্বপূর্ণ জরুরি বাণিজ্যিক উপকরণ তৈরি করছে তারা। গত বছর থেকে এ পর্যন্ত গ্রুপটি চীন, কম্বোডিয়া ও অন্যান্য দেশে প্রায় ১.৫ মিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি করেছে। এর মধ্যে প্রায় ১.৩ মিলিয়ন ডলারের জেলটিন ও ৩ লাখ ডলারের প্রোটিন পাউডার রয়েছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া এক চিঠির তথ্য অনুযায়ী, সম্প্রতি হংকং থেকেও ৪ লাখ ডলারের জেলটিন পণ্যের ক্রয়াদেশ পেয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হাতে পাওয়ার পর গ্রুপটি এখন তাদের পণ্য তুরস্ক ও যুক্তরাষ্ট্রেও রপ্তানি করার পরিকল্পনা করছে। ওই দেশগুলোর বাজারে এসব পণ্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

ওয়েনঝো ইউয়ানফেই গ্রুপের অধীনে বাংলাদেশ জেডব্লিউ অ্যানিমেল প্রোটিন কোম্পানি লিমিটেড ও ইয়ংলি বায়োটেকনোলজি কোম্পানি লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠান দুটি সাভার চামড়া শিল্পনগরীর কাছে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রায় ১০০ কোটি টাকার বিদেশি বিনিয়োগে স্থাপিত কারখানা দুটিতে গত বছর থেকেই রপ্তানির উদ্দেশ্যে ট্যানারি বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজ শুরু হয়। ২০২৪ সালে বাংলাদেশে নিবন্ধিত ইয়ংলি বায়োটেকনোলজি শিল্প প্রোটিন পাউডার প্রস্তুতকারক এবং শতভাগ রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠান। তাদের প্রধান কাঁচামাল হলো চামড়া-শিল্পনগরী থেকে সংগ্রহ করা ওয়েট ব্লু ডাস্ট, চামড়ার ছাঁট ও অন্যান্য বর্জ্য।

ইউয়ানফেইয়ের ওয়েবসাইটের তথ্যানুসারে, বাংলাদেশ জেডব্লিউ অ্যানিমেল প্রোটিন কোম্পানি ২০২৩ সালে ওয়েনঝো ইউয়ানফেই ও পিংইয়াং গ্রুপের যৌথ চীনা বিনিয়োগ উদ্যোগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও বর্জ্য শোধনাগার বা এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (ইটিপি) ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানটি ইতিমধ্যে জেলটিন উৎপাদন শুরু করেছে। তিষ্ঠানটির কারখানার বার্ষিক উৎপাদন সক্ষমতা ৫ হাজার টন জেলটিন, বৈদেশিক মুদ্রায় যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ২২.৫০ মিলিয়ন ডলার। প্রতিষ্ঠানটি ট্যানারির বর্জ্য থেকে শিল্পের কাজে ব্যবহারযোগ্য প্রোটিন পাউডারও উৎপাদন করে।

কোম্পানি দুটি প্রতি বছর প্রায় ১৫ হাজার টন ট্যানারির বর্জ্য সংগ্রহ করে। এরপর আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে সেগুলো রিসাইকেল করে রপ্তানিযোগ্য শিল্প প্রোটিন পাউডার ও জেলটিন উৎপাদন করে। এ খাতের বিপুল সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্রুপ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. মাসুদ হোসেন খান বলেন, বর্তমানে এই বাজারে শুধু তাদের প্রতিষ্ঠানই কাজ করছে; দেশি কোনো কোম্পানি এখনও এই ব্যবসায় যুক্ত হয়নি। তিনি বলেন, আগে ট্যানারির কাঁচা বর্জ্য খোলা জায়গায় ফেলা হতো, যা মারাত্মক পরিবেশ দূষণ করত। এখন এই দুই উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সেই বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করে উচ্চ মূল্যের রপ্তানিমুখী পণ্য তৈরি করছে। এর মাধ্যমে তারা যেমন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অবদান রাখছে, তেমনি বৈদেশিক মুদ্রাও আয় করছে। মাসুদ আরও বলেন, 'আমাদের কারখানাগুলোতে এরইমধ্যে প্রায় এক হাজার মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে।

'চামড়া শিল্পনগরীতে উৎপন্ন সমস্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পূর্ণ সক্ষমতা আমাদের আছে। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) যদি শিল্পনগরীর ভেতরে আমাদের বিনামূল্যে জায়গার ব্যবস্থা করে দেয়, তাহলে আমরা ফ্লেশিং এবং অন্যান্য কঠিন বর্জ্যও রিসাইকেল করতে পারব।' ফ্লেশিং হলো চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের (ট্যানিং) অন্যতম প্রধান উপজাত পণ্য। পশুর চামড়ার ভেতরের অংশে লেগে থাকা অতিরিক্ত চর্বি, টিস্যু ও মাংস চেঁছে বা কেটে ফেলে এটি তৈরি হয়।

মাসুদ সরকারের প্রতি কাঁচা চামড়ার ছাঁট রপ্তানি বন্ধ করার আহ্বান জানান। সেইসঙ্গে স্থানীয় ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ওয়েট ব্লু শেভিং ডাস্ট ও চামড়ার ছাঁট যেন অন্য কোনো দিকে চলে না যায়, সে ব্যাপারেও পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ করেন।

গত বছরের এপ্রিলে ট্যানারির বর্জ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সহজ করতে ঢাকা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট কোম্পানি লিমিটেডের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই করে জেডব্লিউ অ্যানিমেল প্রোটিন। বর্জ্য শোধনাগার কোম্পানিটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম শাহনেওয়াজ বলেন, ট্যানারির বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সংকট সমাধানের প্রচেষ্টায় এই উদ্যোগ একটি বড় মাইলফলক।

এই কোম্পানিগুলোর কার্যক্রমের ফলে আমদানি করা জেলটিন ও ওষুধ শিল্পের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট উপকরণের ওপর বাংলাদেশের নির্ভরতা কমার সম্ভাবনাও রয়েছে। কোম্পানির কর্মকর্তারা জানান, শিল্প প্রোটিন পাউডার মূলত প্রক্রিয়াজাত চামড়াকে নরম করার কাজে ব্যবহৃত হয়। আর জেলটিন ব্যবহার করা হয় ওষুধের ক্যাপসুলের আবরণ তৈরিতে। বর্তমানে দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো এসব পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি করে থাকে। এতসব অগ্রগতির পরও কোম্পানিগুলো বলছে, গরুর কাঁচা চামড়ার ছাঁট রপ্তানির কারণে তাদের কার্যক্রম ক্রমেই হুমকির মুখে পড়ছে। এই ছাঁট মূলত জেলটিন উৎপাদনের অন্যতম কাঁচামাল। জুনের শেষে বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ে একটি চিঠি দেয় জেডব্লিউ অ্যানিমেল প্রোটিন। চিঠিতে সাভার চামড়া শিল্পনগরী থেকে গরুর চামড়ার ছাঁট রপ্তানি নিষিদ্ধ করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানায় কোম্পানিটি। পাশাপাশি দেশীয় জেলটিন উৎপাদন ও বিদেশি বিনিয়োগ রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ারও অনুরোধ জানানো হয়। কোম্পানিটি জানায়, বাংলাদেশে তারা এ পর্যন্ত প্রায় ৭৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। এছাড়া তারা ইউএস ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) নিবন্ধন এবং হালাল ও জিএমপি-সহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সনদ অর্জনের প্রক্রিয়াও সম্পন্ন করেছে। কোম্পানিটির তথ্যমতে, তাদের ৫ হাজার টন জেলটিন উৎপাদনের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রায় ৩০ হাজার টন গরুর কাঁচা চামড়ার ছাঁট প্রয়োজন।

সমকাল
মঙ্গলবার। ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬

‘আমাদের বাঁচান, দম বন্ধ হয়ে আসছে’

■ নোয়াখালী ও কালীগঞ্জ (গাজীপুর) প্রতিনিধি

- স্পেনে আগুনে মৃত্যুর আগে প্রবাসী ইউসুফের আকুতি
- সৌদি আরবে বাংলাদেশি যুবককে গুলি করে হত্যা

সৌদি আরবের তায়েফ শহরে কামরুল জামান (৩৭) নামে এক বাংলাদেশি যুবককে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। রোববার স্থানীয় সময় ভোর ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত কামরুল নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কুতুবপুর গ্রামের কৃষক পরিবারের সন্তান।

ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে কুতুবপুর ইউনিয়নের সদস্য আবু নাসের চৌধুরী জানান, কামরুল আড়াই বছর আগে জীবিকার তাগিদে সৌদি আরবে যান। তিনি তায়েফ শহরের একটি শপিং কমপ্লেক্সে চাকরি করতেন। রোববার ভোরে ডিউটি শেষ করে বাসায় ফেরার পথে মোবাইল ফোনে দেশে থাকা স্ত্রী হালিমা বেগমের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এমন সময় হঠাৎ এক স্থানীয় সৌদি তরুণ তাঁকে লক্ষ্য করে অতর্কিতে গুলি চালায়।

প্রাণ বাঁচাতে কামরুল দৌড়ে নিজ কর্মস্থল শপিং কমপ্লেক্সের ভেতরে ঢুকে পড়েন। এ সময় তাঁর সহকর্মীরা আতঙ্কে দিগ্বিদিক পালিয়ে যান। হামলাকারী তরুণ মার্কেটের ভেতরে ঢুকে কামরুলকে লক্ষ্য করে পরপর তিনটি গুলি করে। ওদিকে মোবাইল ফোনে কানে থাকা স্ত্রী স্বামীর বাঁচাও আকুতি এবং গুলির শব্দ পেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন। ঘটনাস্থলেই মারা যান কামরুল। ঘটনার পরপরই হামলাকারী সৌদি তরুণ নিজের মাথায় গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করেন।

নিহতের স্বজন মো. সোলেমান বলেন, রোববার বেলা ১১টার দিকে পরিবারটি এই নির্মম মৃত্যুর খবর পায়। কী কারণে বা কোন শত্রুতায় ওই সৌদি তরুণ কামরুলকে হত্যা করল, তার কারণ জানা যায়নি।

কামরুলের এই আকস্মিক ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবরে তাঁর গ্রামের বাড়িতে বইছে মাতম। অবুঝ দুই সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন তাঁর কৃষক বাবা ও স্বজনেরা। তাঁরা দ্রুত সরকারি উদ্যোগে কামরুলের মরদেহ দেশে আনার আকুল আবেদন জানিয়েছেন।

দুদিন আগে মেলে ওয়ার্ক পারমিট

পরিবারের ভাগ্য বদলানোর স্বপ্ন নিয়ে দুমাস আগে স্পেনে পাড়ি জমিয়েছিলেন গাজীপুরের কালীগঞ্জের তরুণ ইউসুফ হাসান আলিফ (২৭)। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অগ্নিকাণ্ডের মাত্র দুদিন আগে পেয়েছিলেন বহু কাঙ্ক্ষিত কাজের অনুমতিপত্র (ওয়ার্ক পারমিট)। কিন্তু সেই আনন্দ বেশি দিন স্থায়ী হলো না। মাদ্রিদে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারিয়েছেন তিনি।

গত রোববার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় মাদ্রিদের আরগানসুয়েলা জেলার মেট্রো পালোস দে লা ফ্রন্তেরা এলাকার একটি বাইসাইকেল গ্যারেজে এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। কালীগঞ্জ পৌরসভার উত্তরগাঁও এলাকার আব্দুল মোতালিব ও রহিমা খাতুন দম্পতির ছেলে ইউসুফ ফুড ডেলিভারি রাইডার ছিলেন।

স্বজন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো ডেলিভারির কাজে ব্যবহৃত ইলেকট্রিক সাইকেল আনতে গ্যারেজে যান ইউসুফ। সেখানে থাকা একটি সাইকেলের ব্যাটারি হঠাৎ বিস্ফোরিত হলে মুহূর্তেই আগুন ও বিষাক্ত ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে। এতে ইউসুফসহ তিন কর্মী ভেতরে আটকে পড়েন। মৃত্যুর মুহূর্তে সহকর্মীদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আকুতি জানিয়ে ইউসুফ লিখেছিলেন, ‘আমাদের বাঁচান ভাই, দম বন্ধ হয়ে আসছে।’ এটিই ছিল তাঁর জীবনের শেষ বার্তা।

খবর পেয়ে মাদ্রিদ ফায়ার সার্ভিসের ১৩টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে গ্যারেজের বিষাক্ত গ্যাস অপসারণ ও উদ্ধারকাজ চালায়। ততক্ষণে ইউসুফের মৃত্যু হয়। দগ্ধ অন্য দুই সহকর্মীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় স্পেনের প্রবাসী বাংলাদেশি ও ইউসুফের গ্রামের বাড়িতে শোকের মাতম চলছে।

ইউসুফের মামাতো ভাই শফিকুল ইসলাম রাসেল মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এ টি এম কামরুল ইসলাম জানান, পরিবারটির পক্ষ থেকে সহায়তা চাওয়া হলে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে লাশ দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬
১৭ ভাদ্র ১৪৩৩

আট জেলায় শিক্ষার্থী যুবকসহ ঝরল ১১ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় আট জেলায় ১১ জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ময়মনসিংহের ত্রিশালে দুজন, কুড়িগ্রামে দুই যুবক, নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় দুজন, উল্লাপাড়ায় ভ্যানচালক, রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে যুবক, নীলফামারীর সৈয়দপুরে শিক্ষার্থী, গাজীপুরে নারী পোশাকশ্রমিক এবং রংপুরে প্রকৌশলী রয়েছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ—

ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) : ট্রাকের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে নিহতরা হলেন—নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার হারার কান্দা গ্রামের ইমরান হোসেন ও অন্যজন অজ্ঞাত নারী। সোমবার ত্রিশাল-বালিপাড়া সড়কের ঠাকুরবাড়ি মোড় সংলগ্ন স্থানে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

কুড়িগ্রাম : দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহতরা হলেন—নাগেশ্বরী উপজেলার ঝাকুয়াবাড়ী গ্রামের মোতালেব মিয়ার ছেলে হিরা মিয়া ও রাজারহাট উপজেলার মন্ত্রেশ্বর গ্রামের মিজানুর রহমান মজনুর ছেলে সফিউর রহমান শুভ। রোববার রাতে কুড়িগ্রাম সদরের পাটেশ্বরী বাজার এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

নেত্রকোনা : অটোরিকশায় ট্রাকের ধাক্কায় নিহতরা হলেন কেন্দুয়া উপজেলার বান্দনাল গ্রামের মফিজ মিয়ার ছেলে অটোরিকশাচালক ওয়াজিদ মিয়া ও চান্দপাড়া গ্রামের বাবু মিয়ার স্ত্রী লিজা আক্তার। সোমবার কেন্দুয়া-নেত্রকোনা সড়কের চান্দপাড়া এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ) : ট্রাকের ধাক্কায় নিহত ভ্যানচালক আসাব আলী উল্লাপাড়ার ভাদালিয়াকান্দি গ্রামের বাসিন্দা। সোমবার উল্লাপাড়া-লাহিড়ী মোহনপুর আঞ্চলিক সড়কের লাহিড়ী মোহনপুর এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।



গাজীপুরে দুর্ঘটনার পর বাসে আগুন

রাজশাহী : রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহাসড়কের গোদাগাড়ী উপজেলার বিজয়নগর এলাকায় গাড়ির ধাক্কায় নিহত যুবকের পরিচয় পাওয়া যায়নি। সোমবার দুর্ঘটনাটি ঘটে।

সৈয়দপুর (নীলফামারী) : পিকআপের ধাক্কায় নিহত মোটরসাইকেল চালক সাদবিন ইসলাম নীলফামারী সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি সৈয়দপুর শহরের ইসলামবাগ এলাকার বাসিন্দা। রোববার রাতে সৈয়দপুর বাইপাস সড়কের মুজার মোড় এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

গাজীপুর : বাসচাপায় নিহত মরিয়ম বেগম ঢাকার আশুলিয়া এলাকার ওসমান আলীর মেয়ে। সোমবার ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের ইটাহাটা এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন ও সহকর্মীরা একটি বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে মহাসড়কে যান চলাচল কিছু সময়ের জন্য বিঘ্নিত হয়।

রংপুর : ট্রাকচাপায় নিহত প্রকৌশলী দিলওয়ার হোসেন উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে কর্মরত ছিলেন। সোমবার রংপুর নগরীর কেল্লাবন্দ এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

সময়ের আলো
৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬। ১৯ ভাদ্র ১৪৩৩

ট্রাক-ট্যাঙ্কলরির প্রতিযোগিতায় প্রাণ গেল অটোচালকের

পঞ্চগড় প্রতিনিধি

পঞ্চগড়ের বোদায় তেলের ট্যাঙ্কলরি ও ট্রাকের রেষারেষির কবলে পড়ে একজন ইজিবাইক চালকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় অটোতে থাকা ৩ যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। বুধবার দুপুর আড়াইটার দিকে পঞ্চগড়-ঠাকুরগাঁও মহাসড়কের নাজিরপাড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শহিদুল ইসলাম (৫৫) পঞ্চগড় সদর উপজেলার খোলাপাড়া এলাকার শামসুদ্দিনের ছেলে।

বোদা থানার পুলিশ জানায়, ৯৯৯-এ খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। ঘাতক ট্রাক ও ট্যাঙ্কলরি দুটি শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, দুপুরে ৩ জন যাত্রী নিয়ে পঞ্চগড় শহর থেকে বোদা বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন অটোচালক শহিদুল। পথে নাজিরপাড়া এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাককে ওভারটেক করার চেষ্টা করছিল একটি দ্রুতগামী তেলের ট্যাঙ্কলরি। এ সময় ট্যাঙ্কলরির সঙ্গে অটোরিকশাটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং চালক শহিদুল রাস্তায় ছিটকে পড়েন। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাক তার মাথার ওপর দিয়ে চলে গেলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। ঘটনার পরপরই স্থানীয়রা ছুটে আসার আগেই ট্রাক ও ট্যাঙ্কলরি নিয়ে চালকরা দ্রুত পালিয়ে যায়।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ | ১৯ ভাদ্র ১৪৩৩

ময়মনসিংহে দুই বাসের সংঘর্ষে তিনজন নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

ময়মনসিংহে দুই বাসের সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১০ জন। বুধবার সন্ধ্যায় সদর উপজেলার আলালপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এদিকে চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি মহাসড়কে প্রাইভেটকার-অটোরিকশা সংঘর্ষে যুবক এরশাদের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় চার এইচএসসি পরীক্ষার্থীসহ ৮ জন আহত হয়েছে। গাজীপুরে ছেলে কর্মস্থলেও পৌঁছালেও দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন এক বাবা। বাবা-ছেলে একই কারখানায় কাজ করতেন। এছাড়া দুর্ঘটনায় তিন স্থানে আরও চারজন প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে বগুড়ায় দুই যুবক, সিলেটে ব্যবসায়ী, রংপুরে গৃহবধূ রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও



পাঁচ স্থ
আরও

টঙ্গী শিল্পাঞ্চল (গাজীপুর) : টঙ্গীর স্থানীয় একটি ওষুধ কারখানায় কাজ করতেন বাবা ও ছেলে। ছেলে অফিসে গিয়ে বাবাকে না পেয়ে বাসায় ফোন করে জানে, তার বাবা আর নেই। কাজে যাওয়ার সময় অটোরিকশার ধাক্কায় তিনি নিহত হয়েছেন। বুধবার ভোরে টঙ্গীর টিএন্ডটি এলাকায় জাভান হোটেলের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতের নাম জয়নাল আবেদীন। তিনি ময়মনসিংহের নান্দাইল থানার পুরহরি গ্রামের মৃত আব্দুল জব্বারের ছেলে। টঙ্গীর মরকুন মধ্যপাড়া এলাকায় জনৈক জসিম মোল্লার বাসায় ভাড়া থেকে স্থানীয় একটি ওষুধ কারখানায় কাজ করতেন।

সময়ের আলো
বুধবার। ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

চা পাতা তুলতে গিয়ে শ্রমিকের মৃত্যু

শ্রীমঙ্গল প্রতিনিধি

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে চা পাতা তুলতে গিয়ে ড্রেনে পড়ে মীরা হাজরা (৪০) নামে এক নারী চা শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার রাতে ভাড়াউড়া চা বাগানের ২৯ নম্বর সেকশনের একটি গভীর ড্রেন থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

শ্রীমঙ্গল থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আব্দুর রাজ্জাক জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, চা পাতা তোলার একপর্যায়ে গভীর ড্রেন লাফ দিয়ে পার হওয়ার সময় অসাবধানতাবশত মীরা হাজরা ড্রেনে পড়ে যান। এ সময় তার মাথায় থাকা আনুমানিক ২৫-৩০ কেজি চা পাতার নিচে তিনি চাপা পড়েন। মাথায় আঘাত পেয়ে কিংবা হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে তার মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে।

তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ময়নাতদন্তের পর নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

জানা গেছে, মীরা হাজরা প্রতিদিনের মতো সোমবার সকাল ৯টার দিকে চা পাতা তুলতে বাড়ি থেকে বের হন। রাতে বাড়িতে না ফেরায় পরিবারের সদস্য ও সহকর্মীরা তাকে খুঁজতে বের হন। পরে ড্রেনের ভেতর তার মরদেহ পাওয়া যায়। এ সময় পাশে চা পাতা বহনের বড় পুটলিও পাওয়া যায়।

যুগান্তর | বুধবার ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ | ১৮ ভাদ্র ১৪৩৩

জামালপুরে বাস-অটো সংঘর্ষে চারজন নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

জামালপুর-ময়মনসিংহ সড়কের সদর উপজেলায় বাস-অটোরিকশা সংঘর্ষে চারজন নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ২০ জন। সোমবার রাতে উপজেলার লাহিড়ীকান্দা ঈদগাহ মাঠের পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় মিনিট্রাক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে দুই বাইক আরোহী দুই বন্ধু প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া দুর্ঘটনায় সাত স্থানে আরও নয়জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে নেত্রকোনায় অটোচালকসহ দুজন, গাজীপুরে পুলিশ কনস্টেবল, মৌলভীবাজারে বৃদ্ধ, খুলনায় পথচারী, যশোরে শিক্ষক এবং গাইবান্ধায় দুই মোটরসাইকেলচালক ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যুবক রয়েছেন। ব্যুরো,



ব্রাহ্মণবাড়িয়া : সরাইলে গাড়িচাপায় অটোচালক যুবক জামাল মিয়ার মৃত্যু হয়েছে। সোমবার রাতে উপজেলার কুট্টাপাড়া এলাকায় ব্র্যাক অফিসের সামনে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। জামাল সরাইল উপজেলার নোয়াগাঁও কানিউচ্চ গ্রামের মন মিয়ার ছেলে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার | ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬

চুয়াডাঙ্গায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে স্বামী-স্ত্রীসহ চার জনের মৃত্যু

ইত্তেফাক ডেস্ক

চুয়াডাঙ্গায় পৃথক তিনটি ঘটনায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে চার জনের মৃত্যু হয়েছে। গত সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত এসব ঘটনা ঘটে।

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি জানান, চুয়াডাঙ্গায় পৃথক দুটি ঘটনায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে সদর উপজেলার আলুকদিয়ায় নিজ বাড়িতে ইজিবাইকের ব্যাটারি চার্জ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান চালক নাসির উদ্দীন (৪০)। পরিবারের লোকজন তাকে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এর আগে সোমবার গভীর রাতে দামুড়হুদার লোকনাথপুর গ্রামে টিউবওয়েলের বৈদ্যুতিক মোটরের কাছ থেকে শফিকুল ইসলাম বরু (৪৫) নামের আরেক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। বৈদ্যুতিক মোটর খোলার সময় তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে থাকতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে।

দামুড়হুদা (চুয়াডাঙ্গা) সংবাদদাতা জানান, চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কালিয়া বকরি গ্রামে ঘাস কাটার মেশিনে বিদ্যুতায়িত হয়ে লিটন মিয়া (৪৮) ও তার স্ত্রী লিপিকা খাতুন (৩৫) মারা গেছেন। মঙ্গলবার দুপুরে মাঠ থেকে ফিরে লিটন মিয়া মেশিনটিতে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে ঘাস কাটতে বসেন। এ সময় অসাবধানতাবশত তিনি বিদ্যুতায়িত হন। তাঁকে বাঁচাতে স্ত্রী লিপিকা খাতুন এগিয়ে গেলে তিনিও জড়িয়ে পড়েন। দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি শেখ মো. মেজবাহ উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬,

কৃষকের মৃত্যু বজ্রপাতে | ঝালকাঠির কাঁঠালিয়ার দক্ষিণ চেঁচরী গ্রামে গতকাল মাঠে বজ্রপাতে দেলোয়ার হোসেন খান (৪২) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। প্রতিনিধি, ঝালকাঠি

প্রথম আলো
মঙ্গলবার, ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬

পদ্মা সেতুতে বাস উল্টে আহত ৮

সড়ক দুর্ঘটনা

এ ছাড়া ময়মনসিংহ, নীলফামারী, কিশোরগঞ্জ, গাজীপুর ও রংপুরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জন নিহত হয়েছেন।

প্রথম আলো ডেস্ক

মুন্সিগঞ্জে পদ্মা সেতুতে বাস উল্টে আট যাত্রী আহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার দুপুরে সেতুর মুন্সিগঞ্জের মাওয়া প্রান্তে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট গিয়ে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।

এ ছাড়া ময়মনসিংহ, নীলফামারী, কিশোরগঞ্জ, গাজীপুর ও রংপুরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জন নিহত হয়েছেন। গত রোববার দিবাগত রাত থেকে গতকাল দুপুর পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

বাসচাপায় শ্রমিক নিহত

গাজীপুরে বাসের চাপায় মরিয়ম বেগম (৫০) নামের এক পোশাকশ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল সাড়ে সাতটার দিকে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের ইটাহাটা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি ইটাহাটা এলাকার দিগন্ত সোয়েটার কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গতকাল সকালের কারখানায় যাচ্ছিলেন মরিয়ম। পথে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক পার হওয়ার সময় একটি বাস তাঁকে চাপা দিয়ে চলে যায়। স্থানীয় লোকজন সহকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

মরিয়মের মৃত্যুর খবর কারখানায় পৌঁছালে সহকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বেলা সোয়া একটার দিকে তাঁরা মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন। একপর্যায়ে তাকওয়া পরিবহনের আরেকটি বাসে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

যুগান্তর | শনিবার ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬
২১ ভাদ্র ১৪৩৩

ফেনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৪

যুগান্তর ডেস্ক

ফেনীর মুছরীগঞ্জে দাঁড়িয়ে থাকা কাভার্ডভ্যানে বাসের ধাক্কায় চালক-হেলপারসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও পাঁচজন। একইদিন সকালে মহিপাল এলাকায় দুর্ঘটনায় আরও এক বাসযাত্রী নিহত হয়েছেন। শুক্রবার সকালে মুছরীগঞ্জের দৌলতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় ছয় স্থানে প্রাণ হারিয়েছেন আরও ৯ জন। তাদের মধ্যে যশোরে ফুপু-ভাতিজাসহ তিনজন, ফরিদপুরে বাসের সুপারভাইজারসহ দুজন, ময়মনসিংহে শিক্ষার্থী, গোপালগঞ্জে দুই কিশোর এবং দিনাজপুরে আরোহী রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—



যশোরের
ফুপু-ভাতি
কেশবপুরে
বাস, নিহ

গোপালগ
বাইকের ধা
দুই ব

ফেনী : নিহতরা হলেন—তারাগঞ্জ উপজেলার গনিয়ামপুর এলাকার চবর আলীর ছেলে আবদুর রহিম, কেরানীগঞ্জের পারগেন্ডারিয়া এলাকার সফি মিয়ার ছেলে আবুল হোসেন এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জের কালিগঞ্জ সুন্দরপুর এলাকার আবদুল হাকিমের ছেলে মোহাম্মদ ফটিক। ফটিক মহিপালের দুর্ঘটনায় নিহত হন। অপর নিহত ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়নি।

কালের কণ্ঠ
। মঙ্গলবার । ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬

জামালপুরে অটোরিকশায় বাসের ধাক্কা, নিহত ৪

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

দেশের চার জেলায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় আটজন নিহত হয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ :

জামালপুর : জামালপুর সদর উপজেলায় বাসের ধাক্কায় অটোরিকশা আরোহী তিনজন এবং বাসের সহকারীসহ (হেল্পার) মোট চারজন নিহত হয়েছেন। এ দুর্ঘটনায় বাসের আরো দুই যাত্রী আহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ময়মনসিংহ-জামালপুর মহাসড়কের লাহাড়িকান্দা এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন বাসের সহকারী রুবেল রানা (৪৩), অটোরিকশার যাত্রী সাদ্দাম (৩০), জালাল উদ্দিন (৪০) ও মকবুল হোসেন (৩২)। তাঁদের সবার বাড়ি জামালপুর সদর উপজেলায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জামালপুর থেকে ঢাকাগামী রাজীব পরিবহনের একটি বাস লাহাড়িকান্দা এলাকায় একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে অটোরিকশাটির ওপর পড়ে। জামালপুর সদর থানার ওসি নাজমুস সাকিব বলেন, 'দুর্ঘটনায় নিহত চারজনের মরদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে নিহতদের পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে।'

বাংলাদেশের সংবাদকে প্রচারে জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬

ট্রলারডুবি

দুই জেলের লাশ উদ্ধার, নিখোঁজ ২

কক্সবাজার প্রতিনিধি

কক্সবাজারের মহেশখালীতে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে যাওয়া ট্রলার এফবি তাহসিন ডুবির ঘটনা ঘটেছে। ট্রলারে থাকা আট মাঝিমাল্লার মধ্যে চারজনকে জীবিত এবং দুজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এখনো নিখোঁজ রয়েছেন দুজন। বুধবার রাতে বঙ্গোপসাগরের মহেশখালী চ্যানেল নাজিরারটেক পয়েন্টের খাড়ির মুখে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত দুই জেলে কুতুবজোম ইউনিয়নের খোন্দকারপাড়ার ফয়েজ আহমদ ও মেহেরিয়াপাড়ার সাইফুল ইসলাম। নিখোঁজ জেলেরা হলেন জাগিরাঘোনার সাইবুল্লাহ ও খোন্দকারপাড়ার নুরুল আলম। স্থানীয়রা জানান, ট্রলারটি দুর্ঘটনার মুখে পড়লে নিখোঁজ ব্যক্তিদের খোঁজে নিকটবর্তী অন্য মাছ ধরার ট্রলারগুলো এগিয়ে যায়। তারা চার জেলেকে জীবিত উদ্ধার করে। পরে সাগরে ভাসমান অবস্থায় ফয়েজ ও সাইফুলের লাশ উদ্ধার করা হয়। মহেশখালী থানার ওসি আবদুস সুলতান বলেন, নিখোঁজ ব্যক্তিদের খোঁজে সন্ধান চালানো হচ্ছে।

সংবাদ
সোমবার ১৭ ভাদ্র ১৪৩৩
Tuesday 1 September 2026

কটিয়াদীতে সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের ৩ জন নিহত

প্রতিনিধি, কটিয়াদী (কিশোরগঞ্জ)

কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীতে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে একই পরিবারের বাবা, মেয়ে ও নাতনি রয়েছেন। এ ঘটনায় আরও পাঁচজন আহত হয়েছেন। আহতদের কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

গত রোববার দুপুর ২টার দিকে ভৈরব-কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক সড়কের কটিয়াদী উপজেলার আচমিতা ইউনিয়নের তেবাঘা এলাকায় এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন—হবিগঞ্জের আজমেরীগঞ্জ উপজেলার বদিউল আলমের স্ত্রী রাবেয়া খাতুন (৫০), কিশোরগঞ্জের তাড়াইল উপজেলার কলাপাড়া গ্রামের আব্দুল মজিদের ছেলে মিলন মিয়া (৩০) এবং মিলনের পাঁচ বছর বয়সি শিশুকন্যা আমা আক্তার।

আহতরা হলেন নিহত মিলন মিয়ার স্ত্রী বন্যা আক্তার (২৫), সিএনজি চালক কাজল মিয়া (৩০), হবিগঞ্জের আজমেরীগঞ্জের বদিউল আলম (৫৫) এবং তাঁর নাতনি প্রিয়া আক্তার (২০) ও নাতি সাকিবুল হাসান (৮)।

স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুরে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে যাত্রীরা কিশোরগঞ্জ থেকে নরসিংদীর উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। তেবাঘা এলাকায় পৌঁছালে অটোরিকশাটি বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পিকআপ কাভার্ড ভ্যানকে ওভারটেক করার চেষ্টা করে।

এ সময় পিকআপের সঙ্গে সিএনজির সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের পর অটোরিকশাটি সড়কের পাশে ছিটকে পড়ে দুমড়েমুচড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হন। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে কটিয়াদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও একজনের মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত বদিউল আলম বলেন, শুক্রবার মেয়ের অসুস্থ শ্বশুরকে দেখতে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তাড়াইলের কলাপাড়া গ্রামে এসেছিলেন তারা। রোববার দুপুরে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তাড়াইল থেকে সিএনজিযোগে নরসিংদীর মনোহরদীতে ব্যবসায়িক কর্মস্থলে

বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬

দুই জেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মৃত্যু স্বামী-স্ত্রীসহ পাঁচজনের

প্রতিদিন ডেস্ক

চুয়াডাঙ্গায় গতকাল পৃথক স্থানে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে স্বামী-স্ত্রীসহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে। একই দিন গাইবান্ধায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মারা গেছেন এক যুবক। প্রতিনিধিদের খবর- **চুয়াডাঙ্গা :** বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নিহতরা হলেন দামুড়হুদা উপজেলার কালিয়াবকরি গ্রামের লিটন আলী, তাঁর স্ত্রী লিপা খাতুন, দর্শনা শান্তিপাড়ার শফিকুল ইসলাম, সদর উপজেলার আলুকদিয়া গ্রামের নাসির উদ্দিন। দুপুরে দামুড়হুদা উপজেলার কালিয়াবকরি গ্রামে বৈদ্যুতিক মেশিনে গরুর ঘাস কাটছিলেন কৃষক লিটন আলী। অসাবধানতাবসত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তিনি।



তাঁকে উদ্ধার করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তাঁর স্ত্রী লিপা খাতুন। গুরুতর অবস্থায় তাঁদের দামুড়হুদা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন। এর আগে দুপুরে সদর উপজেলার আলুকদিয়ায় ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক চার্জ দিতে গিয়ে নাসির উদ্দিনের মৃত্যু হয়। ভোরে দামুড়হুদা উপজেলার লোকনাথপুর গ্রামে টিউবওয়েলের বৈদ্যুতিক মোটর চুরি করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হন শফিকুল ইসলাম। **গাইবান্ধা :** সাদুল্লাপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছেন আবদুর রাজ্জাক (৪৫)। গতকাল সকালে রাজধানীর একটি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। ২৯ আগস্ট বিদ্যুৎস্পৃষ্টে তিনি আহত হয়েছিলেন।

সমকাল ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

রাশিয়ার কারখানায় আগুনে বাংলাদেশির মৃত্যু বেড়ে ৪

■ সমকাল ডেস্ক

রাশিয়ায় গ্যাস কেমিক্যাল কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে আরও এক বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম মাহিন উদ্দিন, বাড়ি নরসিংদী জেলায়।

স্থানীয় সময় শুক্রবার ভোরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। এ নিয়ে ওই অগ্নিকাণ্ডে চার বাংলাদেশি প্রাণ হারালেন। মস্কোতে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রথম সচিব (শ্রম) মিজানুর রহমানের বরাতে জানা গেছে এসব তথ্য।

গত ২৫ আগস্ট রাশিয়ার আমুর অঞ্চলের সভোবোদনি শহরের কাছে আমুর গ্যাস কেমিক্যাল কমপ্লেক্সে (এজিসিসি) এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। প্রথমে এক বিবৃতিতে মোট সাতজনের মৃত্যুর খবর জানানো হলেও দ্রুত মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৫-তে গিয়ে ঠেকে। এরপর ২৭ আগস্ট এক বাংলাদেশির মৃত্যু ও আরেকজনের নিখোঁজ হওয়ার খবর জানা যায়। পরে তৃতীয় আরেকজনের মৃত্যুর খবর আসে।

ওই অগ্নিকাণ্ডে মোট ৩৬ জন বাংলাদেশি আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর। বাকিদের হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডে নিহতের বেশির ভাগই বিদেশি।

গত ২৬ ও ২৭ আগস্ট মৃত্যু হওয়া দুই বাংলাদেশির নাম জাকির হোসেন ও মো. আলাল হোসেন রাজু। জাকির হোসেনের বাড়ি কিশোরগঞ্জের ভৈরবে এবং আলাল হোসেন রাজুর বাড়ি মেহেরপুরের গাংনীতে। তাদের মরদেহের ময়নাতদন্ত শেষ হয়েছে এবং বর্তমানে দেশে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর মরদেহ দেশে পৌঁছানোর কথা রয়েছে।

অন্যদিকে আব্দুল কুদ্দুসের বাড়ি রাজবাড়ীর পাংশা উপজেলার হুগলবাড়িয়ায়। তাঁর ও মাহিন উদ্দিনের মরদেহের সব প্রক্রিয়া সম্পন্নের কাজ চলছে। আরও ছয়-সাত দিন সময় লাগতে পারে কাজ শেষ হতে। এরপর বাংলাদেশে পৌঁছানোর কথা রয়েছে মরদেহ দুটির।

১০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ওই গ্যাস-রাসায়নিক প্রকল্পটি মূলত রাশিয়ার পেট্রোকেমিক্যাল প্রতিষ্ঠান সিবুর ও চীনের রাষ্ট্র-মালিকানাধীন সিনোপেকের যৌথ উদ্যোগে শুরু হয়েছিল। বিশ্বের বৃহত্তম পলিমার উৎপাদন কেন্দ্র হওয়ার কথা ছিল এটির। আগামী বছরের শুরুর দিকে কাজ শুরু করার আগে চূড়ান্ত ধাপের পরীক্ষা চালানো হচ্ছিল। আর এ সময়েই ঘটে অগ্নিকাণ্ড।

প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানায়, পাইরোলিসিস ইউনিটের সহায়ক অংশে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত। পরে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তবে কমপ্লেক্সের মূল যন্ত্রাংশগুলোর ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

বুধবার
২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ | দৈনিক ইত্তেফাক

সড়ক ও ক্রেন দুর্ঘটনায় গফরগাঁওয়ের দুই প্রবাসীর মৃত্যু

■ গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা

পৃথক দুর্ঘটনায় সৌদি আরব ও মালয়েশিয়ায় গফরগাঁওয়ের দুই প্রবাসী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গত শনিবার সৌদি আরব সময় রাত ১২টার দিকে জেদ্দা শহরের সড়ক দুর্ঘটনায় জাহাঙ্গীর মিয়া (২১) নিহত হন। তিনি গফরগাঁওয়ের যশরা ইউনিয়নের পালইকান্দা গ্রামের শাহজাহান মিয়ার ছেলে।

নিহতের ফুফা জায়েদুর রহমান বলেন, জাহাঙ্গীর জেদ্দা শহরে একটি কোম্পানিতে চাকরি করতেন। শনিবার রাতে অফিস থেকে ফিরে বাসায় এসে আবার প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে স্থানীয় একটি দোকানে যাচ্ছিলেন। এ সময় জেদ্দার এক যুবক বেপরোয়া গতিতে কার রেসিং করার সময় জাহাঙ্গীরকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। এদিকে, মালয়েশিয়ার জহুর বারু শহরে একটি কোম্পানিতে কাজ করার সময়ে ক্রেন দুর্ঘটনায় তাজ উদ্দিন (৪১) এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়। গত শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে ৯টার দিকে জহুর বারু শহরে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তাজউদ্দিন দক্ষিণ গফরগাঁও উপজেলার পাঁচবাগ ইউনিয়নের খুরশিদমহল গ্রামের মফিজ উদ্দিনের ছেলে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬

বজ্রপাতে তিনজনের মৃত্যু, আহত ৫

পটুয়াখালী ও কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী উপজেলায় নদীতে মাছ ধরার সময় বজ্রপাতে দুই জেলের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় ট্রলারে থাকা আরও তিনজন আহত হয়েছেন। রবিবার বিকালে মায়ারচর সংলগ্ন বুড়াগৌরাঙ্গ নদীতে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন রাঙ্গাবালী সদর ইউনিয়নের ইমন খান (২২) ও শাকিব শিকদার (২৩)। রাঙ্গাবালী থানার এসআই সামিউল আলম জানান, সুমন খানের মালিকানাধীন মাছ ধরার ট্রলারে পাঁচজন জেলে বুড়াগৌরাঙ্গ নদীতে মাছ ধরতে নামেন। এ সময় বজ্রপাত হলে তাঁরা গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে রাঙ্গাবালী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক ইমন ও শাকিবকে মৃত ঘোষণা করেন। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার স্বস্তিপুর গ্রামে বজ্রপাতে তুফা প্রধান (৩৫) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরও দুজন আহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে বৃষ্টির মধ্যে মাঠে সার ছিটানোর সময় বজ্রপাত হলে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে। মৃত তুফা স্বস্তিপুর গ্রামের মসজিদপাড়ার আবদুল মান্নান প্রধানের ছেলে।

যুগান্তর | শুক্রবার ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬
E-mail : sportsjugantor@gr

আসামি ধরে ফিরছিলেন

পিকআপ উলটে কনস্টেবল নিহত, আহত ৯

যুগান্তর ডেস্ক

মাদারীপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিকআপ উলটে এক পুলিশ কনস্টেবল নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় এসআইসহ আহত হয়েছেন অন্তত ৯ জন। বৃহস্পতিবার মাদারীপুর-শরীয়তপুর সড়কের খোয়াজপুর ইউনিয়নের মঠেরবাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় ছয় স্থানে আরও ছয়জন প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে গাইবান্ধায় মোটরসাইকেল আরোহী, ময়মনসিংহ ও রাজবাড়ীতে দুই যুবক, পটুয়াখালীতে ব্যবসায়ী, মৌলভীবাজারে টমটমচালক এবং গাজীপুরে বৃদ্ধ রয়েছেন। ব্যারো ও



শ্রীমঙ্গল (মৌলভীবাজার) : শ্রীমঙ্গলে ট্রাকের ধাক্কায় টমটমচালক আব্দুল মান্নানের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকা-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কের শ্রীমঙ্গল শহরের ফবিগঞ্জ রোডের বুরমাভাালী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মান্নান শ্রীমঙ্গল উপজেলার আশিদ্রোন ইউনিয়নের গাজীপুর আটঘর গ্রামের আব্দুল করিমের ছেলে। তিনি পরিবার নিয়ে সিদ্দুরখান রোড এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন।

রাজবাড়ী : কালুখালীতে পাটবোঝাই ভ্যানের ধাক্কায় যুবক সিরাজুল শেখের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে হরিণবাড়িয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সিরাজুল পাংশা উপজেলার হাবাসপুর ইউনিয়নের শাহমীরপুর গ্রামের শুকুর আলী শেখের ছেলে।

গাইবান্ধা : সাদুল্লাপুরে বৃহস্পতিবার বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী গোলাম রব্বানী নিহত হয়েছেন। তিনি শিশুপুত্রকে স্কুলে দিতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। অন্যদিকে পলাশবাড়িতে বাস-মাইক্রোবাস সংঘর্ষে চালক মাসুদ রানা নিহত হয়েছেন। সকালে উপজেলার সাকোয়া ব্রিজসংলগ্ন মাঝিপাড়ায় মাইক্রোচালক মাসুদ দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

যুগান্তর | সোমবার ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ | ২৩ ভাদ্র ১৪৩৩

বজ্রপাতে অষ্টগ্রাম মনপুরা ও রাঙ্গাবালীতে চারজনের মৃত্যু

ভালুকায় দেওয়াল ভেঙে প্রাণ গেল ঘুমন্ত শিশুর

যুগান্তর ডেস্ক

ভালুকায় বজ্রপাতে ঘরের দেওয়াল ভেঙে ঘুমন্ত শিশু প্রাণ হারিয়েছে। অষ্টগ্রামে মাছ ধরতে গিয়ে হাওড়ে যুবক এবং মনপুরায় গোয়ালঘরে দিনমজুরের মৃত্যু হয়েছে। যুগান্তর প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর : **পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালীতে** মাছ ধরার সময় ট্রলারে বজ্রপাতের ঘটনায় দুই জেলের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন। রোববার বিকালে উপজেলার তুফানিয়া ও চরহেয়ারের মাঝামাঝি বুড়াগৌরাঙ্গ নদীতে জাল ফেলা অবস্থায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মৃতরা হলেন সদর ইউনিয়নের যুগিরহাওলা গ্রামের হাবিব খাঁর ছেলে ইমন খাঁ (২২) এবং একই গ্রামের শহিদুল শিকদারের ছেলে শাকিব শিকদার (২৩)।



ইমন খাঁ



শাকিব শিকদার

ময়মনসিংহের ভালুকায় বজ্রপাতে মাটির ঘরের দেওয়াল ভেঙে আয়েশা নামে চার বছরের শিশুর মৃত্যু হয়েছে। রোববার সকালে ধীতপুর ইউনিয়নের ধীতপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। জানা যায়, সকালে নানা মন্তাজ আলীর বাড়িতে মাটির ঘরে ঘুমিয়ে ছিল শিশু আয়েশা। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাতে মাটির দেওয়াল ভেঙে শিশুটির ওপর পড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। জানা যায়, আয়েশার বাবার বাড়ি উপজেলার বিরুনিয়া এলাকায়। সে তার মা ফারজানার সঙ্গে নানার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। ধীতপুর ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হালিম উদ্দিন সরকার রিপন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে নিউটন দাস (৩৫) নামে যুবক নিহত হয়েছেন। রোববার সকালে উপজেলার চণ্ডীপুর গ্রামের সামনের হাওড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নিউটন দাস চণ্ডীপুর গ্রামের শ্রীনন্দ দাসের ছেলে। সকালে মাছ ধরার সময় হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টিতে তিনি বজ্রপাতের শিকার হন। এতে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। ওসি মো. রোকনুজ্জামান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। **ভোলার মনপুরায়** গোয়ালঘরে কাজ করার সময় বজ্রপাত পড়ে মো. ইউনুস নামে দিনমজুর আহত হয়েছেন। স্থানীয়রা তাকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে পল্লী চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায়। রোববার সকালে বিচ্ছিন্ন কলাতলী ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের ওই দিনমজুরের গোয়ালঘরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ইউপি সদস্য গিয়াস উদ্দিন জানান, এখন আহত দিনমজুর ইউনুসের বাসায় চিকিৎসা চলছে।

যুগান্তর | সোমবার ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ | ২৩ ভাদ্র ১৪৩৩

মুকসুদপুরে বাস খাদে, নিহত ৩

যুগান্তর ডেস্ক

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে তিনজন নিহত হয়েছেন। এ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৩০ জন। রোববার সকালে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের সালিনাবক্সা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।



চাঁদপুরে মায়ের হাত ধরে যাওয়ার পথে ট্রলির ধাক্কায় নিহত

চট্টগ্রামে ট্রাকচাপায় ইন্স্যুরেন্স কর্মকর্তা নিহত, সড়ক অবরোধ

চাঁদপুরের মতলব উত্তরে মায়ের হাত ধরে যাওয়ার পথে ট্রলির ধাক্কায় এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রামের রাউজানে সড়ক পারের সময় ট্রাকচাপায় ইন্স্যুরেন্স কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার পর সড়ক অবরোধ করেন বিক্ষুব্ধ জনতা এবং মীরসরাইয়ে ট্রাক চাপায় এক ঠিকাদার নিহত হয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

টেকেরহাট (মাদারীপুর) : নিহতদের বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়নি। খুলনা থেকে ঢাকাগামী টুঙ্গিপাড়া এক্সপ্রেস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার খাদে পড়ে যায়। এ সময় তিনজন নিহত ও ৩০ জন আহত হন। তবে নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বাসে থাকা জিয়ানগর পিরোজপুর থেকে আসা আহত যাত্রী আব্দুল্লাহ জানান, অতিরিক্ত গতির কারণে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। বাসে ৪০ জন যাত্রী ছিল। এদের মধ্যে তিনজন ঘটনাস্থলে মারা যান। বাকিরা আহত হয়েছেন।

মতলব (চাঁদপুর) : রোববার সকালে থানার পাশে সুরুজ প্লাজার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মতলব উত্তরে মায়ের হাত ধরে যাওয়ার সময় ট্রলির ধাক্কায় ফারিয়া নামে তিন বছরের শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ফারিয়া উপজেলার কৃষ্ণপুর গ্রামের বেপারী বাড়ির কাউসার বেপারীর মেয়ে। সকালে ফারিয়া মায়ের হাত ধরে ছেংগারচর বাজারে সুরুজ প্লাজার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ট্রলি তাকে ধাক্কা দেয়। এতে গুরুতর আহত হয় শিশুটি। স্থানীয়রা তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক | বুধবার | ২৫ ভাদ্র ১৪৩৩, ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশুসহ আট জনের মৃত্যু

আহত ১৭

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশুসহ আট জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থীদের বাস খাদে পড়ে ১৫ জনসহ সর্বমোট ১৭ জন আহত হয়েছে। সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে। আমাদের প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবরে বিস্তারিত।

ঘটে। মান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খোরশেদ আলম জানান, আইনগত প্রক্রিয়া শেষে নিহত শিশুর মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

পূর্বধলা (নেত্রকোনা) : নেত্রকোনার পূর্বধলায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে গণেশ চন্দ্র সরকার নামে এক জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অটোরিকশাচালক শামসু শেখ গুরুতর আহত হয়েছেন। সোমবার রাত পৌনে ১০টার দিকে উপজেলার হোগলা বাজারে নাজিম উদ্দিন খাঁর করাতকলের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পূর্বধলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক | বুধবার | ২৫ ভাদ্র ১৪৩৩, ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় চার বাংলাদেশি নিহত

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সৌদি আরবের তায়েফ থেকে জেদ্দা যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় চার প্রবাসী বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সোমবার রাতে রিয়াদ-তায়েফ সড়কের রিদওয়ান ব্রিজের প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে আল-হাওয়িয়াহ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঐ চার বাংলাদেশি একটি ইনোভা গাড়িতে ছিলেন। চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে গাড়িটি দুর্ঘটনায় পড়ে। তাতে ঘটনাস্থলেই চার জনের মৃত্যু হয়।

নিহতরা হলেন—করিম উদ্দিন, খালিদ মিয়া, আমিন মিয়া ও শাহ আলম। তাদের সবার বাড়ি সিলেট জেলায়। নিহতদের মরদেহ আল-মুইয়াহ হাসপাতালে রাখা হয়েছে বলে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।

এ ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী ও প্রতিমন্ত্রী মো. নুরুল হক। এক শোকবার্তায় তারা বলেন, সৌদি আরবে বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে নিহতদের ব্যাপারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। মরদেহ দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনা এবং তাদের পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের সরকারি সহায়তা ও ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করছে।

প্রথম আলো
রোববার, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২

কাভার্ড ভ্যান-অটোরিকশা সংঘর্ষে মা-ছেলে নিহত

সড়ক দুর্ঘটনা

গাজীপুরের এ দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে নিহত হয়েছেন আরও চারজন।

প্রথম আলো ডেস্ক

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে কাভার্ড ভ্যান ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে মা-ছেলেসহ অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন দুজন। গতকাল শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কালিয়াকৈরের কাঞ্চনপুর চেয়ারম্যানবাড়ি এলাকার কালিয়াকৈর-ফুলবাড়িয়া-মাওনা সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

এ ছাড়া চট্টগ্রামে বাসের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে দুজন ও কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন।

গাজীপুরে নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তাঁরা হলেন টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার বংশুরী এলাকার হাসেম মিয়ার স্ত্রী ফিরোজা বেগম (৪৫) ও তাঁর ছেলে মো. আসাদুল (১৮)। নিহত অপর যাত্রীর পরিচয় জানাতে পারেনি পুলিশ। তবে জানিয়েছে, ওই ব্যক্তির বয়স আনুমানিক ৪০ বছর।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, কালিয়াকৈর থেকে চারজন যাত্রী নিয়ে অটোরিকশাটি মাওনা চৌরাস্তা যাচ্ছিল। পথে একটি কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশার চালকসহ পাঁচজন গুরুতর আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে কালিয়াকৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরেকজন মারা যান।

বাস-সিএনজি সংঘর্ষে নিহত ২

চট্টগ্রামের চন্দনাইশে যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে সিএনজির দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন সিএনজির চালকসহ দুই যাত্রী। গতকাল বিকেল চারটার দিকে চন্দনাইশ শাহ সুফি মাজার গেটের বটতল এলাকায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত দুই ব্যক্তি হলেন চট্টগ্রামের লোহাগড়া উপজেলার তোফায়েল মোরসালিন (২২) ও আবদুর গফুর (৫৫)। আহত তিনজন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বাসটি কক্সবাজার যাচ্ছিল। পথে বাসটির সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে সিএনজিচালকসহ পাঁচ সিএনজি যাত্রী গুরুতর আহত হন।

স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে চন্দনাইশের বিজিসি ট্রাস্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানকার চিকিৎসক মোরসালিনকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত চারজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে দ্রুত চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পথেই মারা যান আবদুর গফুর।

দোহাজারী হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আবদুস ছত্তার *প্রথম আলোকে* বলেন, বাসটি থানা হেফাজতে রয়েছে। তবে সিএনজিটি পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

কুমিল্লায় দিনমজুর ও তরুণ নিহত

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় আবুল হাসেম (৬০) নামের এক দিনমজুর ও আবদুর রহমান (২২) নামের এক তরুণ নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে চৌদ্দগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে এবং দুপুরে বাতিসা বৈদ্যেরবাজার এলাকায় দুর্ঘটনা দুটি ঘটে।

নিহত আবুল হাসেমের বাড়ি চৌদ্দগ্রামের কোমল্লা গ্রামে। আবদুর রহমানের বাড়ি চৌদ্দগ্রামের বৈদ্যেরখিল গ্রামে।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, মহাসড়ক পার হওয়ার সময় আবুল হাসেমকে অজ্ঞাতনামা একটি গাড়ি ধাক্কা দিয়ে চলে যায়। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে চৌদ্দগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে সেখানকার চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

আবুল হাসেমের স্ত্রী শাহেনা বলেন, তাঁর স্বামী দিনমজুরের কাজ করতেন। সকালে কাজের সন্ধানে বাড়ি থেকে বের হন।

অন্যদিকে দুপুরে বাতিসা বৈদ্যেরবাজার এলাকায় বন্ধুর সঙ্গে মোটরসাইকেলে ঘুরতে বের হন আবদুর রহমান। স্থানীয় বাসিন্দা মো. শাহজাহান বলেন, একটি ভ্যানগাড়ির সঙ্গে মোটরসাইকেলটির ধাক্কা লাগে। এতে আবদুর রহমান মহাসড়কে ছিটকে পড়েন। এ সময় একটি ট্রাকের চাপায় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

মিয়া বাজার হাইওয়ে থানার এসআই নাজির হোসেন বলেন, আবদুর রহমানের মরদেহ তাঁর স্বজনেরা নিয়ে গেছেন। আইনি প্রক্রিয়া শেষে আবুল হাসেমের মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

[প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য দিয়েছেন **প্রতিনিধি**, *গাজীপুর, কুমিল্লা, পটিয়া, চট্টগ্রাম*]

সংবাদ
বুধবার ২৫ ভাদ্র ১৪৩৩
Wednesday 9 September 2026

ত্রিশালে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুইজন নিহত

প্রতিনিধি, ত্রিশাল (ময়মনসিংহ)

ময়মনসিংহের ত্রিশালে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুইজন নিহত হয়েছে।

ত্রিশাল থানা ও এলাকাবাসি সূত্রে জানাযায়, মঙ্গলবার সকাল পৌনে দশ ঘটিকার দিকে ত্রিশাল থানাধীন ত্রিশাল পৌরসভার দরিরামপুর ৮নং ওয়ার্ড সাকিনস্থ সাইফুল কমিশানারের বাড়ির সামনে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে ঢাকাগামী লেনের ইউটার্নে অসাবধানতাবশত ভ্যানগাড়ির পিছন থেকে মার্জিয়া খাতুন (২২) হঠাৎ পড়ে গেলে পিছন দিক থেকে আসা অজ্ঞাত বাস গাড়ির চাপা পড়ে মাথায় গুরুতর জখম প্রাপ্ত হয় ও উভয় পায়ের হাড় ভেঙ্গে যায় এবং ঘটনা স্থলেই নিহত হয়। সে উপজেলার ধানীখোলা ইউনিয়নের চরকুমারিয়া তামিম মিয়ার স্ত্রী। মার্জিয়া খাতুন তার মামী মমিনা খাতুন (৩০) ও মামাতো বোন চাদনী (১৫) বয়ের সঙ্গে তার পিতার বাড়ি কোতোয়ালি থানার চুড়খাই কোনাপাড়া হতে ভ্যানগাড়ি যোগে কবিরাজ দেখানোর জন্য ত্রিশাল থানাধীন পোড়াবাড়ি বাজার এলাকায় যাওয়ার সময় সকাল এ দুর্ঘটনা ঘটে।

অপর দিকে সকাল সাড়ে পাঁচটা দিকে ত্রিশাল থানাধীন বৈলর ইউনিয়নের সম্মুখ বৈলর দারুত তাক্বওয়া হিফজ মাদ্রাসার সামনে সরকারি পাকা রাস্তার উপর পূর্ব পাশে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে ঢাকাগামী লেনে শহিদুল (৩৮) নামের এক ব্যক্তি আসামাত্রই পিছন থেকে আসা একটি অজ্ঞাত অ্যাম্বুলেন্স স্বজোরে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলে নিহত হয়। সে পাশ্ববর্তী ফুলবাড়ীয়া উপজেলার রাধাকানাই গ্রামের মৃত আব্বাস আলীর ছেলে। সে দীর্ঘদিন যাবৎ ত্রিশাল থানাধীন সম্মুখ বৈলর সাকিনস্থ তার শ্বশুর বাড়ি জনৈক আব্দুল ক্বদ্দুসের বাড়িতে বসবাস করে আসছিল এবং পেশায় সে একজন দিনমজুর।

ত্রিশাল থানার এস আই সবুজ জানান, লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে অভিযোগ না থাকায় মার্জিয়া খাতুনের লাশ ময়না তদন্ত ছাড়াই পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং শহিদুলের লাশ এখন পর্যন্ত থানা পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬

কালিয়াকৈরে শ্রমিকবাহী বাস উলটে আহত ১৫

■ কালিয়াকৈর (গাজীপুর) সংবাদদাতা

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে মাওনা-কালিয়াকৈর আঞ্চলিক সড়কে শ্রমিকবাহী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে গিয়ে নারীসহ ১৫ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার কুতুবদিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়দের সহায়তায় আহতদের উদ্ধার করে কালিয়াকৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। তাদের মধ্যে কয়েক জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্যত্র রেফার্ড করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, জিএমএস টেক্সটাইলের শ্রমিকবাহী বাসটি বিভিন্ন স্টপেজ থেকে শ্রমিকদের নিয়ে কারখানার দিকে যাচ্ছিল। উপজেলার কুতুবদিয়া এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি সড়কের পাশে উলটে যায়। এতে বাসে থাকা ১৫ জন শ্রমিক মারাত্মক আহত হন। কালিয়াকৈর থানার ওসি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬,

সড়কে ঝরল ৫ প্রাণ

রূপান্তর ডেস্ক

কুষ্টিয়া, হবিগঞ্জ, সোনারগাঁও (নারায়ণগঞ্জ), গোপালগঞ্জ ও মাগুরা সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

মাগুরা : মাগুরায় সড়ক দুর্ঘটনায় বাসারুল মোল্যা (৪৫) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছে। গতকাল সকালে পৌরসভার পারনান্দুয়ালী এলাকায় সড়ক ও জনপথ বিভাগের কার্যালয়ের বিপরীতে বাইপাস সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত বাসারুল মোল্যা মাগুরা পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের পারনান্দুয়ালী এলাকার মৃত সাত্তার মোল্যার ছেলে। নিহত বাসারুল কৃষি কাজের পাশাপাশি মাগুরা বাস টার্মিনালে পূর্বাশা এসপি বাসের কাউন্টার কর্মরত ছিলেন। পুলিশ জানায়, সকালে বাসারুল মোল্যা নিজ বাড়ি থেকে মাগুরা শহরে পৌঁছালে রাস্তার পাশে পানি দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত একটি গাড়ি ঘোরানোর সময় সেটির পেছনে ধাক্কা লেগে তিনি সড়কে পড়ে যান।

যুগান্তর
সোমবার ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬
৩০ ভাদ্র ১৪৩৩

কদমতলীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মিস্ত্রির মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর কদমতলীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে জাহাঙ্গীর শিকদার (৪১) নামের এক ইলেকট্রিক মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। রোববার সন্ধ্যায় কদমতলীর পূর্ব জুরাইন চেয়ারম্যান বাড়ি কলেজ রোড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেন হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক হাবিবুর রহমান। তিনি জানান, ময়নাতদন্তের জন্য জাহাঙ্গীর শিকদারের লাশ হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি থানা পুলিশকে জানানো হয়েছে। জাহাঙ্গীর শিকদারের বাবার নাম মৃত ইন্দিদার শিকদার। তাদের বাড়ি মাদারীপুরের রাজৈর থানা এলাকায়।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ২৮ ভাদ্র ১৪৩৩
Dhaka : Saturday 12 September 2026

কিশোরগঞ্জে বজ্রপাতে শ্রমিকের মৃত্যু, আহত ১

জেলা বার্তা পরিবেশক, কিশোরগঞ্জ

জেলায় আজ বজ্রপাতে মো. হেলিম (৩২) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় খোকন মিয়া (৪০) নামে অন্য এক শ্রমিক আহত হয়েছেন।

গতকাল শুক্রবার সকাল পৌনে ৭টার দিকে কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলার গুজাদিয়া ইউনিয়নের বৈরাটিয়াপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত হেলিম ওই ইউনিয়নের নামাপাড়া গ্রামের মুসলিম উদ্দিনের ছেলে। হেলিমের চার বছর, দুই বছর ও নয় মাস বয়সী তিনটি সন্তান রয়েছে।

আহত খোকন মিয়া একই বাড়ির সাইদুর রহমানের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, সকাল ৬টার দিকে খোকন মিয়াসহ আটজনের একটি দল নিয়ে পাশের নামাপাড়া গ্রামে ধনিয়াপাতা সংগ্রহ করতে যান হেলিম। কাজের একপর্যায়ে হঠাৎ আকাশ অন্ধকার হয়ে আসে। শুরু হয় বজ্রপাত। এ সময় বজ্রপাতে গুরুতর আহত হন হেলিম। বিকট শব্দে পাশেই থাকা খোকন মিয়া অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

পরে সঙ্গে থাকা শ্রমিক ও স্থানীয়রা দুজনকে উদ্ধার করে করিমগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক হেলিমকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত খোকন মিয়ার চিকিৎসা চলছে।

করিমগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোহেব খান বলেন, বজ্রপাতে হেলিমের মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মরদেহ নিহতের বাড়িতে রয়েছে।

সংবাদ
শনিবার ২৮ ভাদ্র ১৪৩৩
Saturday 12 September 2026

হাজীগঞ্জে ডাকাতিয়ায় জাহাজের ধাক্কায় শ্রমিক নিহত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, চাঁদপুর

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে ডাকাতিয়া নদীতে বালু/সিমেন্টবাহী একটি ভারী জাহাজের ধাক্কায় মাটিবাহী নৌকা ডুবে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও এক শ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছেন।

বুধবার দুপুরে উপজেলার ৯নং গন্ধর্ব্যপুর উত্তর ইউনিয়নের হরিপুর এলাকার হযরত আতিক শাহ (রহ.) মাজারের সংলগ্ন ডাকাতিয়া নদীতে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬
৩১ ভাদ্র ১৪৩৩

সড়ক দুর্ঘটনায় চার জেলায় নিহত ৫

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় চার জেলায় ৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে ময়মনসিংহের ত্রিশালে দুজন, গাজীপুরের টঙ্গীতে শিক্ষার্থী, নেত্রকোনায় মোটরসাইকেল আরোহী ও বরিশালের গৌরনদীতে যুবক রয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ—

গৌরনদী (বরিশাল) : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মালবাহী ট্রলি উলটে পড়ে নিহত চালকের সহকারী রিফাত গাজী গৌরনদীর পিঙ্গলাকাঠি গ্রামের মৃত লালচাঁন গাজীর ছেলে। সোমবার পিঙ্গলাকাঠি গ্রামে গৌরনদী-হোসনাবাদ সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ৩১ ভাদ্র ১৪৩৩
Dhaka : Tuesday 15 September 2026
বুধবার ॥ ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬

ফকিরহাটে মটর সাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাণ গেল ভ্যান মিস্ত্রির

জেলা বার্তা পরিবেশক, বাগেরহাট

বাগেরহাটের ফকিরহাটে রাস্তায় মটর সাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মো. হুসাইন শেখ (২৬) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। রবিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যার দিকে উপজেলার ব্রাহ্মণ রাকদিয়া উত্তরপাড়া আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে এ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত হুসাইন শেখ স্থানীয় ব্রাহ্মণ রাকদিয়া গ্রামের মো. হায়দার শেখের ছেলে। তিনি পেশায় বাইসাইকেল-ভ্যান গ্যারেজের মিস্ত্রি ছিলেন। স্থানীয়রা জানিন, রবিবার সন্ধ্যার আগ মুহূর্তে হুসাইন শেখ বাড়ি থেকে মোটরসাইকেলে করে কাঠালতলায় তার নিজস্ব গ্যারেজে যাচ্ছিলেন। ঘটনাস্থলে পৌছানোর আগে তিনি মোটরসাইকেলটির নিয়ন্ত্রণ হারান। এ সময় মোটরসাইকেলটি সড়কের পাশের একটি তালগাছের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খেলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক

সেপটিক ট্যাংকে নেমে মৃত্যু

পিরোজপুরের নেছারাবাদে সেপটিক ট্যাংকের ভিতরে কাজ করতে নেমে মনির শেখ (৪২) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকা কুদ্দুস (৭০) নামে আরেক শ্রমিককে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। গতকাল সকালে উপজেলার বলদিয়া ইউনিয়নের রাজাবাড়ি গ্রামের তাঁরা মিয়ার বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। মনির নাজিরপুর উপজেলার কলারদোয়ানিয়া ইউনিয়নের ফলনী গ্রামের আবদুল জলিল শেখের ছেলে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে বলদিয়া ইউনিয়নের রাজাবাড়ি গ্রামের তারা মিয়ার বাড়ির সেপটিক ট্যাংকের ভিতরে ঢালাইয়ের সেন্টারিং খুলতে নামেন। এক পর্যায়ে মনির ও কুদ্দুস অচেতন হয়ে পড়েন। পরে আশপাশের লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন। সেখানে চিকিৎসক মনিরকে মৃত ঘোষণা করেন। অন্য শ্রমিক কুদ্দুসকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।—পিরোজপুর প্রতিনিধি

প্রথম আলো
মঙ্গলবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬,

বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে শিশুশিক্ষার্থী নিহত

সড়ক দুর্ঘটনা

পটুয়াখালীর কলাপাড়ার এ দুর্ঘটনা ছাড়াও ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনায় আরও দুজন নিহত হয়েছেন।

প্রথম আলো ডেস্ক

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে মাহিন বিশ্বাস (৬) নামের এক শিশুশিক্ষার্থী প্রাণ হারিয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুর ১২টার দিকে কলাপাড়া-কুয়াকাটা মহাসড়কের হাজিপুর বাজারসংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

সিএনজি-ট্রাক সংঘর্ষে যুবক নিহত

ময়মনসিংহের ত্রিশালে সিএনজিচালিত অটোরিকশা এবং বালুবাহী ড্রাম ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক যুবক নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন পাঁচজন। গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার কানিহারি ইউনিয়নের তিরখী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জসিম উদ্দিন (৩৮) সুতিয়াখালী এলাকার বাসিন্দা। তিনি সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গফরগাঁও উপজেলা থেকে যাত্রী নিয়ে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা ময়মনসিংহ যাচ্ছিল। একটি বালুবাহী ড্রাম ট্রাক গফরগাঁওয়ের দিকে যাচ্ছিল। তিরখী এলাকায় দুই গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক জসিম

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬
২৬ ভাদ্র ১৪৩৩

বাবার ট্রাক্টরের নিচে পড়ে সন্তান নিহত

নারীসহ তিন স্থানে সড়কে ঝরল আরও ৩ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উত্তর উপজেলায় বাবার চালানো ট্রাক্টর থেকে পড়ে চাকায় পিষ্ট হয়ে শিশু শিক্ষার্থী তোহার মৃত্যু হয়েছে। বুধবার দুপুরে উপজেলার পূর্ব ভুজপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এদিকে সীতাকুণ্ডে সড়ক দুর্ঘটনায় এক পথচারী নিহত হয়েছেন। এছাড়া দুই স্থানে দুর্ঘটনায় আরও দুইজন প্রাণ হারিয়েছেন। নিহতদের মধ্যে বরিশালে অজ্ঞাতনামা নারী ও ময়মনসিংহে অটোরিকশাচালক রয়েছেন।

ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) : ত্রিশাল-কালিরবাজার সড়কে ট্রলি-অটোরিকশা সংঘর্ষে চালক আব্দুল লতিফের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে ত্রিশাল-কালিরবাজার সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। লতিফ ত্রিশাল উপজেলার কাঠাল ইউনিয়নের আয়নাক্ষেত গ্রামের আ. মজিদের ছেলে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে চারজনের মৃত্যু

দেশের বিভিন্ন স্থানে গতকাল বিদ্যুৎস্পৃষ্টে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। বরিশাল : উজিরপুরে কাঁঠাল পাতা পাড়ার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শাহজাহান বিশ্বাস (৬৫) নামে বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। জামালপুর : বকশীগঞ্জে বিদ্যুতের ত্রুটি মেরামতের সময় পারভেজ হাসান (১৬) নামের শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। গোপালগঞ্জ : পিংগলিয়া গ্রামে কাপড় শুকাতে দেওয়ার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মারা গেছেন মীনা (৫৫) নামে কৃষক। চট্টগ্রাম : ফটিকছড়িতে মেহেদি অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নুর আয়েশা (৬০) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে।-প্রতিদিন ডেস্ক

বণিক বার্তা
বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ১০, ২০২৬

সড়ক দুর্ঘটনা

গোপালগঞ্জে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে পিকআপের ধাক্কায় প্রবীর (৪০) নামে পিকআপের হেলপার নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের বিজয়পাশা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। জেলা ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ঢাকা থেকে গোপালগঞ্জগামী একটি খালি পিকআপ বিজয়পাশা এলাকায় পৌঁছলে সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পেছনে ধাক্কা লাগায়। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
বণিক বার্তা প্রতিনিধি, গোপালগঞ্জ

প্রথম আলো
বুধবার, ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬,

কলাপাড়া

নিখোঁজ জেলের মরদেহ উদ্ধার

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় বজ্রপাতে নিখোঁজ হওয়ার দুই দিন পর বাদল সরদার নামের এক জেলের মরদেহ উদ্ধার করেছে পায়রা বন্দর নৌ পুলিশ। গতকাল দুপুরে পায়রা বন্দরের ১ নম্বর জেটির পূর্ব পাশে লাল বয়াসংলগ্ন রাবনাবাদ নদ থেকে ভাসমান অবস্থায় তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত জেলে বাদল সরদার বাউফল উপজেলার কালাইয়া এলাকার মো. ওয়াহিদ সরদারের ছেলে। পায়রা বন্দর নৌ পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ৬ সেপ্টেম্বর বিকেলে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে রাবনাবাদ নদে মাছ ধরতে জাল ফেলেন জেলে বাদল সরদার। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাত হলে তিনি নৌকা থেকে নদে পড়ে নিখোঁজ হন। পায়রা বন্দর নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নয়ন কারকুন বলেন, স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে গতকাল দুপুরে নদ থেকে ওই জেলের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
প্রতিনিধি, কলাপাড়া, পটুয়াখালী

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬
২৬ ভাদ্র ১৪৩৩

মিরপুরে সীমানা প্রাচীর ধসে নিহত ১, আহত ৪

মিরপুর (ঢাকা) প্রতিনিধি

রাজধানীর মিরপুরে একটি পুরোনো ভবনের সীমানা প্রাচীর ধসে জসিম নামে এক নির্মাণশ্রমিক মারা গেছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও চার শ্রমিক। তারা হলেন—এমদাদুল, আবুল কাশেম, সিরাজুল ও রমজান। বুধবার বেলা আড়াইটার দিকে মিরপুর ১ নম্বর বঙ্গনগর (চিড়িয়াখানা রোড) গ্রামীণ টেলিকম ভবনের দক্ষিণ পাশে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বঙ্গনগর এলাকার বাসিন্দা মকবুল হোসেন তার পুরোনো টিনশেড ভবনের ইট ও সুরকি বিক্রি করে দেন। নির্মাণশ্রমিকরা ইট খুলে নেওয়ার সময় কিছু অংশ ধসে পড়লে তারা আহত হন। স্থানীয়রা দুজনকে উদ্ধার করে পঙ্গু হাসপাতাল ও জসিমসহ তিনজনকে আগারগাঁও নিউরোসাইন্স হাসপাতালে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক জসিমকে মৃত ঘোষণা করেন।

পুলিশের মিরপুর বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মো. মোস্তাক সরকার বলেন, ব্যক্তি মালিকানাধীন পুরোনো বাড়ি ভাঙার সময় দেয়ালধসে চার-পাঁচজন আহত হন। আহতদের হাসপাতালে নেয়া হলে একজন মারা যান। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬

চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল পাঁচজনের

প্রতিদিন ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রবাসীসহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর-

বরিশাল : পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই মোটরসাইকেল চালক নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার গভীর রাত ও গতকাল সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানান গৌরনদী মহাসড়ক থানার ওসির দায়িত্বে থাকা এসআই শরিফুল ইসলাম। নিহতরা হলেন- বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার রাজকর এলাকার মৃত আবদুল গনি হাওলাদারের ছেলে মেহেদী হাসান তুরাগ (৩০) এবং গৌরনদী উপজেলার আশোকাঠী গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মো. হানিফ আকনের ছেলে আরাফাত রহমান বাবু (৩২)। এসআই শরিফুল ইসলাম বলেন, উভয়ের পরিবার ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ নিয়ে গেছে।

চট্টগ্রাম : সাতকানিয়া উপজেলার মৌলভীর দোকান এলাকায় কাভার্ডভ্যানের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে সোহাগ মিয়া (২৬) নামের যুবক নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় সুমন (৩০) নামের একজন গুরুতর আহত হন। সোহাগ হবিগঞ্জের লাখাই উপজেলার সুনেশ্বর গ্রামের আকতার হোসেনের ছেলে। আহত সুমন কামাল হোসেনের ছেলে। দোহাজারী হাইওয়ে থানার ওসি মো. সালাহ উদ্দিন চৌধুরী বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ নিহতের লাশ উদ্ধার এবং আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে পাঠায়। মুন্সিগঞ্জ : সিরাজদিখানে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় হৃদয় (২৭) নামের এক সৌদি প্রবাসী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় সাজ্জাদ (২৪) নামের একজন আহত হয়েছেন। গতকাল সকালে কুচিয়ামোড়া ব্রিজের ঢালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক মুহাম্মাদ সফিকুল ইসলাম জানান, কুচিয়ামোড়া ব্রিজের ঢালে মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়। মোটরসাইকেল চালক হৃদয় ঘটনাস্থলেই মারা যান। তিনি দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ উপজেলার রসুলপুর আবদুল্লাহপুর গ্রামের বাসিন্দা। কক্সবাজার : কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কে দুই পর্যটকবাহী গাড়ির সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আটজন। বৃহস্পতিবার রাত চটার দিকে বাহারছড়া ইউনিয়নের পুরানপাড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।

প্রথম আলো
শুক্রবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬,

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে বাবার মৃত্যু, মেয়ে আহত

জামালপুরের ইসলামপুরে গতকাল অটোরিকশায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে চালক কাঞ্চন মিয়ার (৪৫) মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে মেয়ে সুরাইয়া আক্তার (১৫)। প্রতিনিধি, জামালপুর

প্রথম আলো
সোমবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬,

কনের ভাই-বোনসহ চারজন নিহত

সড়ক দুর্ঘটনা

চট্টগ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া ফরিদপুরে সাংবাদিক, সাতক্ষীরায় পরিচ্ছন্নতাকর্মী, সিরাজগঞ্জে নারী ও মেহেরপুরে মাদ্রাসাছাত্র নিহত।

প্রথম আলো ডেস্ক

চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলায় কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় একটি মাইক্রোবাসে থাকা চারজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন সাতজন। গত শনিবার দিবাগত রাত দুইটার দিকে উপজেলার শিকলবাহা চৌমুহনী এলাকায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন নিয়াজ মোর্শেদ (২২), তাঁর ছোট বোন মিমতাহ (১৭)। তাঁদের মামা মো. ফেরদৌস আলম (৫৫) ও মাইক্রোবাসের চালক মো. মুন্না। তাঁরা সবাই কক্সবাজারের ঈদগাহ এলাকার বাসিন্দা।

নিহত ফেরদৌস আলমের আত্মীয় মো. ওমর ফারুক মুঠোফোনে *প্রথম আলোকে* বলেন, শনিবার রাতে চট্টগ্রাম নগরের আগ্রাবাদের একটি কমিউনিটি সেন্টারে মিমতাহর বড় বোনের বিয়ে হয়। সেই বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে মাইক্রোবাসে করে তাঁর পরিবারের কয়েকজন সদস্য ও আত্মীয়স্বজন কক্সবাজারের ঈদগাহ এলাকায় ফিরছিলেন। এ সময় পথে দুর্ঘটনাটি ঘটে।



কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় দুমড়েমুচড়ে যাওয়া মাইক্রোবাস। শনিবার রাতে চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে। ছবি : সংগৃহীত

চার জেলায় চারজন নিহত

ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার মুনসুরাবাদে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে গতকাল সকালে বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন মোটরসাইকেল আরোহী সাংবাদিক কাজী আশরাফ (৪৮)।

কাজী আশরাফ এশিয়ান টেলিভিশনের নড়াইল জেলা প্রতিনিধি। তাঁর বাড়ি জেলার লোহাগড়া পৌরসভার গোপীনাথপুর মহল্লায়।

ভাঙ্গা হাইওয়ে থানা সূত্রে জানা যায়, কাজী আশরাফ মোটরসাইকেল চালিয়ে ঢাকার দিকে যাচ্ছিলেন। ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা দোলা পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে মোটরসাইকেলটির সংঘর্ষ হয়। এ সময় কাজী আশরাফ গুরুতর আহত হন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দুপুর ১২টার দিকে তিনি মারা যান।

ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা সহকারী মো. আক্তারুজ্জামান বলেন, কাজী আশরাফের বাঁ হাত প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পা, মাথা ও বুকে গুরুতর আঘাত ছিল। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে ভাঙ্গা থেকে ঢাকা পাঠানো হয়েছিল।

ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার সার্জেন্ট আজাদুর রহমান বলেন, বাসচালক পলাতক। এ ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

সাতক্ষীরার পাটকেলঘাটা থানার শাকদাহ এলাকায় গতকাল সকালে খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কে বাসচাপায় নিহত হয়েছেন পরিচ্ছন্নতাকর্মী আবদুল মজিদ গাজী (৬৫)। তিনি সাইকেল আরোহী ছিলেন। তাঁর বাড়ি সাতক্ষীরা সদর উপজেলার লাবসা ইউনিয়নের বিনেরপোতা এলাকায়। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবদুল আলিম বলেন, আবদুল মজিদ কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন।

সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে গতকাল সকালে বালুবোঝাই ট্রাকের চাপায় নিহত হয়েছে পথচারী নুরজাহান আক্তার (৬৫)। তিনি উপজেলার শিমুলদাইড় গ্রামের রোস্তম আলীর স্ত্রী।

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মানিকনগরে গতকাল দুপুরে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় সাইকেল থেকে ছিটকে ট্রাকচাপায় নিহত হয়েছে নাবিল হোসেন (১০)। সে মানিকনগর গ্রামের কামরুজ্জামানের ছেলে। নাবিল মানিকনগর ডিএস আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসার তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

যুগান্তর | মঙ্গলবার ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬
৩১ ভাদ্র ১৪৩৩

সাতকানিয়া ও উলিপুরে পানিতে ডুবল ৪ শিশু

সাতক্ষীরায় পুকুরপারে স্যান্ডেল দেখে মিলল দুই শিক্ষার্থীর লাশ

কমলগঞ্জে টমটমসহ নদীতে পড়ে চালকের মৃত্যু, সিরাজগঞ্জ ও ভাণ্ডারিয়ায় নিখোঁজ ৩

যুগান্তর ডেস্ক

সাতক্ষীরায় পুকুরপারে স্যান্ডেলের সূত্র ধরে তল্লাশি চালিয়ে দুই শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। কমলগঞ্জে টমটমসহ ধলাই নদীতে পড়ে নিখোঁজ চালকের লাশ উদ্ধার করেছে স্থানীয়রা। সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীতে বলগেট ডুবিতে নিখোঁজ দুজনের সন্ধান মেলেনি। ভাণ্ডারিয়ায় চলন্ত ফেরি থেকে পড়ে নিখোঁজ হয়েছেন ট্রলার মাঝি। পানিতে ডুবে সাতকানিয়া ও উলিপুরে চার শিশুর মৃত্যু হয়েছে। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান

কমলগঞ্জে সোমবার ধলাই নদীতে টমটমসহ পড়ে নিখোঁজ প্রিতম এরিকের (পিতু) লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি উপজেলার দক্ষিণ বালিগাঁও বটতলা এলাকার টমাস এরিকের ছেলে। এর আগে রোববার সকালে দক্ষিণ কুমড়াকাপনে পাড়ে টমটম ঘোরানোর সময় ধলাই নদীতে পড়ে যায় প্রিতম। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা টমটমটি উদ্ধার করলেও চালক নিখোঁজ ছিল। **সিরাজগঞ্জে** যমুনা নদীতে বালুবোঝাই বলগেট ডুবির দুদিনেও নিখোঁজ দুই জনের সন্ধান মেলেনি। শনিবার সন্ধ্যায় সদর উপজেলার কাওয়াকোলা ইউনিয়নের বড় বয়ড়া এলাকায় বলগেট ডুবে দুজন নিখোঁজ হন। তারা হলেন নোয়াখালীর মাইজদীর আন্তার চরের লোকমান হোসেন মৃধার ছেলে ইঞ্জিন মিস্ত্রী মোরশেদ (২৫) ও চাঁদপুরের উত্তরের

পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়ার চরখালী ফেরিঘাট এলাকায় কচা নদীতে চলন্ত ফেরি থেকে পড়ে বাবুল মাঝি (৩৫) নামে ট্রলার মাঝি নিখোঁজ হয়েছেন। রোববার সন্ধ্যায় রেলিংয়ে বসে থাকার সময় ওই দুর্ঘটনা ঘটে। নিখোঁজ বাবুল বাগেরহাটের রামপালের মল্লিকেরবেড় গ্রামের **মো. হারুন** মোল্লার ছেলে। কুড়িগ্রামের উলিপুরে খেলার একপর্যায়ে



(বাঁ থেকে) আজাহারী, উম্মে মানহা ও আলিফা

পুকুরের পানিতে ডুবে সাফিউল্যাহ (১৮ মাস) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে, সোমবার রেলগেট মিস্ত্রীপাড়া এলাকায়। নিহত সাফিউল্যায় ওই এলাকার হৃদয় মিয়ার ছেলে

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬

চিরিরবন্দরে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

■ চিরিরবন্দর (দিনাজপুর) সংবাদদাতা

চিরিরবন্দরে বজ্রপাতে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম মঈনুল ইসলাম (৩৫)। গত মঙ্গলবার এ ঘটনা ঘটে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, গত মঙ্গলবার বৃষ্টি শুরু হয়। এ সময় বজ্রপাত হয়। এতে ধানখেতেই কৃষক মঈনুল ইসলামের মৃত্যু হয়। তবে বিকাল ৫টার দিকে প্রতিবেশী ধান খেতে গেলে মঈনুল ইসলামের লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। মুহূর্তে খবরটি ছড়িয়ে পড়ে। পরে থানাপুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন ঘটনাস্থলে আসে বজ্রপাতে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হয়। নিহত মঈনুল ইসলাম উপজেলার ডাঙ্গারহাট এলাকার ফকিরপাড়ার মমতাজ আলীর ছেলে।

চিরিরবন্দর থানার ওসি মাহামুদুন নবী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় একটি ইউডি মামলা রেকর্ড করা হয়েছে।

যুগান্তর | বুধবার ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ | ১ আশ্বিন ১৪৩৩

ছেলেকে বিদায় দিতে এসে পরপারে মা

যুগান্তর ডেস্ক

ছেলে নিরব সৌদি আরব যাবেন। তাই মা-বাবা ছেলেকে ঢাকায় বিমানবন্দরে রাখতে আসতেছিলেন। তবে পথেই দুর্ঘটনার কবলে পড়েন মা-বাবাসহ ছেলেও। দুর্ঘটনায় আহত মা জয় বাহারের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া দুর্ঘটনায় চার স্থানে আরও চারজন প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে ঢাকায় মোটরসাইকেল আরোহী, ময়মনসিংহ ও বরিশালে দুই শিক্ষিকা এবং বাগরহাটে গাড়িচালক রয়েছেন।

ফকিরহাট (বাগেরহাট) : ফকিরহাটে গাড়ি চাপায় নিহত হয়েছেন পিকআপ চালক আফজাল হোসেন।। মঙ্গলবার রাতে খুলনা-ঢাকা মহাসড়কের উপজেলার কাকডাঙ্গা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আফজাল সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলার গুন্তিপুর গ্রামের মো. মনিরুল ইসলামের ছেলে। মহাসড়কে নিজের পিকআপভ্যান বিকল হওয়ায় সহায়তার জন্য অপেক্ষারত অবস্থায় তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

যুগান্তর | বুধবার ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ | ১ আশ্বিন ১৪৩৩

ফরিদগঞ্জে স্ত্রীর শোক কাটার আগেই পুকুরে ডুবল ছেলে

যুগান্তর ডেস্ক

পানিতে ডুবে চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ, কচুয়াবাজারের কুতুবদিয়া ও ফরিদপুরের মধুখালীতে ৪ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এদিকে ঝালকাঠির রাজাপুরে পুকুরে গোসল করতে গিয়ে ব্যাংকার মারা গেছেন। অপর দিকে, যমুনায় বাল্কহেড ডুবিতে চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে নিখোঁজ শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। যুগান্তর প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

চাঁদপুরের মতলবে বালুবাহী বাল্কহেড ডুবির ঘটনায় নিখোঁজ হওয়ার তিন দিন পর চাঁদপুর মতলব উত্তরের শ্রমিক ফয়সালের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত ফয়সাল মতলব উত্তর উপজেলার কাশিমনগর গ্রামের মোক্তার হোসেনের ছেলে। সোমবার রাতে যমুনা সেতুর উত্তর পাশে নদী থেকে ফয়সালের লাশ উদ্ধার করে নৌপুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের যৌথ উদ্ধারকারী দল। পুলিশ জানায়, গত শনিবার সন্ধ্যা রাতে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার বড় কয়ড়া এলাকায় বালুবাহী বাল্কহেডটি নদীর প্রবল স্রোতের কবলে পড়ে ডুবে যায়।

কালের কণ্ঠ | ঢাকা। বুধবার। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬

চার জেলায় সড়কে ঝরল তিন প্রাণ

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

দেশের চার জেলায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন প্রাণ হারিয়েছে। এর মধ্যে বাগেরহাটের ফকিরহাটে অজ্ঞাত পরিবহনের ধাক্কায় পিকআপ ভ্যানচালক, রংপুরের পীরগাছায় ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী এবং সাতক্ষীরার শ্যামনগরে বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে যাত্রীবাহী বাস পানিতে পড়ে ১০ জন আহত হয়েছে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের খবরে—

সাতক্ষীরা : শ্যামনগরের বংশীপুর পেট্রল পাম্পের কাছে গতকাল যাত্রীবাহী বিআরটিসি বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে শুভঙ্কর মণ্ডল শুভ (৩০) নামের এক বিদ্যুৎ শ্রমিক নিহত হয়েছেন। নিহত শুভঙ্কর মণ্ডল শুভ খুলনার কয়রা উপজেলার মহেশ্বরপুর গ্রামের দুর্গাপদ মণ্ডলের ছেলে এবং বাগেরহাটের রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কর্মরত ছিলেন। শ্যামনগর থানার ওসি মো. শাফিউল ইসলাম পাটোয়ারী জানান, পুলিশ নিহত শুভর লাশ উদ্ধার করেছে। তবে ঘাতক বিআরটিসি বাস ও চালককে আটকের চেষ্টা চলছে।

মানিকগঞ্জ : ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হানিফ পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস রাস্তার পাশের পানিতে পড়ে যায়। এতে ১০ জন যাত্রী আহত হয়েছে। ঘটনার পর চালক পালিয়ে গেছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। গতকাল মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার নবগ্রাম-কাসাদাহ ব্রিজের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ | ২ আশ্বিন

ডেভেলপারের অবহেলায় না.গঞ্জে শ্রমিকের মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন, *নারায়ণগঞ্জ*

নগরীর আমলাপাড়ায় 'আব্রাহাম ডেভেলপার কোম্পানি'র নির্মাণাধীন ভবনে কাজের কোনো সেফটি বা নিরাপত্তা বেষ্টনী না থাকায় উপর থেকে নিচে পড়ে নির্মাণ শ্রমিক লিটনের (৩৫) মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকালে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে। পরে সিসিটিভি ফুটেজ পর্যবেক্ষণ করে পুলিশ দেখতে পায় গত মঙ্গলবার বেলা এগারোটার দিকে কাজ করার সময় লিটন ছয়তলার থেকে নিচে পড়ে যান। নারায়ণগঞ্জ সদর থানার ওসি সাজেদুর রহমান জানান, বুধবার সকালে সাড়ে ছয়টার দিকে চাষাড়ার বাংলাদেশ স্পোশালাইজড হাসপাতালের সিকিউরিটি গার্ড পুলিশকে খবর দেয় যে, আমলাপাড়ায় একটি ভবনের নিচে এক ব্যক্তির লাশ পড়ে আছে। পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করে। নিহত লিটন দেওভোগ পাক্কা রোড এলাকার মৃত ইউনুস মিয়ার ছেলে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, আব্রাহাম ডেভেলপার কোম্পানির ওই নির্মাণাধীন ভবনটিতে কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে গিয়ে তিনি মারা যান। ভবনটিতে কাজের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নারায়ণগঞ্জ সদর থানার ওসি সাজেদুর রহমান। তিনি জানান, চারপাশে আবাসিক ভবন থাকা সত্ত্বেও নির্মাণাধীন এই ভবনটিতে কোনো সুরক্ষা নেট বা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ছিল না, যা স্পষ্টত বড় ধরনের অবহেলা ও আইনি ত্রুটি।

সংবাদ | মঙ্গলবার ৩১ ভাদ্র ১৪৩৩ | Tuesday 15 September 2026

বেতাগীতে বজ্রপাতে যুবকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, বেতাগী (বরগুনা)

বরগুনার বেতাগীতে বজ্রপাতে এক যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। গত শনিবার বিকেল ৩টা ১৩ মিনিটের উপজেলার বিবিচিনি ইউনিয়নের দেশান্তরকাঠী গ্রামের কৃষক গোকুল রায়ের ছেলে প্রান্ত রায় (১৮) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত প্রান্ত রায় শনিবার বিকেলে তার বাড়ির এলাকায় মাঠে কৃষি কাজ করছিলো হঠাৎ আবহাওয়া মেঘাচ্ছন্ন হলে বজ্রপাতের তার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন তার বাবা গোকুল রায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার বিকেলে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে বৃষ্টি শুরু হয়। এ সময় ওই যুবক বাড়ির পাশে মাঠে কৃষি কাজ করছিল।

ইত্তেফাক | ৩ আশ্বিন ১৪৩৩, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬

পৃথক স্থানে বজ্রপাতে নিহত ২

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

পৃথক স্থানে বজ্রপাতে দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও এক জন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।

ঈশ্বরদী (পাবনা) সংবাদদাতা জানান, পাবনার ঈশ্বরদীতে বজ্রপাতে রকিবুল ইসলাম (৫৫) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনা ঘটে শামসুল আলম নামে আরো এক জন আহত হয়েছেন। উপজেলার লক্ষীকুণ্ডা ইউনিয়নের বিলকেদার চরে এ ঘটনা ঘটে। তারা দুই জনই বিলকেদার চরে কৃষি কাজ করছিলেন।

ঈশ্বরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশাদুর রহমান জানান, বজ্রপাতে নিহত রকিবুল ইসলামের লাশ ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) সংবাদদাতা জানান, কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বিলের ধারে বসে থাকা অবস্থায় বজ্রপাতে আরোজ আলী (২৮) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার রিফাইতপুর ইউনিয়নের নারায়ণপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আরোজ আলী নারায়নপুর গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, ঘটনার সময় আরোজ আলী বাড়ির পাশের বিলের পাড়ে চালার নিচে বসে ছিলেন। হঠাৎ বিকট শব্দে বজ্রপাত হলে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে আরোজ আলীকে উদ্ধার করে দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক আরোজ আলীকে মৃত ঘোষণা করেন।

দৌলতপুর থানার ওসি খালেদুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

দেশ রূপান্তর শুক্রবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ৩

বজ্রপাতে চার জেলায় নিহত

রূপান্তর ডেস্ক

কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জে বজ্রপাতে পাঁচজন নিহত ও কয়েকজন আহত হয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

সুনামগঞ্জ : সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে মাটিয়ান হাওরের মাঝখানে বজ্রপাতে মো. শিপু মিয়া (৩৫) নামে এক নৌ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকাল আনুমানিক ৭টার দিকে হাওরের মাঝামাঝি এলাকায় এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। নিহত শিপু মিয়া উপজেলার বালিজুরী ইউনিয়নের নয়াহাটি গ্রামের আতাবুর রহমানের বড় ছেলে। জানা গেছে, গতকাল ভোরে তিনি প্রতিবেশী এক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে বালু পরিবহনের নৌকা নিয়ে টেকেরঘাটের উদ্দেশে রওনা হন। নৌকাটি মাটিয়ান হাওরের মাঝামাঝি এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। এতে শিপু মিয়া গুরুতর আহত হয়ে নৌকার ওপর পড়ে যান এবং ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। পরে সঙ্গে থাকা ব্যক্তি শিপু মিয়াকে উদ্ধার করে তাহিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। শিপু মিয়ার আকস্মিক মৃত্যুতে তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী, সন্তান ও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে।

উলটোপথে প্রাইভেটকার বাসের ধাক্কায় নিহত ৪

যুগান্তর ডেস্ক

মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে বাস ও উলটোপথে আসা প্রাইভেটকারের সংঘর্ষে চারজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও একজন গুরুতর আহত হন। এছাড়া আরও তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে চারজনের। তাদের মধ্যে সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে দুজন, গাজীপুরের কড্ডায় কাভার্ডভ্যান চালক ও বরিশালে বাসযাত্রী রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ–



আরও তিন জেলায় ৪ প্রাণহানি

মুন্সীগঞ্জ ও গজারিয়া : নিহতরা হলেন—মজিবুর রহমান, শামীমা আক্তার, সাবিহা চৌধুরী ও প্রাইভেটকার চালক সোহেল। এ ঘটনায় গুরুতর আহত ব্যক্তিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। শনিবার গজারিয়া উপজেলার তেতৈতলা হাঁস পয়েন্ট এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লামুখী লেনে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বরিশাল থেকে চট্টগ্রামগামী নিউ বলেশ্বর পরিবহণের একটি বাস মহাসড়ক দিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় তেতৈতলা হাঁস পয়েন্ট এলাকায় একটি প্রাইভেটকার মহাসড়কে উঠে ইউটার্ন নেওয়ার চেষ্টা করলে বাসটির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। প্রাইভেটকারটি দুমড়েমুচড়ে যায়। এতে গাড়ির চালক ঘটনাস্থলেই নিহত হন। প্রাইভেটকারে থাকা আরও চারজন গুরুতর আহত হন। পরে তাদের স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তিনজনকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহতদের মধ্যে সাবিহা আক্তার ঢাকার ধানমন্ডির ডিগাতলা এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

ভবেরচর হাইওয়ে থানার ওসি মনিরুজ্জামান বলেন, বাসটি ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের দিকে যাচ্ছিল। অপরদিকে প্রাইভেটকারটি একটি হোটেল থেকে রং সাইড দিয়ে বের হয়ে ইউটার্ন নিতে গেলে সংঘর্ষ হয়। হতাহতদের পূর্ণ পরিচয় নিশ্চিত করতে তদন্ত চলছে।

সিরাজগঞ্জ : দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে বাসের ধাক্কায় নিহতরা হলেন—দিনাজপুর সদর উপজেলার গুড়গোলা প্রাণনাথপুর এলাকার আপন ইসলাম ও সিরাজগঞ্জের তাড়াশ উপজেলার তাড়াশ গ্রামের আসলাম উদ্দিন। দুর্ঘটনার সময় তারা ট্রাক মেরামত করছিলেন বলে জানা গেছে। শুক্রবার মধ্যরাতে কামারখন্দ উপজেলায় যমুনা সেতুর পশ্চিম সংযোগ মহাসড়কের তালুকদার বাজারে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

গাজীপুর : দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে মিনি কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় চালক নিহত হন। নিহতের পরিচয় তাৎক্ষণিক জানা যায়নি। শনিবার ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের কড্ডা এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

বরিশাল ও বানারীপাড়া : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাস রাস্তার পাশের পুকুরে পড়ে নিহত আব্দুল মালেক বানারীপাড়া উপজেলার বাইশারী হাইস্কুল সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা। শনিবার বরিশাল-বানারীপাড়া আন্তঃজেলা সড়কের গড়িয়ারপাড় এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

কালের কণ্ঠ রবিবার। ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬

৫ জেলায় সড়কে ঝরল ১০ প্রাণ

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে প্রাইভেট কার ও বাসের সংঘর্ষে চালকসহ চারজন মারা গেছেন। এ ছাড়া সিরাজগঞ্জ, গাজীপুর, বরিশাল ও গোপালগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় আরো ছয়জন নিহত হয়েছেন।

কালের কণ্ঠের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিরা জানান :

মুন্সীগঞ্জ : মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে গতকাল শনিবার দুপুরে যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাইভেট কারের চালকসহ চারজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরো একজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

মুন্সীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম জানান, জামালদি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় একটি প্রাইভেট কার ও যাত্রীবাহী বাসের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই নিহত প্রাইভেট কারের চালককে উদ্ধার করে হাইওয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। অন্যদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসক তিনজনকে মৃত ঘোষণা করেন। অন্য একজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

গাজীপুর : দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের সঙ্গে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় চালক সৈকত হোসাইন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন পিকআপ ভ্যানের চালকের সহকারী। গতকাল সকালে মহানগরীর কড্ডা এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সৈকত চাঁদপুরের শাহরাস্তি উপজেলার আনোয়ার হোসেনের ছেলে।

পুলিশ জানায়, সড়কের পাশে দাঁড়ানো ট্রাকের পেছনে টাঙ্গাইলগামী পিকআপ ভ্যানটি সজোরে ধাক্কা দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে পিক-আপ ভ্যান ও ট্রাকটি জব্দ করেছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬

বিভিন্ন স্থানে বজ্রপাতে চারজনের মৃত্যু আহত ২

প্রতিদিন ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন স্থানে বজ্রপাতে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছেন আরও দুজন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

কুষ্টিয়া : সদর উপজেলা এবং দৌলতপুরে বজ্রপাতে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুজন। গতকাল দুপুরে সদর উপজেলার দহকোলায় মাঠে কাজ করার সময় বজ্রপাতে কারিগরপাড়া ও জাতপাড়ার তিনজন গুরুতর আহত হন। তাদের কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রওশন আলী নুশু (৪৫) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়। এদিকে, দৌলতপুরে বাড়ির পাশের বিলের ধারে বসে থাকা অবস্থায় বজ্রপাতে আরজ আলী (৩০) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল দুপুরে উপজেলার রিফাইতপুর ইউনিয়নের নারায়ণপুর গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আরোজ আলী ওই গ্রামের আবদুর রাজ্জাকের ছেলে। **হবিগঞ্জ :** মাধবপুরে বজ্রপাতে লিটন সরকার (৩০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকালে উপজেলার নোয়াহাটি পশ্চিম মাঠে এ ঘটনা ঘটে। মৃত লিটন সরকার উপজেলার নোয়াহাটি সুরমা গ্রামের ঠাকুরধন সরকারের ছেলে। মাধবপুর থানার ওসি সোহেল রানা বিষয়টি নিশ্চিত করেন। **নেত্রকোনা :** খালিয়াজুরী হাওরে হাঁস আনতে গিয়ে বজ্রপাতে শফিকুল মিয়া (২৬) নামের এক খামারি নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে উপজেলার মেন্দিপুর ইউনিয়নের সাতগাঁও গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শফিকুল ওই গ্রামের ইসহাক মিয়ার ছেলে।

বণিকবার্তা বুধবার, সেপ্টেম্বর ২৩, ২০২৬।

বজ্রপাতে মৃত্যু

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার মেছড়া ইউনিয়নে জমিতে কাজ করার সময় বজ্রপাতে মো. বাবু (৩৫) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত বাবু ওই গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে। গতকাল সকালে মেছড়া ইউনিয়নের আকনাদিঘী গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, সিরাজগঞ্জ

মরদেহ উদ্ধার

যশোরের চৌগাছায় নিখোঁজের তিনদিন পর একলাস হোসেন (২৬) নামে ইঞ্জিনচালিত এক ভ্যানচালকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল ঝিকরগাছার গঙ্গানন্দপুর পূর্বপাড়া এলাকার কপোতাক্ষ নদ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, যশোর

মৃত্যু

ফেনীতে মোবাইলে কথা বলতে গিয়ে অসতর্কতাবশত বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে নূর আলম (২৯) নামের এক নির্মাণ শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরের দিকে শহরের রামপুরে একটি নির্মাণাধীন ভবনের এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নূর আলম দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলার আফতাপুর বাজার ইউনিয়নের ভাসানীপাড়ার বাহাদুর মিয়ার ছেলে।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, ফেনী

যুগান্তর | সোমবার ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬
৬ আশ্বিন ১৪৩৩

আশুলিয়ায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে নিহত ৭

যুগান্তর প্রতিবেদন, *ঢাকা উত্তর*

আহত ২৬, অধিকাংশই কারখানার আশপাশের সবজি বিক্রেতা ও পথচারী

আশপাশে থাকা পাঁচ-ছয়টি গাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে আগুন

সাভারের আশুলিয়ায় গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি গাড়িতে বিস্ফোরণে এক নারীসহ ৭ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ২৬ জন। রোববার রাত সাতটার দিকে জিরাবো এলাকার প্রীতি গ্রুপের এফঅ্যান্ডএফ কারখানার পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। হতাহতদের অধিকাংশই কারখানার আশপাশের সবজি বিক্রেতা, পথচারী বলে জানা গেছে। আহতদের স্থানীয় কয়েকটি হাসপাতালে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। ৬ জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাৎক্ষণিক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, সন্ধ্যা ৭টার দিকে একটি গাড়িতে রাখা কয়েকটি সিলিন্ডার বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়। এতে ওই গাড়িতে আগুন লেগে যায়। এরপর আরও কয়েকটি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এরই মধ্যে আশপাশে থাকা পাঁচ-ছয়টি গাড়িতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আড়াই ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

আশুলিয়া থানার ওসি তরিকুল ইসলাম জানান, 'একটি গাড়ি (কাভার্ডভ্যান) থেকে ৫ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আহতদের একজন মারা গেছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। এছাড়া বিস্ফোরণে পার্শ্ববর্তী একটি চা দোকানে বসা এক মহিলা নিহত হয়েছেন। তার নাম জয়নব (৫৫)। তিনি গাজীপুরের কাশিমপুর এলাকার মোহম্মদ আলীর স্ত্রী। অন্যদের নাম তাৎক্ষণিক পাওয়া যায়নি।' নিহত নারী ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ২০০ গজ দূরের একটি চায়ের দোকানে ছিলেন। তার মেয়ে সানজিদা আক্তার বলেন, 'আমার মা বেড়াতে এসেছিলেন। আমি একটি টেইলার্সে কাজ করি। ওই টেইলার্সের পাশে একটি চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে ছিলেন মা।'

রাত ১২টায় আশুলিয়া নারী ও শিশু হাসপাতালের ব্যবস্থাপক হারুন অর রশীদ বলেন, 'বিস্ফোরণে আহত ২৬ জনকে আমাদের এখানে আনা হয়েছে। তাদের অধিকাংশই কারখানাটির আশপাশের সবজি বিক্রেতা, পথচারী। কারখানার কেউ আছেন কি না তা জানা সম্ভব হয়নি।'

তবে স্থানীয় কয়েকজন জানিয়েছেন, ঘটনার পর আগুনের ভয়াবহতায় শ্রমিকরা দিগ্বিদিক দৌড়াদৌড়ি শুরু করেন। এতে বেশ কিছু শ্রমিক আহত হয়েছেন।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ঢাকা জোন-৪-এর উপসহকারী পরিচালক হাফিজুর রহমান বলেন, 'খবর পেয়ে জিরাবো ফায়ার সার্ভিস স্টেশন থেকে দুটি ইউনিট এবং ডিইপিজেড ফায়ার স্টেশন থেকে দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা সেখানে পাঁচ থেকে ছয়টি গাড়িতে আগুন জ্বলতে দেখেন। রাত সাড়ে ৯টার দিকে তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।'

গাড়ির (কাভার্ডভ্যান) ভেতরে এলপিজি সিলিন্ডার ছিল বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা। তিনি বলেন, 'আগুন কোথা থেকে লেগেছে আর ক্ষয়ক্ষতি কেমন হয়েছে, এটা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে জানাতে হবে।'

এফঅ্যান্ডএফ কারখানার প্রশাসনিক কর্মকর্তা হেমায়েত উদ্দিন বলেন, 'কারখানার ভেতরে কোনো শ্রমিক আটকে নেই। কারখানার সীমানা প্রাচীরের পাশে একটি ভবনের কোনায় দুর্ঘটনা ঘটেছে।'

সোমবার ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ | দৈনিক ইত্তেফাক

দোহাজারীর কাটগড়ে ট্রেনে কাটা পড়ে নিহত ২

■ চন্দনাইশ (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা

উপজেলার দোহাজারীস্থ পূর্ব কাটগড়ে ট্রেনে কাটা পড়ে দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রবিবার দুপুরে দোহাজারী বিওসি মোড়ের পূর্বে কাটগড় নামক স্থানে যাত্রী নিয়ে অটোরিকশা রেলগেট ক্রস করতে গিয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে ঐ দুই জনের মৃত্যু হয়। জানা যায়—এ সময় কক্সবাজার থেকে ট্রেনটি আসছিল। অটোচালকের অসাবধনতার কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—কালিয়াইশ ইউনিয়নের মাইঙ্গাপাড়ার আবদুল মাবুদের ছেলে মুদি দোকানি নাছির তাহের ও অটোচালক ধর্মপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা আবদুল শুক্কুর।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ৬ আশ্বিন ১৪৩৩
Dhaka : Monday 21 September 2026

চাঁদপুরে প্যানেল মেয়রের জানাজা শেষে ফেরার পথে মুন্সীগঞ্জে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা, নিহত ৪

প্রতিনিধি, চাঁদপুর

চাঁদপুর পৌরসভার ১, ২ ও ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর ও সাবেক প্যানেল মেয়র লায়লা হাসান চৌধুরী লিমনের (৫৮) দাফন ও দোয়ার অনুষ্ঠান শেষে ঢাকা ফেরার পথে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় চারজন প্রাণ হারিয়েছেন। এ ঘটনায় আরও দুজন গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। গত শনিবার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া থানার ভবেরচর এলাকার হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন ইউটার্নে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্বজন সূত্রে জানা যায়, চাঁদপুর শহরের জেএম সেনগুপ্ত রোডের চাঁদ বক্স পাটোয়ারীর স্বজনরা সাবেক প্যানেল মেয়র লিমনের জানাজা শেষ করে একটি প্রাইভেটকারে ঢাকায় ফিরছিলেন। কারটি মহাসড়কের হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন স্থানে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগামী দূরপাল্লার যাত্রীবাহী বাস সেটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে প্রাইভেটকারটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই হতাহতের ঘটনা ঘটে।

নিহতরা সবাই সাবেক প্যানেল মেয়র লিমনের নিকটাত্মীয় ও প্রাইভেটকার চালক। নিহতরা হলেন– শামিমা আক্তার চম্পা (৬০) (প্যানেল মেয়রের খালা), লিটন (৭০) (চম্পার স্বামী, পেশায় ব্যবসায়ী, বাসিন্দা : গেন্ডারিয়া, ঢাকা), জানেমান বেগম বকুল (৬১) (প্যানেল মেয়রের মামী), মো. সোহেল (৩৫) (প্রাইভেটকার চালক, গ্রাম: আইনুল হুদা, পার্বতীপুর, দিনাজপুর)। এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন প্যানেল মেয়রের অপর খালা ও চাঁদ বক্স পাটোয়ারীর কন্যা বেবি (৬২)সহ মোট দুজন।

ঘটনার পরপরই গজারিয়া ফায়ার সার্ভিস ও ভবেরচর হাইওয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে হতাহতদের উদ্ধার করে। আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়। পরবর্তীতে তাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উন্নত চিকিৎসার জন্য দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।

হাইওয়ে পুলিশ নিহতদের লাশ ও দুর্ঘটনাকবলিত প্রাইভেটকারটি জব্দ করে গজারিয়া থানায় নিয়ে গেছে। এ বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

প্রথম আলো

ফুটপাতে বসে থাকা শ্রমিককে গাড়িচাপা, কিশোর আটক

বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬,

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর বারিধারায় ফুটপাতে বসে বিশ্রামরত এক নির্মাণশ্রমিককে চাপা দিয়েছে দ্রুতগতির একটি প্রাইভেটকার। এতে ঘটনাস্থলেই মেহেদী হাসান (২৪) নামের ওই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় বারিধারা ডিপ্লোম্যাটিক জোনের ১ নম্বর সড়কের ফুটপাতে এ ঘটনা ঘটে।

এই ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে দেখা যায়, কালো রঙের একটি প্রাইভেট কার দ্রুতগতিতে এসে ফুটপাতে বিশ্রাম নেওয়া নির্মাণশ্রমিক মেহেদী হাসানকে চাপা দেয়। পরে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে গাড়ির নিচ থেকে মেহেদীর রক্তাক্ত দেহ বের করে আনেন।

এ সময় ক্ষুব্ধ লোকজন গাড়িতে থাকা এক কিশোরকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। জানতে চাইলে গুলশান থানার পরিদর্শক (তদন্ত) ইসমাইল হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, নির্মাণশ্রমিক মেহেদী হাসান কাজের ফাঁকে ফুটপাতে বসে বিশ্রাম করছিলেন। গাড়িচাপায় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ কর্মকর্তা ইসমাইল হোসেন বলেন, ঘটনাস্থলে জনতা এক কিশোরকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। প্রাইভেট কারটিও আটক করা হয়েছে। ওই কিশোর বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একজন কর্মকর্তার ছেলে জানিয়ে তিনি বলেন, গাড়িটি ওই কিশোরের বাবার। গাড়িটি একজন চালক চালাচ্ছিলেন বলে জানা গেছে। তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

তবে অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, ফুটপাতে বসে থাকা মেহেদী হাসানকে চাপা দেওয়ার পর প্রাইভেট কারটি থেকে দুই ব্যক্তি নেমে আসেন। গাড়ির ডান পাশ থেকে অর্থাৎ চালকের আসন থেকে নেমে আসে কালো টি-শার্ট পরা এক কিশোর। অপর পাশ থেকে শার্ট পরা মধ্যবয়সী এক ব্যক্তিকে নেমে আসতে দেখা যায়। আশপাশের লোকজন ছুটে এলে তাঁরা দুজনই প্রাইভেট কারের পাশে যান। পরে ওই কিশোরকে সেখান থেকে এক দিকে সরে যেতে দেখা যায়।

নিহত মেহেদী হাসানের বাড়ি নীলফামারীতে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

সমকাল ■ রোববার । ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।

তিন জেলায় সড়কে ঝরল সাত প্রাণ

■ সমকাল ডেস্ক

মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় একটি বাস ও প্রাইভেটকারের সংঘর্ষে চারজন নিহত হয়েছেন। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত পাঁচজন। বরিশালের বাবুগঞ্জে যাত্রীবাহী একটি বাস পুকুরে পড়ে এক যাত্রী নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন ১৮ জন। এ ছাড়া সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে হওয়া সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। গত শুক্রবার মাঝরাত থেকে গতকাল শনিবার রাত পর্যন্ত বিভিন্ন সময় হওয়া এসব দুর্ঘটনায় মোট সাতজন নিহত হয়েছেন।

মুন্সীগঞ্জে বাস-প্রাইভেটকারের সংঘর্ষে ৪ জন নিহত

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া অংশের তেতৈতলা হাসপয়েন্ট এলাকায় বাস ও প্রাইভেটকারের সংঘর্ষে চারজন নিহত ও পাঁচজন আহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার দুপুরে মহাসড়কের চট্টগ্রামগামী লেনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত চারজন প্রাইভেটকারের আরোহী। নিহতরা হলেন– মজিবুর রহমান (৫৫), মোছা. শামীমা আক্তার (৪৫), সাবিহা চৌধুরী (৪৩) ও প্রাইভেটকারের চালক সোহেল।

গজারিয়া হাইওয়ে থানার ওসি মো. মনিরুজ্জামান জানান, দুর্ঘটনার পর মহাসড়কে বাসটি উল্টে থাকায় কিছুটা সময় যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে পুলিশের চেষ্টায় যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

সিরাজগঞ্জে বাসের ধাক্কায় দুই ট্রাকচালক নিহত

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বিকল ট্রাকে বাসের ধাক্কায় দুই ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন। গত শুক্রবার রাত দেড়টার দিকে যমুনা সেতু পশ্চিম মহাসড়কের তালুকদার বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন– দিনাজপুর সদর উপজেলার গুড়গোলা এলাকার মো. আপন ইসলাম (২৬) ও সিরাজগঞ্জের তাড়াশ উপজেলার মো. আসলাম (৪০)।



দুর্ঘটনায় উল্টে যাওয়া বাস। গতকাল মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ার জামালদি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ● সমকাল

যমুনা সেতু পশ্চিম থানার ওসি মো. আমিনুল ইসলাম জানান, মহাসড়কের পাশে একটি ট্রাক বিকল হয়ে পড়লে দুই ট্রাকচালক সেটি মেরামতের কাজ করছিলেন। এ সময় ঢাকাগামী আলিশা পরিবহনের একটি বাস ট্রাকটিকে ধাক্কা দেয়। এতে দুই ট্রাকচালক গুরুতর আহত হন। পরে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।

পুলিশ আরও জানায়, দুর্ঘটনার পর বাসের চালক ও হেলপার পালিয়ে গেছেন। বাসটি জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ স্বজনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বরিশালে যাত্রীবাহী বাস পুকুরে, নিহত ১

বরিশালের বাবুগঞ্জে যাত্রীবাহী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পড়ে এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১৮ জন। গতকাল বাবুগঞ্জের গজালিয়া নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত যাত্রীর নাম আব্দুল মালেক (৫৫)। তিনি বানারীপাড়া উপজেলার বাইশারী এলাকার বাসিন্দা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, স্বরূপকাঠি থেকে বরিশালের উদ্দেশে ছেড়ে আসা আরিয়ান ক্লাসিক নামে একটি যাত্রীবাহী লোকাল বাস গড়িয়ারপাড় স্টেশনের কাছে গজালিয়া এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের পুকুরে গিয়ে পড়ে। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে চিকিৎসা একজনকে মৃত ঘোষণা করেন।

[প্রতিবেদনে তথ্য দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি]

সংবাদ
রোববার ৫ আশ্বিন ১৪৩৩
Sunday 20 September 2026

যাত্রাবাড়ীতে নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে প্রাণ গেল শ্রমিকের

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে নির্মাণাধীন বহুতল ভবন থেকে পড়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বেলা সোয়া ১২টার দিকে দক্ষিণ কাজলা এলাকায় ওই ভবনের সপ্তম তলা থেকে নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন ২৫ বছর বয়সী আলামিন। পরে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হলে দুপুর সোয়া ১টার দিকে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক হাবিবুর রহমান বলেন, নিহতের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। নির্মাণ শ্রমিক আলামিন চাঁপাইনবাবগঞ্জের দরিয়াপুর গ্রামের মুকুলের ছেলে। তিনি যাত্রাবাড়ীর দক্ষিণ কাজলা এলাকাতে থাকতেন। আলামিনকে হাসপাতালে নিয়ে আসা তার এক সহকর্মী বলেন, ওই ভবনের সপ্তম তলায় বাইরে বাঁশের মাচার উপর দাঁড়িয়ে কাজ করছিলেন আলামিন। তখন 'অসাবধানতাবশত' তিনি নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন।

নিউ মার্কেট কাঁচাবাজারের সিঁড়ি থেকে নারীর লাশ উদ্ধার

ঢাকার নিউ মার্কেটে বনলতা কাঁচাবাজারের সিঁড়ি থেকে নাম না জানা এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত শুক্রবার রাত ১২ টার দিকে খবর পেয়ে আনুমানিক ৪৬ বছর ওই নারীকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ। তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন বলে জানান নিউ মার্কেট থানার এসআই সাগর সাহা।

তিনি বলেন, 'আমরা খবর পেয়ে বনলতা কাঁচা বাজারে ৬ নাম্বর সিঁড়ি থেকে ওই নারীকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখি।' স্থানীয়দের বরাতে পুলিশ বলছে, ওই নারী নারী ভবঘুরে প্রকৃতির ছিলেন, তিনি ওই এলাকাতেই থাকতেন। তাদের ধারণা, অসুস্থতা জনিত কারণেই ওই নারীর মৃত্যু হয়েছে। এর পরেও নিশ্চিত হতে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছে পুলিশ। এসআই সাগর বলেন, 'তার নাম-পরিচয় খুঁজতে আমরা সিআইডি ক্রাইম সিন ইউনিটকে খবর দিয়েছি।'

মুগদায় অটোরিকশার গ্যারেজে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ গেল যুবকের

রাজধানীর মুগদা মানিকনগর এলাকায় গ্যারেজে অটোরিকশার ব্যাটারি চার্জ দেয়ার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গত শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে মানিকনগরের আগুনের গলি 'গাফফারের গ্যারেজে' বিদ্যুৎস্পৃষ্টে আব্দুল্লাহ নামে ২৮ বছর বয়সী ওই যুবক গুরুতর আহত হন। পরে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন বলেন হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক হাবিবুর রহমান জানিয়েছেন।।

তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া গ্যারেজের মালিক আব্দুল গাফফার বলেন, নিহত আব্দুল্লাহ তার মেয়ের জামাই এবং তার গ্যারেজেই রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসেবে কাজ করতেন। 'রাতে অটোরিকশার ব্যাটারি চার্জ দেয়ার সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। পরে অচেতন অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা জানান, সে আর বেঁচে নেই।' আব্দুল্লাহর নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ এলাকার কফিলুদ্দিনের ছেলে। মুগদার মানিকনগর আগুনের গলিতে স্ত্রী ও দুই মেয়েকে নিয়ে থাকতেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
৮ আশ্বিন ১৪৩৩, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৫

মুকসুদপুর (গোপালগঞ্জ) সংবাদদাতা :- মুকসুদপুরে গাছের সঙ্গে ট্রাকের ধাক্কায় ট্রাকের হেলপার নিহত হয়েছে। তার নাম সুবল দাস (৩৫)। সকালে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের উপজেলার দক্ষিণ চন্ডিবর্দী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মুকসুদপুর থানার ওসি আবদুল্লাহ আল মামুন সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

চাটমোহর (পাবনা) সংবাদদাতা : চাটমোহরে সড়কে শ্যালো ইঞ্জিন চালিত ট্রলির ধাক্কায় মারা গেলেন অটোভ্যান চালক সোহরাব আলী (৬০)। তিনি উপজেলার হরিপুর ইউনিয়নের ধরইল স্কুলপাড়ার শুকুর আলীর ছেলে। দুপুর ২টার দিকে চাটমোহর-জোনাইল সড়কের ধরইল ব্রিজের পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় অটোভ্যানের এক যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। চাটমোহর থানার ওসি অলিউর রহমান দুর্ঘটনা ও নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

মতলব দক্ষিণ (চাঁদপুর) সংবাদদাতা : মতলব দক্ষিণ উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ছিদ্দিকুর রহমান (৪৮) নামের এক ইজিবাইক চালক নিহত হয়েছে। বেলা ১১টার দিকে উপজেলার উত্তর উপাদি ইউনিয়নের মধ্য নওগাঁও বাজার থেকে হাজী মার্কেট সড়কের দক্ষিণ নওগাঁও এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মতলব দক্ষিণ থানার ওসি হাফিজুর রহমান মানিক জানান, লাশ পরিবারের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। সোমবার। ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬

পটুয়াখালীতে চারজনসহ ছয় জেলায় সড়কে ঝরল ১০ প্রাণ

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

পটুয়াখালীর সদর উপজেলায় অটোরিকশায় বাসের ধাক্কায় চারজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত আটজন। এ ছাড়া ঢাকার নবাবগঞ্জে এক নসিমনচালক, গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে বাসের ধাক্কায় আরেক নসিমনচালক, নওগাঁয় এক উপসহকারী প্রকৌশলী, চাঁদপুরে ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষে এক নারী এবং নীলফামারীর জলঢাকায় পিকআপের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী স্বামী-স্ত্রী সড়কে প্রাণ হারিয়েছেন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের খবরে—

গোপালগঞ্জ : গতকাল গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলার ফুকরা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বাসের ধাক্কায় মো. ইব্রাহিম মোল্যা (২৩) নামের এক নসিমনচালক নিহত হয়েছেন। ইব্রাহিম ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলার পরমেশ্বরদী গ্রামের আ. হাকিম মোল্যার ছেলে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬
৭ আশ্বিন ১৪৩৩

বগুড়ায় সড়কে নিহত ৩, লাশ নিয়ে ফেরার পথেও প্রাণহানি

যুগান্তর ডেস্ক

বগুড়ায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় ৩ জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে বগুড়া সদরে দুইজন ও শাজাহানপুরে এক নারী রয়েছেন। এছাড়া আরও তিন জেলায় সড়কে প্রাণ গেছে ৩ জনের। তাদের মধ্যে মাদারীপুরের রাজৈরে কিশোরী, নাটোরে অ্যাম্বুলেন্সচালক ও কক্সবাজারের পেকুয়ায় শিশু রয়েছে। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ—

বগুড়া : বাসের ধাক্কায় নিহত সিএনজিচালিত অটোরিকশার দুই যাত্রী হলেন—বগুড়ার কাহালু উপজেলার রামপুর গ্রামের শফিকুল ইসলাম ও আরাফাত হোসেন। সোমবার বগুড়া সদরের টিএমএসএস মেডিকেল কলেজের সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সোমবার ভোরে চালক সিএনজিচালিত অটোরিকশায় পাঁচজন যাত্রী তোলেন। হাসপাতালের সামনে মহাসড়ক পার হওয়ার চেষ্টা করলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বাস অটোরিকশাকে ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই ওই দুই যাত্রী মারা যান। আহত হন অটো রিকশাচালকসহ আরও তিন যাত্রী। এদিকে শাজাহানপুরে আত্মীয়ের লাশ নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে অ্যাম্বুলেন্স উলটে খাদিজা বেগম নামে এক নারী মারা গেছেন। সোমবার উপজেলার মাথাইলচাপড় এলাকায় রানীরহাট-মালঞ্চা সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত খাদিজা বগুড়া সদর উপজেলার বানদীঘি ইসবপুর গ্রামের মৃত নুরুজ্জামান মন্ডলের স্ত্রী। দুর্ঘটনায় আহতরা হলেন—তার ছেলে শাহ্ পরান, ছেলের বউ জুঁই আক্তার ও নাতি সাব্বির।

পুলিশ ও স্বজনরা জানান, খাদিজার মেয়ের শাশুড়ি কোহিনুর বেগম রোববার রাতে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। সোমবার ভোরে অ্যাম্বুলেন্সে লাশ নিয়ে তারা নন্দীগ্রামের বনগ্রামের বাড়ির দিকে রওনা দেন। অ্যাম্বুলেন্স মাথাইলচাপড় এলাকায় পৌঁছালে চালক নিয়ন্ত্রণ হারান। অ্যাম্বুলেন্সটি সড়কের পাশে একটি সেতুর রেলিংয়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগে উলটে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই খাদিজা মারা যান।



আরও তি
নিহ

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ৮ আশ্বিন ১৪৩৩
Dhaka : Wednesday 23 September 2026

বাসের চাপায় চার্জারভ্যানচালক নিহত

জেলা বার্তা পরিবেশক, নওগাঁ

নওগাঁর মান্দায় দ্রুতগামী যাত্রীবাহী বাসের চাপায় পিষ্ট হয়ে ফারুক হোসেন (৪০) নামে এক চার্জারভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল ৯টার দিকে নওগাঁ-রাজশাহী আঞ্চলিক মহাসড়কের সাবাইহাট সিন্দুরপানিয়া ব্রিজে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ফারুক হোসেন রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার মঙ্গলপুর গ্রামের মৃত আব্দুর রহমানের ছেলে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার সকালে সাবাইহাট ব্রিজের ওপর গীতা পরিবহন নামের একটি যাত্রীবাহী বাস একটি চার্জারভ্যানকে চাপা দিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। এতে ভ্যানচালক ফারুক হোসেন বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে হেফাজতে নেয়।

মান্দা থানার ওসি খোরশেদ আলম বলেন, দ্রুতগামী বাসের চাকার নিচে পৃষ্ঠ হয়ে মরদেহের অর্ধেক থেতলে গেছে। পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করেছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এ ব্যাপারে মান্দা থানায় একটি ইউডি মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

সময়ের আলো
বৃহস্পতিবার। ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬

উত্তাল সাগরে ট্রলারডুবি ৯ জেলে উদ্ধার

ট্রলার বিকল হয়ে চার দিন ধরে সাগরে ১৮ জেলে

● পটুয়াখালী প্রতিনিধি

মাছ ধরতে গিয়ে বৈরী আবহাওয়ার কবলে পড়ে ৯ জেলেসহ একটি মাছ ধরার ট্রলার বঙ্গোপসাগরে নিমজ্জিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকাল ৫টার দিকে গভীর সাগরে মাছ শিকারের সময় হঠাৎ উত্তাল ঢেউয়ের কবলে পড়ে ডুবে যায় ট্রলারটি। এ সময় পাশে থাকা একটি ট্রলারের জেলেদের সহায়তায় ডুবে যাওয়া ট্রলারের জেলেরা জীবিত উদ্ধার হন।

জানা গেছে, রাঙ্গাবালী সদর ইউনিয়নের যুগিরহাওলা গ্রামের জহির প্যাদার মালিকানাধীন মাছ ধরার ট্রলারটি গভীর সাগরে মাছ ধরতে গেলে প্রকাণ্ড ঢেউয়ের তোড়ে ডুবে যায়। এ সময় ট্রলারে থাকা ৯ জন মাঝিমাল্লা সাগরে ভাসতে থাকেন।

এদিকে ট্রলারের ইঞ্জিন বিকল হয়ে চার দিন ধরে সাগরে ভাসছেন ১৮ জন জেলে। বর্তমানে তারা রাঙ্গাবালী উপজেলার সোনারচর সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরের মোহনা থেকে ৮০ থেকে ১০০ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণ সাগরে অবস্থান করছেন বলে পরিবারের পক্ষ থেকে জানা গেছে। এ ঘটনায় উপজেলা প্রশাসন, কোস্ট গার্ড ও নৌপুলিশের সহায়তা চাওয়া হলে তারা বৈরী আবহাওয়ার কারণে উদ্ধার অভিযান চালাতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন বলে অভিযোগ ভুক্তভোগী জেলেদের পরিবারের সদস্যদের।

রাঙ্গাবালী কোস্ট গার্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমজাদ হোসেন জানান, ঘটনাস্থলে যাওয়ার মতো উপযুক্ত নৌযান, জনবল ও উদ্ধারকাজে ব্যবহারের সরঞ্জাম তাদের কাছে নেই। ট্রলারে যারা আছেন তাদের ফোন বন্ধ থাকায় বর্তমানে তারা কোন এলাকায় রয়েছেন তা নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না।

রাঙ্গাবালী নৌপুলিশের ইনচার্জ মো. জায়েদুর রহমান জানান, বিষয়টি তিনি অবগত আছেন। কিন্তু ঘটনাস্থলে যাওয়ার মতো নৌযান, উদ্ধার সামগ্রীসহ প্রয়োজনীয় কোনো কিছুই তাদের কাছে নেই। তবে সাগরে থাকা অন্যান্য জেলেদের মাধ্যমে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

রাঙ্গাবালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাজমুল হাসান বলেন, বিপদগ্রস্ত জেলেদের মালিকের মাধ্যমে আমি বিষয়টি জানতে পেরেছি। জেলেদের উদ্ধারের জন্য জেলা প্রশাসন, কোস্ট গার্ড, নৌপুলিশসহ সংশ্লিষ্ট দফতরগুলোকে অবহিত করা হয়েছে।

প্রথম আলো
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ৯ আশ্বিন ১৪৩৩

বারিধারায় গাড়িচাপায় মৃত্যু

চালকের আসনে থাকা কিশোর অবশেষে পুলিশ হেফাজতে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ফুটপাতে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন নির্মাণশ্রমিক মেহেদী হাসান (২৪)। দ্রুতগতির একটি প্রাইভেট কার উঠে যায় সেই ফুটপাতে। গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান মেহেদী। দুর্ঘটনার পর গাড়ির চালকের আসনে থাকা এক কিশোরকে আটক করে পুলিশে দেয় উপস্থিত লোকজন। পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রথমে পরিবারের জিম্মায় ছেড়ে দেয়। এ নিয়ে সমালোচনার মুখে ওই কিশোরকে হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ।

গত মঙ্গলবার বিকেলে বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোনের ১ নম্বর সড়কে এ ঘটনা ঘটে। ওই রাতেই

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

কিশোর অবশেষে পুলিশ হেফাজতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গুলশান থানায় একটি মামলা করা হয়। মামলার বাদী নিহত মেহেদী হাসানের ভাই মোক্তাদীর ইসলাম। মামলায় ওই কিশোরের নাম উল্লেখ করা হয়নি। গাড়িচালক হিসেবে আকাশ মারক (৪৪) নামের এক ব্যক্তিকে আসামি করা হয়েছে।

'চালকের আসনে ছিল কিশোর, মামলায় আসামি আরেকজন'—এই শিরোনামে গতকাল বিকেলে প্রথম আলো অনলাইনে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এরপর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনা শুরু হলে পুলিশ ভিডিও ফুটেজ বিশ্লেষণ করে ওই কিশোরের সম্পৃক্ততা পায়। পরে তাকে আইনের সংস্পর্শে আনা হয় বলে জানান পুলিশের গুলশান বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মোহাম্মদ রুহুল কবীর খান।

ডিসি রুহুল কবীর *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত খবরটি তাঁর নজরে এসেছে। এরপর পুলিশ সিসি ক্যামেরার ফুটেজ বিশ্লেষণ করে ওই কিশোরের সম্পৃক্ততা পেয়েছে। পরে গুলশানের বাসা থেকে তাকে থানায় এনে হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ওই কিশোর ঢাকার গুলশান এলাকার একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের 'ও' লেভেলের শিক্ষার্থী। বয়স ১৭ বছর। তার বাবা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একজন ক্যাপ্টেন। আর দুর্ঘটনাকবলিত প্রাইভেট কারটি তার মায়ের নামে নিবন্ধিত।

এ ঘটনার ভিডিও ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এতে দেখা যায়, ফুটপাতে বসে থাকা মেহেদীকে চাপা দেওয়ার পর প্রাইভেট কারটি একটি সড়কবাতির পোস্টে লেগে থেমে যায়। এরপর গাড়ি থেকে দুজন ব্যক্তি নেমে আসেন। চালকের আসন থেকে কালো টি-শার্ট পরা কিশোরকে নামতে দেখা যায়। গাড়ির অপর পাশ থেকে নামেন শার্ট পরা মধ্যবয়সী এক ব্যক্তি। আশপাশের লোকজন ছুটে এলে দুজনই গাড়ির পাশে অবস্থান নেন। পরে কিশোরটিকে সেখান থেকে একদিকে সরে যেতে দেখা যায়। পরে জনতা ওই কিশোরকে আটক করে পুলিশ দেয়।

ওই কিশোরকে কেন ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল জানতে চাইলে গুলশান থানার পরিদর্শক (তদন্ত) ইসমাইল হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, ক্ষুব্ধ জনতার হাতে যাতে সে 'মবের শিকার' না হয়, সে জন্য তাকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল। পরে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে রাতে তার চাচার জিম্মায় ছেড়ে দেওয়া হয়।

নিহত মেহেদী হাসানের বাড়ি নীলফামারীর ডোমার উপজেলার সোনারায় গ্রামে। মামলার ওই কিশোরের নাম উল্লেখ না করার বিষয়ে তাঁর ভাই মোক্তাদীর ইসলামের বক্তব্য জানতে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সম্ভব হয়নি। তাঁর মুঠোফোন নম্বরটি বন্ধ পাওয়া গেছে।



এই ফুটপাতে বসে থাকা মেহেদী হাসানকে চাপা দেয় প্রাইভেট কারটি। গত মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর বারিধারায়। ছবি : ভিডিও থেকে

স্বপ্ন নিয়ে ঢাকায় এসেছিলেন মেহেদী

গাড়িচাপায় নিহত মেহেদী হাসান বাক্‌প্রতিবন্ধী। ইশারায় কথা বললেও পরিবারের জন্য কিছু করার স্বপ্ন ছিল তাঁর। পড়াশোনার পাশাপাশি নির্মাণশ্রমিকের কাজ করতেন। অবসরে কাগজের ফুল বানাতেন, বিক্রি করতেন মেলায়। কাজ করে কিছু টাকা জমিয়ে আগামী ঈদের আগেই ভাঙাচোরা বাড়িঘর মেরামত করবেন—এই আশা নিয়ে ২১ সেপ্টেম্বর রাতে গ্রাম থেকে ঢাকায় আসেন। কাজে যোগ দেওয়ার আগেই গাড়িচাপায় থেমে গেছে তাঁর স্বপ্ন।

প্রথম আলোর **নীলফামারী প্রতিনিধি** জানান, গতকাল দুপুরে মেহেদী হাসানের বাড়িতে গিয়ে পাড়া-প্রতিবেশী ও স্বজনদের ভিড় দেখা যায়। মা মোছা. মিনু বেগম আহাজারি করতে করতে বলছেন, 'অনেক আশা নিয়া গেইছে আমার বাবা বাড়ি থাকি। এর আগে একবার যাবার চাইছে, আমি যাবার দেই নাই। কইছি অনেক রোদ গরম, দুই মাস পর যাইস, একটু ঠান্ডা আসুক। বাবা কইছিল ঠিক আছে, মা।'

গতকাল দুপুর ১২টার দিকে লাশবাহী গাড়িতে মেহেদীর মরদেহ বাড়িতে পৌঁছালে স্বজন ও প্রতিবেশীরা জড়ো হন। বেলা তিনটায় বাড়ির অদূরে হাজীপাড়া কবরস্থানে জানাজা শেষে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়।

স্বজনেরা জানান, মেহেদী ডোমার সরকারি কলেজের বিএ (পাস) দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। পরিবারের সচ্ছলতা আনতে নির্মাণশ্রমিকের কাজের পাশাপাশি কাগজের ফুল বানিয়ে বিভিন্ন গ্রামীণ মেলা ও দোকানে বিক্রি করতেন। দুই ভাই, এক বোনের মধ্যে দ্বিতীয় ছিলেন মেহেদী হাসান। বড় ভাই ও ছোট বোনের বিয়ে হয়েছে।

শোকাহত বাবা এরশাদুল হক বলেন, 'সোমবার রাতে আমি নিজে তাকে ঢাকার গাড়িতে তুলে দিলাম। আজকে তার লাশ আসল, এটা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। এভাবে আমার বাবাকে হারাব জানলে তাকে ঢাকায় যেতে দিতাম না। এখন আমার সব শেষ হয়ে গেল।'

সংবাদ

ধবার ৮ আশ্বিন ১৪৩৩
Wednesday 23 September 2026

আশুলিয়ার পোশাক কারখানায় আগুন-বিস্ফোরণে নিহত বেড়ে ৮

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সাভারের আশুলিয়ায় প্রীতি গ্রুপের 'এস সুহী ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক' চত্বরে সিলিন্ডারবাহী গাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডে নিহত বেড়ে ৮জনে দাঁড়িয়েছে। এ ঘটনায় আহত নূর ইসলাম (৪০) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন বলে বার্ন ইউনিটের আবাসিক চিকিৎসক হারুন অর রশিদ জানান।

তিনি বলেন, নূর ইসলামের শরীরের ৯৫ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল এবং তার শ্বাসনালীও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

তিনি বার্ন ইউনিটের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। নূর ইসলামের গ্রামের বাড়ি বাগেরহাটের মোংলা উপজেলার দিঘরাজ এলাকায়।

গত রোববার সন্ধ্যায় কারখানা চত্বরে আগুন ও গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কারখানা প্রাঙ্গণে থাকা সাত-আটটি সিলিন্ডারবাহী গাড়ি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ঘটনাস্থলে লরির ভেতর থেকে পাঁচজনের দগ্ধ মরদেহ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিস। এদের মধ্যে একজন চালকের আসনে বাসা অবস্থাতেই দগ্ধ হয়ে মারা যান।

বিস্ফোরণের পর সিলিন্ডারের ছিটকে আসা অংশের আঘাতে রাস্তার কাপড়ের দোকানি মোছাম্মত জয়নব বেগম (৫৫) ঘটনাস্থলেই মারা যান। মধ্যরাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুলবুল নামের আরও একজন মারা যান।

গতকাল মঙ্গলবার নূর ইসলাম মারা গেলেন। আহত হয়েছেন অন্তত ১৬ জন। আহতদের মধ্যে পরিবহন শ্রমিক, পথচারী, আনসার সদস্য রয়েছেন।

তাদের মধ্যে এখনও দু'জন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন। এ ঘটনায় ফায়ার সার্ভিস ও জেলা প্রশাসন দু'টি তদন্ত কমিটি করেছে।

যুগান্তর

বৃহস্পতিবার ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬
৯ আশ্বিন ১৪৩৩

কেরানীগঞ্জে মেশিনের রোলারে প্যাঁচিয়ে শ্রমিকের মৃত্যু

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি

কেরানীগঞ্জে ওয়াশিং কারখানার মেশিনের রোলারে প্যাঁচিয়ে কিশোর শ্রমিক সিয়াম (১৬)-র মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকালে শুভাঢ্যার মুন্সীপট্টির আয়েশা ওয়াশিং মিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সিয়াম বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জ থানার তেতুলিয়ায় শওকত মিঞার ছেলে। সে ওই কারখানায় শ্রমিক হিসাবে কাজ করত। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, বুধবার সকালে মেশিন বন্ধ থাকা অবস্থায় সিয়াম সেটি পরিষ্কার করছিল। এ সময় অসাবধানতাবশত মেশিনটি চালু হয়ে গেলে রোলারে প্যাঁচিয়ে গুরুতর আহত সিয়ামকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, দুর্ঘটনার পর কারখানা কর্তৃপক্ষ হাসপাতাল থেকে লাশ নিয়ে আসে। ময়নাতদন্ত ছাড়াই দাফনের চেষ্টা করা হয়। দুর্ঘটনার পর আয়েশা ওয়াশিং মিল বন্ধ করে মালিকপক্ষ সেখান থেকে চলে গেছে বলেও স্থানীয়রা জানান। দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার পক্ষ থেকে ঘটনাটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে।

সংবাদ

রিবার ১২ আশ্বিন ১৪৩৩
Sunday 27 September 2026

নড়াইলে দিনমজুরের মরদেহ উদ্ধার

প্রতিনিধি, নড়াইল

নড়াইল সদর উপজেলার শাহাবাদ ইউনিয়নের দলজিৎপুর গ্রামের একটি পুকুরপাড় থেকে উসমান গনির (৪৬) মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত শনিবার সকালে উসমানের মরদেহ দেখে পুলিশকে খবর দেন গ্রামবাসী। উসমান ওই গ্রামের আব্দুর রহমানের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, গতকাল সকালে দলজিৎপুর গ্রামের মামুনের বাড়ির পেছনের পুকুরপাড়ে একটি নারকেল গাছের নিচে উসমানের মরদেহটি দেখতে পান তারা। লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরিহিত ছিলেন তিনি। তবে লুঙ্গিটি কাছা দেয়া ছিল (লুঙ্গির নিচের অংশ কুঁচকে কোমর পর্যন্ত গুঁজে ছোট করা)। মরদেহের পাশে একটি ব্যাগে সাতটি নারকেলও ছিল। অনেকের ধারণা, নারকেল পাড়তে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে তার মৃত্যু হয়েছে। উসমান পেশায় দিনমজুর ছিলেন।

সমকাল
সোমবার | ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬

কারখানায় সিলিন্ডার বোঝাই লরিতে বিস্ফোরণ, নিহত ৭

■ সমকাল প্রতিবেদক ও নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার

সাভার

- আহত ১৫ জন, দগ্ধ তিনজন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি
- নিহত দুজনের পরিচয় মিলেছে, বাকিদের শরীর ঝলসানো

সাভারের আশুলিয়ায় একটি পোশাক কারখানার সামনে থাকা গ্যাস সিলিন্ডারভর্তি লরিতে বিস্ফোরণের পর অগ্নিকাণ্ডে এক নারীসহ সাতজন নিহত ও কমপক্ষে ১৫ জন আহত হয়েছেন। গতকাল রোববার সন্ধ্যা পৌনে ৭টার দিকে জামগড়া চৌরাস্তায় অবস্থিত প্রীতি গ্রুপের এফঅ্যান্ডএফ পোশাক কারখানা চত্বরে এ ঘটনা ঘটে। অগ্নিকাণ্ডে আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এদিকে আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনার পর রাত সাড়ে ১০টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যাওয়া যানবাহন তল্লাশি করে একটি লরি থেকে পাঁচজনের লাশ উদ্ধার করেন। এ ছাড়া গুরুতর দগ্ধ অবস্থায় নজরুল ইসলাম (৩০) নামে একজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে রাত সাড়ে ১০টার দিকে সেখানে মারা যান। তিনি কারখানাটির সামনের রাস্তায় কাঁচামাল বিক্রি করতেন। এ ছাড়া বিস্ফোরণের সময় গ্যাসের সিলিন্ডার ছিটকে পোশাক কারখানার পাশের একটি টেইলার্সে গিয়ে পড়লে জয়নব বেগম নামে এক নারী ঘটনাস্থলেই মারা যান।

রাত সাড়ে ১১টার দিকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সাতজনের মারা যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক হাফিজুর রহমান ও আশুলিয়া থানার ওসি তরিকুল ইসলাম।

লরি থেকে উদ্ধার করা নিহত পাঁচজনের শরীর পুরো ঝলসে যাওয়ায় তাদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এ ছাড়া লরিটির পাশে থাকা কয়েকটি যানবাহনেও আগুন ধরে যায়। পুড়ে যায় মালবাহী একটি কাভার্ডভ্যান। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজ করে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, বিকেল ৫টার দিকে এফঅ্যান্ডএফ পোশাক কারখানা ছুটি হলে শ্রমিকরা কারখানা থেকে বের হয়ে যান। সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে পোশাক কারখানা বাউন্ডারির ভেতরে থেমে থাকা গ্যাস সিলিন্ডারভর্তি লরিতে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে মুহূর্তেই লরিটির পাশে থাকা কাভার্ডভ্যানসহ কয়েকটি যানবাহনে আগুন ধরে যায়। এ সময় বিস্ফোরিত গ্যাস সিলিন্ডারের লোহার টুকরো কারখানার পাশের সানজিদা টেইলার্সের সামনে থাকা জয়নব বেগমের (৫৫) মাথায় এসে আঘাত করে। এতে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।

জয়নব গাজীপুরের কাশিমপুরের ইছরকান্দি এলাকার মোহাম্মদ আলীর স্ত্রী। জামগড়ায় মেয়ের বাসায় বেড়াতে এসেছিলেন। ওই দর্জি দোকানটি

কারখানায় সিলিন্ডার বোঝাই

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

তাঁর মেয়ে পরিচালনা করেন। নিহতের মেয়ে সানজিদা আক্তার বলেন, ঘটনার সময় মা দর্জির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ বিকট শব্দ হয়। কোনো কিছু বোঝার আগেই দেখি মা মাটিতে পড়ে গেছেন। এরপর দেখি কারখানার সামনে আগুন। পোশাক কারখানার শ্রমিকসহ আশপাশের লোকজনের দিগ্বিদিক ছোটাছুটি।

ঢামেকে মারা যাওয়া নজরুলের ছেলে সামিউল ইসলাম জানান, তাদের বাড়ি মানিকগঞ্জের দৌলতপুর উপজেলার আবুডাঙ্গা গ্রামে। বর্তমানে তারা আশুলিয়া শিমুলতলায় থাকেন। ওই পোশাক কারখানার সামনে পেঁয়াজ-রসুন বিক্রি করতেন তাঁর বাবা। দুর্ঘটনার পর তিনি খবর পেয়ে স্থানীয় মা ও শিশু হাসপাতালে গিয়ে তাঁর বাবাকে দেখতে পান। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

ঢামেক হাসপাতালে আরও তিনজন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তারা হলেন সুজন মিয়া ও তাঁর বাবা মুখলেস মিয়া এবং গ্যাস পরিবহনের গাড়িচালক নুর ইসলাম।

আহত মুখলেস মিয়া জানান, তারা পোশাক কারখানাটির সামনের রাস্তায় কাঁচামাল বিক্রি করেন। সন্ধ্যায় কারখানার ভেতরে একটি বিকট বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণে বিভিন্ন লোহার জিনিসপত্র ও গ্লাস চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেগুলো মাথায় এসে পড়ে সুজনের। আর হাতে আঘাত পান তিনি নিজে। সেখান থেকে আশপাশের লোকজন তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।

নুর ইসলামের ভাগিনা মো. মাসুদ জানান, তাঁর মামার বাড়ি বাগেরহাট জেলায়। তবে থাকতেন ভোলাতে। গ্যাস পরিবহনের গাড়ি চালান তিনি। বিস্ফোরণে তাঁর সারা শরীর পুড়ে গেছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী সুমন মিয়া জানায়, ফায়ার সার্ভিস দেরিতে আসায় ঘটনাস্থলে উপস্থিত অনেকেই আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজে যোগ দেন। স্থানীয় লোকজন প্রাথমিকভাবে পানি দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু আগুনের তীব্রতা ভয়াবহ হওয়ায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

আশুলিয়া ডিইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যারহাউস ইন্দপেক্টর সোমেন বড়ুয়া বলেন, সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে আমাদের স্টেশনে অগ্নিকাণ্ডের খবর আসে। তবে বাইপাইল সড়কে অনেক যানজট হওয়ায় ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে সময় লাগে। ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ আনতে সক্ষম হয়।

ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক হাফিজুর রহমান জানান, আগুন সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করার পর আমরা পুড়ে যাওয়া কয়েকটি যানবাহনে তল্লাশি করি। এ সময় একটি লরি থেকে পাঁচজনের লাশ উদ্ধার করা হয়।

শিল্প পুলিশ-১ এর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মমিনুল ইসলাম জানান, কারখানার গেটের সামনে থেকে এক নারীর মরদেহ ও একটি লরি থেকে পাঁচজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়া ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একজন মারা গেছেন।

ইত্তেফাক
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬

পৃথক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২

কালীগঞ্জে বাস দুর্ঘটনায় আহত ১৮

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

পৃথক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জন নিহত হয়েছেন। এদিকে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলায় বাস দুর্ঘটনায় ১৮ জন আহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার ও বৃহস্পতিবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি : সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে ট্রাকের ধাক্কায় এক অটোরিকশাচালক নিহত হয়েছেন। নিহতের নাম মোমিনুল ইসলাম। শুক্রবার ঢাকা-পাবনা মহাসড়কের সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার সরিষাকোল বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। শাহজাদপুর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ইনচার্জ পারভেজ আহমেদ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে পুলিশের সঙ্গে কথা বলে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

শেরপুর (বগুড়া) ও রায়গঞ্জ (সিরাজগঞ্জ) সংবাদদাতা : সড়ক দুর্ঘটনায় ইত্তেফাকের রায়গঞ্জ সংবাদদাতা দীপক কুমার করের ভাতিজা নিহত হয়েছেন। তার নাম রিপন কুমার কর (৪৫)। গত বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে বগুড়ার শাহজাহানপুর উপজেলার বনানী বাইপাস এলাকায় রাস্তা পার হওয়ার সময় দ্রুতগামী একটি বাসের ধাক্কায় তিনি গুরুতর আহত হন। পরে তাকে বগুড়া শহিদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

কালীগঞ্জ (ঝিনাইদহ) সংবাদদাতা : শুক্রবার কালীগঞ্জের আম বাগান এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ১৮ বাসযাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে ১২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। কালীগঞ্জ থানার ওসি মো. জুলফিকার আলী জানান, এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

যুগান্তর | বুধবার ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬
৮ আশ্বিন ১৪৩৩

ভালুকায় ভাইয়ের অটোতে পিষ্ট বোন

যুগান্তর ডেস্ক

ময়মনসিংহের ভালুকায় ভাইয়ের অটোরিকশার চাকায় পিষ্ট হয়ে বোন সানজিদা নিহত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকালে উপজেলার বগাজান-মল্লিকবাড়ী সড়কে বগাজান গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রাজধানীতে বাইক থেকে ছিটকে বাস চাপায় আরোহীর মৃত্যু হয়েছে এবং চলন্ত লেগুনা থেকে পড়ে প্রাণ গেছে কিশোরের। বারিধারা ও ভাটারার নতুন বাজার এলাকায় দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন নির্মাণশ্রমিকসহ দুজন। এছাড়া দুর্ঘটনায় চার স্থানে প্রাণ হারিয়েছেন আরও পাঁচজন। তাদের মধ্যে রংপুর ও কুষ্টিয়ায় সাবেক দুই সেনা সদস্যসহ তিনজন, গাইবান্ধায় গৃহবধূ ও পাবনায় মোটরসাইকেল আরোহী রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—



ভালুকা (ময়মনসিংহ) : নিহত সানজিদা উপজেলা বগাজান গ্রামের জসিম উদ্দিনের মেয়ে। সানজিদার ভাই ফরহাদ অটো চালাতেন। দুপুরে ফরহাদ বাড়ির পাশে গাড়ি রেখে খেতে যান। এ সময় চাবিটি গাড়িতেই রেখে দেন। সানজিদা অটোটি চালাতে গিয়ে চকার নিচে পিষ্ট হয়।

ঢাকা : বনানী এলাকায় বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী হাসান ইমাম সোহেলের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি মোহাম্মদপুরে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। সোহেল সহকর্মীর মোটরসাইকেলে মোহাম্মদপুর থেকে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় যাচ্ছিলেন। পথে বনানীর চেয়ারম্যান বাড়ি ও সৈনিক ক্লাবের মাঝামাঝি স্থানে তাদের মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয় একটি বাস। তখন দুই আরোহীই রাস্তায় ছিটকে পড়েন। এর মধ্যে সোহেল বাসটির সামনে পড়েন এবং চাকায় পিষ্ট হন। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় মোটরসাইকেল চালকও আহত হয়েছেন। তাকে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। সোহেলরানার বাড়ি কুমিল্লার দাউদকান্দি এলাকায়। এদিকে মোহাম্মদপুর থানাধীন ঢাকা উদ্যানের সামনে চলন্ত লেগুনা থেকে পড়ে কিশোর সাগরের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সাগর ভোলা চরফ্যাশনের মাছ ব্যবসায়ী ফিরোজের ছেলে। বর্তমানে মোহাম্মদপুর ঢাকা উদ্যানন এলাকায় পরিবারের সঙ্গে ভাড়া বাসায় থাকত। এদিকে বারিধারা এলাকায় প্রাইভেটকারের চাপায় মারা গেছেন মেহেদী হাসান নামের নির্মাণ শ্রমিক। মঙ্গলবার বিকালে বারিধারার এক নম্বর সড়কের ১৪ নম্বর বাসার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। অপরদিকে ভাটারার নতুন বাজারের সাঈদনগর এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী যুবক সুমনের মৃত্যু হয়েছে।

বনানীতে বা... আরোহী

সাবেক দুই ... ঝরল আ...

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
১১ আশ্বিন ১৪৩৩, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬

সৌদি আরবে সহকর্মীকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দিলেন আব্দুল্লাহ

কালীগঞ্জে শোকের মাতম

■ কালীগঞ্জ (গাজীপুর) সংবাদদাতা

জীবন বাজি রেখে বিপদে পড়া সহকর্মীকে বাঁচাতে গিয়ে সৌদি আরবের রিয়াদে বিষাক্ত কেমিক্যালের বিষক্রিয়ায় প্রাণ হারিয়েছেন মো. আব্দুল্লাহ (৩০) নামে এক বাংলাদেশি প্রবাসী। গাজীপুরের কালীগঞ্জ পৌরসভার দুর্বাটি গ্রামের সাবেক সেনাসদস্য মো. ইসমাঈল হোসেনের এই সন্তান প্রবাসের মাটিতে গড়েছেন আত্মত্যাগের এক বিরল দৃষ্টান্ত।

গত বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় দুপুর ৩টার দিকে রিয়াদের 'আব্দুল লতিফ কোম্পানি'তে এই হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে।

দীর্ঘ সাত বছর ধরে উক্ত কোম্পানিতে সুনামের সাথে কর্মরত আব্দুল্লাহ মাত্র এক মাস আগেই দেশ থেকে ছুটি কাটিয়ে কর্মস্থলে ফেরেন। ঘটনার দিন হঠাৎ কেমিক্যাল গ্যাস ছড়িয়ে পড়লে এক সহকর্মীকে মূর্ছা যেতে দেখে কালবিলম্ব না করে তাকে বাঁচাতে ছুটে যান আব্দুল্লাহ। তবে বিষাক্ত বাতাসের তীব্রতায় সহকর্মীসহ তিনি এবং আরো দুই জন বিদেশি নাগরিক ঘটনাস্থলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

নিহতের বড় ভাই আসাদ উল্লাহ জানান, পরোপকারী ভাইয়ের এমন করুণ মৃত্যু তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। মাত্র আড়াই বছরের কন্যাসন্তান আসপিয়া নূর ও গর্ভবতী স্ত্রীকে রেখে আব্দুল্লাহর এই চলে যাওয়া পরিবারটিতে অসীম অন্ধকার নেমে এনেছে।

স্বজনদের একটাই মিনতি—সরকারের সুদৃঢ় পদক্ষেপে যেন আব্দুল্লাহর মরদেহটি দ্রুত বাংলাদেশে এনে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ করে দেওয়া হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬

পৃথক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২

কালীগঞ্জে বাস দুর্ঘটনায় আহত ১৮

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

পৃথক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জন নিহত হয়েছেন। এদিকে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলায় বাস দুর্ঘটনায় ১৮ জন আহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার ও বৃহস্পতিবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি : সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে ট্রাকের ধাক্কায় এক অটোরিকশাচালক নিহত হয়েছেন। নিহতের নাম মোমিনুল ইসলাম। শুক্রবার ঢাকা-পাবনা মহাসড়কের সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার সরিষাকোল বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। শাহজাদপুর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ইনচার্জ পারভেজ আহমেদ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে পুলিশের সঙ্গে কথা বলে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

যুগান্তর
শনিবার ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬
১১ আশ্বিন ১৪৩৩

কদমতলীতে লিফটের ফাঁকা জায়গায় পড়ে নারী শ্রমিকের মৃত্যু

যাত্রাবাড়ী (ঢাকা) প্রতিনিধি

রাজধানীর কদমতলীর শনির আখড়ায় নির্মাণাধীন বহুতল ভবনের পঞ্চমতলায় লিফটের ফাঁকা জায়গায় পড়ে জোসনা বেগম নামে এক নারী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার শনির আখড়ার ২৪ ফুট সড়কের স্মৃতিধারা ৭/৮ নম্বর রোডে নির্মাণাধীন সাফা টাওয়ারের ভবনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দুপুরে ভবনের পঞ্চমতলায় ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করছিলেন জোসনা। এ সময় তিনি লিফটের জন্য রাখা ফাঁকা জায়গা দিয়ে নিচে পড়ে যান। সহকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে দুপুর সোয়া ২টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এলাকাবাসী জানান, নির্মাণাধীন ভবন রাজউকের ইমারত আইন না মেনেই ডেভেলপার কোম্পানি বহুতল ভবন নির্মাণ করছে। লিফটের খালি জায়গা কিছু দিয়ে আবদ্ধ রাখা হলে ওই নারীর মৃত্যু হতো না। কদমতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ আশরাফুজ্জামান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, লাশটি ঢামেক হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ১৪ আশ্বিন ১৪৩৩
Dhaka : Tuesday 29 September 2026

মোহনগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ডেকোরেটর কর্মচারীর মৃত্যু

প্রতিনিধি, মোহনগঞ্জ (নেত্রকোণা)

মোহনগঞ্জে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে আমিরুল ইসলাম (২৮) নামে এক ডেকোরেটর কর্মচারীর মৃত্যু হয়েছে। গত শনিবার রাত ১০টার দিকে উপজেলার বরান্তর গ্রামে বিয়ের অনুষ্ঠানে আলোকসজ্জার কাজ করতে গিয়ে তার মৃত্যু হয়েছে। বাড়ি পার্শ্ববর্তী সুনামগঞ্জ জেলার ধরমপাশা উপজেলার দশধরি গ্রামে। সে দশধরি গ্রামের বকুল মিয়ার ছেলে। নিহতের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায় তিনি ধরমপাশা বাজারে জিকু ডেকোরেটরে কর্মচারী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। শনিবার সকালে সরঞ্জামাদি নিয়ে বরান্তর গ্রামে যান। রাতে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মাটিতে পড়ে যান। বিয়ে বাড়ির লোকজন তাকে উদ্ধার করে মোহনগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ বিষয়ে মোহনগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাফিজুল ইসলাম বলেন, নিহতের পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আইনী প্রক্রিয়া শেষে ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

প্রথম আলো

মঙ্গলবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬,

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শ্রমিকের মৃত্যু

শরীয়তপুরের জাজিরায় গতকাল বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আরিফ হোসেন (৪৫) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। প্রতিনিধি, শরীয়তপুর

দৈনিক ইত্তেফাক

মঙ্গলবার
১৪ আশ্বিন ১৪৩৩, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬

সড়কে ঝরল ১২ প্রাণ

বরিশালে মোটরসাইকেল আরোহী তিন বন্ধুর মৃত্যু

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

গতকাল সোমবার পাটগ্রামে ট্রাক-অটোরিকশা ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে চার ব্যক্তি ও বরিশালে মোটরসাইকেল আরোহী তিন বন্ধুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া, পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় গাজীপুরে মা ও মেয়ে, চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে এক শিশু, চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে এক শিশু, নরসিংদীতে এক ব্যক্তি প্রাণ হারান।

পাটগ্রাম (লালমনিরহাট) সংবাদদাতা জানান, পাটগ্রাম উপজেলায় ট্রাক-অটোরিকশা ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে চার ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ সময় আরো ছয় অটোরিকশা আরোহী গুরুতর আহত হন। গতকাল সোমবার সকাল ৮টার দিকে উপজেলা বুড়িমারী ইউনিয়নের ঘুন্টিঘর নামক স্থানের লালমনিরহাট-বুড়িমারী মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন ঐ উপজেলার বুড়িমারী ইউনিয়নের ইসলামপুর (ডাঙ্গাপাড়া) গ্রামের বাসিন্দা মজিবর রহমানের ছেলে নুর আমীন (৩০)। একই ইউনিয়নের গুড়িয়াটারী গ্রামের বাসিন্দা ফাতুল হোসেন (৩৫) ও একই গ্রামের মনিরুলের ছেলে মোস্তাকিম (১৮)। পরে দুপুর ১২টার দিকে রংপুর নেওয়ার পথে বুড়িমারী বাজারের এলাকার আনোয়ার (২০) মারা যান।

আহতরা হলেন উপজেলার বুড়িমারী ইউনিয়নের বুড়িমারী গ্রামের দিপু, একই ইউনিয়নের মিশন, আইনুল হক, ঘুন্টি বাজারের বাদশা, একই গ্রামের জাফর, পুলিশ ও অটোচালক সাইফুল ইসলাম। এর মধ্যে পাঁচ ব্যক্তিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, সোমবার সকাল ৮টার দিকে লালমনিরহাট-বুড়িমারী স্থলবন্দর মহাসড়কে লালমনিরহাট থেকে ছেড়ে আসা বুড়িমারীগামী দশচাকার একটি খালি ট্রাক ঘুন্টিবাজার নামক মহাসড়কে পৌঁছালে ঐ ট্রাকের একটি চাকা বিকট শব্দে ফেটে যায়। এ সময় ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপরীত দিক বুড়িমারী স্থলবন্দর বাজার থেকে ছেড়ে আসা অটোরিকশা ভ্যানকে চাপা দিয়ে পাশের দুই-তিনটি দোকান ঘরে ঢুকে পড়েন। এতে ঘটনাস্থলেই দুই জন ও হাসপাতালে নেওয়ার পথে আরো এক জনের মৃত্যু হয়। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় উপজেলা কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক আরো এক জনের মৃত্যু ঘোষণা করেন। তাছাড়াও আহত ছয় জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিক্যালে কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনায় পাশের তিনটি দোকান সম্পূর্ণ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

যুগান্তর

শুক্রবার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬

সৌদি আরবে সড়কে দুই যুবক নিহত

কালীগঞ্জে শোকের মাতম

কালীগঞ্জ (গাজীপুর) প্রতিনিধি

সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে সড়ক দুর্ঘটনায় কালীগঞ্জের দুই প্রবাসী বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। গত ১৮ সেপ্টেম্বর দিবাগত মধ্যরাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—কালীগঞ্জ উপজেলার মোক্তারপুর ইউনিয়নের ধনপুর দক্ষিণপাড়ার মৃত আহসান উল্লাহ খন্দকারের ছেলে আলমগীর খন্দকার (৪৪) ও একই ইউনিয়নের ধনপুর ফকিরপাড়ার মৃত রশিদ ফকিরের ছেলে ফরহাদ ফকির (৩৫)। এ ঘটনায় স্বজনদের মাঝে শোকের মাতম চলছে। নিহতের স্বজনরা জানান, আলমগীর ও ফরহাদ রিয়াদের পুরোনো বাণিজ্যিক এলাকা আল-বাথায় থাকতেন। প্রবাসী বাংলাদেশীদের কাছে এলাকাটি 'ছোট বাংলাদেশ' নামে পরিচিত। সেখানে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি বসবাস করেন। স্বজনদের আরও জানান, আলমগীর ২০২২ সালের জুনে এবং ফরহাদ ২০২৪ সালের মার্চে রিয়াদে যান। তারা নির্মাণ শ্রমিক হিসাবে কাজ করতেন। ১৮ সেপ্টেম্বর রাতে কর্মস্থল থেকে ফেরার পথে তারা দুর্ঘটনার শিকার হন। ১৯ সেপ্টেম্বর ভোরে স্বজনরা তাদের মৃত্যুর খবর পান। দুর্ঘটনার পর সৌদি আরবের স্থানীয় পুলিশ লাশ উদ্ধার করে। বর্তমানে তাদের লাশ রিয়াদের আল-গুমাইসি হাসপাতালের হিমাগারে রাখা আছে বলে জানা গেছে। তাদের লাশ দেশে আনতে ২০ সেপ্টেম্বর প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নরসিংদী জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে আবেদন করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে দ্রুত তাদের লাশ দেশে আসবে বলে স্বজনরা আশা করছেন। নিহত আলমগীরের চাচাতো ভাই শফিকুল ইসলাম এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। কালীগঞ্জ থানার ওসি জাকির হোসেন বলেন, এমন মৃত্যু খুবই দুঃখজনক। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদের লাশ দেশে আনা হবে।



আলমগীর



ফরহাদ

প্রথম আলো

শনিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬,

তিন জেলায় ৭ জন নিহত

সড়ক দুর্ঘটনা

প্রথম আলো ডেস্ক

দেশের তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত সাতজন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে মাদারীপুরে বিকল বাসের পেছনে আরেক বাসের ধাক্কায় তিনজন, নরসিংদীতে কাভার্ড ভ্যান ও সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন এবং হবিগঞ্জে মোটরসাইকেল ও ইজিবাইকের সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন।

মাদারীপুরের দুর্ঘটনাটি গতকাল শুক্রবার বিকেলে শিবচর উপজেলার বাখরেরকান্দিতে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে ঘটে। আহত হন ১৫ জন।

ফায়ার সার্ভিস ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গোপালগঞ্জ থেকে ঢাকাগামী একটি বাসের চাকা বিকল হয়ে যায়। এ সময় বাসটিকে পেছন থেকে আসা আরেকটি বাস জোরে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে নিহত হন ও কমপক্ষে ১৫ জন আহত হন। আহত ব্যক্তিদের ফরিদপুরের ভাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা স্থানীয় হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ভর্তি করেন।

নরসিংদী সদর উপজেলার পাঁচদোনা ইউনিয়নের ভাটপাড়ায় গতকাল সকালে কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত হন। তাঁরা হলেন জেলার সদর উপজেলার অনন্তরামপুরের খোরশেদ আলমের ছেলে সাইদুল ইসলাম (২২) ও ঢাকার আশুলিয়ার মাতাইল দক্ষিণ পাড়ার হারিস মোল্লার ছেলে নুর উদ্দিন।

হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার চান্দপুরে গতকাল বিকেলে টমটমের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন দুজন। নিহত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার হলহলিয়া গ্রামের বাসিন্দা নির্মাণশ্রমিক মহাদ্দিস খান (২৭) ও শায়তান গ্রামের বাসিন্দা নয়ন মিয়া (২১)।

প্রত্যক্ষদর্শীর সূত্রে জানা যায়, নিহত দুজন চান্দপুর চা-বাগান এলাকায় ঘুরতে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে টমটমের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ হলে ঘটনাস্থলেই তাঁদের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর সড়কে কিছু সময় যানজটের সৃষ্টি হয়।

সংবাদ

ঢাকা : বৃহস্পতিবার ৯ আশ্বিন ১৪৩৩
Dhaka : Thursday 24 September 2026

নাটোরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১

প্রতিনিধি, শেরপুর (বগুড়া)

নাটোর সদর উপজেলায় ট্রাকের সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সের সংঘর্ষে স্বপন চন্দ্র (৬০) নামে এক অ্যাম্বুলেন্স চালক নিহত হয়েছেন। গত সোমবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে নাটোর-রাজশাহী মহাসড়কের চাঁদপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত স্বপন চন্দ্র বগুড়ার শেরপুর উপজেলার খানপুর ইউনিয়নের ভীমজানী গ্রামের গোবরধন চন্দ্রের ছেলে।

পবা হাইওয়ে থানার সহকারী উপপরিদর্শক হায়দার আলী জানান, ভোরের দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রোগী নামিয়ে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুর খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজে ফিরছিলেন স্বপন। পথে চাঁদপুর এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সটির সংঘর্ষ হয়। এতে অ্যাম্বুলেন্সটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই চালক স্বপন নিহত হন।

কমক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

প্রথম আলো
শুক্রবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬,

কাভার্ড ভ্যানচাপায় ২ জেলায় নিহত ২

সড়ক দুর্ঘটনা

নরসিংদী ও ফেনীতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রাজধানীতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় শ্রমিক নিহত।

প্রথম আলো ডেস্ক

নরসিংদীর পলাশ উপজেলার ঘোড়াশালে কাভার্ড ভ্যানের চাকায় পিষ্ট হয়ে সোহেল মিয়া (২৭) নামের এক তরুণ নিহত হয়েছেন। সৌদি আরবে যাওয়ার জন্য ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিতে রাজধানীর উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন তিনি। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে ঘোড়াশাল শহীদ ময়েজ উদ্দিন সেতুর পূর্ব প্রান্তে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সোহেল মিয়া নরসিংদীর পলাশ উপজেলার ঘোড়াশাল পৌরসভার ভাড়ারিয়াপাড়ার জালাল মিয়ার ছেলে। তিনি স্থানীয় একটি কাঠের দোকানে কাজ করতেন।

ফেনীতে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের আরোহী ব্র্যাকের এক নারী কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে ফেনী-নোয়াখালী মহাসড়কের দাগনভূঞা বাজারের দাগনভূঞা আতাতুর্ক হাইস্কুল মার্কেটের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।



বাসটি উল্টে আহত হয়েছেন ৩৫ যাত্রী। গতকাল ভোরে কুমিল্লার দাউদকান্দির বেকিনগরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে। ছবি : প্রথম আলো

নিহত কর্মকর্তার নাম জোবায়দা আক্তার (৩০)। তিনি ফেনীর সোনাগাজী উপজেলার চরলক্ষ্মীগঞ্জ গ্রামের ডাক্তার বাড়ির বাসিন্দা। নিহত জোবায়দা আক্তার দাগনভূঞা ব্র্যাক অফিসের ক্রেডিট অফিসার পদে কর্মরত ছিলেন।

এ ছাড়া ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার বেকিনগর নামক স্থানে গতকাল ভোরের দিকে ঢাকাগামী রয়েল কোচ পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে বাস থাকা কমপক্ষে ৩৫ যাত্রী আহত হন। আহত ব্যক্তিদের দাউদকান্দি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়। দুর্ঘটনার কারণে ঢাকাগামী দুই লেনের মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে দাউদকান্দি উপজেলার বেকিনগর থেকে ইলিয়টগঞ্জ পর্যন্ত প্রায় আট কিলোমিটার এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়।

মোটরসাইকেলের ধাক্কায় শ্রমিক নিহত

গত বুধবার দিবাগত রাতে কাঁচাবাজার করতে বাসা থেকে বেরিয়েছিলেন পোশাকশ্রমিক মো. হাসান তালুকদার (৪৮)। রাজধানীর তুরাগের নলভোগ কবরস্থান-সংলগ্ন সড়ক পার হওয়ার সময় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন তিনি। হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ জানায়, হাসান তালুকদার নলভোগ এলাকার একটি মেসে থাকতেন। তিনি একটি পোশাক কারখানায় অ্যাকসেসরিজ লেভেল অপারেটর হিসেবে কাজ করতেন। ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের উপপরিদর্শক মো. সেলিম হোসেন। তিনি বলেন, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কলেজের মর্গে রাখা হয়েছে।

হাসান তালুকদারের বাড়ি পিরোজপুর সদর উপজেলার উদয়কাঠি গ্রামে। তাঁর বাবার নাম আবদুস সোবাহান তালুকদার।

প্রথম আলো
বুধবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬,

মালয়েশিয়ায় বজ্রপাতে মৃত্যু | মালয়েশিয়ায় সোমবার বাগানে কাজ করার সময় বজ্রপাতে হিরন মিয়া নামের এক বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে। তাঁর বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। নিজস্ব প্রতিবেদক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

যুগান্তর | শুক্রবার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ | ১০ আশ্বিন ১৪৩৩

প্রবাসীকে নিয়ে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় নিহত ২

যুগান্তর ডেস্ক

বগুড়ার শাজাহানপুরে মাইক্রোবাস-ট্রাক সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও সাতজন। বৃহস্পতিবার ভোরে উপজেলার নয়মাইল বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। জেলার শেরপুর উপজেলায় মাইক্রোবাসের ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছেন এক যুবক। এছাড়া দুর্ঘটনায় দুই স্থানে নিহত হয়েছেন আরও দুজন। তাদের মধ্যে ঢাকায় পথচারী এবং নরসিংদীতে যুবক রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

বগুড়া, শেরপুর ও ক্ষেতলাল (জয়পুরহাট) : নিহতরা হলেন—জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার গোপিনাথপুর গ্রামের ফারুক মন্ডলের ছেলে মাইক্রোচালক ফেরদৌস মন্ডল এবং একই উপজেলার বারইল গ্রামের হাসের আলীর ছেলে জুবায়েদুল ইসলাম। ঢাকা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিদেশফেরত স্বজন মিয়াকে মাইক্রোবাসে নিয়ে তার স্বজনরা জয়পুরহাটের আক্কেলপুরে ফিরছিলেন। ভোরে শাজাহানপুর উপজেলার নয়মাইল বাসস্ট্যান্ড এলাকায় মাইক্রোটি মহাসড়কের বিপরীতমুখী লেনে উঠে যায়। তখন বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মাইক্রোচালক ফেরদৌস ও যাত্রী জুবায়েদুল নিহত হন। এদিকে, বগুড়ার শেরপুরে মাইক্রোর ধাক্কায় যুবক রুবেল হোসেন নিহত হয়েছেন। ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের শেরপুরের ঘোগা বটতলা এলাকায় বুধবার এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি উপজেলার সুঘাট ইউনিয়নের ক্ষিদির হাসড়া হঠাৎপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।



তিন স্থানে ঝরল আরও তিন যুবকের প্রাণ

ঢাকা : তুরাগে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় পথচারী হাসান তালুকদার নিহত হয়েছেন। তিনি পেশায় এক্সেসরিজ লেভেল অপারেটর ছিলেন। বুধবার রাতে তুরাগ থানাধীন নলভোগ কবরস্থানসংলগ্ন এলাকায় রাস্তা পারাপারের সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত হাসানের গ্রামের বাড়ি পিরোজপুর সদর উপজেলার উদয়কাঠি গ্রামে। তার বাবার নাম আব্দুস সোবাহান তালুকদার। তিনি তুরাগের নলভোগ এলাকায় একটি ব্যাচেলর বাসায় থাকতেন।

পলাশ (নরসিংদী) : পলাশে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় যুবক সোহেল মিয়ার মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে ঘোড়াশালের ময়েজউদ্দিন সেতুতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সোহেল উপজেলার ভাড়ারিয়াপাড়া এলাকার জালাল মিয়ার ছেলে।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ১৩ আশ্বিন ১৪৩৩
Dhaka : Monday 28 September 2026

খোকসায় ড্রাম ট্রাকের চাপায় যুবক নিহত

প্রতিনিধি, খোকসা (কুষ্টিয়া)

কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী মহাসড়কের খোকসা উপজেলার বিলজানি বাজার এলাকায় দ্রুতগতির একটি ড্রাম ট্রাকের চাপায় পিষ্ট হয়ে এক করিমন চালক নিহত হয়েছেন। নিহত করিমন চালক মুন্না (১৯) চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার মুন্সিগঞ্জ গ্রামে মোতালেব মিয়ার পুত্র।

স্থানীয় এলাকাবাসী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রবিবার সকাল ৯টার দিকে করিমন চালক মুন্না তার যানবাহনটি নিয়ে রাজবাড়ীর উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি বিলজানি বাজার এলাকায় পৌঁছালে কুষ্টিয়া অভিমুখী একটি দ্রুতগতির ড্রাম ট্রাক (কুষ্টিয়া ট-১১-২১৩৯) করিমনটিকে সজোড়ে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই চালক মুন্না নিহত হন।

ঘটনার পরপরই স্থানীয়রা পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দুর্ঘটনা কবলিত যানটি উদ্ধারসহ পরবর্তী আইনি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

সংবাদ
রোববার ১২ আশ্বিন ১৪৩৩
Sunday 27 September 2026

নরসিংদীতে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

প্রতিনিধি, নরসিংদী

নরসিংদীর শিবপুর উপজেলার পুটিয়া ইউনিয়নের পূর্ব সৈয়দনগর গ্রাম থেকে সুমন মিয়া (৩০) নামে একজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে পূর্ব সৈয়দনগর গ্রামের শমসের ডাক্তারের বাড়ির পাশে জমি থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত সুমন মিয়া পুটিয়া ইউনিয়নের তেলিয়া গ্রামের ওবায়দুল হকের ছেলে। সে পেশায় রিকশাচালক। আগে থেকেই তার খিঁচুনি রোগ ছিল জানান স্বজনরা। পুলিশ ও নিহতের স্বজনরা জানান, পূর্ব সৈয়দনগর গ্রামে শমসের ডাক্তারের বাড়ির পাশে খোকা মিয়ার বাড়ির মালামাল টানত রিকশাচালক সুমন মিয়া। শুক্রবার দুপুরে সুমন মিয়া রিকশা নিয়ে খোকা মিয়ার বাড়িতে আসলে তাদের গবাদি পশুর জন্য পাশের জমি থেকে ঘাষ কাটতে অনুরোধ করলে প্লাস্টিকের বস্তা ও কাচি নিয়ে ঘাস কাটতে যায়। ঘাস কেটে বাড়িতে না ফেরায় খোকা মিয়ার বাড়ির লোকজন খোঁজাখুঁজি করে রাতে শমসের ডাক্তারের বাড়ির পাশে বৃষ্টির পানিতে ডুবা এক জমিতে দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে শিবপুর মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আল-মামুন রাত সাড়ে ১০টায় মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। ধারণা করা হচ্ছে কোনো একসময় খিঁচুনি রোগে আক্রান্ত হয়ে পানিতে ডুবে সুমন মিয়া মারা যায়।

উপপরিদর্শক (এসআই) আল-মামুন জানান, পূর্ব সৈয়দনগর গ্রামের বৃষ্টির পানিতে ডুবা এক পতিত জমি থেকে সুমন মিয়ার মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসি। পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আইনগত প্রক্রিয়া শেষে বিনা ময়নাতদন্তে পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তরে প্রক্রিয়া চলছে।

বণিক বার্তা
বুধবার, সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৬

নদীতে নিখোঁজ

ঝালকাঠির কাঁঠালিয়া উপজেলায় বিষখালী নদীতে ইলিশ মাছ ধরতে গিয়ে আবদুল মন্নান হাওলাদার (৫৫) নামে এক জেলে নিখোঁজ হয়েছেন। গতকাল বেলা সাড়ে ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিখোঁজ জেলে উপজেলার আওরাবুনিয়া ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত আবদুল মজিদ হাওলাদারের ছেলে। কাঁঠালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু নাছের রায়হান নিখোঁজের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, ঝালকাঠি

যুগান্তর
রোববার ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬
১২ আশ্বিন ১৪৩৩

রাজধানীতে সড়ক দুর্ঘটনায় বিদেশি নাগরিকসহ নিহত ৪

আরও পাঁচ জেলায় ৭ প্রাণহানি

যুগান্তর ডেস্ক

রাজধানীতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় বিদেশি নাগরিকসহ চারজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে বনানীতে দুজন এবং পূর্বাচলের ৩০০ ফিট এলাকায় শাশুড়ি ও পুত্রবধূ রয়েছেন। শুক্রবার রাতে দুর্ঘটনা দুটি ঘটে। আরও পাঁচ জেলায় সড়কে প্রাণ গেছে ৭ জনের। তাদের মধ্যে মানিকগঞ্জের শিবালয়ে মা-মেয়ে, টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে দুই স্কুলছাত্র, নওগাঁর মহাদেবপুরে ভ্যানচালক, জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে মোটরসাইকেলচালক এবং কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বৃদ্ধ রয়েছেন। স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ—

ঢাকা ও হাজারীবাগ : কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় নিহত মোটরসাইকেলের দুই আরোহী হলেন রাইড শেয়ারিং চালক খালেদ সাইফুল্লাহ ও পশ্চিম আফ্রিকার দেশ সিয়েরালিওনের নাগরিক মাইকেল। শুক্রবার রাত সোয়া ১১টার দিকে বনানীর আমতলী মোড়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

পুলিশ জানিয়েছে, নিহত মাইকেল ঢাকায় কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়েছিল। শুক্রবার তিনি স্কুল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নেন। শনিবার নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল তার। আর খালেদ সাইফুল্লাহর বাড়ি নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী উপজেলায়। তিনি ভাড়ায় মোটরসাইকেল চালাতেন। এদিকে পূর্বাচলের ৩০০ ফিট এলাকায় রাস্তা পার হতে গিয়ে দ্রুতগতির ট্রাকের ধাক্কায় নিহতরা হলেন পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) মেহেদী হাসানের মা ও তার স্ত্রী আফরোজা আকতার শান্তা। তারা ঢাকা জেলার কদমতলী থানার শ্রীধারা এলাকার বাসিন্দা। শুক্রবার রাত ১০টার দিকে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

মানিকগঞ্জ : নিহতরা হলেন শিবালয় উপজেলার জাফরগঞ্জ পয়লা গ্রামের আরফান আলী শেখের মেয়ে সনিয়া ও তার শিশুকন্যা জান্নাত। শনিবার শিবালয়ে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের টেপড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। সনিয়ার স্বামী আবুল হোসেন জানান, শনিবার সকালে পরিবার নিয়ে মোটরসাইকেলে কর্মস্থল টাঙ্গাইলের উদ্দেশে রওয়ানা হন তিনি। টেপড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পৌঁছালে উলটোপথে বিপরীত দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা গোল্ডেন লাইন্ পরিবহণের বাস তাদের মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয়। মোটরসাইকেল থেকে তার স্ত্রী কোলে থাকা শিশুসহ পড়ে যান। তারা গুরুতর আহত হন। তাদের শিবালয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক সনিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিশুটিও মারা যায়।

টাঙ্গাইল ও মির্জাপুর : রাস্তা পার হতে গিয়ে বাসচাপায় নিহতরা হলো মির্জাপুরের জামুর্কি গ্রামের ডালিমের ছেলে রুদ্র ও গাজীপুরের সফিপুর এলাকার পঙ্কুর ছেলে ঝলক। শনিবার জামুর্কি বাসস্ট্যান্ডের কাছে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

মহাদেবপুর (নওগাঁ) : ভ্যানে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় নিহত আব্দুস সামাদ ওরফে ভোলা মহাদেবপুর উপজেলার শিবরামপুর গ্রামের মৃত মুনসুর আলীর ছেলে। শনিবার উপজেলার বসনা ব্রিজ এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

জয়পুরহাট : যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে নিহত আকাশ মণ্ডল জয়পুরহাট সদর উপজেলার মধুপুর গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে। শনিবার জয়পুরহাট-পাঁচবিবি-হিলি সড়কের পাঁচবিবি পৌর শহরের নাকুরগাছিতে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) : বাইসাইকেলে গাড়ির ধাক্কায় নিহত কিফাত মোল্লা দৌলতপুর উপজেলার শেহালা মাঠপাড়া এলাকার মৃত দবির মোল্লার ছেলে। শনিবার শেহালা মাঠপাড়া এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

যুগান্তর
সোমবার ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২
১৩ আশ্বিন ১৪৩৩

টঙ্গীতে কাভার্ডভ্যান চাপায় মা-ছেলে নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

গাজীপুরের টঙ্গীতে কাভার্ডভ্যান চাপায় মা আয়েশা খাতুন ও ছেলে ইয়াছিন নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় ইয়াছিনের স্ত্রী আরজিনা গুরুতর আহত হয়েছেন। রোববার বিকালে টঙ্গী উড়াল সড়কের স্টেশন রোড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় তিন স্থানে আরও তিনজন প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে খাগড়াছড়ি ও নাটোরে দুই চালক এবং ফরিদপুরে কিশোর রয়েছে।

খাগড়াছড়ি : মাটিরাঙ্গায় মালবাহী জিপ (চাঁদের গাড়ি) খাদে পড়ে চালক নিহত হয়েছেন। রোববার সকালে আলুটিলা সাপমারা এলাকায় রোববার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জিপ চালকের নাম চন্দন দত্ত। তিনি খাগড়াছড়ি পৌরসভার অমূল্য দত্তের ছেলে।



শোরসহ
প্রাণ

ফরিদপুর : মধুখালীতে নসিমন উলটে কিশোর রাহুল মোল্লার মৃত্যু হয়েছে। শনিবার বিকালে উপজেলার কামালদিয়া ইউনিয়নের রাইকদহ ব্রিজসংলগ্ন সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রাহুল মধুখালী উপজেলার উলুহাট গ্রামের বাকি মোল্লার ছেলে।

যুগান্তর
বুধবার ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬
১৫ আশ্বিন ১৪৩৩

মেয়ের বিয়ের বাজার করে ফেরা হলো না বাবার

যুগান্তর ডেস্ক

শুক্রবার মেয়ের বিয়ে। বাড়িতে চলছিল প্রস্তুতি, আনন্দ আর ব্যস্ততা। মঙ্গলবার বরপক্ষের লোকজনও আসার কথা ছিল। তাই মেয়ের বিয়ের বাজার করতে ভোরে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন বাবা লোকমান হোসেন। কিন্তু সেই বাজার নিয়ে আর ফেরা হলো না তার। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছেন তিনি। দুর্ঘটনায় মারা গেছেন এক ব্যবসায়ীও। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় তিন স্থানে নিহত হয়েছেন আরও চারজন। তাদের মধ্যে ফেনীতে যুবক, মৌলভীবাজারে অটোচালক এবং টাঙ্গাইলে ব্যাংক কর্মকর্তাসহ দুজন রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ



কুলাউড়া (মৌলভীবাজার) : রাজনগর উপজেলায় প্রাইভেটকারচাপায় অটোরিকশাচালক সুধাময় দেবের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার মৌলভীবাজার-কুলাউড়া সড়কের চাতুরা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সুধাময় রাজনগর উপজেলার পাঁচগাঁও ইউনিয়নের ভূমিউড়া গ্রামের বাসিন্দা।

সখীপুর ও কালিহাতী (টাঙ্গাইল) : সখীপুরে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয় অটোচালক সিরাজুল ইসলামের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে সখীপুর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সিরাজুল পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের জায়েদা মার্কেট এলাকার মৃত এছহাক আলীর ছেলে। এদিকে কালিহাতীতে গাড়িচাপায় ব্যাংক কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার দুপুরে টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ মহাসড়কে কালিহাতীর চাটিপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। শহিদুল ঘাটাইল উপজেলার কোনাবাড়ী গ্রামের মোয়াজ্জেম হোসেন মাজম আলীর ছেলে। তিনি কালিহাতী উপজেলার চাটিপাড়া আশা এনজিও ব্যাংকের সিনিয়র লোন অফিসার ছিলেন।

দেশ রূপান্তর
বুধবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬

সড়কে ঝরল ৬ প্রাণ

রূপান্তর ডেস্ক

বাঁশখালী (চট্টগ্রাম), বগুড়া ও সাতক্ষীরায় সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জন নিহত ও দুজন আহত হয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর।

শিবালয় (মানিকগঞ্জ) : ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার টেপড়া এলাকায় রয়েল এক্সপ্রেসের দূরপাল্লার বাসের সঙ্গে কাভার্ড ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে শাহ আলম নামে এক কাভার্ডভ্যান চালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় বাসের হেলপার গুরুতর আহত হয়েছেন। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

যুগান্তর
সোমবার ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬
১৩ আশ্বিন ১৪৩৩

চন্দনাইশে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

চাঁপাইনবাবগঞ্জে গোসলে নেমে প্রাণ গেল দুযুবকের

ভেড়ামারায় নিখোঁজ কৃষকের লাশ উদ্ধার

যুগান্তর ডেস্ক

চাঁপাইনবাবগঞ্জে মহানন্দায় গোসল করতে নেমে প্রাণ হারিয়েছেন দুই যুবক। ভেড়ামারায় নৌকা থেকে পড়ে নিখোঁজ কৃষকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। চন্দনাইশে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু হয়েছে। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান : চট্টগ্রামের চন্দনাইশে বিদ্যালয় থেকে ফিরে খেলতে গিয়ে পুকুরের পানিতে ডুবে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। রোববার সৈয়দাবাদ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। হেলাল ওই এলাকার মোহাম্মদ ইদ্রিসের ছেলে। কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় পদ্মা নদীতে নিখোঁজের ৪৮ ঘন্টা পর ভেসে উঠেছে উজির আলী নামে কৃষকের লাশ। রোববার পাবনার সুজানগরের সাতবাড়ির কাছে পদ্মা নদী থেকে তার লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এর আগে শুক্রবার পদ্মার চরাঞ্চলে জমিতে কাজ করে বাড়ি ফেরার পথে নৌকা থেকে পড়ে নিখোঁজ হন উজির আলী। তিনি মণ্ডলপাড়ার মৃত খেজের আলীর ছেলে। চাঁপাইনবাবগঞ্জে মহানন্দায় গোসল করতে নেমে দুই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। রোববার দিয়াড় ধাইনগর এলাকায় মহানন্দা নদীতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন মহিপুর ভাটোপাড়া গ্রামের সুজন ও সাব্বির আহমেদ (১৯)।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬
১৭ ভাদ্র ১৪৩৩

সৌদি আরবে গুলিতে বাংলাদেশি যুবক নিহত

বেগমগঞ্জ (নোয়াখালী) প্রতিনিধি

সৌদি আরবে গুলিতে মো. কামরুল জামান (৩৭) নামে এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। এ সময় হামলাকারী সৌদি তরুণ নিজের মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেন। স্থানীয় সময় রোববার ভোরে তায়েফ শহরের হাওয়াইয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত কামরুল নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের কাজীবাড়ির খোরশেদ আলমের ছেলে। তিনি দুই সন্তানের জনক ছিলেন।

জানা যায়, ঘটনার দিন ভোরে কামরুল সুপার মার্কেটের ডিউটি শেষ করে বাসায় ফেরার পথে দাঁড়িয়ে মোবাইল ফোনে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এ সময় হঠাৎ এক সৌদি তরুণ এসে তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। প্রাণ বাঁচাতে কামরুল দৌড়ে কর্মস্থল সুপার মার্কেটের ভেতরে ঢুকে পড়েন। হামলাকারীও পেছনে দৌড়ে মার্কেটের ভেতরে ঢুকে কামরুলকে পরপর তিনটি গুলি করে। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। এরপর ওই স্থানে দাঁড়িয়ে হামলাকারী নিজের মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করে। কুতুবপুর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য (মেম্বার) আবু নাসের চৌধুরী বলেন, জীবিকার তাগিদে প্রায় আড়াই বছর আগে সৌদি আরব যান কামরুল। রোববার বেলা ১১টার দিকে পরিবারের সদস্যরা ঘটনা জানতে পারেন। এতে পরিবার ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কী কারণে সৌদি তরুণ কামরুলকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

সমকাল
বৃহস্পতিবার। ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬

মানববন্ধন

নড়াইল প্রতিনিধি

নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার ভাটগাতি গ্রামের কৃষক মফিজ মোল্যাকে শ্বাসরোধে হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত আসামিদের দ্রুত ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন করেছে ভুক্তভোগী পরিবার ও এলাকাবাসী। বুধবার সকাল সাড়ে ১০টায় লোহাগড়া উপজেলা পরিষদের গেটের সামনের সড়কে এ মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ১৭ ভাদ্র ১৪৩৩
Dhaka : Tuesday 1 September 2026

সমুদ্রে জাল পাতা নিয়ে সংঘর্ষ, ৩ জেলে আহত

প্রতিনিধি, শরণখোলা (বাগেরহাট)

সমুদ্রে একই স্থানে ইলিশ আহরনের জাল পাতাকে কেন্দ্র করে দুই দল জেলের মধ্যে সৃষ্ট সংঘর্ষে উভয় পক্ষের তিন জন আহত হয়েছে। গত রোববার বিকেলে দুবলার মেহের আলী চরসংলগ্ন সাগরে এই ঘটনা ঘটে।

ঘটনার সময় নগদ টাকা, আহরিত ইলিশ এবং মাছ ধরার সরঞ্জাম লুট করে নিয়ে যাওয়ারও পরস্পর বিরোধী অভিযোগ করা হয়েছে।

আহত জেলেরা হলেন, রিয়াজ হাওলাদার (৩৫), আশিক (২৫) এবং প্রতিপক্ষের মিজানুর রহমান (৩০)। আহতদের পূর্ব সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জের আলোরকোলের কোস্টগার্ড সদস্যরা উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছেন।

বন বিভাগ, কোস্টগার্ড ও জেলেদের মাধ্যমে এতথ্য নিশ্চিত হলেও, সংঘর্ষে জাড়ানো জেলেরা কোন এলাকার তা জানা সম্ভব হয়নি।

আহত জেলেদের বরাদ দিয়ে মেহেরআলীর চর থেকে মৎস্য ব্যবসায়ী মো. আলিম বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে মোবাইল ফোনে জানান, সুন্দরবনের মেহেরআলী সংলগ্ন সমুদ্রে জাল পাতাকে কেন্দ্র করে জেলে রিয়াজ হাওলাদার এবং প্রতিপক্ষের মিজানুর রহমান গ্রুপের মধ্যে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে সংঘর্ষে রূপ নেয়। এতে উভয় পক্ষের তিন জন আহত হন। এ সময় মিজান গ্রুপের জেলেরা রিয়াজ গ্রুপের মাছ পরিবহনের (কেরিং বোট) ট্রলার থেকে প্রায় ৫ লাখ টাকা মূল্যের ইলিশ ও বেশকিছু নগদ টাকাসহ বিভিন্ন মালামাল ছিনিয়ে নেয়।

আলোরকোল কোষ্টগার্ড কন্টিনজেন্টের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, দুই দল জেলে মধ্যে সংঘর্ষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত তিন জনকে উদ্ধার করা হয়। পরে তাদেরকে অফিসে এনে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। তাদেরকে উন্নত চিকিৎসার জন্য, শরণখোলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের উদ্দেশে পাঠানো হয়েছে বলে কোষ্টগার্ডের ওই কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জের দুবলা ফরেষ্ট টহল ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মিল্টন রায় ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

সময়ের আলো
বুধবার। ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

চোর সন্দেহে ট্রাক্টর চালককে পিটিয়ে হত্যা

চান্দিনা (কুমিল্লা) প্রতিনিধি

কুমিল্লার চান্দিনায় চোর সন্দেহে আরিফ হোসেন (৪০) নামে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটায় চান্দিনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পার্শ্ববর্তী দেবীদ্বার উপজেলার কুরুইন গ্রামের এক ব্যক্তির সিএনজি অটোরিকশা চুরি হয়। ওই চুরির ঘটনায় স্থানীয়রা সাকিল নামে সন্দেহভাজন একজনকে আটক করে এবং সাকিলের দেওয়া তথ্যমতে স্থানীয়রা সোমবার রাতে আরিফ হোসেনকে হাড়িখোলা থেকে ধরে নিয়ে যায়। সারা রাত বিভিন্ন স্থানে নিয়ে তাকে মারধর করার পর সকালে হাড়িখোলা নিয়ে আসে। সেখান থেকে অনেক লোকজনের উপস্থিতিতে আবারও কুরুইন গ্রামের লোকজন তাকে তুলে নিয়ে যায়। দুপুর আড়াইটায় কয়েকজন লোক আরিফকে চান্দিনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। চান্দিনা থানার ওসি নুরুজ্জামান জানান, হাসপাতাল থেকে ফোন করার পর তাৎক্ষণিকভাবে আমি হাসপাতালে যাই।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
E-mail : sportsjugantor@gmail.c

কাশিমপুরে নিখোঁজ চালকের লাশ উদ্ধার, গ্রেফতার ২

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরীর কাশিমপুরে মো. হৃদয় নামে এক অটোরিকশাচালকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময় লুণ্ঠিত অটোরিকশাসহ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে এ ঘটনায় জড়িত আরও তিনজন অভিযানকালে পালিয়ে যায় বলে জানা গেছে। নিহত হৃদয় আশুলিয়ার পূর্ব বাইদগ্রাম এলাকার মো. আইয়ুব রানার গ্যারেজ থেকে অটোরিকশা ভাড়া নিয়ে চালাতেন। জানা গেছে, গত ৩১ আগস্ট সকালে অটোরিকশা নিয়ে বের হন হৃদয়। রাত ১১টা পর্যন্ত বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা গ্যারেজ মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরে অটোরিকশায় থাকা জিপিএস ট্র্যাকার অনুসরণ করে গ্যারেজ মালিক তার লোকজনসহ আশুলিয়ার কাঠগড়া এলাকায় যান। সেখানে মঙ্গলবার রাত আনুমানিক ২টার দিকে দুজনকে আটক করা হয় এবং হৃদয়ের অটোরিকশাটি উদ্ধার করা হয়।

কালের কণ্ঠ
। মঙ্গলবার । ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬

সাতকানিয়ায় যুবককে কুপিয়ে হত্যা, ভৈরবে শ্রমিকের লাশ উদ্ধার

সাতকানিয়া (চট্টগ্রাম) ও ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি ▷

চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় সড়কে ব্যারিকেড দিয়ে মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। নিহত যুবকের নাম জাহেদুল ইসলাম (৩৫)। গত রবিবার রাতে দক্ষিণ পুরানগড় ভাঙ্গারমুখ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

অন্যদিকে কিশোরগঞ্জের ভৈরবে নিজ বাড়ি থেকে এক নির্মাণ শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

সাতকানিয়ায় নিহত জাহেদুল কালীনগর এলাকার নুরুল ইসলামের ছেলে। তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় হত্যা, অস্ত্র ও মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে আটটি মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এলাকাবাসী জানায়, জাহেদুল রাত ১০টার দিকে বোমাং হাট এলাকা থেকে মোটরসাইকেল চালিয়ে কালীনগরে নিজ বাড়িতে যাচ্ছিলেন। ভাঙ্গারমুখ এলাকায় তাঁর গতিরোধ করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। সাতকানিয়া সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আরিফুল ইসলাম সিদ্দিকী জানান, হত্যার কারণ এবং হত্যাকাণ্ডে সম্পৃক্তদের বিষয়ে কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। তবে তা তদন্তের স্বার্থে আপাতত গোপন রাখা হচ্ছে।

ভৈরবে শ্রমিকের লাশ উদ্ধার : ভৈরব পৌর শহরের কমলপুর থেকে নির্মাণ শ্রমিক মো. সুলাইমানের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বিকেলে তাঁর নিজ বাড়ি থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।

জানা যায়, সুলাইমান শুক্রবার তাঁর শ্বশুরবাড়ি নরসিংদী থেকে বেড়িয়ে সন্ধ্যায় নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন। তবে তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে থেকে যায়। গতকাল তাঁর ঘর থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়লে প্রতিবেশীরা পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ বিকেলে গিয়ে দরজা ভেঙে দেখতে পায় সুলাইমান ঘরের ধরনার সঙ্গে গামছা গলায় বেঁধে ঝুলে আছেন। ধারণা করা হচ্ছে দুই-তিন দিন আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
১৭ ভাদ্র ১৪৩৩, ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬

ঢামেকে গৃহকর্মীর লাশ ফেলে যাওয়ার ঘটনায় তিন জন রিমান্ডে, 'আত্মহত্যা' দাবি

■ কোর্ট রিপোর্টার

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে গৃহকর্মী মীম আক্তারের মরদেহ ফেলে পালানোর অভিযোগে করা হত্যা মামলায় তিন জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিন দিনের রিমান্ডে পাঠিয়েছে আদালত। তদন্ত কর্মকর্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কামাল উদ্দীন রিমান্ডের আদেশ দেন। প্রসিকিউশন পুলিশের এসআই শাহ আলম রিমান্ডের তথ্য জানিয়েছে। তিন আসামি হলেন গৃহকর্তা ফয়সাল আহমেদ, তার স্ত্রী গৃহকর্ত্রী রাহেমা খাতুন রেশমা এবং শ্বশুর এ বি এম আব্দুর রাজ্জাক।

ফয়সাল পেশায় টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার, তার শ্বশুর আব্দুর রাজ্জাক ওষুধ ব্যবসায়ী এবং রেশমা গৃহিণী। এদিকে ঐ গৃহকর্মী 'আত্মহত্যা করেছে' মর্মে দাবি করেছেন আসামিপক্ষ ও তাদের আইনজীবী। মামলার বিবরণে বলা হয়েছে, মীম আক্তার (১৫) প্রায় এক বছর ধরে ফয়সাল আহমেদের বাসায় গৃহপরিচারিকা হিসেবে কাজ করছিল। কাজ শুরুর পর থেকেই তাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করা হতো। নির্যাতনের কথা মীম ফোনে কান্নাজড়িত কণ্ঠে তার পরিবারকে জানালে তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় পরিবার। গত ১২ আগস্ট অজ্ঞাতপরিচয় হিসেবে মীমের মরদেহ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে ফেলে রেখে আসামিরা পালিয়ে যায়। পরে প্রযুক্তি ও সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে মীমের পরিচয় শনাক্ত করে পুলিশ।'

মামলার অভিযোগে আরো বলা হয়েছে, 'এর মধ্যে ১৩ আগস্ট সকালে ফয়সাল মীমের পরিবারকে ফোন করে জানায়, সে বাসা থেকে টাকা-পয়সা চুরি করে অন্য এক ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। ১৭ আগস্ট মীমের পরিবারের সদস্যরা আসামিদের বাসায় গিয়ে তার খোঁজ করলে তাদের গালিগালাজ করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। ২০ আগস্ট খবর পেয়ে মীমের পরিবার শাহবাগ থানায় যায় এবং পুলিশের সহায়তায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ মর্গে মরদেহ শনাক্ত করে।'

নিহত মীম কুমিল্লা জেলার বাসুদেব বাজার এলাকার ফজলু মিয়ার মেয়ে। মীমের মৃত্যুর ঘটনায় তার মা ২১ আগস্ট শাহবাগ থানায় হত্যা মামলা করেন। ঘটনার পর আসামিরা নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানার এলাকায় দীর্ঘদিনের বাসস্থান ছেড়ে ডেমরা এলাকায় আত্মগোপন করে। ২০ আগস্ট রাতে অভিযান চালিয়ে ডেমরার বামৈল এলাকা থেকে তিন জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। আসামিদের পক্ষে অ্যাডভোকেট ইলিয়াস কাঞ্চন রিমান্ড বাতিল করে কারাফটকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রার্থনা করেন। তিনি দাবি করেন, 'ভিকটিম সুইসাইড করেছে।

এসময় বিচারক আইনজীবীর কাছে জানতে চান, 'ভিকটিমের সঙ্গে সম্পর্ক কি?' আইনজীবী বলেন, 'ফয়সালের বাসার গৃহকর্মী ছিল।' এরপর ঐ আইনজীবী বলেন, 'ব্যক্তিগতভাবে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, পরিবারের সাথে ভিকটিমের বিরোধ ছিল। পারিবারিক বিরোধ থেকেই সে আত্মহত্যা করে।' এরপর বিচারক জানতে চান, 'লাশ উদ্ধার বাসা থেকে?' আইনজীবী বলেন, 'মেডিক্যাল থেকে। তাকে ঢাকা মেডিক্যালে নিয়ে যাওয়া হয়।' পরে আদালত প্রত্যেক আসামির তিন দিনের রিমান্ডের আদেশ দেয়। এদিকে কাঠগড়ায় থাকাবস্থায় গৃহিণী রেশমার কাছে ঘটনার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'মীম সুইসাইড করেছে। ফ্যানের সাথে ঝুলে সুইসাইড করেছে।'

যুগান্তর
বুধবার ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬
১৮ ভাদ্র ১৪৩৩

টঙ্গীবাড়ীতে স্বর্ণের দোকানে কর্মচারীর রহস্যজনক মৃত্যু

টঙ্গীবাড়ী (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি

টঙ্গীবাড়ীতে স্বর্ণের দোকান থেকে সুমন দে নামের এক কর্মচারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার হাসাইল বাজারে অমিত সরকার গোবিন্দের স্বর্ণের দোকানের ভেতর থেকে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। তিনি উপজেলার পাইকপাড়া গ্রামের মৃত নারায়ণ দে এর ছেলে এবং হাসাইল এলাকার অমিত সরকারের স্বর্ণের দোকানের কর্মচারী ছিলেন। জানা যায়, সুমন দে দীর্ঘদিন ধরে হাসাইল বাজারের অমিত সরকার গোবিন্দের স্বর্ণের দোকানে কর্মচারী হিসেবে কাজ করতেন। বসতবাড়ি দূরে হওয়ায় তিনি সপ্তাহের শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দোকানেই থাকতেন। সোমবার রাত ৯টায় দোকানের মালিক অমিত সরকার গোবিন্দ তাকে দোকানে রেখে বাড়িতে চলে যান। রাতে সুমন দে তার স্ত্রী সরস্বতী দে এর সঙ্গে ভিডিওকলে কথা বলেন। সুমন দে প্রতিদিন সকাল ৬টার মধ্যে ঘুম থেকে উঠে দোকান খুলতেন। কিন্তু মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত দোকান না খোলায় পাশের চালের দোকানদার মঞ্জু রায় তাকে মোবাইলে ফোন দেন। ফোন না ধরায় আশপাশের দোকানদারদের নিয়ে শার্টারে ধাক্কা দিলে একপাশ খোলা পাওয়া যায়। শার্টার উঠিয়ে ভেতরে গিয়ে তারা দেখতে পান সুমন দে বিবস্ত্র ও মৃত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছে। পরে তারা দ্রুত শার্টার নামিয়ে দোকান মালিক অমিত সরকার গোবিন্দ এবং স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান নুরুজ্জামান দেওয়ানকে বিষয়টি জানান। এ বিষয়ে টঙ্গীবাড়ী থানার ওসি শামীম আহমেদ জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। নিহতের শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

দেশ রূপান্তর
বৃহস্পতিবার, ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬,

অটোরিকশা চালককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি

পাবনার ঈশ্বরদীতে মেহেদী হাসান (১৮) নামের এক যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে কারা, কী কারণে মেহেদী হাসানকে পিটিয়ে হত্যা করেছে, তা জানতে পারেনি পুলিশ ও পরিবারের সদস্যরা। গতকাল বুধবার সকালে গুরুতর আহত অবস্থায় মেহেদীকে ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছে পরিবার। নিহত মেহেদী হাসান ঈশ্বরদী উপজেলার সাঁড়া ইউনিয়নের মাজদিয়া ইসলাম পাড়া গ্রামের আনিছুর রহমানের ছেলে। তিনি পেশায় একজন অটোরিকশা চালক।


মেহেদী হাসান

নিহতের বাবা আনিছুর রহমান জানান, 'ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে ভোর ৫টার দিকে ফোন করে ছেলে গুরুতর আহত বলে আমাকে জানানো হয়। হাসপাতালে গিয়ে দেখি ছেলেকে সংকটাপন্ন অবস্থায় বেডে রাখা হয়েছে। ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইলে হাসপাতাল থেকে জানানো হয়, ভোরে কে বা কারা আপনার ছেলেকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে রেখে চলে যায়। অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তারা ছেলেকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলেন। তিনি জানান, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে লালপুরে এলে ছেলের অবস্থা আরও বেশি খারাপ হয়। তখন তাকে লালপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি আরও বলেন, 'আমার ছেলের সঙ্গে কারও কোনো শত্রুতা ছিল না। কে বা কারা তাকে আঘাত করে, পিটিয়ে মেরে ফেলল– কিছুই বুঝতে পারছি না।

ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের ইনচার্জ সাবিয়া মরিয়ম সাংবাদিকদের জানান, গুরুতর আহত অবস্থায় ছেলেটিকে হাসপাতালে আনা হয়। ছেলেটির শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন ছিল। তাকে এখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

দেশ রূপান্তর
শনিবার, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬,

মাদক নিয়ে দ্বন্দ্বে অটোচালককে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর ডেমরায় মাদক সেবন নিয়ে দ্বন্দ্বে ইট দিয়ে থেঁতলে দেলোয়ার হোসেন নামে এক অটোরিকশা চালককে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনার পর স্থানীয়রা অভিযুক্ত রনিকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছে। গতকাল শুক্রবার ভোরে ডেমরা কামারগোপ ৪ নম্বর গেট মসজিদের পেছনে এ ঘটনা ঘটে।

ডেমরা থানার উপপরিদর্শক শীতল কুমার জানান, দেলোয়ার ব্যাটারিচালিত রিকশা চালাতেন। ভোরে কামারগোপ এলাকায় পূর্বপরিচিত রনির সঙ্গে মাদক সেবন নিয়ে তার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে রনি ইট দিয়ে দেলোয়ারের মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করে। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান দেলোয়ার। পরে স্থানীয়রা রনিকে ধরে গণধোলাই দেয়। পুলিশ রনিকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করে। তার অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
২১ ভাদ্র ১৪৩৩, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬

ডিজিএফআই পরিচয়ে অটোরিকশা চালককে অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি, গ্রেফতার ৩

■ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় ডিজিএফআইয়ের সদস্য পরিচয়ে এক সিএনজি অটোরিকশা চালককে অপহরণের পর ২ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবির অভিযোগে সংঘবদ্ধ একটি চক্রের তিন সদস্যকে বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঐ সময় অপহৃত চালককে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে।

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিঙ্ক রোডের নারায়ণগঞ্জ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের সামনে থেকে তিন জনকে গ্রেফতার এবং সিএনজি চালক আলাউদ্দিনকে উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে একটি কালো রঙের পাজেরো জিপ, দুইটি ওয়াকিটকি, একটি হাতকড়া, ডিজিএফআইয়ের পরিদর্শক পদের ভিজিটিং কার্ড উদ্ধার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন—রায়হান মাহাবুব আলম (৩৬), মোহাম্মদ সাদ্দাম গাজী (৩০) এবং নাসির হোসেন (৩৫)। তাদের বাড়ি নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ ও ফতুল্লায়। গতকাল শুক্রবার বিকেলে নারায়ণগঞ্জ পুলিশের পক্ষ থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃতরা ভুয়া ডিজিএফআই পরিচয়ে বিভিন্ন পেশাজীবীকে অপহরণ করে ভয়ভীতি দেখিয়ে মুক্তিপণ আদায় করতেন। ফতুল্লা থানার ওসি মোহাম্মদ মাহবুব আলম বলেন, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে সিএনজিচালক আলাউদ্দিন মামলা দায়ের করেছেন।

যুগান্তর
শুক্রবার ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬
২০ ভাদ্র ১৪৩৩

সিদ্ধিরগঞ্জে লেকপাড়ে মিলল নরসুন্দরের লাশ

সিদ্ধিরগঞ্জ দক্ষিণ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

সিদ্ধিরগঞ্জে তপন চন্দ্র শীল নামে এক নাপিতের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকাল পৌনে ৯টায় নাসিক ১নং ওয়ার্ড থেকে এ লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত তপন চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের বাদল চন্দ্র শীলের ছেলে। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, ওই দিন মিজমিজি ক্যানেলপাড় এলাকায় লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবরে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে এসে ভিড় জমালে নিহতের কর্মস্থলের দোকান মালিক তা দেখে নিশ্চিত হন, সে তার কর্মচারী। পরে পুলিশকে জানানো হলে ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে নিহতের কর্মস্থলের সেলুনের মালিক সঞ্জয় শীল বলেন, আমার দোকানে অল্প কিছুদিন ধরে চাকরি করছিল। মাঝেমধ্যে আসে আবার যায়। সবশেষ বুধবার দোকানে এসে তার পারিবারিক কলহের কথা জানিয়ে চলে গিয়েছিল। সিদ্ধিরগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সালেকুজ্জামান বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

সমকাল
শনিবার । ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।

রিকশাচালককে ইটের আঘাতে হত্যা, অভিযুক্তকে পিটুনি

■ সমকাল প্রতিবেদক

রাজধানীর ডেমরায় মাথায় ইট দিয়ে আঘাত করে দেলোয়ার হোসেন (৪৫) নামে এক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে কামারভোগ এলাকার ৪ নম্বর গেট মসজিদের পিছনে এই ঘটনা ঘটে। পরে হত্যাকাণ্ডে জড়িত অভিযোগে রনি নামে এক যুবককে গণপিটুনি দেন স্থানীয়রা। তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ডেমরা থানার ওসি তাইফুর রহমান মির্জা সমকালকে বলেন, নিহত দেলোয়ার হোসেন পেশায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চালক। তিনি এবং তাঁকে হত্যায় অভিযুক্ত রনি পরস্পরের পরিচিত। দুজনই মাদকাসক্ত ছিলেন। রনির কাছে ১৫০ টাকা পেতেন দেলোয়ার। সেই পাওনা টাকা নিয়ে বাগবিতণ্ডার একপর্যায়ে হত্যার ঘটনা ঘটে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। স্থানীয়দের গণপিটুনিতে রনি আহত হয়েছেন। সুস্থ হলে তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

ডেমরার কামারভোগ এলাকায় স্ত্রী ও দুই মেয়ের সঙ্গে থাকতেন দেলোয়ার। তাঁর মেয়ে লামিয়া সাংবাদিকদের জানান, বৃহস্পতিবার রাত ১২টার দিকে রনি নামে এক যুবক মোবাইল ফোনে কল করে দেলোয়ারকে বাসা থেকে ডেকে নেন। পরে তাঁকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। তবে কী কারণে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে, সে বিষয়ে কিছু জানাতে পারেননি লামিয়া।

পুলিশ জানায়, মাদক কেনার সময় বাকি রাখা টাকা চাওয়া নিয়েই বিরোধের সূত্রপাত বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। তদন্তে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

যুগান্তর
রোববার ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬
১১ ভাদ্র ১৪৩৩

আশুলিয়ায় তালাবদ্ধ কক্ষে নবজাতকসহ ৩ লাশ

যুগান্তর প্রতিবেদন, ঢাকা উত্তর

সাভারের আশুলিয়ায় তালাবদ্ধ কক্ষ থেকে নবজাতকসহ তিনজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আশুলিয়ার মধ্য জামগড়া এলাকায় হাজি হজরত আলীর চতুর্থতলা ভাড়া বাসার দ্বিতীয়তলার ঘর থেকে শুক্রবার মধ্যরাতে লাশগুলো উদ্ধার করে পুলিশ। নিহতরা হলেন—দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ থানার বড় মাগুড়া পাকপাড়া এলাকার আতিয়ার রহমানের মেয়ে নাজমা আক্তার এবং নিশা পলাশবাড়ী এলাকার আলমগীর হোসেন ওরফে আলম।

নিহত পুরুষের গলায় গামছা প্যাঁচানো ছিল। তাকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা পুলিশের। তবে ট্রিপল মার্ডারের ঘটনাটি পরিকল্পিত বলে ধারণা করছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটনে সিআইডির ফরেন্সিক বিভাগ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলামত সংগ্রহ করেছে।

আশুলিয়া থানার ওসি মোহাম্মদ তরিবুল ইসলাম বলেন, '৯ আগস্ট স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে ওই নারী ও পুরুষ বাসাটি ভাড়া নিয়েছিলেন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, নাজমা স্থানীয় একটি পোশাক কারখানায় কাজ করতেন এবং আলমগীর হকার হিসাবে সিগারেট বিক্রি করতেন।'

পুলিশ জানায়, বাসা ভাড়া নেওয়ার সময় নাজমা অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। ঘটনার আগে, ঘটনার সময় কিংবা পরে কোনো একপর্যায়ে তার গর্ভের ভ্রূণটি প্রসব হয়ে থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। ওসি জানান, স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে রাত আড়াইটার দিকে নারী ও পুরুষের লাশের সঙ্গে পাঁচ মাসের মৃত ভ্রূণটিও উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থলের বিভিন্ন পরিস্থিতি বিবেচনায় ঘটনাটি হত্যাকাণ্ড হতে পারে বলে ধারণা করছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, প্রায় তিন দিন ধরে কক্ষটির দরজায় বাইরে থেকে তালা ঝুলতে দেখা যায়। এ সময় কক্ষটি থেকে দুর্গন্ধ বের হলেও শুরুতে বাসিন্দারা সেটিকে ময়লা বা কোনো মৃত প্রাণীর গন্ধ বলে মনে করেন। শুক্রবার দুর্গন্ধ আরও তীব্র হলে বিষয়টি বাড়ির মালিককে জানানো হয়।

পরে বাড়ির মালিক ও কয়েকজন ভাড়াটিয়া মিলে কক্ষটির তালা ভাঙেন। ভেতরে ঢুকে খাটের ওপর নাজমা ও আলমগীরের লাশ দেখতে পান তারা। একই কক্ষে নাজমার গর্ভের পাঁচ মাসের মৃত ভ্রূণও পাওয়া যায়। আশুলিয়া থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ দুটি ও ভ্রূণটি উদ্ধার করে। এরপর পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) ফরেনসিক দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করে।

এদিকে, শনিবার দুপুরে নিহতের বোন শাপলা বেগম তার বোন ও দুলাভাইয়ের লাশ শনাক্ত করেন। শাপলা বেগম বলেন, 'আমরা দুইজনেই জামগড়ায় একই কারখানায় কাজ করি। বৃহস্পতিবার বিকালে ছুটির পর শেষ দেখা হয়েছিল। এরপর ফোন করলে ফোন বন্ধ পাই।' নাজমাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে দাবি করে তিনি জানান, 'তাদের কোনো শত্রু ছিল না।' বোনের এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে শাপলার আহাজারিতে পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে।

দেশ রূপান্তর
শনিবার, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

স্কচটেপে মুখ বাঁধা সিএনজিচালকের মরদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের ওপর থেকে মুখে স্কচটেপ বাঁধা অবস্থায় এক সিএনজিচালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে বনানী থানা পুলিশ। নিহতের নাম মো. ইসমাইল হোসেন (৪০)। গতকাল শুক্রবার সকাল পৌনে ৯টার দিকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। পুলিশের ধারণা, ইসমাইলকে শ্বাসরোধে হত্যার পর অন্য কোনো স্থান থেকে মরদেহটি এনে এক্সপ্রেসওয়ের ওপর ফেলে রাখা হয়েছে। জানা গেছে, ইসমাইল হোসেন জামালপুর সদরের জালাল উদ্দিনের ছেলে। তিনি ঢাকায় সিএনজি চালাতেন। তাঁর লাশ উদ্ধারের খবরে জামালপুর থেকে ঢাকায় এসেছেন তার স্ত্রী ও ছেলে।

বনানী থানার ওসি ফরিদুল ইসলাম বলেন, সকালে অজ্ঞাত হিসেবে ইসমাইলের মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। তার পরনে সিএনজিচালকদের ইউনিফর্মের মতো নীল রঙের শার্ট ও লুঙ্গি ছিল। মুখ সাদা রঙের স্কচটেপ দিয়ে বাঁধা ছিল। পরে আঙুলের ছাপের মাধ্যমে তার নাম ইসমাইল হোসেন বলে জানা গেছে। রাত ৯টার দিকে ওসি জানান, আঙুলের ছাপের মাধ্যমে নাম-পরিচয়সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্য পাওয়া গেলেও পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে পরিচয় চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত করা যায়নি। তার পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে। তারা ঢাকায় আসছেন।

সমকাল শনিবার। ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬

হাতে স্টিয়ারিং ও কানে ফোন ট্রাকচাপায় শ্রমিকের মৃত্যু

আরও তিন জেলার সড়কে সাতজনের প্রাণহানি



ফেনীর ছাগলনাইয়ায় গতকাল শুক্রবারের দুর্ঘটনায় দুমড়ে যাওয়া বাস ● সমকাল

■ সমকাল ডেস্ক

চালকের এক হাতে স্টিয়ারিং, অন্য হাতে ফোনে কথা—এমন দায়িত্বজ্ঞানহীনতায় সড়ক পার হতে গিয়ে প্রাণ হারালেন নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের দিনমজুর বৃদ্ধ শ্রমিক। অন্যদিকে খালার বাড়িতে বেড়াতে এসে মোটরসাইকেল চালাতে গিয়ে অকালে ঝরে গেল ১৪ বছরের এক কিশোরের তাজা প্রাণ। এছাড়া ফেনীর মুহুরীগঞ্জ ও মহিপালে পৃথক দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় আরও চারজন নিহত এবং পাঁচজন আহত হয়েছেন। শুক্রবার ঘটে যাওয়া সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ফোনে কথা বলতে বলতে ট্রাক চালানোর সময় দিনমজুর মনির হোসেনকে (৬৫) পিষে মেরেছেন চালক। বেলা ১১টার দিকে তারাব পৌরসভার রূপসী নৌকার ঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মনির হোসেন আড়াইহাজারের পুরিন্দা এলাকার বাসিন্দা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে মোবাইল ফোনে কথা বলতে বলতে গাড়ি চালাচ্ছিলেন চালক ইয়াকুব হোসেন। রূপসীঘাট এলাকায় রাস্তা পার হওয়ার সময় তিনি শ্রমিক মনির হোসেনকে সজোরে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার পরপরই বিক্ষুব্ধ স্থানীয় জনতা চালক ইয়াকুবকে আটক করে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ এবং ট্রাকটি জব্দ করে।

চালক-ব্যবসায়ীসহ প্রাণ গেল চারজনের

সকাল ৭টার দিকে ফেনীর ছাগলনাইয়া উপজেলার মুহুরীগঞ্জের দৌলতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে চট্টগ্রামমুখী লেনে বিকল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি কাভার্ডভ্যানকে পেছন থেকে ইউনিক পরিবহনের একটি বাস সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনজন নিহত হন।

নিহতরা হলেন–রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার গনিরামপুর এলাকার চবর আলীর ছেলে কাভার্ডভ্যান চালক আবদুর রহিম, ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জের পারগেন্ডারিয়া এলাকার সফি মিয়ার ছেলে আবুল হোসেন এবং অপর ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়নি।

একই দিন সকাল ৮টার দিকে মহিপাল সিক্সলেন ফ্লাইওভারের কাছে পার্ক করা বাস থেকে নামার সময় অপর এক কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় মোহাম্মদ ফটিক (৪৫) নামে এক প্লাস্টিক ব্যবসায়ী নিহত হন। দুর্ঘটনায় আহত পাঁচজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে তিনজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। নিহত মোহাম্মদ ফটিক চাঁপাইনবাবগঞ্জের কালিগঞ্জ সুন্দরপুর এলাকার আবদুল হাকিমের ছেলে।

ফাজিলপুর ও মহিপাল হাইওয়ে থানা পুলিশ দুর্ঘটনাকবলিত গাড়িগুলো জব্দ করেছে।

মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্কুলছাত্র নিহত

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় দ্রুতগতির মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে আইল্যান্ড ও রেলিংয়ে ধাক্কা খেয়ে আল রাফি (১৪) নামের এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। সে কুমিল্লার হোমনা থেকে গিমাডাঙ্গা গ্রামে খালার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। তার বাবার নাম মোহাম্মদ আল আমিন।

বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সের সামনের সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এতে বাইকে থাকা অপর দুই কিশোর গুরুতর আহত হয়। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং পরে গোপালগঞ্জ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক রাফিকে মৃত ঘোষণা করেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

বাসের ধাক্কায় ফুফু-ভাতিজার মৃত্যু

যশোরের অভয়নগরে বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী ফুফু ও ভাতিজা নিহত হয়েছেন। শুক্রবার বেলা সোয়া ১১টার দিকে যশোর-খুলনা মহাসড়কের চেঙ্গুটিয়া এলাকায় মজুমদার এগ্রো ফুড ইন্ডাস্ট্রিজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তিরা হলেন– অভয়নগর উপজেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামের হাকিম গাজীর ছেলে আমজাদ গাজী (৬৫) এবং একই গ্রামের মালেক সরদারের স্ত্রী আসিরন বিবি (৬৫)।

[তথ্য দিয়েছেন নায়ারণগঞ্জের রূপগঞ্জ, ফেনী, গোপালগঞ্জ ও যশোরের অভয়নগর প্রতিনিধি]

দেশ রূপান্তর
শনিবার, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬,

১৫০ টাকার জন্য অটোচালককে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক

পাওনা মাত্র ১৫০ টাকা চাওয়ায় মাথায় ইট দিয়ে আঘাত করে মো. দেলোয়ার হোসেন নামে এক অটোরিকশা চালককে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শুক্রবার ভোরে রাজধানীর ডেমরার কামারভোগ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা অভিযুক্ত রনিকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপার্দ করে। পরে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। স্থানীয়রা জানান, নিহত দেলোয়ার হোসেন এবং অভিযুক্ত রনি একই এলাকার। তারা একে অপরের পূর্বপরিচিত ছিলেন।

ডেমরা থানার উপপরিদর্শক শীতল কুমার বলেন, রনির কাছে ১৫০ টাকা পেতেন দেলোয়ার হোসেন। গতকাল ভোরে রনির কাছে ওই টাকা ফেরত চান দেলোয়ার। এ নিয়ে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও একপর্যায়ে ঝগড়া হয়।

পরে রনি ইট দিয়ে দেলোয়ারের মাথায় আঘাত করেন। এতে ঘটনাস্থলেই দেলোয়ার মারা যান। রনি মাদকাসক্ত এবং মাদক বিক্রির সঙ্গে জড়িত বলে প্রাথমিক তথ্য পাওয়া গেছে। তবে হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত কারণ ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনের পর নিশ্চিত হওয়া যাবে। তিনি বলেন, মাত্র ১৫০ টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করেই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, নাকি এর পেছনে অন্য কোনো কারণ রয়েছে, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দেশ রূপান্তর
বুধবার, ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬,

সায়েদাবাদে কিল-ঘুষিতে বাসের হেলপার নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর সায়েদাবাদে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিল-ঘুষিতে ফকির আলমগীর (৫২) নামে বাসের এক হেলপার নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার সকালে টার্মিনালের বাস মালিক সমিতির অফিসের সামনে এই ঘটনা ঘটে। নিহতের বাড়ি চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ উপজেলার আলীগঞ্জ গ্রামে। ৪ সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে সায়েদাবাদ করাতিটোলায় থাকাতেন তিনি। নিহতের ছেলে রবিউল আওয়াল জানান, তার বাবা বাসের হেলপার ছিলেন। পাশাপাশি দিনের বেলায় ভ্যানগাড়িতে করে শরবত বিক্রি করতেন। সকালে সমিতির অফিসের সামনে ঝাড়ু দিচ্ছিলেন এক নারী। তখন ওই নারীর সঙ্গে তার তর্কাতর্কি হয়। পাশেই আমি আর বাবা দাঁড়িয়েছিলাম। তর্কাতর্কির এক পর্যায়ে ঝাড়ু দিতে আসা ওই নারীর ছেলে শুক্কুর তেড়ে আসে। তখন শুক্কুরের সঙ্গে বাবার হাতাহাতি হয়। একপর্যায়ে শুক্কুর বাবার বুকে এলোপাতাড়ি ঘুষি দেয়। এতে বাবা রাস্তায় পড়ে যান। তখন একটি ভাঙা ইটের কোণা বাবার মাথার ভেতর ঢুকে যায়। হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক | সোমবার ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ | ২৩ ভাদ্র ১৪৩৩

সোমবার
২৩ ভাদ্র ১৪৩৩, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬

সবুজবাগে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর সবুজবাগের আদর্শপাড়া বরইতলা এলাকায় বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে একদল ব্যক্তির হামলায় সিফাত উল্লাহ (৩০) নামের কাতারপ্রবাসী এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় হামলাকারীদের দুই জনও আহত হয়েছেন। গতকাল রবিবার বেলা সোয়া ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় সিফাত উল্লাহকে প্রথমে মুগদা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সন্ধ্যা সোয়া ৬টার দিকে তার মৃত্যু হয়। সিফাতের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে রাখা হয়েছে।

নিহত যুবকের ঐ বান্ধবী বলেন, বিকালে তার বন্ধু সিফাত বাসায় দেখা করতে এসেছিলেন। এ সময় ঐ এলাকার জয়, রাজিব, ইয়াসিনসহ ছয় থেকে সাত জন তাদের বাসায় ঢুকে সিফাতকে জোরপূর্বক ধরে টেনেহিঁচড়ে নিচে নামানোর চেষ্টা করেন। এ সময় তাদের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়। একপর্যায়ে সন্ত্রাসীরা সিফাতকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে আহত করেন। হামলাকারীদের মধ্যে রাজিব ও ইয়াসিন নামের দুই জনও আহত হন।

নিহত ব্যক্তির বান্ধবী বলেন, ধোলাইপাড়ের বাসিন্দা সিফাতের সঙ্গে তার দুই বছর ধরে সম্পর্ক। সামনে তাদের বিয়ে হওয়ার কথা রয়েছে। তিনি বদরুন্নেসা কলেজের স্নাতকের শিক্ষার্থী। যে বাসায় ঘটনাটি ঘটেছে, সেটি তার এক বড় বোনের বাসা। তিনি বলেন, জয় এলাকায় সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত। তিনি মাঝেমধ্যে ওই বাসায় বন্ধুদের নিয়ে এসে মাদক সেবন করতেন। বিষয়টি সিফাত জানতে পেরে তাদের ওই বাসায় না আসতে বলেছিলেন। এ নিয়ে তাদের মধ্যে ক্ষোভ ছিল।

সিফাতের বন্ধু হাসান বলেন, সিফাত উল্লাহ কাতারপ্রবাসী ছিলেন। সেখানে ব্যবসা করতেন। তাদের বাড়ি যাত্রাবাড়ীর ধোলাইপাড় এলাকায়। তার বাবার নাম জয়নাল আবেদীন। এক ভাই ও এক বোনের মধ্যে সিফাত ছোট ছিলেন।

আদমদীঘিতে যুবককে হত্যার পর ঝুলিয়ে রাখা হল লাশ

যুগান্তর ডেস্ক

বগুড়ার আদমদীঘিতে যুবককে হত্যা করে গাছে ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ উঠেছে। এদিকে মানিকগঞ্জের হরিরামপুর, রংপুরের বদরগঞ্জ, মাদারীপুরের কালকিনি ও ফরিদপুরের ভাঙ্গায় ছাত্রীসহ চারজনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। যুগান্তর ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর : বগুড়ার আদমদীঘিতে এমডি বাঁধন নামে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি এক যুবকের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ রোববার সকালে উপজেলার সান্তাহার রেলওয়ে ইয়ার্ড কলোনির একটি গাছের ডাল থেকে তার ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে। তবে পরিবারের সদস্যদের দাবি, তাকে হত্যা করা হয়েছে। থানার ওসি কামরুজ্জামান মিয়া এ তথ্য দিয়েছেন। মৃত বাঁধন সান্তাহার পৌরসভার ইয়ার্ড কলোনির মাসুদ রানার ছেলে। রোববার সকালে তার লাশ এলাকার একটি ছাতিম গাছের ডালে ঝুলতে দেখা যায়। খবর পেয়ে পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। বাঁধনের মা সীমা বানু অভিযোগে বলেন, এটি আত্মহত্যা নয়, তার ছেলেকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

হরিরামপুর বদরগঞ্জ কালকিনি ও ভাঙ্গায় চার লাশ উদ্ধার

শাহআলীতে ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত

সন্দেহভাজন ঘাতক গ্রেফতার

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর শাহআলী এলাকায় ছুরিকাঘাতে মেহেদী হাসান (২৫) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি পেশায় সাইনবোর্ড তৈরির কারিগর ছিলেন। এ ঘটনায় পুলিশ মাহবুবর রহমান নামে সন্দেহভাজন এক যুবককে রক্তমাখা ছুরিসহ গ্রেফতার করেছে। রবিবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে শাহআলী মহিলা কলেজের সামনের সড়কে এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় মেহেদীকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার সকাল সোয়া ৬টার দিকে তার মৃত্যু হয়।

শাহআলী থানার ওসি জাহাঙ্গীর আলম জানান, রাত সাড়ে ১২টার দিকে শাহআলী মহিলা কলেজের সামনে অবস্থানকালে মেহেদী ও মাহবুবের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। মেহেদীর কাছে ৫ হাজার টাকা পাওনা ছিল। সেই টাকা নিয়ে উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে মাহবুব ছুরি দিয়ে মেহেদীর পেটে আঘাত করে। ঘটনার সময় টহল পুলিশের একটি দল মাহবুবকে ধাওয়া করে ছুরিসহ গ্রেফতার করে। মেহেদীকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে সোমবার ভোরে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।

শাহআলী থানার ওসি আরো বলেন, ঘটনাটি ছিনতাইয়ের টাকা ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে ঘটেছে, নাকি পূর্বশত্রুতার জেরে—তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

নিহত মেহেদী হাসান চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার সাহেবগঞ্জ গ্রামের মো. আলমের ছেলে। বর্তমানে তিনি রাজধানীর মিরপুরের বড়বাগ এলাকায় পরিবারের সঙ্গে ভাড়া বাসায় থাকতেন। বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড তৈরি ও লাগানোর কাজ করতেন তিনি। এ ঘটনায় নিহতের ভাই সজীব আলী বাদী হয়ে মাহবুবকে একমাত্র আসামি করে শাহআলী থানায় মামলা দায়ের করেছেন।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ | E-mail : sportsjugantor@gmail.c

সায়েদাবাদে মারামারিতে বাস হেলপারের মৃত্যু

বারডেমের ছাদ থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর সায়েদাবাদে তুচ্ছ ঘটনায় কিল-ঘুষিতে এক বাসের হেলপার নিহত হয়েছেন। তার নাম ফকির আলমগীর (৪৬)। মঙ্গলবার সকালে সায়েদাবাদ টার্মিনালের বাস মালিক সমিতির কার্যালয়ের সামনে এ ঘটনা ঘটে। ফকির আলমগীর চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ উপজেলার কাদু মিয়ার ছেলে। সায়েদাবাদের করাতিটোলায় পরিবার নিয়ে থাকতেন। তার চার সন্তান রয়েছে। বুধবার পুলিশ ও স্বজন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

যাত্রাবাড়ী থানার এসআই অতনু দে প্রেম বুধবার জানান, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্কুর আলী নামের একজন আলমগীরকে মারধর করে ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দেয়। এতে মাথার পেছন দিকে গুরুতর আঘাত পান তিনি। তাকে উদ্ধার করে মুগদা হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শুক্কুর আলীসহ চারজনকে আটক করা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক | ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬

বাকেরগঞ্জ ভ্যানচালককে কুপিয়ে হত্যা

■ বাকেরগঞ্জ (বরিশাল) সংবাদদাতা

বরিশালের বাকেরগঞ্জে এক ভ্যানচালককে কুপিয়ে হত্যা করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিহতের নাম সুমন সিকদার (৪০) তিনি উপজেলার কবাই ইউপির কালেরকাঠী গ্রামের মৃত আদম আলী সিকদারের ছেলে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় উপজেলার কবাই ইউনিয়নের কালেরকাঠী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। বাকেরগঞ্জ থানার ওসি আদিল হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। নিহত সুমনের মা মনোয়ারা বেগম জানান, স্থানীয় যুবদল নেতা রিগ্যানের সঙ্গে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাড়ির সামনে তার ছেলের সঙ্গে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে তর্কাতর্কি ও মারামারি হয়। একপর্যায়ে রিগ্যান ও তার সমর্থক মনা তালুকদারসহ ৮-১০ জন ধারালো অস্ত্র দিয়ে সুমন শিকদারের মাথায়, হাতে, পায়েসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে এলোপাতাড়ি কোপায়। সুমনের মৃত্যু নিশ্চিত ভেবে হত্যাকারীরা তাকে বাড়ির পার্শ্ববর্তী পুকুরে ফেলে চলে যায়।

স্থানীয়রা ও নিহত সুমনের ছেলে তানভীর সিকদার জানায়, কিছুদিন পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ মনা তালুকদার তার মা মনি বেগমের সঙ্গে পরকীয়া সম্পর্ক করে ভাগিয়ে নিয়ে যায়। এই ঘটনা নিয়ে তার বাবার সঙ্গে মনা তালুকদারের শত্রুতা ছিল।

দৈনিক ইত্তেফাক | ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬

কুষ্টিয়ায় বড় ভাইয়ের হাঁসুয়ার কোপে ছোট ভাই নিহত

■ দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) সংবাদদাতা

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে জমির সীমানাসংক্রান্ত বিরোধের জেরে বড় ভাইয়ের হাঁসুয়ার কোপে ইমদাদুল হক বাদাল (৫০) নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন। গত রবিবার রাত সাড়ে আটটার দিকে উপজেলার বোয়ালিয়া ইউনিয়নের শেহালা বাদালতলা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে পৈতৃক সম্পত্তির সীমানা নিয়ে দুই ভাই ইমদাদুল ও বজলুর রহমানের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিল। ঘটনার রাতে এ নিয়ে কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে বড় ভাই বজলুর রহমান হাঁসুয়া দিয়ে ছোট ভাইকে আঘাত করেন। তাকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যু হয়। এ সময় সংঘর্ষ ঠেকাতে গিয়ে বাবুল (৩২) নামের এক প্রতিবেশী গুরুতর আহত হয়ে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। দৌলতপুর থানার ওসি খালেদুর রহমান জানান, পুলিশ তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে নিহতের বড় ভাই বজলুর রহমান ও তার স্ত্রীকে আটক করেছে। মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
২৫ ভাদ্র ১৪৩৩, ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬

নড়াইলে কৃষককে হত্যা, পাবনায় ব্যবসায়ীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার মাটিয়াডাঙ্গা গ্রামে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে কৃষক মিসকান সরদারকে (৩৫) কুপিয়ে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষের লোকজন। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরের দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় নারীসহ অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। এদিকে সকালে পাবনার সাঁথিয়ার মিয়াপুর মিনারপাড়া এলাকার এক পুকুর থেকে এক পেঁয়াজ ব্যবসায়ীর গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত ব্যক্তি ক্ষেতপাড়া ইউনিয়নের ডাঙ্গামাছ গ্রামের সেকেন সরদারের ছেলে আব্দুল আজিজ (৫৫)।

লোহাগড়া (নড়াইল) সংবাদদাতা জানান, নিহত মিসকান সরদার মাটিয়াডাঙ্গা গ্রামের লোকমান সরদারের ছেলে। এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার কোটাকোল ইউপির মাটিয়াডাঙ্গা গ্রামের আজমল মুন্সি গ্রুপের সঙ্গে একই গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য শহিদুল মোল্যার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে। এ ঘটনার জের ধরে দুপুরে উভয়পক্ষ ঢাল, সড়কি, রামদা, চাপাতি, ইটপাটকেল নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এ সময় কৃষক মিসকান সরদারকে কুপিয়ে জখম করে প্রতিপক্ষ শহিদুল মোল্যার লোকজন। লোহাগড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনার পর তার অবস্থার অবনতি হলে ঢাকায় নেওয়ার পথে মিসকান মারা যান। এ ঘটনায় আহত খাঁজা সরদার, আসলাম মুনসি, সিয়ামিন সরদার, সারফিনা বেগম, আমেনা বেগমসহ আহতদের লোহাগড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

লোহাগড়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. আব্দুর রহমান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, জড়িতদের আটকের চেষ্টা চলছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য নড়াইল সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

সাঁথিয়া (পাবনা) সংবাদদাতা জানান, আব্দুল আজিজ সোমবার এশার নামাজের পর বাড়ি থেকে বের হন। পরে আর বাড়িতে ফিরে আসেনি। পরদিন সকাল ৯টার দিকে মিয়াপুর মিনারপাড়া এলাকায় নিজের পুকুরে মাছের খাবার দিতে গিয়ে লাশ ভাসতে দেখে সাঁথিয়া থানায় খবর দেন মানিক। এলাকাবাসী জানান, আব্দুল আজিজ অবিবাহিত ছিলেন। তার সঙ্গে ব্যাবসায়িক কোনো দ্বন্দ্বে এ হত্যার ঘটনা ঘটতে পারে। সাঁথিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আনিসুর রহমান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। অতি দ্রুত এই হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটন এবং দোষীদের আইনের আওতায় আনা হবে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।

আগাছা পরিষ্কার নিয়ে সংঘর্ষে কৃষক নিহত

হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলার চালবন হাওড়ে জমির আগাছা পরিষ্কার করাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে তাহির মিয়া (৪৮) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন তিনজন। উপজেলার চালবন হাওড়ে গতকাল সকালে এ ঘটনা ঘটে। নিহত তাহির মিয়া উপজেলার খাগাউড়া ইউনিয়নের কুর্শা খাগাউড়ার তাজিম উল্লাহর ছেলে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সোমবার সকালে তাহির মিয়া তাঁর ভাই শহীদ মিয়া ও আনু মিয়া হাওড়ে নিজেদের জমির আগাছা পরিষ্কার করতে যান। এ সময় প্রতিবেশী জাহির উল্লাহ, শরীফ, বক্করসহ কয়েকজন তাঁদের বাধা দেন। এ নিয়ে উভয়পক্ষের কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে সংঘর্ষে রূপ নেয়।–হবিগঞ্জ প্রতিনিধি

প্রথম আলো
শনিবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬,

যাত্রাবাড়ীর সড়ক থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর ছনটেক এলাকার সড়ক থেকে এক যুবকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁর বুকে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে। গতকাল সকালে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। ওই যুবকের নাম রাব্বি (২৫)। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, স্ত্রী-সন্তান নিয়ে রাজধানীর শনির আখড়ায় থাকতেন রাব্বি। যাত্রাবাড়ীতে বাবার সঙ্গে মাছের আড়তে কাজ করতেন তিনি। যাত্রাবাড়ী থানার ওসি মোহাম্মদ রাজু আহমেদ *প্রথম আলোকে* এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, ছনটেক এলাকার একটি সুপারশপের সামনের সড়ক থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি ঢাকা মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়। কে বা কারা তাঁকে হত্যা করেছে, তা জানা যায়নি। পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) একটি দল ঘটনাস্থল থেকে আলামত সংগ্রহ করেছে বলে জানান ওসি রাজু আহমেদ।

বিশেষ প্রতিবেদক, ঢাকা

কালের কণ্ঠ
। বৃহস্পতিবার। ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬

টাঙ্গাইলে এক আনসার সদস্যকে কুপিয়ে হত্যা

৫ জেলায় ৩ খুন, ২ লাশ

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

টাঙ্গাইলে এক আনসার সদস্যকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নেত্রকোনায় ছেলের দায়ের কোপে এক বৃদ্ধ মারা গেছেন। মাদারীপুরে কাতারপ্রবাসীর স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে।

এ ছাড়া ময়মনসিংহ ও ঠাকুরগাঁওয়ে উদ্ধার হয়েছে দুজনের লাশ। কালের কণ্ঠের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

টাঙ্গাইল : বাসাইলে আনসার সদস্য হানিফ খানকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার রাতে উপজেলার হাবলা ইউনিয়নের বিলপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

হানিফ খান হাবলা উত্তর পাড়া গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা বক্তার আলী খানের ছেলে। পূর্বশত্রুতার জেরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে বলে স্থানীয়দের ধারণা।

নেত্রকোনা (আঞ্চলিক) : মদন পৌর শহরে ছেলের দায়ের কোপে বৃদ্ধ দিনমজুর এলাই মিয়া মারা গেছেন। আশকিপাড়া এলাকায় গতকাল সকালে এ ঘটনা ঘটে। ছেলে ইয়াসিন মিয়াকে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজনের সূত্রে জানা গেছে, সকালে ঘুম থেকে ওঠার জন্য ছেলেকে ডাক দেন এলাই মিয়া। এ নিয়ে বাবা-ছেলের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে ছেলে বঁটি দা দিয়ে বাবার ঘাড়ে কোপ দেয়। হাসপাতালে নেওয়ার আগেই তিনি মারা যান।

মাদারীপুর : সদর উপজেলার কালিকাপুর এলাকায় মঙ্গলবার রাতে ঘরে ঢুকে এক গৃহবধূকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহত আইভী আক্তার একই এলাকার আসলাম শরীফের মেয়ে। তিনি শরীয়তপুর শহরের কাতারপ্রবাসী মো. ফেরদৌসের স্ত্রী। সদর মডেল থানার ওসি আবুল কালাম আজাদ বলেন, চুরি বা ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিষয় ছাড়াও হত্যাকাণ্ডের অন্য কোনো কারণ আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ভালুকা (ময়মনসিংহ) : নিখোঁজের তিন দিন পর একটি পরিত্যক্ত পুকুরে ভাসমান অবস্থায় আব্দুল মালেক নামের এক কৃষকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল সকালে হবিরবাড়ি ইউনিয়নের পাড়াগাঁও এলাকায় লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।

পীরগঞ্জ (ঠাকুরগাঁও) : একটি আমবাগান থেকে আব্দুল খালেক নামের এক নির্মাণ শ্রমিকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে সেনগাঁও ইউনিয়নের সিন্দুন্যা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পীরগঞ্জ থানার ওসি ইকবাল হোসেন প্রামাণিক জানান, প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যা বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিষয়টি তদন্ত করছে পুলিশ।

সময়ের আলো
মঙ্গলবার। ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

চাচাকে হত্যা

● শেরপুর প্রতিনিধি

জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে ভাতিজা আহসানের (৩৩) লাঠির উপর্যুপরি আঘাতে গুরুতর আহত চাচা অটোরিকশাচালক রফিকুল ইসলাম (৫৫) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। সম্প্রতি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে নালিতাবাড়ী থানা পুলিশ। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬
৩১ ভাদ্র ১৪৩৩

ক্ষতবিক্ষত তানিয়া কাতরাচ্ছে মেঝেতে

আরমান ভূঁইয়া, ঢাকা ও সমির মল্লিক, খাগড়াছড়ি

হাসপাতালের মেঝেতে শুয়ে কাতরাচ্ছে ১১ বছরের তানিয়া। যে বয়সে স্কুলের বারান্দায় সহপাঠীদের সঙ্গে হাসি-আনন্দে মেতে থাকার কথা, সেই বয়সে শরীরজুড়ে নির্যাতনের ক্ষত নিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে শিশুটি। মাথায় সেলাই, পিঠে গভীর ক্ষত, শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন, কোমরের হাড় ভাঙা। দীর্ঘদিনের অপুষ্টি ও নির্যাতনে হারিয়েছে হাঁটার শক্তিও। ঠিকমতো সে কথাও বলতে পারছে না। খাগড়াছড়ি জেলা সদর হাসপাতালের মেঝেতে শুয়ে থাকা তানিয়াকে দেখলে আঁতকে উঠছেন স্বজন ও হাসপাতালের লোকজন। তার শারীরিক অবস্থা এখন সংকটাপন্ন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক। পরিবারের অভিযোগ, ঢাকার মিরপুরে গৃহকর্মীর কাজে থাকা অবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে তাকে নির্যাতন করা হয়েছে।

অভাবের সংসারে বাবার বোঝা কিছুটা কমবে, মেয়েটিও হয়তো ভালো থাকবে—এমন আশায় প্রায় দেড় বছর আগে দাড়ে ৯ বছর বয়সে তানিয়াকে ঢাকায় গৃহকর্মীর কাজে পাঠিয়েছিলেন দিনমজুর বাবা বেলাল হোসেন। কিন্তু ভালো ভবিষ্যতের সেই আশাই যেন কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেড় বছর পর মেয়েটি বাড়ি ফিরেছে ক্ষত-বিক্ষত শরীর নিয়ে।

তানিয়ার বাড়ি খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার আমতলী ইউনিয়নের করল্যাছড়ি গ্রামে। ছয় বছর বয়সে মাকে হারায় তানিয়া। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর দুই মেয়েকে নিয়ে আরও কঠিন হয়ে পড়ে বেলালের সংসার। স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ত তানিয়া।

একপর্যায়ে প্রতিবেশী তোফাজ্জল হোসেনের মাধ্যমে তানিয়াকে গৃহকর্মীর কাজে ঢাকায় পাঠাতে রাজি হন বেলাল। প্রথমে মেয়েটিকে দিয়ে ফেনী শহরের ট্রাংক রোড বড় মসজিদসংলগ্ন একটি বাসায় কাজ করানো শুরু হয়। পরে সেই বাড়ি থেকে তাকে ঢাকায় গৃহকর্ত্রী মোর্শেদা আক্তার ওরফে সুবনার বাসায় আনা হয়। সেখানেই তার ওপর চালানো হয় পাশবিক নির্যাতন।

তানিয়া জানায়, ঢাকার মিরপুরের একটি বাসায় তাকে রাখা হয়েছিল। সেখানে গৃহকর্তার নাম রাসেল এবং গৃহকর্ত্রীর নাম সুবনা। রাসেলের মিরপুরে ল্যাপটপের দোকান এবং তার স্ত্রী একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন বলেও জানিয়েছে শিশুটি।

তানিয়ার অভিযোগ, ওই বাসায় যাওয়ার পর থেকেই তাকে ভয়ভীতি দেখানো ও নির্যাতন করা হতো। ঠিকমতো খাবার দেওয়া হতো না। শরীরের বিভিন্ন স্থানে খুন্তি দিয়ে ছ্যাঁকা দেওয়া হতো। দিনের বেশির ভাগ সময় তাকে টয়লেটে আটকে রাখা হতো। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রায় প্রতিদিনই তাকে নির্যাতন করা হয়েছে বলে অভিযোগ তার।

কয়েকদিন আগে মাথা ও থুতনিতে গুরুতর আঘাতের পর তানিয়াকে ঢাকার ওই বাসা থেকে ফেনী সদর হাসপাতালে পাঠান সুবনার পরিবারের সদস্যরা। খবর পেয়ে সেখানে ছুটে যান বাবা বেলাল। পরে শুক্রবার রাত ৩টার দিকে মেয়েকে এনে খাগড়াছড়ি জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করান বাবা। বর্তমানে মেয়ে খাগড়াছড়ি জেলা সদর হাসপাতালে বেড না পেয়ে হাসপাতালের বারান্দার মেঝেতে চিকিৎসা চলছে।

খাগড়াছড়ি জেলা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা রিপল বাগী চাকমা বলেন, শিশুটির শরীরে দীর্ঘ সময় ধরে নির্যাতনের চিহ্ন রয়েছে। তার শারীরিক অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। তাকে বাঁচাতে জরুরি ভিত্তিতে উন্নত চিকিৎসা প্রয়োজন।

মেয়েকে বাঁচানোর আকুতি জানিয়ে বেলাল হোসেন বলেন, 'আমার মেয়েটা যেন বেঁচে থাকে। উন্নত চিকিৎসা পায়। একটু ভালো ভবিষ্যতের আশায় যাকে দূরে পাঠিয়েছিলাম, সেই মেয়েকে যেন আবার সুস্থ শরীরে নিজের ঘরে ফিরিয়ে নিতে পারি।'

এদিকে মিরপুরের ওই বাসার সঠিক ঠিকানা জানেন না বেলাল। তিনি বলেন, দুবার ওই বাসায় গেলেও তাকে মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। ফলে এখন অভিযুক্তদের শনাক্ত করাও কঠিন হয়ে পড়েছে। এদিকে অভিযুক্ত গৃহকর্ত্রীর পরিচয় ও ঠিকানা নিয়েও তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। জাতীয় পরিচয়পত্রে দেওয়া পূর্ব শেওড়াপাড়ার ১১৮৮/১ নম্বর ঠিকানায় গিয়েও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মিরপুর বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মো. মোস্তাক সরকার যুগান্তরকে বলেন, 'ঘটনাটি নিয়ে আমরা কাজ করছি। অভিযুক্তের বাসার ঠিকানা এখনো পাওয়া যায়নি। ভুক্তভোগীর পরিবারের সঙ্গে কথা হয়েছে। তারা ঢাকায় আসছেন। তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে অভিযুক্তদের শনাক্ত ও আটকের চেষ্টা চলছে।'

তবে তানিয়াকে নির্যাতনের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত গৃহকর্ত্রী মোর্শেদা আক্তার ওরফে সুবনা। মোবাইল ফোনে তিনি বলেন, 'আমি তানিয়াকে নির্যাতন করিনি। ছয়-সাত মাস আগে পানি গরম করতে গিয়ে তানিয়ার শরীরে পড়ে যায়। আর একদিন আমার ছোট মেয়ে এক গ্লাস গরম পানি তার শরীরে ফেলে দেয়। এছাড়া তাকে কেউ নির্যাতন করেনি।'

খাগড়াছড়ির নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পিপি সুজনী ত্রিপুরা বলেন, ১১ বছরের তানিয়া শিশু হিসাবে আইনের সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারী। একই সঙ্গে গৃহকর্মী হিসাবেও তার অধিকার রয়েছে। গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা-২০১৫ অনুযায়ী নির্যাতনের শিকার কোনো গৃহকর্মীর ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। নির্যাতনের ফলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্ষতি হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী শাস্তির বিধান রয়েছে। এছাড়া দণ্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারায়ও গুরুতর আঘাতের ঘটনায় শাস্তির সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬

দক্ষিণ আফ্রিকায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে প্রবাসী নিহত

চাঁদপুর প্রতিনিধি

দক্ষিণ আফ্রিকায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার মো. জামাল মিয়া (৪০) নামে এক প্রবাসী নিহত হয়েছেন। বুধবার দিবাগত রাত আনুমানিক সাড়ে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। জামাল মিয়া উপজেলার ফতেপুর পূর্ব ইউনিয়নের সিপাইকান্দি গ্রামের মো. ছিড়ু মিয়া বেপারীর ছেলে। তিনি দাম্পত্য জীবনে তিন সন্তানের জনক। বড় ছেলে বায়েজিদের বয়স আট বছর, মেয়ে সিনথিয়ার বয়স তিন বছর, আর সামিরা আক্তার নামে আরেক মেয়ের বয়স দুই বছর। স্থানীয়রা জানান, জীবিকার তাগিদে প্রায় তিন বছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাড়ি জমান জামাল মিয়া। সেখানে নিজ উদ্যোগে একটি ভ্যারাইটি সুপার শপ গড়ে তোলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬

কুষ্টিয়ায় দুই গ্রুপের সংঘর্ষে কৃষক নিহত

■ কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

কুষ্টিয়ায় দুই গ্রুপের সংঘর্ষে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে এক কৃষককে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। নিহতের নাম হালিম (৬৫)। সংঘর্ষে আহত হয়েছেন আরো অনন্ত ৩/৪ জন। গতকাল শনিবার সকাল ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কুষ্টিয়া সদর উপজেলার অন্তর্গত খয়েরপুর গ্রামে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিবদমান মান্নান ও ইউসুফ গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা চলছিল। এর জের ধরে শনিবার সকালে দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এক পর্যায়ে প্রতিপক্ষের ৮/১০ জন দেশীয় অস্ত্রসহ কৃষক হালিমের ওপর হামলা চালায়। এ সময় তাদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে কৃষক হালিম মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরে অতিরিক্ত রক্তক্ষণে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। সংঘর্ষে হতাহতের ঘটনায় এলাকায় জুড়ে আতঙ্ক ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার পর পুলিশসহ আইনশৃংখলা বাহিনীর অন্যান্য সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ওসি মো. জাকির হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছে। ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার জোর চেষ্টা চলছে বলেও তিনি জানান।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬

তিন জেলায় তিনজনকে কুপিয়ে হত্যা

প্রতিদিন ডেস্ক

দেশের তিন জেলায় তিনজনকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর– **বরিশাল :** বাকেরগঞ্জ উপজেলায় সুমন সিকদার (৩৮) নামে ভ্যানচালককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় কালেকাঠি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন বাকেরগঞ্জ থানার ওসি আদিল হোসেন। ওসি বলেন, কারা হত্যা করেছে এখনো জানি না। তদন্তের পর বলতে পারব। **ঝিনাইদহ :** হরিণাকুন্ডুতে মোনায়েম হোসেন (৫০) নামে একজনকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। মোনায়েম কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ওয়ার্ড সভাপতি। এ ঘটনায় মামলা হয়েছে। স্থানীয়রা জানান, বুধবার রাতে ময়েনখালী বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন মোনায়েম। পথে কালীশংকরপুর গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পেছনে পৌঁছালে দুর্বৃত্তরা তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে। পেটসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে গভীর ক্ষত হয়। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। হরিণাকুন্ডু থানার ওসি মাসুম খান জানান, হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের শনাক্ত করা হয়েছে। আইনের আওতায় আনা হবে। **নড়াইল :** লোহাগড়ায় ইসলাম শেখ (৫০) নামে এক কৃষককে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের কবরস্থান এলাকায় গতকাল এ ঘটনা ঘটে। লোহাগড়া থানার ওসি আবদুর রহমান বলেন, এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। হত্যার ঘটনায় জড়িতদের আটকের চেষ্টা চলছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬

কোম্পানীগঞ্জে চালককে গলায় ছুরিকাঘাত করে অটোরিকশা ছিনতাইয়ের চেষ্টা, গ্রেফতার ২

■ কোম্পানীগঞ্জ (নোয়াখালী) সংবাদদাতা

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় যাত্রীবেশে অটোরিকশায় উঠে চালককে গলায় ছুরিকাঘাত করে অটোরিকশা ছিনতাইয়ের চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে বসুরহাট-হাজারী হাট সড়কের বিদ্যুৎ অফিসের পাশে এ ঘটনা ঘটে। ছুরিকাঘাতে আহত অটোরিকশাচালক মো. মহসিন গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকার একটি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। তিনি সুবর্ণচর উপজেলার চরজুবলী ইউনিয়নের আবদুল মালেকের ছেলে। গ্রেফতারকৃতরা হলেন, কুমিল্লার বুড়িচং এলাকার শাহ আলমের ছেলে নুর উদ্দিন, লক্ষ্মীপুর রামগতি এলাকার মামুনের ছেলে শাহীন। তারা ফেনীতে একটি বোতল ফেক্টরীতে কাজ করতেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বসুরহাট বাজার থেকে যাত্রীবেশে অটোরিকশায় ওঠে দুজন লোক। তারা জানান তারা কদমতলা এলাকায় যাবেন। পরে তাদের নিয়ে বিদ্যুৎ অফিসের কাছাকাছি এলে তাদের একজন কিছু পড়ে গেছে দাবি করে অটোরিকশা থামাতে বলেন। গাড়ী থামানোর সাথে সাথে তারা অটোরিকশা থেকে মহসিনকে টেনে নামিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে যখন ব্যর্থ হয়, তখন মহসিনের গলায় ছুরিকাঘাত করে তারা। পরে মহসিন চিৎকার দিলে তারা পালিয়ে যায়। এ সময় গলায় ছুরিকাঘাতে রক্তাক্ত অবস্থায় অটোরিকশা চার্জিং স্টেশনে পৌঁছলে অটোরিকশা মালিক সাইফুলসহ অন্যরা তাকে দ্রুত কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দেন। পরে রাতে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসকরা অবস্থা গুরুতর দেখে ঢাকায় নেওয়ার পরামর্শ দেন।

এদিকে এ ঘটনার সময় ছিনতাইকারী নুর উদ্দিন মহসিনকে ছুরিকাঘাত করার সময় নিজের আঙুল কেটে ফেলে। তারা পালিয়ে সিরাজপুরের দোকানঘর এলাকায় গেলে সেখানে ছাত্রদল নেতা রবিন মাহমুদসহ কয়েক জন তাদেরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে দেখে গলায় ছুরিকাঘাতে আহত মহসিন। সন্দেহ করে নুর উদ্দিন ও শাহিনকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার যোগসাজশ পাওয়ায় পুলিশে সোপর্দ করে তারা। কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নুরুল হাকিম বলেন, 'এ ঘটনায় দুজনকে রাতে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

প্রথম আলো
শনিবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬

পত্রিকা কার্যালয় থেকে সাংবাদিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *বরিশাল*



পুলক চ্যাটার্জি

বরিশাল নগরের একটি ভবন থেকে সাংবাদিক পুলক চ্যাটার্জির ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে সুইসাইড নোটও উদ্ধার করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় নগরের প্যারারা রোডের একটি ভবনের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত দৈনিক সমকালের আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে পুলক চ্যাটার্জির লাশ উদ্ধার করা হয়। ওই ভবনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় আরও কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের আঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে।

বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মেহেদি হাসান বলেন, গতকাল সন্ধ্যা সাতটার দিকে খবর পেয়ে তাঁরা প্যারারা রোডের ওই ভবনে যান। সেখানে সমকাল কার্যালয়ে রশি দিয়ে ফাঁস দেওয়া অবস্থায় পুলক চ্যাটার্জির লাশ পাওয়া যায়।

সহকর্মী ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, পুলক চ্যাটার্জি সমকালের বরিশাল ব্যুরোপ্রধান ছিলেন। ২০২৩ সালের দিকে তাঁকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তাঁর স্ত্রী ও এক মেয়ে রয়েছে। জ্যেষ্ঠ সংবাদকর্মী ও সাবেক ব্যুরোপ্রধান হিসেবে মাঝেমধ্যে তিনি সমকালের আঞ্চলিক কার্যালয়ে এসে বসতেন এবং পত্রিকা পড়তেন।

পুলক চ্যাটার্জির স্ত্রী নীলোৎপলা মুখার্জি সাংবাদিকদের বলেন, চাকরি হারানোর পর থেকে তাঁর স্বামী হতাশায় ভুগছিলেন। তবে এ কারণে তিনি আত্মহত্যা করবেন, তা পরিবারের কেউ ভাবেননি। একই ভাষ্য পুলক চ্যাটার্জির ভাই ভূমি কর্মকর্তা দীপক চ্যাটার্জির।

কালের কণ্ঠ
শনিবার। ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬

রাশিয়ায় নিহত মামুনের স্ত্রী

'অহন আমি কিবায় চলবাম'

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি ▷



আল মামুন

'অহন আমি কিবায় চলবাম? এই অবুজ সন্তানরে কিবায় পালবাম? আমি আমার স্বামীর লাশটা ফেরত চাই। আর যারা আমার স্বামীরে ধোঁকা দিয়া এই যুদ্ধের মুখে পাডাইছে, আমি ওই অপরাধী দালালরার বিচার চাই।' সাড়ে তিন বছর এবং মাত্র পাঁচ মাস বয়সী দুই সন্তানকে বুকে জড়িয়ে এভাবেই বিলাপ করছেন ভাগ্যাহত মহিমা আক্তার। উচ্চ বেতনে 'ইলেকট্রনিক শ্রমিক' হিসেবে কাজ করে পরিবারের অভাব দূর করার স্বপ্ন নিয়ে সুদূর রাশিয়ায় গত প্রায় পাঁচ মাস আগে পাড়ি জমিয়েছিলেন তাঁর স্বামী আল মামুন (২৫)। একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষকে হারিয়ে এখন পুরোপুরি দিশাহারা তাঁর পুরো পরিবার। নিহত আল মামুন ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার খারুয়া ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের খারুয়া গ্রামের মৃত আবুল কাশেমের ছেলে।

জানা যায়, সংসারের সচলতা ফেরাতে গত ৭ মে 'জাবাল-এ নূর ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড' নামের একটি এজেন্সির মাধ্যমে রাশিয়ার উদ্দেশে দেশ ছাড়েন মামুন। ইলেকট্রনিক শ্রমিক হিসেবে কাজ করার জন্য এজেন্সির সঙ্গে তাঁর ৯ লাখ টাকার চুক্তি হয়েছিল।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
রবিবার ॥ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬

চার জেলে অপহরণ মুক্তিপণ দাবি

বাগেরহাট প্রতিনিধি

সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জের নদীতে মাছ ধরার সময় বনদস্যু মজনু বাহিনীর সদস্যরা মুক্তিপণের দাবিতে নৌকাসহ চার জেলেকে অপহরণ করেছে। শুক্রবার দিবাগত রাতে সুন্দরবনের নারিকেলবাড়ীয়া কালামেয়া ও আমবাড়ীয়া এলাকায় এ অপহরণের ঘটনা ঘটে। সুন্দরবন বিভাগ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। অপহৃত জেলেদের সবার বাড়ি বাগেরহাটের রামপাল উপজেলার পেড়িখালী গ্রামে। এদের মধ্যে রিপন (২৬) ও ফরিদ (৩৩) নামে জেলের নাম জানা গেছে। সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জের দুবলা জেলেপল্লী টহল ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফরেস্ট রেঞ্জার মিল্টন রায় জানান, বনদস্যু মজনু বাহিনীর সদস্যরা শুক্রবার দিবাগত রাতে বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জের নারিকেলবাড়ীয়া ও কালামেয়া এলাকায় মাছ ধরার সময় জেলেদের বহরে হামলা চালায়।

বণিক বার্তা
সোমবার, সেপ্টেম্বর ১৪, ২০২৫

কুপিয়ে হত্যা

গ্রাম্য বিরোধের জেরে ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গায় রবিউল ইসলাম শেখ ওরফে রবি (৫৫) নামে এক চায়ের দোকানদারকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় তার সঙ্গে থাকা আরো কয়েকজন আহত হন। তাদের উদ্ধার করে কাশিয়ানী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান স্থানীয়রা। কাশিয়ানী-আলফাডাঙ্গা সড়কের মালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, ফরিদপুর

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬

পাবনায় অটোভ্যানচালক হত্যায় যুবক গ্রেফতার

■ ফরিদপুর (পাবনা) সংবাদদাতা

ফরিদপুরে অটোভ্যানচালক ১৩ বছরের কিশোর সাকিব আল হাসান হত্যার মূল আসামি শাহীন হোসেন ইমনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গত সোমবার বিকালে দিঘুলিয়া বাজার থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে শাহীন হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন।

এর আগে রবিবার বিকালে উপজেলার মাজাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন বড়াল নদী থেকে সাকিবের ভাসমান লাশ উদ্ধার করা হয়। পরে নিহতের বাবা হাবিবুর উদ্দিন বাদী হয়ে থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। পুলিশের তদন্তে জানা যায়, সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার বাসিন্দা শাহীন ফরিদপুরের দিঘুলিয়া গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে থেকে অটোভ্যান চালাতেন।

তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ উপজেলার ধানুয়াঘাটা বাজারের একটি ভাঙারির দোকান থেকে ছিনতাই হওয়া সাকিবের অটোভ্যানটি উদ্ধার করে। ওসি মঞ্জুরুল হাসানের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয় এবং আইনি প্রক্রিয়া শেষে আসামিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

কালের কণ্ঠ
শনিবার। ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬

টাকা নিয়ে বিরোধে
৭ জেলায় ৫ খুন, ৩ লাশ

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

রাজধানীর লালবাগে টাকা নিয়ে বিরোধে বন্ধুকে হত্যা করে লাশ গুম করে রেখেছিলেন আরেক বন্ধু। যাত্রাবাড়ী এলাকায় আরেক যুবককে হত্যা করা হয়েছে। গাইবান্ধা ও চট্টগ্রামে স্বামীর নির্যাতনে স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বরিশালে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে এক ভ্যানচালককে।

এ ছাড়া গাজীপুর ও গোপালগঞ্জে পাওয়া গেছে দুজনের লাশ। কালের কণ্ঠের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

ঢাকা : লালবাগে টাকা নিয়ে বিরোধে বন্ধুকে হত্যার পর লাশ গুম করতে মাটিতে পুঁতে রাখেন আরেক বন্ধু। তিন দিন পর গতকাল শুক্রবার নিহত বন্ধু ওয়াসিম রনির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

এ ছাড়া যাত্রাবাড়ী এলাকায় আরেক যুবককে হত্যা করা হয়েছে।

গতকাল ভোরে লালবাগের বিসি দাস স্ট্রিটের ২৬ নম্বর রোডের পাশে একটি স্থানের মাটি খুঁড়ে ওয়াসিম রনির লাশটি উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে পাওয়া তথ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে পুলিশ বলছে, পাওনা টাকা নিয়ে বিরোধের জের ধরে তাঁকে খুন করেন তাঁরই বন্ধু মাসুম। তাঁকে আটক করা

বরিশাল : বাকেরগঞ্জে সুমন নামের এক ভ্যানচালককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কবাই ইউনিয়নের ফরাজি মার্কেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহতের পরিবারের অভিযোগ, একই এলাকার রিপ্যান, সুমন সিকদার ও মনা তালুকদার তাঁকে কুপিয়ে পাশের একটি পুকুরে ফেলে যায়।

সময়ের আলো
রোববার। ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

আমিও মরব তোদেরও মারব বলে কক্ষে আগুন, দগ্ধ ৫

● নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর সূত্রাপুরে পারিবারিক কলহের জের ধরে নিজ কক্ষে পেট্রোল ঢেলে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এতে এক নারীসহ মোট পাঁচজন গুরুতর দগ্ধ হয়েছেন। শনিবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে সূত্রাপুরের শ্যামবাজার চামাকটুলী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরে সন্ধ্যার দিকে দগ্ধদের উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়।

দগ্ধ ব্যক্তিরা হলেন– সিদ্দিক বেপারি (৬০), তার ছেলে সৌদি আরব প্রবাসী মো. ইমন (২৬), ভাতিজা রাজিব (৩৮), ভাগ্নে আরিফুর রহমান ধলু (৩৫) এবং ভাগ্নি তানিয়া আক্তার (২০)।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, দগ্ধরা সবাই শ্যামবাজার চামাকটুলী এলাকার পৈতৃক ভিটায় পাশাপাশি বসবাস করেন। আহতদের মধ্যে রাজিব ন্যাশনাল হাসপাতালে মেকানিক হিসেবে কর্মরত। আরিফুর পেশায় ইলেকট্রিক মিস্ত্রি এবং তানিয়া পুরান ঢাকার উইমেন্স কলেজের স্নাতক (অনার্স) শ্রেণির শিক্ষার্থী।

দৈনিক ভোরের কাগজ
১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬



শিশু তানিয়ার সারা শরীরে নির্মম নির্যাতনের ক্ষত
মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে হাসপাতালের মেঝেতে

■ খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি

গরম খুন্তির ছ্যাঁকায় ক্ষতবিক্ষত শিশু তানিয়া (১১) মরণ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে খাগড়াছড়ি জেলা আধুনিক হাসপাতালের মেঝেতে। মাথা থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত সমস্ত শরীরে অমানুষিক নির্যাতনের চিহ্ন। ফাটা মাথায় একাধিক সেলাই। পিঠে গভীর ক্ষত হয়ে ধরেছে পঁচন। পঁচন ধরেছে দুই পায়েও। অভিযোগ মতে ঢাকায় গৃহপরিচারিকার কাজ করার সময় গৃহকর্ত্রীর নির্মম নির্যাতনের শিকার হয় সে।

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার আমতলী ইউনিয়নের করল্যাছড়ি গ্রামের দিনমজুর বেলাল হোসেনের মেয়ে তানিয়া। মা মারা যাঁওয়ার পর অভাবের তাড়নায় বছর দেড়-এক আগে মাদ্রাসায় চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ুয়া মেয়ে তানিয়াকে প্রতিবেশী তোফাজ্জল হোসেনের মাধ্যমে গৃহকর্মীর কাজে ঢাকায় পাঠান বেলাল। 'তবে মেয়েকে ঢাকার কোন ঠিকানায় কিংবা কার কাছে নেওয়া হচ্ছে, তার কিছুই জানতেন না অসহায় বাবা। প্রথমে ফেনী শহরের ট্রাংক রোড বড়

মসজিদ-সংলগ্ন একটি বাসায় তানিয়াকে দিয়ে আসা হয় এক মহিলার বাসায়। পরে সেখান থেকে ঐ মহিলা ঢাকায় তার বোনের বাসায় পাঠায় তানিয়াকে। তানিয়ার ভাষ্য, ঢাকার মিরপুরের একটি বাড়িতে তাকে রাখা হয়েছিল। বাড়ির গৃহকর্তার নাম রাসেল এবং গৃহকর্ত্রীর নাম ছোটন বলে জানিয়েছে সে। রাসেলের মিরপুরে ল্যাপটপের দোকান এবং তার স্ত্রী একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন বলেও জানায় শিশুটি।

তানিয়ার অভিযোগ, ঐ বাড়িতে তার দিন কাটত ভয় আর নির্যাতনের মধ্যে। ঠিকমতো খাবার দেওয়া হতো না। শরীরের বিভিন্ন স্থানে গরম খুন্তি দিয়ে ছ্যাঁকা দেওয়া হতো। বেদম প্রহার করতো গৃহকর্ত্রী ছোটন ও তার মেয়ে রাফাতুল। দিনের বেশির ভাগ সময় তাকে টয়লেটে আটকে রাখা হতো। বছরের বেশি সময় ধরেই তার ওপর প্রায় প্রতিদিনই চলে এমন নির্যাতন। দেড় বছর ধরে মেয়েটি কীভাবে দিন কাটিয়েছে, তার খবরও জানতেন না বাবা। ঢাকায় যাওয়ার পর একবারও মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেওয়া হয়নি তাকে। ফোন করলেও কথা বলতে দেওয়া হয়নি বাবার সঙ্গে।

কয়েক দিন আগে মাথায় এবং থুতনিতে গুরুতর আঘাত করার পর তানিয়াকে ঢাকা থেকে ফেনী সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। খবর পেয়ে সেখান থেকে গত শুক্রবার রাত ৩টার দিকে তাকে খাগড়াছড়ি জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে আসেন বাবা। হাসপাতালে বেড না পাওয়ায় মেঝেতেই শুইয়ে চলছে তার চিকিৎসা।

দীর্ঘদিনের অপুষ্টিতে শরীর এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, স্বাভাবিকভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটাও তার পক্ষে সম্ভব নয়।

খাগড়াছড়ি জেলা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার (আরএমও) ডা. রিপল বাগ্মী চাকমা বলেন, 'শিশুটির শরীরে দীর্ঘ সময় ধরে নির্যাতনের চিহ্ন রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে অভুক্ত ও চরম নির্যাতনের কারণে শরীর এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, সে স্বাভাবিকভাবে দাঁড়াতেও পারছে না। তিনি বলেন, 'তার শারীরিক অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। তাকে বাঁচাতে জরুরি ভিত্তিতে উন্নত চিকিৎসা প্রয়োজন। আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করছি।'

এদিকে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি। খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) মিসবাহ উদ্দিন জানান, 'ঘটনাস্থল ঢাকায় হওয়ায় এখানে মামলা গ্রহণ বা কোনো আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ নেই।'

যুগান্তর
শুক্রবার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

কোম্পানীগঞ্জে ভিডিও ভাইরাল

পরকীয়ার কথা জেনে ফেলায় জামাইকে হত্যা

কোম্পানীগঞ্জ (নোয়াখালী) প্রতিনিধি

কোম্পানীগঞ্জে শ্বশুরবাড়ি থেকে এমরান হোসেন রনি নামে এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার নিয়ে রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনায় আগে ছোট বোনকে উদ্দেশ্য করে চাঞ্চল্যকর তথ্যসহ একটি ভিডিও রেখে যান তিনি। বৃহস্পতিবার দুপুরে মৃতের ব্যবহৃত মুঠোফোন পরিবারের হাতে দিলে তখন তার ছোট বোন আয়েশাকে উদ্দেশ্য করে করা ভিডিও বার্তাটি দেখতে পান তারা। মুহূর্তে সেটি সামাজিকমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ওই ভিডিওর তথ্যে এটি হত্যা বলে ধারণা করা হচ্ছে। মৃত্যুর আগে রেখে যাওয়া ওই ভিডিও বার্তায় এমরান হোসেন রনি তার ছোট বোন আয়েশাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আয়েশা, তোর ভাবি উর্মির সঙ্গে আর (আমার) মামতো হদি (বউয়ের মামতো ভাই) মানে আমার বড় মামার ছেলে বড়টার সঙ্গে পরকীয়ার সম্পর্ক আছে। এটা নিয়ে ভাইয়া বলছি ছাড়াছাড়ি হই যাইবো, হয়তো তোরা রাখি দে নয়তো বুঝায় টুঝায় আরে দিয়ে দে। তারা বলে বুঝায় টুঝায় দিয়ে দিমু তবে কে রে কইছো। বলে এটা কইলে তোরে হিডি মারি পালামু হুমকি দের (দিচ্ছে)। পরে মাথা ঠান্ডা করি বলে তোরে (রনি) আর হেতিরে (স্ত্রী উর্মিকে) কাল সকালে বুঝায় টুঝায় হাড়ায় দিমু। হেতিরে এ বাড়িতে নাই নাইয়র টাইয়র দিচ্ছা। কে রে এসব কইছো। তোরা তোর গো মতন থাক। হেতির হাতে মোবাইল টোবাইল দিচ্ছা। হের পরেও দেখি যেহেতু হেতিরে ভাইয়া বিয়ে কইছি, না রাখি কিরুম? বুইজ্জস্তি।' এ বিষয়ে মৃতের ছোট বোন আয়েশা বলেন, 'আমার ভাই অটোরিকশা চালাতেন। কষ্টে জীবনযাপন করতেন। বউকে খুব ভালোবাসতেন। তারা কীভাবে পারলো এমন হত্যার ঘটনা ঘটাতে। আমরা এ হত্যার কঠিন বিচার চাই। প্রসঙ্গত, বুধবার উপজেলার রামপুর ইউনিয়নের নানাশ্বশুর বাড়ি থেকে জামাই রনির ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার পুলিশ। এ সময় তার পায়ে জুতা, গায়ের অবস্থা ছিল স্বাভাবিক। পরিবারের দাবি, এটি একটি পরিকল্পিত হত্যা।

বণিকবার্তা
শনিবার, সেপ্টেম্বর ২৬, ২০২৬

হত্যা

রাজবাড়ীর কালুখালীতে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নজরুল ইসলাম খান (৬০) নামে এক কৃষককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় গোলাপী বেগম নামে এক নারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। নিহত নজরুল ইসলাম কালুখালী উপজেলার বোয়ালিয়া গ্রামের বাসিন্দা। গতকাল সকাল ১০টার দিকে তার নিজ বাড়ির সামনে এ ঘটনা ঘটে। পাংশা সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মো. রাকিবুর রহমান মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
বণিক বার্তা প্রতিনিধি, রাজবাড়ী

কালের কণ্ঠ
। সোমবার। ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬

কক্সবাজারে সন্ত্রাসীদের ছুরিকাঘাতে এনজিওর গাড়িচালক নিহত

৬ জেলায় ৪ খুন, ২ লাশ

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

কক্সবাজার শহরে দুই সন্ত্রাসীর ছুরিকাঘাতে এনজিওর গাড়িচালক নিহত হয়েছেন। গাজীপুরে বাসার গেটে প্রবাসীর স্ত্রীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। টাঙ্গাইলে জমিসংক্রান্ত বিরোধে কুপিয়ে হত্যা করা হয় এক বৃদ্ধকে। গাইবান্ধায় অন্তঃসত্ত্বা নারীকে শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এ ছাড়া ঢাকায় রাস্তার পাশে এক যুবক এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এক প্রতিবন্ধী কিশোরের লাশ পাওয়া গেছে সীমান্তের ওপারে। কালের কণ্ঠের বিশেষ প্রতিনিধি, নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

কক্সবাজার : পুরনো মোটরবাইক কেনাবেচার ঘটনা নিয়ে কথা-কাটাকাটির জের ধরে দুই বিক্রেতার ছুরিকাঘাতে খুন হয়েছেন ক্রেতা। গতকাল সকালে শহরের জাদি পাহাড় এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সাইফুল ইসলাম একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার (এনজিও) গাড়িচালক। তিনি স্থানীয় বিসিক এলাকার বাসিন্দা।

পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, সাইফুল শহরের পাহাড়তলী এলাকার বাসিন্দা সাগর ও আব্বুইয়া নামের দুই ছিনতাইকারীর কাছ থেকে একটি পুরনো বাইক কিনে নেন। এক লাখ টাকার বিনিময়ে কাগজপত্রসহ বাইকটি সাইফুলকে দেওয়া হয়। শনিবার ট্রাফিক পুলিশ জাল কাগজপত্র রাখার দায়ে সাইফুলের বাইকটি আটক করে। বিষয়টি নিয়ে বিক্রেতাদের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া বাধে। এক পর্যায়ে তাঁরা সাইফুলকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করায় তাঁর মৃত্যু হয়।

গাজীপুর : বাসার গেটে ঢুকে এক প্রবাসীর স্ত্রীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে এক যুবক। গতকাল সকালে মহানগরীর কোনাবাড়ী থানার আমবাগ এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সানজিদা আক্তার (২৩) ওমানপ্রবাসী

সংবাদ যুগান্তর
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ২ আশ্বিন ১৪৩৩
Dhaka : Thursday 17 September 2026
সোমবার ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬
৬ আশ্বিন ১৪৩৩

নবীগঞ্জে নিখোঁজ সিএনজি চালক তুহিনের মরদেহ উদ্ধার

প্রতিনিধি, নবীগঞ্জ (হবিগঞ্জ)

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলার ফুলতলি এলাকা থেকে নিখোঁজ এক সিএনজি অটোরিকশাচালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকাল ১০টার দিকে ফুলতলি এলাকায় মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা সংশ্লিষ্টদের খবর দেন। পরে মরদেহটি বাহুবল উপজেলার নিখোঁজ সিএনজি চালক তুহিন মিয়া বলে শনাক্ত করেন তার স্বজনরা।

নিহত তুহিন মিয়া হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলার ৩ নম্বর সাতকাপন ইউনিয়নের শংকরপুর (ইছবপুর) গ্রামের আব্দুল্লাহ মিয়ার ছেলে। তিনি পেশায় সিএনজি অটোরিকশাচালক ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত সোমবার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টার পর তুহিন মিয়া তার ব্যবহৃত সিএনজি অটোরিকশাসহ নিখোঁজ হন। এরপর পরিবারের সদস্যরা সম্ভাব্য বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান পাননি। নিখোঁজের দুই দিন পর নবীগঞ্জের ফুলতলি এলাকা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

তুহিন মিয়ার ব্যবহৃত সিএনজি অটোরিকশার নম্বর হবিগঞ্জ-ব-১১-৪৩৪০। তবে মরদেহ উদ্ধারের সময় অটোরিকশাটির অবস্থান সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে বিস্তারিত জানা যায়নি।

তুহিনের মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়দের ধারণা, তাকে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে। তবে তার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এবং এটি হত্যাকাণ্ড কি না, তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত, সে বিষয়েও কোনো নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি।

নিহতের পরিবারের দাবি, ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে তুহিনের মৃত্যুর রহস্য উদ্?ঘাটন এবং জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হোক।

এ বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে গতকাল দুপুর পর্যন্ত বিস্তারিত কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তদন্তের পর তুহিনের নিখোঁজ হওয়া ও মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

মেহেন্দীগঞ্জে কৃষককে কুপিয়ে হত্যা আসামির সহযোগী গ্রেফতার

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি

মেহেন্দীগঞ্জের কাজীরহাটে কৃষক কবির ব্যাপারী (৫৫) হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় আরেক আসামি ইউসুফ ফরাজীকে (২৩) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রোববার তাকে বরিশাল আদালতে হাজির করা হলে তিনি বিজ্ঞ বিচারকের কাছে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। গ্রেপ্তার ইউসুফ ফরাজী মেহেন্দীগঞ্জের কাজীরহাট থানার বিদ্যানন্দপুরের তাইজুদ্দিন ফরাজীর ছেলে। শনিবার সন্ধ্যায় নিজ এলাকা থেকেই তাকে গ্রেফতার করে কাজীরহাট থানা পুলিশ। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মামুন জানান, ইউসুফ ফরাজী মামলার এজাহারনামীয় আসামি না হলেও ওই হত্যাকাণ্ডের দুই নম্বর আসামি সেলিম ব্যাপারীর প্রত্যক্ষ সহযোগী ছিলেন বলে তথ্য দেন বাদী ও নিহতের পরিবার। তাকে আটক করে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে কৃষক কবির হত্যার ঘটনায় সরাসরি জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেন। রোববার তাকে আদালতে পাঠানো হলে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়। কাজীরহাট থানার ওসি সিদ্দিকুর রহমান জানান, কবির ব্যাপারী হত্যা মামলায় এ পর্যন্ত হাবিল হাওলাদার ও ইউসুফ ফরাজীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আসামিদের গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। ঘটনার নেপথ্য কারণ উদ্ঘাটনসহ বাকি আসামিদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে। উল্লেখ্য, গত ১২ সেপ্টেম্বর শনিবার বিকাল পৌনে ৪টার দিকে মেহেন্দীগঞ্জের গাজীরহাট বাজার এলাকায় মুলাদীর কাজিরচর ইউনিয়নের চর বাহাদুরপুর গ্রামের কৃষক কবির ব্যাপারীকে একদল দুর্বৃত্ত কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করে পাশের ডোবায় ফেলে রেখে যায়।

দৈনিক ইত্তেফাক
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬

রাজধানীতে চার বাসে আগুন, ককটেল বিস্ফোরণে রিকশাচালক আহত

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানী ঢাকা ও এর আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় একাধিক বাসে আগুন এবং বেশ কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে রিয়াল হোসেন (৩২) নামে এক রিকশাচালক আহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার সন্ধ্যা থেকে রাতের মধ্যে মিরপুর, বাড্ডা, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ এবং যাত্রাবাড়ী এলাকায় এসব ঘটনা ঘটেছে। বাসে আগুন ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় নিরাপত্তাব্যবস্থা ও তল্লাশি জোরদার করা হয়েছে।

জানা গেছে, গতকাল সন্ধ্যা সোয়া ৭টা পল্লবী থানাধীন ডেলটা হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাসে আগুন লাগে। সে সময় বাসে থাকা যাত্রীরা দ্রুত নেমে যান। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা পৌঁছানোর আগেই বাসটি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। পল্লবী থানার ওসি এ কে এম আলমগীর জাহান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা দারুস সালাম থানাধীন আনসার ক্যাম্পের সামনে অভিজাত ট্রান্সপোর্ট পরিবহনের একটি বাসে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের বিষয়টি টের পেয়ে যাত্রীরা দ্রুত নেমে যান। স্থানীয়রা নিজেদের উদ্যোগে আগুন নিভিয়ে ফেললেও ফায়ার সার্ভিস যাওয়ার আগেই বাসটি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়।

অন্যদিকে, রাত ৮টার দিকে মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানের সামনে কে বা কারা আরেকটি বাসে আগুন দিয়ে পালিয়ে যায়। ফায়ার সার্ভিস যাওয়ার আগেই বাসটি পুরোপুরি পুড়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়।

এছাড়া, রাত ৮টার দিকে মধ্য বাড্ডার কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটির সামনে একটি বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। তখন বাসটি থেকে যাত্রীরা দ্রুত নেমে যান। এ ঘটনার পর ঐ সড়কে যানজট তৈরি হয়। ফায়ার সার্ভিসের কন্ট্রোল রুমের ডিউটি অফিসার রাশেদ বিন খালিদ

কালের কণ্ঠ
রবিবার। ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬

সিলিং ফ্যানে ঝুলছিল স্বামীর দেহ ঘরে পড়ে ছিল স্ত্রী-সন্তানের লাশ

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

৮ জেলায় ১১ লাশ উদ্ধার, ২ খুন

মানিকগঞ্জে নিজেদের ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে স্বামী, স্ত্রী ও শিশুকন্যার লাশ। ঘরে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলছিল গৃহকর্তার লাশ, গৃহিণী ও তাঁদের সন্তানের লাশ পড়ে ছিল নিচে। সুনামগঞ্জে তিন সন্তান নিয়ে পিতার বিষপানের পর সন্তানদের মৃত্যু হয়েছে, পিতা মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে। এ ছাড়া ঢাকা, গাজীপুর, নাটোর, চুয়াডাঙ্গা, গোপালগঞ্জ ও চট্টগ্রামে আটজনের লাশ উদ্ধার হয়েছে। কালের কণ্ঠের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

মানিকগঞ্জ : সদর উপজেলায় স্বামী, স্ত্রী ও তাঁদের দেড় বছরের মেয়ের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার দুপুরে বরাহিচর গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে মরদেহ তিনটি উদ্ধার করা হয়। মৃতরা হলো আকরাম হোসেন (৪০), তাঁর স্ত্রী প্রিয়াংকা (২৪) এবং তাঁদের মেয়ে আঁলিজা। আকরাম হোসেন বরাহিচর গ্রামের মৃত নূরুল হকের ছেলে।

পুলিশ জানায়, আকরামকে ঘরের ভেতর ফ্যানে ঝুলন্ত অবস্থায় এবং তাঁর স্ত্রী ও শিশুকন্যাকে নিচে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সৌদিপ্রবাসী আকরাম মাস তিনেক আগে দেশে আসেন। গতকাল অনেক বেলা হয়ে যাওয়ার পরও তাঁরা ঘরের দরজা খোলেননি। এক পর্যায়ে আকরামের ম দরজার ফাঁক দিয়ে ছেলেকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। তাঁর চিৎকারে প্রতিবেশীরা এসে দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে।

প্রত্যক্ষদর্শী মোকসেদ জানান, প্রিয়াংকার মুখমণ্ডলে রক্তাক্ত আঘাতের চিহ্ন ছিল। ধারণা করা হচ্ছে আকরাম স্ত্রীকে কোনো কিছু দিয়ে আঘাত করে এবং মেয়েকে বালিশচাপা দিয়ে শ্বাসরোধে হত্যা করে নিজে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

সদর থানার ওসি মুনির হোসেন বলেন, তদন্ত শেষে পুরো বিষয় নিশ্চিত হওয়া যাবে।

সুনামগঞ্জ : তাহিরপুরে তিন শিশুসন্তানকে নিয়ে বিষপান করেছেন এক দিনমজুর পিতা। শুক্রবার গভীর রাতে উত্তর বড়দল ইউনিয়নের রজনী লাইন গ্রামে এ ঘটনায় তিন শিশুই মারা গেছে। তবে পিতা শরাফত আলীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

শরাফত আলীর স্ত্রী চার দিন আগে মধ্যপ্রাচ্যে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে গেছেন। স্বজনদের ধারণা, স্ত্রীর সঙ্গে অভিমান, স্ত্রীশূন্যতা বা হতাশা থেকেই এ ঘটনা ঘটতে পারে।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, শরাফত ওই রাতে মেয়ে মাওয়া আক্তার (১০), ছেলে শামীম মিয়া (৭) এবং দেড় বছর বয়সী তামিম মিয়াকে নিয়ে ঘরে ঘুমিয়ে পড়েন। রাত ২টার দিকে লিচু জুসের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে সন্তানদের পান করিয়ে নিজেও বিষপান করেন। বিষপানের আগে তিনি তাঁর বোনকে ফোন দিয়ে এ

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
৬ আশ্বিন ১৪৩৩, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬

কেশবপুরে সাংবাদিকদের ওপর হামলা, আহত ৭

■ কেশবপুর (যশোর) সংবাদদাতা

যশোরের কেশবপুরে সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালিয়ে ও 'মব' সৃষ্টি করে প্রেস ক্লাব দখল করে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। গতকাল রবিবার দুপুরে উপজেলা বিএনপির প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ওয়াজেদ আলী খান ডাবলুর নেতৃত্বে একদল বহিরাগত এ ঘটনা ঘটায়। হামলায় সাত জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন।

তারা হলেন—প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার কেশবপুর প্রতিনিধি আশরাফ-উজ-জামান খান, সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক কল্যাণ পত্রিকার আবদুল্লাহ আল ফুয়াদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক দৈনিক লোকসমাজের জয়দেব চক্রবর্তী, সাবেক সহসভাপতি ও সমকালের প্রতিনিধি মোতাহার হোসাইন, নির্বাহী সদস্য ও সময়ের খবরের মেহেদী হাসান জাহিদ, সদস্য ও প্রথম আলোর প্রতিনিধি দীলিপ মোদক এবং দৈনিক করতোয়ার শেখ শাহীনুর ইসলাম। আহতদের মধ্যে সাংবাদিক জয়দেব চক্রবর্তী, আব্দুল্লাহ আল ফুয়াদ, মেহেদী হাসান জাহিদ ও আশরাফ-উজ-জামান খানকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্য আহতরা স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।

১৯৭৮ সালের ২০ জানুয়ারি কেশবপুর প্রেস ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রেস ক্লাবের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী দুই বছর অন্তর দ্বিবার্ষিক নির্বাচন হয়। সে লক্ষ্যে আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর প্রেস ক্লাবে দ্বিবার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। এর ছয় দিন আগেই গতকাল রবিবার দুপুরে ওয়াজেদ আলী খান ডাবলুর নেতৃত্বে একদল বহিরাগত কেশবপুর প্রেস ক্লাবে প্রবেশ করে। এ সময় প্রেস ক্লাবে থাকা সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালানো হয়। হামলার পর অভিযুক্ত চক্রটি কেশবপুর প্রেস ক্লাব দখল করে নিজেদের মতো করে ৫১ সদস্যবিশিষ্ট একটি স্বঘোষিত আহ্বায়ক কমিটি গঠন করে। ঐ কমিটিতে কেশবপুরের সদস্য ও দৈনিক দিনকাল প্রতিনিধি মাহাবুর রহমানকে আহ্বায়ক, হারুন আর রশিদকে সদস্যসচিব এবং ওয়াজেদ আলী খান ডাবলুকে সদস্য করা হয়েছে।

আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে জানিয়ে সাংবাদিক মেহেদী হাসান জাহিদ বলেন, 'হঠাৎ বহিরাগতরা এসে আমাদের ওপর হামলা চালায়। হামলায় সাত জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। আহতদের ভেতর চার জন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

কেশবপুরের সভাপতি আশরাফ-উজ-জামান খান অভিযোগ করে বলেন, 'আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে বহিরাগতরা এসে মব তৈরি করে জোরপূর্বক প্রেস ক্লাব দখল করাসহ মারধর করেন। তারা কেউ ক্লাবের সদস্য নন।'

কেশবপুর থানার ওসি মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান বলেন, 'ঐখানে সাংবাদিকদের মধ্যে একটা বিরোধ চলছে। আমার ফোর্স গিয়েছিল। আমরা বলেছি, আপনারা থানায় আসেন। আমরা দুইপক্ষের সঙ্গে বসে আলোচনা করব।'

হামলার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'এ বিষয়ে কিছু জানি না। এমন ঘটনা ঘটলে কেউ অভিযোগ দিলে আমরা ব্যবস্থা নেব। কেউ এখনো থানায় অভিযোগ দিতে আসেনি।'

যুগান্তর
সোমবার ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬
৬ আশ্বিন ১৪৩৩

পেট্রোল ঢেলে আগুনে দগ্ধ প্রবাসীর মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর সূত্রাপুরে পেট্রোল ঢেলে নিজ কক্ষে আগুন দেওয়ার ঘটনায় দগ্ধ সৌদি আরব প্রবাসী ইমনের (২৬) মৃত্যু হয়েছে। রোববার দুপুরে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তার। ইমনের শরীরের ৯০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল। বিষয়টি নিশ্চিত করেন জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন ডা. মো. সুলতান মাহমুদ।

এর আগে শুক্রবার বাসার সামনে ময়লা পানি জমিয়ে রাখা নিয়ে ইমনের বোন সুলতানার সঙ্গে ফুপাতো বোন তানিয়ার বিরোধ তৈরি হয়। বিষয়টি সুলতানা তার সৌদিপ্রবাসী ভাই ইমনকে জানান। এই কলহের জেরে শনিবার বিকালে ফের বিরোধের তৈরি হয়। এ সময় তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ইমন সবাইকে হুমকি দিয়ে বলেন, 'আমিও মরব, তোদেরও মারব'। পরে তিনি নিজ কক্ষে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন। এতে মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। কক্ষে থাকা সবাই দগ্ধ হন। এর মধ্যে মো. সিদ্দিক ৩৫ শতাংশ, তানিয়ার ৬০ শতাংশ, রাজিবের ১৫ শতাংশ ও আরিফুরের ৮ শতাংশ দগ্ধ হয়। তাদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বর্তমানে তারা চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

কালের কণ্ঠ
বৃহস্পতিবার। ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬

৩ জেলায় পাঁচজনের লাশ উদ্ধার

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার পৃথক স্থান থেকে গতকাল তিনজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়া মঙ্গলবার সিলেট ও মুন্সীগঞ্জে আরো দুজনের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। তাছাড়া নারায়ণগঞ্জে স্ত্রীকে ছুরিকাঘাতের পর স্বামী আত্মহত্যা করেছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে বিস্তারিত–

উখিয়া (কক্সবাজার) : উখিয়ায় সাগরপার থেকে এক দিনে অজ্ঞাতপরিচয় তিনজনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকাল সাড়ে ১১টা থেকে বিকেল পৌনে ৩টার মধ্যে জালিয়াপালং ইউনিয়নের মাদারবুনিয়া ও মনখালী এলাকা থেকে লাশগুলো উদ্ধার করা হয়। উখিয়া থানার ওসি আতিকুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের জন্য লাশগুলো কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

সিলেট : বাংলাদেশ বেতার, সিলেট কেন্দ্র কমপ্লেক্সের ভেতর থেকে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দেলোয়ার নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি নগরের মুন্সিপাড়া এলাকার বাসিন্দা। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ বেতার, সিলেট কেন্দ্রের পরিচালক আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তারিক বলেন, 'মারা যাওয়া ব্যক্তি বেতারের কেউ নন।'

সিলেট মহানগর পুলিশের কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি খান মোহাম্মদ মাইনুল জাকির বলেন, 'মরদেহের

■ নারায়ণগঞ্জে স্ত্রীকে ছুরিকাঘাতের পর স্বামীর আত্মহত্যা

নাক দিয়ে রক্ত পড়তে দেখা গেছে। শরীরে চানড়া ছিলে গেলেও সেটা আঘাতের চিহ্ন বলে মনে হয়নি। তবে হাতে একটি চিহ্ন রয়েছে, অনেকটা ইলেকট্রিক শকের মতো। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন হাতে এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।'

মুন্সীগঞ্জ : টঙ্গিবাড়ীতে আবুল বাসার নামের এক ব্যক্তির অর্ধগলিত ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে বেতকা ইউনিয়নের চরমাহমুদাদপুর গ্রামে তাঁর ভাড়া বাসা থেকে লাশটি উদ্ধার হয়। স্থানীয় বাসিন্দা ও বাড়ির মালিক জানান, আবুল বাসার দীর্ঘদিন ধরে এখানে ভাড়া থাকতেন। কিছুদিন আগে তাঁর স্ত্রী গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালী চলে গেলে তিনি ওই বাড়িতে একাই থাকতেন। বিভিন্ন মুরগির দোকানে মুরগি সরবরাহ করতেন তিনি। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঘরের আশপাশে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। পরে ঘরের ভেতরে উঁকি দিয়ে বাসারের ঝুলন্ত লাশ দেখতে পান তাঁরা।

নারায়ণগঞ্জ: নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় হত্যার উদ্দেশ্যে স্ত্রীর গলায় ছুরিকাঘাত করে শামীম হোসেন নামে এক ইজিবাইক চালক গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বুধবার সকালে ফতুল্লার কুতুবপুর ইউনিয়নের চিতাশাল ১নং গলির ফারুক হোসেন খোকনের বাড়ির দ্বিতীয় তলার ফ্ল্যাটে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শামীম হোসেন শরীয়তপুর জেলার গোসাইরহাট রানীশাহ গ্রামের মৃত. নুরু বেপারীর ছেলে। আহত ময়ূরী বেগম একই গ্রামের জয়নাল মাদবরের মেয়ে। তাদের ৩জন শিশু সন্তান রয়েছে।

প্রতিবেশীরা জানান, শামীম ও তার স্ত্রী ময়ূরী বেগমের সঙ্গে পারিবারিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রায় সময় ঝগড়া হতো। আজ (গতকাল) সকাল ১০টার সময় তাদের মধ্যে ঝগড়ার একপর্যায়ে শামীম বাসা থেকে বের হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর ফের বাসায় এসে দরজার সামনে ময়ূরী বেগমকে গলায় ছুরিকাঘাত করে। তখন গলা ধরে দৌড়ে বাড়ির বাহিরে বের হয়ে যায় ময়ূরী বেগম। এরপর ঘরের দরজা লাগিয়ে ফ্যানের সাথে ফাস দিয়ে আত্মহত্যা করে শামীম। এসময় শামীমের মা পাশের ঘর থেকে এসে ডাক চিৎকার করলে আশপাশের ফ্ল্যাটের লোকজন এগিয়ে আসেন। পরে থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে ময়ূরীকে ঢাকা মেডিকেলে পাঠানো হয় এবং শামীমের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

নিহতের বড় ভাই মোস্তফা জানান, শামীম ও ময়ূরীর এক ছেলে ফাহিম দুই মেয়ে ফাতেমা, ফিরিস্তা বয়সের সন্তান আছে। ৩জনই শিশু। এ বিষয়ে ফতুল্লা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাহবুব আলম জানান, আহত নারীকে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। সুস্থ হলে কারণ জানা যাবে।

সময়ের আলো
শনিবার। ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

ফেসবুক পোস্ট বিরোধে কৃষককে পিটিয়ে হত্যা

● রাজবাড়ী প্রতিনিধি

রাজবাড়ীর কালুখালীতে এক কৃষককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় এক নারীকে আটক করেছে পুলিশ। শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে উপজেলার বোয়ালিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে বলে সহকারী পুলিশ সুপার (পাংশা সার্কেল) মো. রাকিবুর রহমান জানিয়েছেন। নিহত ৫৫ বছর বয়সি নজরুল ইসলাম খান ওই গ্রামের বাসিন্দা।

নিহতের পরিবারের বরাতে সহকারী পুলিশ সুপার রাকিবুর রহমান বলেন, নজরুল ইসলামের ছোট মেয়ের একটি ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশী ইমান সরদার, তার স্ত্রী বুলু বেগম, ছেলে তুহিন ও মেয়ে গোলাপী বেগমের সঙ্গে বিরোধের সৃষ্টি হয়। এর জের ধরে শুক্রবার সকালে নজরুলের পরিবারের সদস্যদের ওপর হামলা চালানো হয়। এ সময় ইট ও লাঠি দিয়ে মারধর করা হলে ঘটনাস্থলেই নজরুল মারা যান।

এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী জহুরা বেগম ও মেয়ে রুনা গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানান এ পুলিশ কর্মকর্তা। তিনি বলেন, এ ঘটনায় গোলাপী বেগমকে আটক করা হয়েছে।

সময়ের আলো
শুক্রবার। ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬

মেঘনায় জাল পাতা নিয়ে সংঘর্ষ, ১০ জেলে আহত

● মনপুরা (ভোলা) প্রতিনিধি

ভোলার মনপুরায় মেঘনা নদীতে জাল পাতা নিয়ে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে ১০ জেলে গুরুতর আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে দুই জেলের অবস্থা আশঙ্কাজনকহওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। বুধবার রাত ১২টার দিকে উপজেলার হাজিরহাট ইউনিয়নের জংলারখাল সংলগ্ন পূর্বপাশের মেঘনায় এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। মনপুরা থানার ওসি মাজাহারুল ইসলাম জানান, লিখিত অভিযোগ পেলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আহত জেলে ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, উপজেলার জংলারখাল সংলগ্ন পূর্বপাশের মেঘনায় মাছ শিকারের জন্য জাল ফেলছিল একটি মাছ ধরার ট্রলার। এ সময় তাদের বাধা দেন অন্য কয়েকটি ট্রলারের জেলেরা। এ নিয়ে কথা-কাটাকাটির এক পর্যায়ে সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে ১০ জেলে আহত হন। আহতদের ৫ জনকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভর্তি করা হয়। অপর ৫ জেলেকে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে জংলারখাল মৎস্য ঘাটের আড়তদার ওবায়দুল জানান, মেঘনায় জাল পাতা নিয়ে সংঘর্ষের ঘটনায় জেলেদের পিটিয়ে আহত করা হয়।

যুগান্তর | সোমবার ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬
১৩ আশ্বিন ১৪৩৩

জমি নিয়ে বিরোধের জের

কালিয়ায় যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা

নড়াইল প্রতিনিধি

কালিয়ায় জমি নিয়ে বিরোধের তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছুরিকাঘাতে মানসুর মোল্যা নামে এক যুবককে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। শনিবার রাতে উপজেলার পেড়লি ইউনিয়নের কদমতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত মানসুর মোল্যা উপজেলার কদমতলা গ্রামের হাবিবুর রহমানের ছেলে। মানসুর পেশায় একজন দিনমজুর ছিলেন। এ সময় তার সঙ্গে থাকা নূর ইসলামও ছুরিকাঘাতে আহত হয়েছেন। অন্যদিকে অভিযুক্ত হাসিব মোল্যার বাড়িও একই গ্রামে। জানা যায়, শুক্রবার জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে স্থানীয় ইউপি সদস্য কাছেদ মোল্যাকে অপদস্থ করেন হাসিব। পরে শনিবার রাতে স্থানীয় একটি দোকানে যায় হাসিব। এ সময় ওই ইউপি সদস্যের চাচাতো ভাই মানসুর ওই দোকানের সাটার আটকে মেম্বরকে অপদস্তের কারণ জানতে চায়। তখন তাদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক ও ধস্তাধস্তি হয়। একপর্যায়ে মানসুর ও তার সঙ্গে থাকা নূর ইসলামকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে যায় হাসিব। ঘটনাস্থলেই মানসুরের মৃত্যু হয়। এএসপি রকিবুল হাসান বলেন, ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের পাশাপাশি অভিযুক্ত হাসিবকে ধরতে অভিযান অব্যাহত আছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ইত্তেফাক | ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬

কালিয়ায় কৃষককে কুপিয়ে হত্যা

আহত ১

■ কালিয়া (নড়াইল) সংবাদদাতা

নড়াইলের কালিয়ায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতে মানসুর মোল্যা (৪৫) নামের এক কৃষককে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ সময় নূর ইসলাম নামের আরো একজন আহত হন। শনিবার রাতে উপজেলার পেড়লী ইউনিয়নের কদমতলা গ্রামে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, পেড়লী ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য কাসেদ মোল্যার সঙ্গে অভিযুক্ত হাসিব মোল্যার বিরোধ চলছিল। এর জেরে শুক্রবার হাসিব ইউপি সদস্যকে লাঞ্ছিত করেন। পরবর্তী সময়ে শনিবার রাতে মানসুর মোল্যা ও নূর ইসলাম ঐ ঘটনার কারণ জানতে চাইলে হাসিবের সঙ্গে তাদের বাগবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে হাসিবের এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাতে দুই জনই গুরুতর আহত হন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে মানসুরের মৃত্যু হয়। কালিয়া থানার ওসি মো. ইদ্রিস আলী জানান, অভিযুক্ত হাসিবকে গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

যুগান্তর
শুক্রবার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬
E-mail : sportsjugantor@gma

কাশিমপুরে ছুরির আঘাতে গার্মেন্টকর্মী নিহত

কোনাবাড়ী (গাজীপুর) প্রতিনিধি

কাশিমপুরে ঝালমুড়ি বিক্রেতার ছুরিকাঘাতে পোশাক শ্রমিক গাজী রাফেজ আহমেদ নিহত হয়েছেন। এ সময় ছুরিকাঘাতে আহত হয়েছেন দুজন। বুধবার রাত ৯টার দিকে চক্রবর্তীকে বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের ২ নম্বর গেট লাগোয়া নুরু মার্কেটের সামনে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পরপরই স্থানীয়দের সহায়তায় ঝালমুড়ি বিক্রেতা আতাউর রহমানকে গ্রেফতার করে পুলিশ। নিহত রাফেজ (৩৫) খুলনার পাইকগাছার ব্যাসাখালীর গাজী খোরশেদ আলমের ছেলে। তার স্ত্রী ও সাত বছর বয়সি এক মেয়ে রয়েছে। আহতরা হলেন আশরাফ আলী (৫২) ও মুরাদ হোসেন (৩৪)। নিহতের খালাতো ভাই শেখ নাজমুল হাসান জানান, রাতে রাস্তার পাশে একটি দোকানে ঝালমুড়ি খাচ্ছিলেন রাফেজ। পাশের আরেক ঝালমুড়ি বিক্রেতা পথচারীদের সঙ্গে বাগবিতণ্ডা ও চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করছিল। রাফেজ এগিয়ে গিয়ে মীমাংসা করার চেষ্টা করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওই বিক্রেতা হাতে থাকা ধারালো ছুরি দিয়ে রাফেজসহ আরও দুজনের ওপর হামলা চালায়। এতে রাফেজের পেটের ডান পাশে গভীরভাবে ছুরির আঘাত লাগে। স্থানীয়রা দ্রুত উদ্ধার করে তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নেন। পরে অবস্থার অবনতি হলে রাত ১টার দিকে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক হাবিবুর রহমান বলেন, মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। কাশিমপুর থানার ওসি মোল্লা মো. খালিদ হোসেন জানান, ঘটনার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এ সময় স্থানীয়রা ঝালমুড়ি বিক্রেতা আতাউর রহমানকে পুলিশ সোপর্দ করে। এ ব্যাপারে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

কালের কণ্ঠ
সোমবার। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬

দোকানে পেট্রলবোমা নিক্ষেপ, বাইরে বের হতেই মুদি ব্যবসায়ীকে হত্যা

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

৯ জেলায় ২ খুন, ৮ লাশ উদ্ধার

রাজশাহীতে দোকানে পেট্রলবোমা নিক্ষেপ করে আগুন ধরানোর পর বাইরে বেরিয়ে আসেন মুদি ব্যবসায়ী। এরপর তাঁকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। নড়াইলে জমিসংক্রান্ত বিরোধে চাচাতো ভাইকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ছাড়া ঢাকা, বাগেরহাট, ভোলা, কিশোরগঞ্জ, বগুড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও বান্দরবানে উদ্ধার হয়েছে আটজনের লাশ। কালের কণ্ঠের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

রাজশাহী : কথা-কাটাকাটির জেরে দোকানে পেট্রলবোমা নিক্ষেপ করে আগুন ধরিয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা। এ সময় মুদি দোকানি আবদুল বারী ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। তখন তাঁকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। শনিবার রাতে নগরের রাজপাড়া থানার বাকির মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহতের স্বজন ও পুলিশের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শনিবার সন্ধ্যার পর চণ্ডীপুর এলাকার রাশেল দুই সহযোগীসহ বাকির মোড় এলাকায় যায়। তারা আবদুল বারীর দোকানে টাকা ভাঙাতে গেলে তিনি ভাঙিয়ে দিতে পারবেন না বলে জানান। এ নিয়ে কথা-কাটাকাটি ও হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে। এ সময় ড্রেনে পড়ে গিয়ে রাশেলের মাথা ফেটে যায়। এর জের ধরে রাত পৌনে ২টার দিকে ৫০ থেকে ৫৫ জনের একটি দল দেশীয় অস্ত্র ও পেট্রলবোমা নিয়ে বারীর দোকানে পেট্রলবোমা নিক্ষেপ করে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় বারীসহ পরিবারের সদস্যরা বাড়ি থেকে বের হয়ে আসেন। তখন হামলাকারীরা তাঁকে ঘিরে ধরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে চলে যায়। পরে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

রাজপাড়া থানার ওসি আবুল কালাম আজাদ বলেন, এ ঘটনায় মামলা করার প্রক্রিয়া চলছে। আসামিদের গ্রেপ্তারের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

নড়াই : কাহালুতে চেতনানাশক ওষুধ খাইয়ে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চালককে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পরে পুলিশ পরিচয়হীন চালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে।

শনিবার রাতে বেলঘরিয়া বড়ইতলা এলাকার একটি কাঁচা রাস্তার পাশ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। অটোরিকশাটি ঘটনাস্থলের পাশেই পাওয়া গেছে।

লামা-আলীকদম (বান্দরবান) : লামা উপজেলার দুর্গম পাহাড়ি এলাকার জঙ্গল থেকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মো. ছগির (৪৫) নামের এক কৃষি শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে রূপসীপাড়া ইউনিয়নের হাতিরঝিরি এলাকা থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।

নিহত ছগির রূপসীপাড়া ইউনিয়নের পূর্ব শিলেরতুয়া ছামাইছড়ি এলাকার নুর হোসেনের ছেলে।

সময়ের আলো
সোমবার। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

হবিগঞ্জে ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষে আহত অর্ধশত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ১৫

● হবিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি

হবিগঞ্জের বাহুবল বাজারে সিএনজি অটোরিকশা ও ব্যাটারিচালিত টমটম অটোরিকশার স্ট্যান্ড দখলকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অর্ধশতাধিক লোক আহত হয়েছেন। রোববার দুপুরে উপজেলার বকুলতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে বাহুবল মডেল থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

বাহুবল মডেল থানার ওসি রুহুল আমীন তালুকদার বলেন, পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বাজার এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাহুবল বাজারের বকুলতলা এলাকায় সিএনজি অটোরিকশা ও টমটমের স্ট্যান্ড দখল এবং আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে দুই পক্ষের শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিল। এরই জেরে রোববার দুপুরে উভয় পক্ষের লোকজনের মধ্যে প্রথমে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে তা হাতাহাতিতে রূপ নেয়। পরে উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সংঘর্ষের সময় উভয় পক্ষের লোকজন পরস্পরের ওপর হামলা চালায়। এতে বেশ কয়েকজন আহত হয়ে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা নেন। সংঘর্ষের কারণে বকুলতলা ও আশপাশের এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল বন্ধ থাকে। এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগরে পূর্বশত্রুতার জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। রোববার সকাল থেকে কয়েক দফায় উপজেলার ইছাপুরা ইউনিয়নের ইছাপুরা গ্রামের লোকজনের মধ্যে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা নিয়েছেন। বিজয়নগর থানার ওসি মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, আধিপত্য বিস্তারসহ নানা বিষয় নিয়ে ইছাপুরা ইউনিয়নের সাবেক দুই চেয়ারম্যান আক্তার ও বকুলের মধ্যে বিরোধ চলছে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।

সুন্দরবনে দুই দিনে ২১ জেলে অপহরণ

সুন্দরবনের বনদস্যু বাহিনী শুক্র ও শনিবার একটি ফিশিং ট্রলারসহ ২১ জেলেকে অপহরণ করেছে। সুন্দরবনের বিভিন্ন খালে মাছ ধরার সময় অপহরণের ঘটনা ঘটে। শরণখোলা রেঞ্জের দুবলা টহল ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মিল্টন রায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, শনিবার রাতে মাছ ধরার সময় জেলেদের ওপর হামলা চালিয়ে ১৫ জনকে ধরে নেয় মজনু বাহিনী। এর আগে শুক্রবার রাতে আরও ছয় জেলেকে অপহরণ করে বনদস্যুরা। –বাগেরহাট প্রতিনিধি

কালের কণ্ঠ
বুধবার। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬

বান্দরবানে নিখোঁজ শিশুর লাশ মিলল ফুফুর ঘরে

আরো ৭ জেলায় ৩ খুন ৪ লাশ উদ্ধার

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

বান্দরবানে নিখোঁজ চার বছরের শিশুর মরদেহ তার ফুফুর ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় তার ফুফুকে আটক করেছে পুলিশ। কুমিল্লায় ভবনের লিফটের নিচ থেকে এক রংমিস্ত্রির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সীতাকুণ্ডে মাছ চাষ নিয়ে বিরোধের জেরে আহত এক যুবক চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। এ ছাড়া কিশোরগঞ্জের ভৈরবে এক প্রবাসী যুবক, সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুরে এক নারী, গাজীপুরের টঙ্গীতে এক যুবক, পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়ায় এক স্কুলছাত্রী এবং ময়মনসিংহের ভালুকায় এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক এলাকায় তাইফা সুলতানা (৪) নামের এক শিশুর মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তার ফুফু নারগিছ সুলতানাকে (৫২) আটক করেছে পুলিশ। সোমবার বিকেলে ফুফুর ঘর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত শিশু ওই এলাকার টিপ খানের মেয়ে। বান্দরবান সদর থানার ওসি মাসুদ পারভেজ বলেন, এ ঘটনায় নারগিছ সুলতানাকে আটক করা হয়েছে। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে তিনি হত্যার দায় স্বীকার করেছেন।

কুমিল্লা হাউজিংয়ে রংমিস্ত্রির মরদেহ উদ্ধার : কুমিল্লা নগরীর কুমিল্লা হাউজিং এস্টেটের একটি ভবনের ক্যাপসুল লিফটের নিচ থেকে মো. কিরণ মিয়া (৪০) নামের এক রংমিস্ত্রির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁর শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

কুমিল্লা হাউজিং এস্টেটের ১ নম্বর সেকশনের জনতা ব্যাংক নামে পরিচিত ভবন থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। গতকাল সকালে কুমিল্লা কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি তৌহিদুল আনোয়ার বলেন, সিসিটিভির ফুটেজ যাচাই করে দেখা হচ্ছে। মৃত্যুর কারণ উদঘাটনে পুলিশ কাজ করছে।

ভৈরবে মুখ-হাত-পা বাঁধা প্রবাসীর মরদেহ উদ্ধার : কিশোরগঞ্জের ভৈরবের কালিকাপ্রসাদ এলাকার নয়াহাটিতে মো. রোকন (২৫) নামের এক প্রবাসী যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে বাড়ির একটি গাছ থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানায়, তাঁর মুখ, হাত ও পা বাঁধা ছিল। তিনি সিঙ্গাপুর থেকে এক মাস আগে ছুটিতে বাড়ি আসেন।

ভৈরব থানার ওসি মাহবুবুর রহমান বলেন, প্রকৃত ঘটনা উদঘাটনে পুলিশের বিশেষ তিনটি দল কাজ করছে।

যুগান্তর | বুধবার ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ | ১৫ আশ্বিন ১৪৩৩

হাত-পা বাঁধা প্রবাসীর লাশ ঝুলছিল গাছে

যুগান্তর ডেস্ক



রোকন আহমেদ | কিরণ মিয়া | তানজিনা আক্তার

টঙ্গীতে যুবককে কুপিয়ে হত্যা | কুমিল্লায় রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার

তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল কোয়ার্টারে কম্বল মোড়ানো গৃহবধূর লাশ

বাড়ির উঠানের গাছে হাত-পা, মুখ বাঁধা অবস্থায় ঝুলছিল রোকন আহমেদ জয় নামের এক যুবকের লাশ। বিষয়টি দেখে থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে। মঙ্গলবার সকালে কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলার কালিকাপ্রসাদ ইউনিয়নের পূর্বনয়াহাটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। সিঙ্গাপুর প্রবাসী জয় ওই গ্রামের ছাত্তার মিয়ার ছেলে। এদিকে, গাজীপুরের টঙ্গী ও কুমিল্লা নগরী থেকে আরও দুজনের রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। রাজধানীর তেজগাঁওয়ের একটি কোয়ার্টার থেকে গৃহবধূর কম্বলে মোড়ানো লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এছাড়া কুমিল্লার দেবিদ্বারে গৃহবধূকে হত্যার পর লাশ ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ পাওয়া গেছে। সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ কর্মকর্তারা এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) : নিহত প্রবাসী রোকনের বাবা ছাত্তার মিয়া বলেন, রোকন এক মাসে আগে সিঙ্গাপুর থেকে ছুটিতে দেশে আসে। রাতে একা রুমে থাকত। জানতে পারি, সোমবার রাত ২টার দিকে কেউ তাকে মোবাইলে ফোন করে ডেকে নিয়ে যায়। আমরা তখন ঘুমে ছিলাম। মঙ্গলবার সকালে হাত, পা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় বাড়ির উঠানের একটি গাছে তার ঝুলন্ত লাশ দেখতে পাই। পরে পুলিশকে খবর দিলে লাশটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। তিনি আরও বলেন, আমাদের কোনো শত্রু নেই। ধারণা করছি, দুর্বৃত্তরা তাকে হত্যা করেছে। ভৈরব থানার ওসি মাহবুবুর রহমান জানান, ঘটনাটি রহস্যজনক মনে হচ্ছে। এটি হত্যা না আত্মহত্যা তদন্ত করছে পুলিশ। লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য কিশোরগঞ্জে পাঠানো হয়েছে। পরিবার মামলা করলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঢাকা : রাজধানীর তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকার সড়ক ও জনপথ স্টাফ কোয়ার্টারের একটি তালাবদ্ধ কক্ষ থেকে নিশি আক্তার (১৯) নামে এক গৃহবধূর কম্বলে মোড়ানো লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনার পর থেকে তার স্বামী সাগর পলাতক। মঙ্গলবার দুপুরে জাতীয় জরুরি সেবা-৯৯৯ সংবাদ পেয়ে পুলিশ লাশটি

হাত-পা বাঁধা প্রবাসীর লাশ ঝুলছিল গাছে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

উদ্ধার করে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে ময়নাতদন্তের জন্য লাশটি শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিশি আক্তার চাঁদপুরের উত্তর মতলব উপজেলার মো. খোকনের মেয়ে। তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আব্দুল হামিদ জানান, নিহতের শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, তাকে মারধরের পর শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। পরে লাশ কম্বল দিয়ে প্যাঁচিয়ে ঘরে বাইরে থেকে তালা দিয়ে ঘাতক পালিয়ে যায়।

?টঙ্গী পূর্ব (গাজীপুর) : টঙ্গীর ব্যাংক মাঠ বস্তি এলাকার সিরাজুল ইসলামের ছেলে রফিকুল ইসলাম জয়কে ফোন করে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। সোমবার রাত ১১টার দিকে টঙ্গী রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় তাকে হত্যা করা হয়। ?নিহতের মা শিউলি বেগম জানান, নানা বিষয় নিয়ে ব্যাংক মাঠ বস্তির মাদক সম্রাজ্ঞী লাকীর ছেলে হাসান ও হোসেনসহ আরও কয়েকজনের সঙ্গে জয়ের দ্বন্দ্ব ছিল। রাকিব নামে একজন ডেকে নিয়ে তারা কয়েকজন এলোপাতাড়ি কুপিয়ে তাকে হত্যা করে। টঙ্গী পূর্ব থানার ওসি মোহাম্মদ মাকছুদুল আলম বলেন, জয়ের নামে পূর্ব থানায় দস্যুতা, ছিনতাই, ডাকাতি, অস্ত্র ও মাদক আইনে আটটি মামলা রয়েছে। খুনিদের গ্রেফতার করতে রেল পুলিশকে সহযোগিতা করছি।

কুমিল্লা : সোমবার রাতে কুমিল্লা নগরীর হাউজিং এস্টেটের ১ নম্বর সেকশনের 'জনতা ব্যাংক' ভবনের ক্যাপসুল লিফটের নিচ থেকে মো. কিরণ মিয়া নামের এক রং মিস্ত্রির রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি নগরীর ছিতীয় মুরাদপুর এলাকার সুন্দর আলীর ছেলে। তার শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ঘটনার পর থেকে দারোয়ান নিখোঁজ রয়েছেন। রেটজিটেক লিমিটেডের কর্মচারী রাজু বলেন, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার পর আমি ঘটনাস্থলে আসি। তখন ভবনের লোকজন কিরণ মিয়াকে খুঁজছিলেন। পরে লিফট খুললে নিচে লাশটি পাওয়া যায়। ভবনের মালিক খোরশেদ আলম বলেন, আমরা সারা দিন খুঁজেও তাকে পাইনি। পরে ধারণা করি, তিনি হয়তো এখানে থাকতে পারেন। এরপর লিফটের নিচে খোঁজ করে লাশ পাওয়া যায়। কুমিল্লা কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি তৌহিদুল আনোয়ার বলেন, দ্রুত ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটন এবং জড়িতদের আইনের আওতায় আনা হবে।

এদিকে, কুমিল্লার দেবিদ্বারে তানজিনা আক্তার নামের এক গৃহবধূকে হত্যার পর লাশ ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ পাওয়া গেছে। উপজেলার বিজলীপাগার এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার নিহতের ভাই মো. ফারুক এ অভিযোগ করেন। নিহত তানজিলা মুরাদনগরের নবীপুর গ্রামের মো. মোসলেমের মেয়ে। তার তিনটি সন্তান রয়েছে। ২৩ সেপ্টেম্বরের ঘটনায় ২৫ সেপ্টেম্বর মামলা করা হয়। ঘটনাটি আগের হলেও গতকাল বিষয়টি জানাজানি হয়। এ ঘটনায় স্বামী নাজমুল ও তার বাবা আমানুল্লাহকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। দেবিদ্বার থানার ওসি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। অভিযোগটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

যুগান্তর | বুধবার ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬
১৫ আশ্বিন ১৪৩৩

কোনাবাড়ীতে শ্রমিকের লাশ উদ্ধার

ভান্ডারিয়ায় সৎ মায়ের নির্যাতনে ছাত্রীর মৃত্যু

রাজশাহীতে দোকানি হত্যায় গ্রেফতার ২

যুগান্তর ডেস্ক

ভান্ডারিয়ায় সৎ মায়ের নির্যাতনে ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা এ নিয়ে রহস্য তৈরি হয়েছে। কোনাবাড়ীতে নারী শ্রমিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। রাজশাহীতে দোকানি হত্যায় দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। যুগান্তর ব্যুরো ও প্রতিনিধিরা জানান : **পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায়** মাহিরা আক্তার নামে এক স্কুলছাত্রীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে মধ্য চিংড়িয়া গ্রামে নিজ বসতঘর থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। মাহিরা ভান্ডারিয়া বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। মাহিরার ৩ বছর বয়সে মা মারা গেলে তারা বাবা আলমগীর হোসেন দ্বিতীয় বিয়ে করেন। অভিযোগ উঠেছে সৎ মায়ের নির্যাতনের কারণে মাহিরা মারা গেছেন। তবে সৎ মা সুমাইয়া আক্তার দাবি করেন, রিয়াজ বেপারী নামে সৌদি প্রবাসীর সঙ্গে মাহিরার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ায় মাহিরা আত্মহত্যা করেছে। **গাজীপুরের কোনাবাড়ীর** জরুন এলাকায় হাসিনা আক্তার নামে নারী শ্রমিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার রাতে মৃত বাবুল মিয়ার টিনশেড ভাড়া বাসার বারান্দার একটি কক্ষ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। হাসিনা পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জের আমগজ বিলাসী তিস্তাপাড়া গ্রামের হাসেন আলীর মেয়ে। **রাজশাহীতে** মুদি দোকানি হত্যা মামলার দুই আসামিকে গ্রেফতার করেছে এসআরবি। তারা হলেন—নগরীর ভাটাপাড়া এলাকার ইসরাইল ও হানিফ। উল্লেখ্য, ২৭ সেপ্টেম্বর রাতে বারিউলকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়।



মাহিরা আক্তার

যুগান্তর | মঙ্গলবার ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬
২৪ ভাদ্র ১৪৩৩

অভয়নগরে চরমপন্থি দলের সদস্যকে গলা কেটে খুন

যুগান্তর ডেস্ক

অভয়নগরে চরমপন্থি দলের সদস্যের গলা ছিন্নভিন্ন লাশ উদ্ধার হয়েছে। কালকিনিতে খালে কোমরে ইট বাঁধা লাশ মিলেছে কাঠমিস্ত্রির। রাজশাহী, মধুপুর, হাটহাজারী ও নেত্রকোনায় লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বদরগঞ্জে আমবাগানে পাওয়া অর্ধগলিত যুবকের লাশের পরিচয় মিলেছে। যুগান্তর প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর : **যশোরের অভয়নগরে** বাহারুল মল্লিক (৪৫) নামে নিষিদ্ধ চরমপন্থি দলের এক সদস্যের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার সকালে শুভরাড়া ইউনিয়নের রানাগাতী গ্রামের একটি বাগান থেকে তার গলা ছিন্নভিন্ন অবস্থায় লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত বাহারুল মল্লিক রানাগাতী গ্রামের হাকিম মল্লিকের ছেলে। স্থানীয়রা বাগানে লাশ পড়ে থাকতে দেখে বাগুয়াড়ী পুলিশ ক্যাম্পে খবর দেন। তাকে গুলি করে নাকি গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে তা ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনের পর নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে পিস্তলের এক রাউন্ড ব্যবহৃত বুলেট ও একটি ককটেলসদৃশ বস্তুও উদ্ধার করা হয়েছে। **মাদারীপুরের কালকিনিতে** নিখোঁজের তিন দিন পর মো. আনোয়ার গোমস্তা (৬৫) নামে এক কাঠমিস্ত্রির লাশ খাল থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। লাশ উদ্ধারের সময় তার কোমরের সঙ্গে ইট বাঁধা ছিল বলে জানিয়েছে স্থানীয়রা ও নিহতের পরিবার। পরিবারের দাবি, পূর্বশত্রুতার জেরে তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। রোববার সন্ধ্যার পর সাহেবরামপুর ইউনিয়নের আন্ডারচর এলাকার একটি খাল থেকে তার লাশটি উদ্ধার করা হয়। তিনি গত শুক্রবার দুপুরে নিজ বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর নিখোঁজ হন। **রাজশাহীতে** স্বর্ণা খাতুন (২৬) নামে তরুণীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার সকালে নগরীর মতিহার থানার পশ্চিম বুধপাড়া মহল্লার বাড়ি থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, স্বর্ণা একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছিলেন। কিছুদিন আগে ছুটিতে রাজশাহী এসে বাড়িতেই ছিলেন। সোমবার সকালে ঘরে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় তার লাশ পাওয়া যায়। পরিবারের বরাতে ওসি মোহাম্মদ গোলাম কবির জানান, স্বর্ণা কোনো কারণে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন। এ নিয়ে তার চিকিৎসাও চলছিল। **টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ** আঞ্চলিক মহাসড়কের পাশে **টাঙ্গাইলের মধুপুরের** জলছত্র এলাকায় রোববার রাতে গাছের ডালের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় রতন সিংহ (৫০) নামে ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত রতন সিংহ মধুপুর পৌর শহরের আঙ্গিনাপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তিনি পৌর শহরের দৈনিক বাজারে একটি বরফকল পরিচালনার পাশাপাশি পাথর সরবরাহের ঠিকাদারি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রোববার রাতে রতন সিংহ বরফকল থেকে বের হয়ে আর বাসায় ফিরেননি। **চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে** সাদিয়া আক্তার (১৯) নামে গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার সন্ধ্যার দিকে পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডস্থ বাচন আলী চৌধুরী বাড়ি সড়কের হাবিবা ভিলা থেকে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত লাশটি উদ্ধার করা হয়। সাদিয়া আক্তার মেখল ইউনিয়নের উত্তর মেখল এলাকার কাদের আলী ফকির বাড়ির মো. শফির মেয়ে। **রংপুরের বদরগঞ্জে** আমবাগান থেকে উদ্ধার হওয়া অজ্ঞাত যুবকের অর্ধগলিত লাশের পরিচয় শনাক্ত হয়েছে। নিহতের নাম মো. গোলাম রাব্বানী (৩৬)। তিনি মধুপুর ইউনিয়নের পাইকারপাড়া গ্রামের মো. হাসান আলীর ছেলে এবং মাদ্রাসা শিক্ষক। গত রোববার বিকালে কুতুবপুর ইউনিয়নের পাকারমাথা রেল ব্রিজসংলগ্ন ফেন্সিপাড়া এলাকার একটি আমবাগানে তার লাশ পাওয়া যায়। জানা গেছে, লাশটির মুখমণ্ডল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় প্রাথমিকভাবে পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। পরে রংপুর সিআইডির টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও অন্যান্য আলামত যাচাই-বাছাই করে তার পরিচয় শনাক্ত করে। নেত্রকোনার সদরের বনগাঁও গ্রাম থেকে মারুফ মিয়া নামে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি কেন্দুয়ার গৃন্ডা গ্রামের মৃত আব্দুল হালিমের ছেলে।

কালকিনি মধুপুর বদরগঞ্জ
রাজশাহী হাটহাজারী
নেত্রকোনায় ৬ লাশ

সময়ের আলো রোববার। ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬।



সারা দেশে শিশু নিখোঁজ ও আইনশৃঙ্খলার অবনতি রোধ এবং গৃহ শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরিসহ ১১ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে শনিবার প্রেস ক্লাবে বিক্ষোভ সমাবেশ ● সময়ের আলো

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
১৭ ভাদ্র ১৪৩৩, ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬

আশুগঞ্জ সার কারখানা চালুর দাবিতে মানববন্ধন

■ আশুগঞ্জ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) সংবাদদাতা

গ্যাস-সংকটের কারণে প্রায় ১৮ মাস ধরে বন্ধ থাকা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ সার কারখানা দ্রুত সচলসহ তিন দফা দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। সোমবার সকাল ৯টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের আশুগঞ্জ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতুর টোলপ্লাজায় কারখানার শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের উদ্যোগে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে কারখানাকে পূর্বের ন্যায় 'আশুগঞ্জ জিয়া ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড' নামকরণ, আধুনিকায়নের মাধ্যমে কারখানা সচল ও আশুগঞ্জ সারকারখানা-২ বাস্তবায়নের দাবি জানানো হয়। এতে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), শ্রমিক দলসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা সংহতি প্রকাশ করে অংশ নেন।

বক্তারা অভিযোগ করেন, একটি মহল বিদেশ থেকে সার আমদানির কমিশন বাণিজ্যের জন্য দীর্ঘদিন ধরে কৃত্রিম গ্যাস-সংকট দেখিয়ে কারখানা বন্ধ রেখেছে। প্রায় ১ হাজার ১৫০ টন উৎপাদন ক্ষমতার এই কারখানা চালু রাখতে সরকারের প্রতি জোর দাবি জানিয়ে বক্তারা বলেন, দ্রুত গ্যাস সরবরাহ ও নতুন কারখানা স্থাপন করা না হলে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

সমকাল
সোমবার। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬

বকেয়া বেতনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ

শ্রমিক ও পুলিশের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

আগস্ট মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে গাজীপুরের শ্রীপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন ওশিন স্পিনিং মিলস লিমিটেডের শ্রমিকরা। গতকাল রোববার বিকেলে তেলিহাটি ইউনিয়নের জৈনা বাজার এলাকায় শ্রমিকরা মহাসড়কে অবস্থান নিলে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

মহাসড়ক অবরোধ করার খবর পেয়ে শিল্প পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে শ্রমিকদের সরিয়ে দেয়। পরে কারখানার ফটকের সামনে শ্রমিক ও পুলিশের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এতে চার শ্রমিক আহত হয়েছেন।

আহত শ্রমিকদের মধ্যে দুজন গুরুতর আহত বলে জানিয়েছেন শ্রমিকরা। আহত শ্রমিকদের মধ্যে রয়েছেন লিপি আক্তার ও বাক্‌প্রতিবন্ধী বিলকিস। আহত অপর দুজনের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। শ্রমিকদের দাবি, আহতদের হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে একজনকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানান, গত আগস্ট মাসের বেতন এখনও পরিশোধ করেনি কারখানা কর্তৃপক্ষ। বেতন দেওয়ার জন্য একাধিকবার তারিখ নির্ধারণ করা হলেও প্রতিবারই তা পিছিয়েছে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে শ্রমিকরা কারখানা থেকে বেরিয়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন। পরে পুলিশ এসে সড়ক থেকে সরিয়ে দিলে কারখানার সামনে অবস্থান নেন তারা। সেখানে তাদের ওপর লাঠিচার্জ করেছে পুলিশ।

আলী হোসেন নামে এক শ্রমিক বলেন, 'আগস্ট মাসের বেতন এখনও পাইনি। চলতি মাসও শেষের দিকে। বেতন দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ একাধিকবার তারিখ দিয়েছে, কিন্তু বেতন দেয়নি। বেতন না পাওয়ায় শ্রমিকদের সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে।'

রাহেলা খাতুন নামে এক শ্রমিক বলেন, 'বেতন পরিশোধ করলে আমরা রাস্তায় নামতাম না। আমাদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে। এতে কয়েকজন শ্রমিক আহত হয়েছেন। আহতদের হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।'

তবে শ্রমিকদের ওপর লাঠিচার্জের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন গাজীপুর শিল্প পুলিশের পরিদর্শক স্বপন কুমার। তিনি বলেন, বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধ করলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের সরিয়ে দেয়। লাঠিচার্জের অভিযোগ সঠিক নয়। দৌড়াদৌড়ির সময় পড়ে গিয়ে শ্রমিকরা আহত হয়ে থাকতে পারেন।

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে যোগাযোগ করলে কারখানার মানবসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা রখা নাগ সমকালকে জানান, আগের মাসের বেতন পরিশোধ করা হয়েছে গত মাসের ২৭ তারিখে। গত মাসের বেতন গতকাল রোববার দেওয়ার কথা ছিল। এর আগেই তারা আন্দোলন শুরু করে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
১৯ ভাদ্র ১৪৩৩, ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬

ভূরুঙ্গামারীতে সারের দাবিতে কৃষকদের সড়ক অবরোধ

■ ভূরুঙ্গামারী (কুড়িগ্রাম) সংবাদদাতা

ভূরুঙ্গামারীতে সারের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে স্থানীয় কৃষকরা। পরে সার বিতরণ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন স্থানীয় প্রশাসন পুলিশ, আনসার ও বিজবির সদস্যরা।

গতকাল বুধবার সোনাহাট ক্যাম্পের মোড়ে বিসিআইসি সার ডিলার মেসার্স জনার্দন ট্রেডার্সে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ৩০০ বস্তা ইউরিয়া সার বিতরণ কার্যক্রম শুরু করা হয়। ঐ স্থলে কৃষকের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় কিছু কৃষক পার্শ্ববর্তী সোনাহাট বাজারে বিএডিসি অনুমোদিত সার ডিলার পয়েন্ট মেসার্স রাকিবুল ট্রেডার্সে এসে সার বিক্রির জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। কিন্তু সার ডিলার বুধবার তার সার বিতণের নির্দেশ নেই বলে জানান। এ কথা শুনে বিক্ষুব্ধ কৃষকরা ডিলার পয়েন্টের সামনে সোনাহাট স্থলবন্দর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করতে থাকে। এতে সড়কের উভয় পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার অমৃত দেব নাথ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কুড়িগ্রামের উপপরিচালক আব্দুল্লাহ আল মামুন, উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল জব্বার ও ওসি আজিম উদ্দিনসহ পুলিশ, আনসার সদস্য, সোনাহাট, কচাকাটা ও বাবুরহাট ক্যাম্পের (বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ) বিজিবি সদস্যদের সহায়তায় সার বিতরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেন। মেসার্স রাকিবুল ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী হয়রত আলী জানান, সর্ব শেষ ডিও অনুযায়ী আমি ডিএপি সার ২৩৫ বস্তা, টিএসপি ৯৫ বস্তা ও এমওপি ৯০ বস্তা উত্তোলন করি। বুধবার সার বিতরণের কথা ছিল না। হঠাৎ কয়েক শ কৃষক বিক্ষব্ধ আচরণ করলে প্রশাসনের সহায়তায় সার বিতরণ করা হয়।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল জব্বার জানান, বুধবার রাকিবুল ট্রেডার্স ডিলার পয়েন্টে সার বিতরণের দিন ধার্য ছিল না, কিন্তু কৃষক বিশৃঙ্খলা করায় প্রশাসনের উপস্থিতিতে দুটি ডিলার পয়েন্টে সার বিতরণ করা হয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ১২ আশ্বিন ১৪৩৩
Dhaka : Sunday 27 September 2026

টাঙ্গাইলে শ্রমিক দলের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ



জেলা বার্তা পরিবেশক, টাঙ্গাইল

দেশব্যাপী পরিকল্পিত সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টিসহ দেশকে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে জেলায় আজ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল।গতকাল শনিবার দুপুরে টাঙ্গাইল শহরের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন টাঙ্গাইল জেলা বিএনপির সভাপতি হাসানুজ্জামিল শাহীন।

জেলা শ্রমিক দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মো. আবু সাঈদের সভাপতিত্বে সমাবেশে জেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক এ কে এম মনিরুল হক ভিপি মুনীর, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি জিয়াউল হক শাহীন, জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব মাহমুদুল হক সানু, বিএনপি নেতা বাবু অমল ব্যানার্জি, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ভিপি নুরুল ইসলাম, জেলা শ্রমিক দলের সহ-সভাপতি জয়নাল আবেদীন, সদর উপজেলা শ্রমিক দলের সভাপতি আমিনুল ইসলাম সুমন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সমাবেশে বক্তারা বলেন, পরিকল্পিত সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দেশের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট করার যেকোনো অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। তারা দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার আহ্বান জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬

নওগাঁয় চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে রিকশা-ভ্যান শ্রমিকদের বিক্ষোভ

■ নওগাঁ প্রতিনিধি

চাঁদাবাজি বন্ধ ও শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে নওগাঁয় বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছেন রিকশা-ভ্যান শ্রমিকরা। সোমবার দুপুরে নওগাঁ শহরের মুক্তির মোড়সংলগ্ন নওজোয়ান মাঠের পূর্ব পাশের সড়কে জড়ো হয়ে তারা বিভিন্ন স্লোগান দেন। আন্দোলনরত শ্রমিকরা অভিযোগ করেন, প্রতিদিন সড়ক দিয়ে রিকশা-ভ্যান চালানোর সময় তাদের কাছ থেকে জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করা হয়, যার ফলে তারা আর্থিকভাবে চরম ক্ষতির মুখে পড়ছেন। এ ধরনের জুলুম ও চাঁদাবাজি দ্রুত বন্ধ করতে এবং সড়কে শ্রমিকদের হয়রানি রোধ ও পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের কার্যকর হস্তক্ষেপ কামনা করেন তারা।

রিকশাচালক মালেক হোসেন, রেজাউল করিম ও সাদ্দাম হোসেন জানান, সারা দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করলেও তাদের চাঁদার খড়্গ সহ্য করতে হয়। নওগাঁ শহর রিকশা শ্রমিক সমিতির সভাপতি আব্দুস সালাম পিন্টু ও সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেনও শ্রমিকদের নির্বিঘ্নে চলাচল ও নিরাপত্তা দাবি করেন। নওগাঁ সদর মডেল থানার ওসি মো. আসাদুজ্জামান জানান, খবর পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয় এবং বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

কালের কণ্ঠ
সোমবার। ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬

আশুলিয়ায় বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি ▷

সাভারের আশুলিয়ায় ক্লথিং কার্নিভালস লিমিটেড নামের একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা তিন মাসের বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধের দাবিতে কারখানার সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন। এ সময় কারখানাটির ভুক্তভোগী শ্রমিকদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন বিভিন্ন শ্রমিক ফেডারেশনের নেতারা। গতকাল রবিবার আশুলিয়ার বুড়িবাজার এলাকায় অবস্থিত কারখানাটির প্রধান ফটকের সামনে এই অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচিতে শ্রমিকরা দ্রুত তাঁদের বকেয়া বেতন-ভাতা ও অন্যান্য পাওনা পরিশোধের দাবি জানিয়ে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে কারখানাটির দুই শতাধিক শ্রমিক তাঁদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছেন। তিন মাসের বেতন-ভাতা বকেয়া থাকলেও কারখানা কর্তৃপক্ষ বারবার পরিশোধের আশ্বাস দিয়ে সময়ক্ষেপণ করছে।

THE FINANCIAL EXPRESS September 12, 2026



Garments Sramik Front brings out a procession from in front of the Jatiya Press Club in the capital on Friday, demanding the formation of a wage board for the garment sector and the wages in line with the 9th national pay scale. — Focus Bangla

সময়ের আলো সোমবার। ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬



গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির লক্ষ্যে মজুরি বোর্ড পুনর্গঠন ও গার্মেন্টস শ্রমিকদের ফেয়ার ওয়েজ এবং গার্মেন্টস পণ্যের ফেয়ার প্রাইসের দাবিতে রোববার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করে জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন ● সময়ের আলো

যুগান্তর
বুধবার ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬
১ আশ্বিন ১৪৩৩

ফতুল্লায় গার্মেন্ট বন্ধ ঘোষণায় সড়ক অবরোধ

ফতুল্লা (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

ফতুল্লায় উৎপাদন বন্ধ রেখে শ্রমিকরা বেতন দাবি করায় ইউনাইটেড অ্যাপারেলস নামে একটি গার্মেন্ট বন্ধ ঘোষণা করেছে মালিকপক্ষ। মঙ্গলবার সকালে ফতুল্লার মাসদাইর এলাকায় অবস্থিত ওই কারখানার সামনে ওই নোটিশ দেখে শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। প্রায় এক ঘণ্টা এ বিক্ষোভের পর পুলিশ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ ছেড়ে দেন। কারখানা বন্ধ ঘোষণার নোটিশে উল্লেখ করেন, বর্তমান বৈশ্বিক সংকট, বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি সংকটের কারণে চলমান অর্ডার সঠিক সময়ে রপ্তানি করতে না পারায় এবং নতুন অর্ডার না পাওয়ায় ও ব্যাংকিং সমস্যার কারণে আর্থিক সংকট তৈরি হয়েছে। ফলে শ্রমিক-কর্মচারীদের আগস্ট মাসের বেতন দিতে কিছুটা বিলম্ব হওয়ায় শ্রমিকরা রোব ও সোমবার কারখানায় সংঘবদ্ধ হয়ে অবৈধভাবে উৎপাদন কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়।

সমকাল সোমবার। ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

প্রয়োজনে জাতীয় সংলাপের দাবি শ্রমিক নেতাদের

চট্টগ্রাম বন্দরের এনসিটি ইজারা

■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) ইজারা দেওয়ার বিষয়ে প্রয়োজনে জাতীয় সংলাপ আয়োজনে সরকারের প্রতি দাবি জানিয়েছেন শ্রমিক নেতারা। গতকাল রোববার জাতীয় ফেডারেশন ও বেসিক ইউনিয়নগুলোর নেতাদের এক মতবিনিময় সভায় তারা এই দাবি তোলেন। চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা কমিটি ঘোষিত ৫ অক্টোবরের দিনব্যাপী অবস্থান কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের হলে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সেখানে বক্তারা বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। বন্দরের সঙ্গে জাতীয় অর্থনীতি ও বিপুলসংখ্যক শ্রমিকের স্বার্থ জড়িত। তাই বন্দরের ব্যবস্থাপনা ও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনায় জাতীয় স্বার্থের পাশাপাশি শ্রমিকদের অধিকার ও স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

এনসিটি ইজারা দেওয়া হলে দেশের কী লাভ হবে, তা সরকারকে জনগণের কাছে স্পষ্ট করার আহ্বান জানিয়ে তারা বলেন, এনসিটি ইজারা দেওয়া হলে দেশের কী ধরনের ক্ষতি হতে পারে, সে বিষয়েও সরকারের সঙ্গে জাতীয় পর্যায়ে সংলাপের প্রয়োজন রয়েছে। সরকারকে এ বিষয়ে জাতীয় সংলাপ আয়োজনের আহ্বান জানান তারা।

আগামী ৫ অক্টোবর বন্দর ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচির তথ্য জানিয়ে বক্তারা বলেন, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে তারা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। শান্তিপূর্ণ এই কর্মসূচি ও আন্দোলনকে সরকার যদি দুর্বলতা হিসেবে বিবেচনা করেন, তা ভুল হবে। সে ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে দাবি আদায়ে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হতে পারে। প্রয়োজনে দেশবাসীকে সঙ্গে নিয়ে অবরোধ ও হরতালের মতো কর্মসূচি ঘোষণার কথাও জানান তারা।

বন্দর রক্ষা কমিটি চট্টগ্রামের আহ্বায়ক প্রকৌশলী দেলোয়ার মজুমদার সভায় সভাপতিত্ব করেন। কমিটির সদস্য সচিব ফজলুল কবির মিন্টুর সঞ্চালনায় আলোচনায় অংশ নেন টিইউসি চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সভাপতি তপন দত্ত, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও বন্দর সিবিএর সাবেক সাধারণ সম্পাদক কাজী শেখ নুরুল্লাহ বাহার, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এস কে খোদা তোতন, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক শ ম জামাল উদ্দিন, টিইউসি জেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ইফতেখার কামাল খান, জাতীয়তাবাদী ডক শ্রমিক দলের সভাপতি মো. হারুন ও সাধারণ সম্পাদক তসলিম হোসেন সেলিম, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিটির সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল বাতেন, সহসম্পাদক ইব্রাহীম ফরাজি, বিএফটিইউসির সভাপতি আনোয়ারুল হক ছনি, বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশন মহানগর কমিটির সাধারণ সম্পাদক আবু আহমেদ মিয়া, বন্দর উইঞ্চ ক্রেন অপারেটর সমিতির নেতা ইমাম হোসেন স্বপন, বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুর রহিম, কমিউনিটি সেন্টার শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মো. পারভেজ, চট্টগ্রাম যুব ট্রেড ইউনিয়ন নেটওয়ার্কের সদস্য সচিব হাসিবুর রহমান।

সমকাল
■ সোমবার। ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬। ৬ আশ্বিন ১৪৩৩



অবিলম্বে পোশাক শ্রমিকদের মজুরি বাড়াতে মজুরি বোর্ড পুনর্গঠন করার দাবিতে সমাবেশ হয়েছে। গতকাল রোববার রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এই কর্মসূচি পালন করে জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন। সমকাল

দেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬



বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকের বিক্ষোভ

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর সিটি করপোরেশনের কোনাবাড়ী এলাকায় গতকাল বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেছেন হানিওয়েল গার্মেন্টস লিমিটেডের শ্রমিকরা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানান, সকাল থেকে কারখানার সামনে সড়ক অবরোধ করে অবস্থান নেন কয়েক শ শ্রমিক। বিক্ষোভ চলাকালে বিভিন্ন স্লোগান দেন তাঁরা। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে শিল্পপুলিশ ও জিএমপির কোনাবাড়ী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। শ্রমিকরা জানান, তাঁদের বেতন পরিশোধ না করেই কারখানা ছুটি দেওয়া হয়েছে। চলতি (সেপ্টেম্বর) মাসের ১০ তারিখ বেতন দেওয়ার কথা ছিল। একাধিকবার সময় দিয়েও কর্তৃপক্ষ দিচ্ছেন না। দ্রুত তাঁদের বকেয়া পরিশোধ করা না হলে আরও কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবেন।

গাজীপুর শিল্পপুলিশ সূত্রে জানা যায়, শ্রমিকদের আগস্টের বেতন চলতি মাসের ১০ তারিখ দেওয়ার কথা। নির্ধারিত তারিখে বেতন পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় কর্তৃপক্ষ ১২ আগস্ট থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে আট দিন সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেন। ২১ ও ২২ সেপ্টেম্বর দুই দিন সাধারণ ছুটি বর্ধিত করেন। জিএমপি কোনাবাড়ী থানার ওসি ইফতেখার হোসেন জানান, বেতনের দাবিতে শ্রমিকরা কারখানার সামনের ফিডার রোডে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেছেন। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কারখানার সামনে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা চলছে। পুলিশের পক্ষ থেকে শ্রমিকদের বোঝানোর পর বিকাল ৫টার দিকে তাঁরা চলে যান। এ বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

দেশ রূপান্তর মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬

বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়কে আগুন জ্বালিয়ে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ীতে বকেয়া বেতনের দাবিতে হানিওয়েল গার্মেন্টস লিমিটেডের শ্রমিকরা বিক্ষোভ করছেন। গতকাল সোমবার সকাল থেকে কোনাবাড়ীর আমবাগ এলাকায় কারখানার সামনে সড়ক অবরোধ করে অবস্থান নেন কয়েকশ শ্রমিক। সড়কে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন তারা।

শ্রমিকরা জানান, তাদের গত আগস্ট ও চলতি সেপ্টেম্বরের বেতন বকেয়া রয়েছে। কর্তৃপক্ষ ওই টাকা পরিশোধ না করেই কারখানা ছুটি দিয়েছে। চলতি মাসের ১০ তারিখ বেতন দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু একাধিকবার সময় দিয়েও বেতন দিচ্ছে না। কারখানার শ্রমিক আতাউর বলেন, 'বেতন না দেওয়ায় আমরা সমস্যায় পড়ে গিয়েছি, কারখানাও বন্ধ। আমার মতো ৪০০ থেকে ৫০০ শ্রমিক পরিবার নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে।'

কারখানা সূত্রে জানা গেছে, কারখানায় ১ হাজার ৩০০ শ্রমিক রয়েছে। আগস্ট মাসের বেতন ১০ সেপ্টেম্বর দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু তা মালিকপক্ষ দিতে পারেনি। পরে বেতন দিতে ব্যর্থ হওয়ায় কারখানা সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে।

NEWAGE
Y, SEPTEMBER 22, 2026, ASHWIN 7, 1433 BS

Garment workers block Gazipur road for arrears

Our Correspondent
Gazipur

AROUND 500 workers of a garment factory in Gazipur blocked a road and staged a demonstration on Monday, demanding payment of two months' outstanding wages.

Workers of Honey Well Garments Limited blocked the road in Ambagh area of Konabari in Gazipur city from 9:00am to 1:00pm.

At one point, they set tyres on fire in front of the factory, disrupting vehicular movement.

The workers said that the factory authorities had failed to pay their wages for August, which were due on September 10, and another month's wages remained unpaid.

They alleged that the management had repeatedly sought extensions but failed to clear the dues. The authorities also declared a general holiday at the factory without paying the workers, they said.

The workers further alleged that the management had paid their wages irregularly over the past 11 months.

'We have two months' wages due. We cannot pay our room rent, grocery bills or our children's school fees. Our landlord wants to evict us,' said worker Sumona Akter.

ইত্তেফাক ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬



ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাকে অবৈধ হিসেবে গণ্য না করে আইনি কাঠামোর আওতায় এনে নিবন্ধন, চালকদের লাইসেন্স ও রুট পারমিট দেওয়াসহ ১২ দফা দাবিতে গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করে বাংলাদেশ ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা মালিক-শ্রমিক ঐক্য পরিষদ —ইত্তেফাক

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
৮ আশ্বিন ১৪৩৩, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬



সাভারের আশুলিয়ার জামগড়া এলাকায় প্রীতি গ্রুপের পোশাক কারখানায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে শ্রমিক হতাহতের প্রতিবাদে এবং ক্ষতিপূরণের দাবিতে গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করে বাংলাদেশ গার্মেন্টস ও সোয়েটার্স শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র —ইত্তেফাক

সমকাল
■ বুধবার । ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ । ৮ আশ্বিন ১৪৩



ব্যাটারিচালিত যানবাহন দেশের সড়ক উপযোগী নকশায় আধুনিকায়ন, ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান, যৌক্তিক নীতিমালা প্রণয়নসহ সাত দফা দাবিতে শ্রমিক সমাবেশ ও মিছিল করে রিকশা-ভ্যান-ইজিবাইক শ্রমিক ইউনিয়ন। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ● সমকাল

দেশ রূপান্তর বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬,



কুড়িগ্রামের উলিপুরে সারের জন্য কৃষকরা সড়ক অবরোধ করেন — দেশ রূপান্তর

উলিপুরে সারের দাবিতে সড়ক অবরোধ

উলিপুর (কুড়িগ্রাম) সংবাদদাতা

কুড়িগ্রামের উলিপুরে ব্যাপক কৃষকের উপস্থিতি দেখে সার না দিয়ে ডিলার ও উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা সটকে পড়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে কৃষকরা বাঁশ ফেলে ও আগুন জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে। এ সময় কুড়িগ্রাম টু চিলমারী আঞ্চলিক সড়কে প্রায় এক ঘণ্টা যানচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে খবর পেয়ে ইউএনও এবং ওসি ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাটি ঘটেছে, গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে নতুন অনন্তপুর বাজার এলাকায়।

ভুক্তভোগী কৃষক ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার হাতিয়া ইউনিয়নের নতুন অনন্তপুর এলাকায় মেসার্স সুফিয়া এন্টার প্রাইজের সামনে মঙ্গলবার সকালে কৃষকরা সার নেওয়ার জন্য জড়ো হয়। এ সময় এক সঙ্গে অনেক কৃষকের উপস্থিতি দেখে ওই ব্লকের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা উমর ফারুক ও নকুল কুমার এবং সার ডিলার সামছুল আলম প্রতিষ্ঠান না খুলে সটকে পড়েন। বিষয়টি বুঝতে পেরে ক্ষুব্ধ কৃষকরা ডিলারের দোকানের সামনে বাঁশ ফেলে ও আগুন জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করে। এ সময় কুড়িগ্রাম টু চিলমারী আঞ্চলিক সড়কে প্রায় এক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে উপজেলা প্রশাসন ও থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে ২ শত ১৫ বস্তা সার প্রায় ৫ শত কৃষকের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

কৃষক আব্দুল আজিজ, আজিজার রহমান, আব্দুর রহিমসহ অনেকে জানান, কয়েক দিন ধরে ডিলারের কাছে ঘুরেও সার পাচ্ছি না। মঙ্গলবার সার দেওয়ার কথা থাকায় সকাল থেকে অপেক্ষা করেও ডিলারের লোকজন না আসায় আমরা সড়ক অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছি।

মেসার্স সুফিয়া এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী সার ডিলার সামছুল আলম বলেন, সার বিতরণ করতে দেরি হওয়ায় কৃষকরা সড়ক অবরোধ করেছেন। পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে সুষ্ঠভাবে সার বিতরণ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে মোবাইলফোনে যোগাযোগ করা হলে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা উমর ফারুক তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য করেননি। অন্য উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা নকুল কুমারের মোবাইলফোনে যোগাযোগ করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

উলিপুর থানার ওসি শওকত আলী সরকার জানান, সার বিতরণের আগেই কিছু উসশৃঙ্খল মানুষ সড়ক অবরোধ করেছিল। পরে আমরা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসি। বর্তমানে কোনো সমস্যা নেই।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সহিদুল ইসলাম বলেন, ডিলার ও সংশ্লিষ্ট উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা কৃষকদের ম্যানেজ করতে না পারায় একটু সমস্যা হয়েছিল। পরে সবার উপস্থিতিতে সার বিতরণ করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এটিএম আরিফ বলেন, কৃষকের উপস্থিতি দেখে সার ডিলার ও উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা একটু ভয় পেয়েছিল। পরে আমরা গিয়ে বিষয়টি স্বাভাবিক পর্যায়ে এনে সুষ্টভাবে সার বিতরণ করা হয়েছে।

যুগান্তর
শনিবার ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬
১১ আশ্বিন ১৪৩৩

বরিশালে ইন্দো বাংলা শ্রমিকদের ভুখা মিছিল

বরিশাল ব্যুরো

কারখানা বন্ধের নোটিশ প্রত্যাহার, খুলে দেওয়া, বকেয়া বেতন পরিশোধ এবং শ্রমিক ছাঁটাইয়ের পাঁয়তারা বন্ধের দাবিতে বরিশালে ভুখা মিছিল করেছেন ইন্দো-বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের শ্রমিকরা। দাবি আদায়ে টানা ১৫ দিন ধরে আন্দোলন করছেন তারা। শুক্রবার ইন্দো-বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদের ব্যানারে কারখানার সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন শ্রমিকরা। পরে সেখান থেকে ভুখা মিছিল বের করে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করেন। একপর্যায়ে নথুল্লাবাদ সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন তারা।

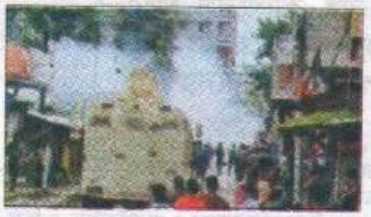
এই কর্মসূচিতে শত শত শ্রমিক অংশ নেন। শ্রমিকদের দাবি আদায়ে সংহতি প্রকাশ করে; বাসদ বরিশাল জেলা সমন্বয়ক মনীষা চক্রবর্তী, শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতাকর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬

বকেয়ার দাবিতে দ্বিতীয় দিনে শ্রমিক বিক্ষোভ

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে বকেয়া বেতনের দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে হানিওয়েল গার্মেন্টস লিমিটেডের শ্রমিকরা।



দীর্ঘ সময় সড়ক আটকে রাখা এবং অন্য কারখানার শ্রমিকদের আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার আহ্বান করলে পুলিশ টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। জানা যায়, শ্রমিকদের আগস্ট মাসের বেতন চলতি মাসের ১০ তারিখে দেওয়ার কথা ছিল। নির্ধারিত দিনে বেতন পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়ে কর্তৃপক্ষ ১২ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ দিনের সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। এ ঘটনায় শ্রমিকরা সোমবার কারখানার সামনের সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন। গতকাল সকাল থেকেই তারা কোনাবাড়ীর আমবাগ এলাকার গার্মেন্টসটির পাশের সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। দুপুরে অন্য কারখানার শ্রমিকদের আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার আহ্বানে সেখানে জড়ো হলে পুলিশ টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২ এর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আমজাদ হোসাইন জানান, কোনাবাড়ীর হানিওয়েল গার্মেন্টস লিমিটেড নামে একটি কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো ফিডার রোডে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন। পরে পার্শ্ববর্তী অন্য আরেকটি কারখানায় হামলা করতে গেলে পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

DHAKA WEDNESDAY SEPTEMBER 23, 2026
ASHWIN 8, 1433 BS
The Daily Star

Chaldal workers protest unpaid salaries, dishonoured cheques

STAR BUSINESS REPORT

Employees of online grocery platform Chaldal demonstrated in front of the National Press Club in Dhaka yesterday, demanding payment of outstanding salaries and other dues.

The protesters alleged that around 2,800 workers have salary arrears. They also claimed that the company had issued cheques to hundreds of employees against unpaid dues, but the cheques were dishonoured owing to insufficient funds.

The demonstration came within a week of dozens of employees, mostly from Jashore, travelling to Dhaka and staging a protest at the company's Banani headquarters, demanding payment of arrear salaries of up to six months for some employees.

At yesterday's rally, Saiful Hasan Tushar, a former assistant director of operations at Chaldal, said his salary payments became irregular from December last year and that he was later terminated without prior notice.

"To settle my dues and unpaid salary, they gave me a cheque for Tk 514,000. When I went to clear it, the cheque bounced," he said.

Tushar said Chaldal management called affected employees to its office on September 19 and proposed paying only 10 to 14 percent of their overdue basic salaries, excluding gratuity and other benefits.

"We asked for 60 percent, with the remainder cleared in a month, but they declined," he said.

"They have repeatedly called us and given new dates, four to five times now, without clearing our money. With our backs to the wall, we have been forced to come here to seek intervention from the government."

The latest demonstration follows months of recurring protests over unpaid wages. Employees at Chaldal's Jashore operation also protested over unpaid wages in March.

Addressing the protests, Chaldal CEO Waseem Alim said the company was going through an "unprecedented liquidity crisis" and acknowledged the hardship caused by outstanding salaries.

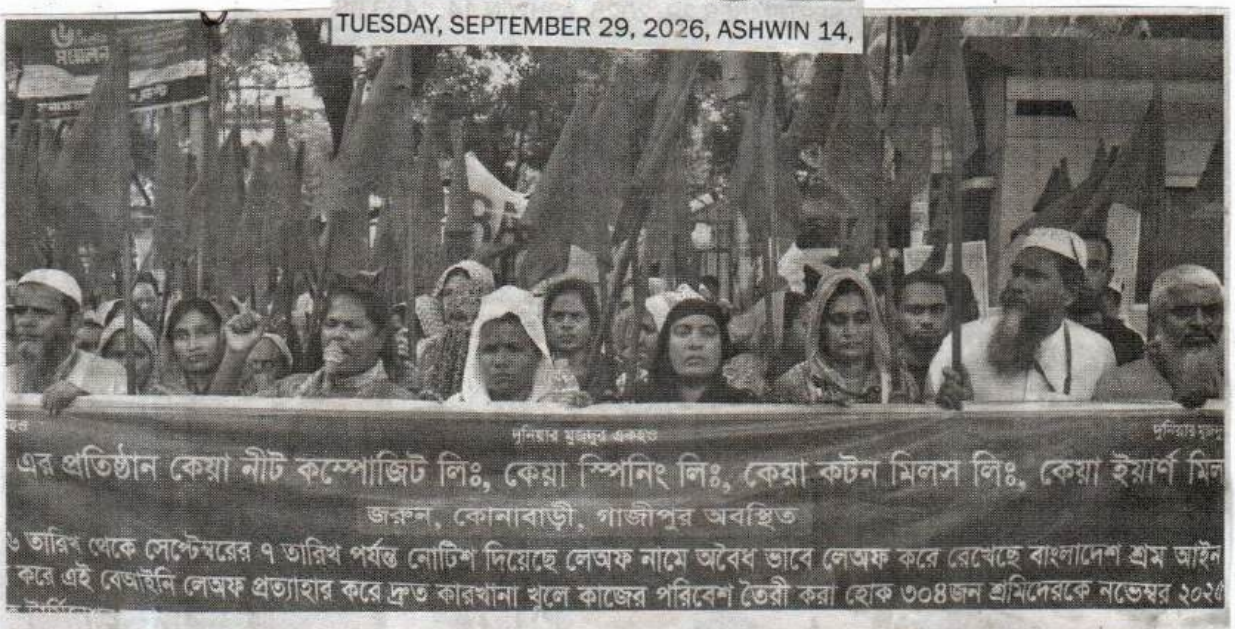
He said the company was working with employees, authorities and other stakeholders to resolve the issue, adding that legitimate claims for dues were not in question.

"We have cleared a lot of them and are also clearing salaries as we speak. Currently, a lot of employees have accepted a settlement."



Chaldal employees gather in front of the National Press Club in Dhaka yesterday, pressing for payment of overdue salaries and other outstanding dues. PHOTO: PRABIR DAS

NEWAGE
TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2026, ASHWIN 14,



Workers of Keya Group's companies, including Keya Knit Composite, Keya Spinning, Keya Cotton Mills and Keya Yarn Mills in Gazipur, bring out a procession protesting at factory lay-offs, worker terminations and demanding the immediate reopening of units along with clearance of unpaid dues, from in front of the National Press Club in Dhaka on Monday. —New Age photo

NEWAGE
SATURDAY, SEPTEMBER 26, 2026, ASHWIN

RMG workers demand reinstatement of dismissed fellows at Ashulia

Staff Correspondent
Savar

GARMENT workers and union leaders on Friday demanded the reinstatement of 30 workers allegedly dismissed from Giant Star Fashion Limited at Savar's Ashulia after they protested at unpaid overtime and other workplace irregularities.

They also accused the factory authorities of using outsiders to attack the workers who demanded payment for overtime work.

Under the banner of National Garments Workers Unity, they organised a human chain at Bogabari bus stand in Gazirchot around 3:30pm, demanding reinstatement of the workers and payment of their outstanding wages and benefits.

'The workers were made to work from 8:00pm on Wednesday until 3:00am on Thursday. When they demanded payment for the overtime work, the owners brought outsiders and attacked them,' said Faridul Islam, president of National Garments Workers Unity.

He also alleged that the factory, despite having sufficient orders deprived regular workers from work and was giving production work to subcontractors instead.

Protesters also alleged that workers were being paid different rates for the same work. According to them, regular workers received Tk 34 for certain work, while subcontract workers were paid Tk 42.

'We were not given factory identity cards even after working for eight or nine months,' said worker Rupa Begum.

She alleged that workers on night shifts were denied night allowances and annual leave benefits.

The workers said that they had raised the issues with the factory authorities, demanding their legal entitlements. But on September 24, 30 workers were allegedly forced out of the factory aided by outsiders.

The protesters demanded immediate payment of all arrears, reinstatement of the workers and steps to ensure job security and their legal rights.

Giant Star Fashion Workers Union president Masud Rana Sheikh and its general secretary Md Sohag, among others, addressed the programme.

সংবাদপত্রে বিল্‌স
THE FINANCIAL EXPRESS
Saturday • September 5, 2026



Prime Minister's Economic Adviser on Finance and Planning Prof Rashed Al Mahmud Titumir speaking as the chief guest at a day-long symposium titled "The Future of Work: Decent Work and Social Justice for All" organised by the Bangladesh Institute of Labor Studies (BILS) in the city on Friday.

Investment needed in production sector for economic recovery, says Titumir

FE REPORT

Prime Minister's Economic Adviser on Finance and Planning Prof Rashed Al Mahmud Titumir said on Friday that investment must be there in the production sector to make the country an industrial hub.

He said that the people of the country gave the government the responsibility of putting the crippled economy on the track.

He was speaking as the chief guest at a day-long symposium organised by the Bangladesh Institute of Labor Studies (BILS) titled "The Future of Work: Decent Work and Social Justice for All" held at the city.

As many as 20 million people got out of poverty during late Prime Minister Khaleda Zia's tenure and she opened the path for women in the country's RMG sector, said the advisor.

Suggesting south-south cooperation rather than north-south and prioritising the south model and production, he criticized the commissioned research tendency by some domestic so-called intellectuals.

Saying that social safety is the government's priority, he alleged that 8-10 million people slipped into poverty after the last social safety programme ended and the burden was left on the shoulder of the new government.

The government is now going to the homes of farmers and five per cent poverty would be reduced if the government's family card programme is a success.

Criticizing the emergence of news that the country topped the world in terms of non-performing loans, he said the media reported during the Sheikh Hasina regime that it was 11 per cent. But the real picture was above 35 per cent and the media did not report it accordingly.

Titumir also said that domestic resource extraction and management should be made more effective without increasing tax rates. Through this, it is possible to create a skilled workforce, increase productivity, and create the foundation for a socially secure and dignified life for workers.

Other speakers said that protection of workers, social protection and decent working conditions were the key to the country's LDC graduation.

Special guests included Member of Parliament and Central Coordinator of Bangladesh Nationalist Workers' Party Advocate Shamsur Rahman Shimul Biswas, Additional Secretary of the Ministry of Labor Md. Abdur Rahim, Country Director of ILO Bangladesh Max Tunon, Additional Secretary General of Bangladesh Employers Federation Md. Saidul Islam, and Senior Joint Convener of the National Advocacy Alliance for Workers' Rights Mesbahuddin Ahmed.

The event was presided over by Chairman of BILS Md. Mujibur Rahman Bhuiyan.

Biswas emphasized the need for adapting to the changing labour market by ensuring fair wages, law enforcement and social protection for workers.

The ILO official said that more dialogue, engagement and cooperation between all parties were needed to address the challenges of the changing world of work.

The Additional Secretary said that the discussion would play an important role in determining what to do to address the challenges arising in the context of climate and technological change.

Mahdi Amin, adviser to the Prime Minister, and Nazrul Islam Khan, Secretary General, BILS and Adviser to the Prime Minister, spoke at the evening session and talked about the future pathway of the country's economic development.

nsrafsanju@gmail.com

যুগান্তর | রোববার ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬
২২ ভাদ্র ১৪৩৩



ঢাকায় আইডিইবিতে শনিবার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের সম্মেলন ও সাধারণ সভা-২৬ এ 'বীর মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম খান লাইব্রেরি ও বিলস তথ্যকেন্দ্র' উদ্বোধন করছেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক এবং সমাজকল্যাণমন্ত্রী আবু জাফর মো. জাহিদ হোসেন। এ সময় বিলস-এর প্রতিষ্ঠাতা ও মহাসচিব এবং প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা নজরুল ইসলাম খান ও প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহ্‌দী আমিন উপস্থিত ছিলেন পিআইডি

বিলস'র সম্মেলনে মাহ্‌দী আমিন

শ্রমজীবী মানুষ জাতীয় অর্থনীতির চালিকাশক্তি

যুগান্তর প্রতিবেদন

প্রধানমন্ত্রীর শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-বিষয়ক উপদেষ্টা মাহ্‌দী আমিন বলেছেন, শ্রমজীবী মানুষ জাতীয় অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। শ্রমিক শুধু শ্রম দেন না, তারাই দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখেন। শ্রমের মর্যাদা নিশ্চিত করা মানে দেশের মর্যাদা নিশ্চিত করা। ন্যায্য মজুরি কোনো অনুগ্রহ নয়, ন্যায্য প্রাপ্য। নিরাপদ কর্মপরিবেশ প্রতিটি শ্রমিকের মৌলিক অধিকার। শনিবার রাজধানীর কাকরাইলে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) সম্মেলন ও সাধারণ সভায় তিনি এ কথা বলেন।

মাহ্‌দী আমিন বলেন, 'দক্ষ শ্রমিক দেশের অন্যতম বড় উৎপাদনশীল সম্পদ। শ্রমিকের দক্ষতা বাড়লে শিল্পের সক্ষমতা ও দেশের প্রতিযোগিতার শক্তি বাড়ে। প্রযুক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে শ্রমিকের দক্ষতাকেও এগিয়ে নিতে হবে।' শিল্প খাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক ও অংশীদারত্ব গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'শিল্পের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে মালিক ও শ্রমিককে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে। ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ ব্যবস্থার (ট্রাইপারটাইট কনসালটেশন) মাধ্যমেই শিল্প খাতকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের।'

মাহ্‌দী আমিন বলেন, 'মালিক-শ্রমিকের মধ্যকার সম্পর্ক কেবল আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না; এটি হতে হবে আস্থা, পারস্পরিক নির্ভরতা ও গভীর ভালোবাসার। একটি টেকসই শিল্পব্যবস্থা গড়ে তুলতে উভয় পক্ষের মধ্যে নিয়মিত কার্যকর যোগাযোগ, দায়িত্বশীলতা ও পারস্পরিক বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এই মুখপাত্র আরও বলেন, 'কর্মক্ষেত্রে ন্যায়বিচার থাকলে আস্থা তৈরি হয়, আর আস্থা থাকলে উৎপাদন বাড়ে। নারী শ্রমিকের নিরাপত্তা ও সমান সুযোগের নিশ্চয়তা অর্থনীতির সক্ষমতাও বাড়ায়।'

তিনি বলেন, 'শ্রমশক্তিকে আগামী দিনের পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত করাই হবে আমাদের অন্যতম বড় বিনিয়োগ। শ্রমের শক্তি, শিল্পের সক্ষমতা এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব—এই তিনের সমন্বয়েই গড়ে উঠবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।'

মাহ্‌দী আমিন বলেন, 'কর্মক্ষেত্রে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হলে এমন একটি রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যেখানে শ্রমিকের মৌলিক অধিকার রক্ষা এবং শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ একই স্রোতধারায় প্রবাহিত হবে।'

সম্মেলনে আরো বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক ও কৃষিবিষয়ক উপদেষ্টা এবং বিলসের মহাসচিব নজরুল ইসলাম খান, সমাজকল্যাণমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) কান্ট্রি ডিরেক্টর ম্যাক্স টুলন, জাপান ইন্টারন্যাশনাল লেবার ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট ইয়াসুনোবু আইহারা, বাংলাদেশে নিযুক্ত নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের ডেপুটি অ্যাম্বাসেডর জ্যানা ভ্যান ডার লিনডেন, এনজিও-বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক মোহাম্মদ জাকারিয়া, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব আব্দুর রহমান তরফদার, বিলসের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান মৃধাসহ দেশি-বিদেশি বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতারা।

DHAKA WEDNESDAY SEPTEMBER 30, 2026
ASHWIN 15, 1433 BS
The Daily Star

574 garment workers, families get injury scheme benefits

STAR BUSINESS REPORT

A total of 574 garment workers and their family members are receiving financial support under the pilot Employment Injury Scheme (EIS), which provides long-term income protection to workers who suffer permanent disabilities and the families of those killed in workplace accidents.

So far, 248 cases have been recorded under the scheme, involving 161 dependants of deceased workers and 87 workers who suffered permanent disabilities.

The beneficiaries have received a total of Tk 42,831,572 in compensation, according to a study jointly conducted by the Bangladesh Institute of Labour Studies (BILS) and the International Labour Organization (ILO).

BILS and the ILO shared the findings with journalists at a media orientation programme in Dhaka yesterday.

According to a BILS statement, the EIS has helped address workplace risks, reduce the risk of income loss, strengthen social protection, improve worker-employer relations and support compliance with international standards, as well as legal and human rights responsibilities. It has also contributed to poverty reduction.

The media orientation highlighted three recommendations aimed at improving workplace safety and security and ensuring dignified and fair employment and livelihoods for workers and their families.

BILS and the ILO urged the government to enact the necessary laws and regulations to make the EIS universal after the pilot project ends in 2027.

Launched in June 2022 in the aftermath of the Rana Plaza and Tazreen disasters, the EIS pilot provides long-term financial support to the dependants of workers killed in workplace accidents and to workers who sustain permanent disabilities.

The pilot is being implemented by ILO Bangladesh and the German development agency GIZ, with financial support from Switzerland, Canada and the European Union.

The financial benefits under the scheme have been designed in line with the provisions of the ILO Employment Injury Benefits Convention, 1964 (№121).

BILS Executive Director Syed Sultan Uddin Ahmed said the project was currently operating as a pilot in the ready-made garment sector.

When the person earning an income is absent, the entire family can become financially vulnerable, he said, adding that the initiative sought to strengthen social protection and provide financial security to workers and their families through collective efforts.

Under the scheme, beneficiaries receive financial assistance equivalent to 50 percent of wages. It also provides benefits to workers who sustain permanent disabilities, including those resulting from road accidents, as well as workplace accidents, according to the statement.

Wednesday • September 30, 2026 • Page 16

THE FINANCIAL EXPRESS

EMPLOYMENT INJURY SCHEME

Bring informal economy workers under coverage: Experts

FE REPORT

Labour experts and trade union leaders on Tuesday called for extending the Employment Injury Scheme (EIS) to all industrial sectors and bringing informal economy workers under its coverage to ensure comprehensive social protection across Bangladesh.

While Bangladesh had successfully established a transparent, internationally-compliant compensation pilot programme following tragic industrial accidents like Rana Plaza collapse, transitioning to a permanent system faced several key challenges, they said.

The current comprehensive compensation system, EIS, was only a temporary pilot programme scheduled to end in June 2027, they also said.

Setting a permanent system required enacting dedicated legislation, establishing regulatory rules, and creating a permanent governing institution by securing a long-term financing model and administrative verification, they added.

Speaking at a media orientation organised by the Bangladesh Institute of Labour Studies (BILS) and the International Labour Organisation (ILO) at the National Press Club in the capital, stakeholders stressed that restricting the scheme strictly to export-oriented apparel units left vast segments of the workforce vulnerable.

Launched in June 2022 following major industrial disasters, the EIS pilot scheme currently operates solely within the 100 per cent export-oriented readymade garment (RMG) sector.

Supported technically by the ILO and GIZ, with financial backing from the Netherlands, Canada, and the European Union (EU), the scheme aligns with ILO Convention No 121 to offer long-term financial safety nets for workplace fatalities and permanent disabilities.

Presenting the keynote paper, BILS Joint Secretary General Md Shakil Akhter Chowdhury revealed that the pilot scheme had so far disbursed Tk 42.83 million in compensation across 248 workplace accidents.

This had benefited 574 individuals, including dependents of 161 deceased workers and 87 permanently disabled workers, he said.

Chief Technical Adviser of ILO-EIS Syed Saad Hussain Gilani noted that the protection model compensates workers with 50 per cent of their wages, offers rehabilitation services for disabled individuals, and covers both factory floor and commuting road accidents.

"Bangladesh has established an international-standard compensation system during the last four years, but it is only a pilot programme that will end by June next year," he said.

Speaking about the structural challenges in scaling the pilot programme to a permanent nationwide system, he said the government would have to make decisions on legislation, rules, institutions, and financing systems.

Executive Director of BILS Syed Sultan Uddin Ahmmed emphasised the loss or disability of sole wage earners currently plunged entire families into severe economic distress without institutional backing.

Leaving non-RMG formal industries and the massive informal economy outside this safety net undermined national poverty reduction goals, he noted.

Trade union leaders, including AAM Fayez Hossain of SKOP and Salauddin Swapan of IndustryAll Bangladesh Council, noted that while the pilot programme successfully integrated compensation concepts into law, restricting coverage to RMG workers left millions of non-RMG ones without adequate protection.

To overcome these expansion challenges and ensure sustainability when the current pilot phase concludes in 2027, the orientation outlined three core recommendations.

Those included replicating the EIS programme across all industrial formal sectors, bringing informal sector workers under the scheme as part of universal social protection.

Necessary rules and legal enactments must be finalised by 2027 to declare the EIS fully universal.

BILS Vice Chairman Anwar Hossain said while recent amendments to the Bangladesh Labour Act incorporated provisions for an EIS fund, rapid execution through upcoming labour rules was crucial to guarantee workplace safety and dignity across all sectors.

Munni_fe@yahoo.com

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
১৫ আশ্বিন ১৪৩৩, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিমে আনার দাবি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

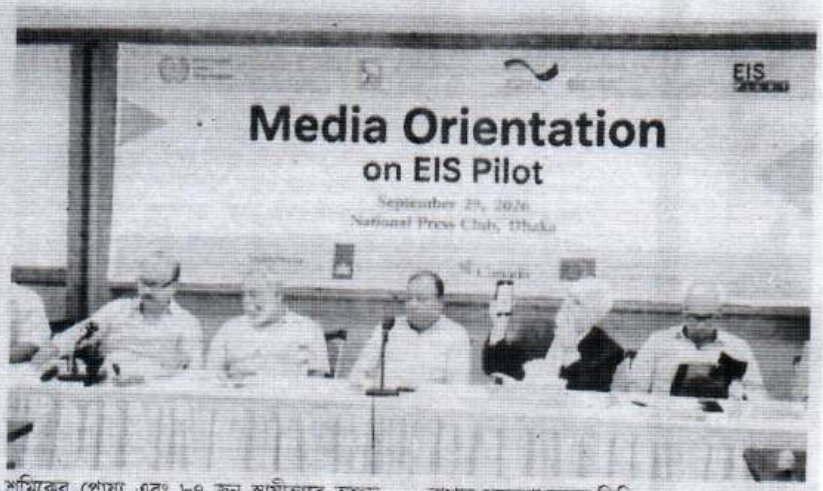
অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদেরও সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিমের (ইআইএস) আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন শ্রমিক নেতা ও সংশ্লিষ্টরা। একই সঙ্গে তৈরি পোশাক খাতে চালু থাকা ইআইএস পাইলট প্রকল্পের মডেল অনুসরণ করে সব খাতের শ্রমিকের জন্য এ স্কিম বাস্তবায়নের দাবি জানানো হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিলস আয়োজিত এক মিডিয়া ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন। ইআইএস পাইলট প্রকল্পের অগ্রগতি তুলে ধরতে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিলসের ভাইস চেয়ারম্যান ও ইআইএস গভর্ন্যান্স বোর্ডের সদস্য আনোয়ার হোসাইন। সঞ্চালনা করেন ইআইএস গভর্ন্যান্স বোর্ডের সদস্য তৌহিদুর রহমান।

স্বাগত বক্তব্যে বিলসের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ বলেন, বর্তমানে প্রকল্পটি তৈরি পোশাক খাতে পাইলট হিসেবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে একটি পরিবার বড় ধরনের আর্থিক সংকটে পড়ে। সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইআইএস শ্রমিক ও তার পরিবারের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখছে।

আইএলও-ইআইএসের চিফ টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার সৈয়দ সাদ হুসাইন গিলানী বলেন, ইআইএস শ্রমিক ও তার পরিবারকে তিন ধরনের সুবিধা দিতে সক্ষম। এর মধ্যে রয়েছে মজুরির ৫০ শতাংশের সমপরিমাণ আর্থিক সহায়তা, অক্ষম শ্রমিকের পুনর্বাসন এবং কর্মক্ষেত্রের দুর্ঘটনার পাশাপাশি সড়ক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রেও সুবিধা।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিলসের যুগ্ম-মহাসচিব সাকিল আখতার চৌধুরী। এতে জানানো হয়, বর্তমানে ইআইএসের মোট সুবিধাভোগী ৫৭৪ জন। এ পর্যন্ত ২৪৮টি দুর্ঘটনায় ১৬১ জন মৃত



শ্রমিকের পোষ্য এবং ৮৭ জন স্থায়ীভাবে অক্ষম শ্রমিক ইআইএসের আওতায় মোট ৪ কোটি ১৮ লাখ ৩১ হাজার ৫৭২ টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন।

প্রবন্ধে বলা হয়, ইআইএস শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকি মোকাবিলা, আয় হারানোর ঝুঁকি কমানো, সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড পূরণ, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসে ভূমিকা রাখছে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা তিনটি সুপারিশ তুলে ধরেন। এগুলো হলো- ইআইএসের মডেল অনুসরণ করে সব খাতের শ্রমিকদের জন্য স্কিমটি বাস্তবায়ন, সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের এ স্কিমের আওতায় আনা এবং ২০২৭ সালে পাইলট প্রকল্প শেষ হওয়ার পর প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি প্রণয়ন করে ইআইএসকে সর্বজনীন ঘোষণা করা।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল বাংলাদেশ কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক সালাউদ্দিন স্বপন বলেন, ২০২২ সালে প্রকল্পটি শুরু হয় ও এর ফলে ক্ষতিপূরণের বিষয়টি শ্রম আইনে সন্নিবেশিত হয়েছে। সরকার ও মালিকপক্ষের সহযোগিতায় এ উদ্যোগ চলমান রাখার প্রত্যাশা করেন তিনি।

শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ) যুগ্ম সমন্বয়কারী এ এ এম ফয়েজ হোসেন বলেন, পাইলট প্রকল্পটি শুরুতে শুধু তৈরি পোশাক খাতের জন্য ছিল। এখন এটি সব শ্রমিকের জন্য সর্বজনীন করা প্রয়োজন।

সমাপনী বক্তব্যে বিলসের ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসাইন ইআইএস সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরিতে গণমাধ্যমের সহযোগিতা কামনা করেন।

রানা প্লাজা ও তাজরিন দুর্ঘটনার পর তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ২০২২ সালের জুন থেকে ইআইএস পাইলট প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়।

আইএলও বাংলাদেশ ও জিআইজেডের কারিগরি সহায়তা এবং নেদারল্যান্ডস, কানাডা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে। এ উদ্যোগের আর্থিক সুবিধা আইএলওর এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি বেনিফিট কনভেনশন-১২১ (১৯৬৪) অনুসারে নির্ধারণ করা হয়েছে।